ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে

আদম সন্তানের পরিচয় ও দায়িত্ব

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে

আদম সন্তানের পরিচয় ও দায়িত্ব

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান
আমেরিকা প্রবাসী রসায়নবিদ

আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন ◆বাংলাবাজার ◆মগবাজার
www.ahsanpublication.com

www.amarboi.org

ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে আদম সন্তানের পরিচয় ও দায়িত্ব

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

ISBN : 978-984-8808-50-4

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০, মোবাইল : ০১৭২৮১১২২০০

পরিবেশনায়
মক্কা পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।
মাওলা প্রকাশনী, ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা।
খেয়া প্রকাশনী, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০১৪
ভাদ্র, ১৪২১
যিলকদ, ১৪৩৫

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

কম্পোজ : আহসান কম্পিউটার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২২১৯৫

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISLAMI MULLOBODHER ALOKE ADOM SONTANER PORICHOI O DAITTO written by Dr. Mohammad Nazrul Islam Khan Published by Ahsan Publication, Book & Computer Complex, 38/3 Banglabazar, Dhaka-1100, First Edition September-2014, Price Tk. 250.00 only

AP-96

www.amarboi.org

তোহফা

প্রাণপ্রিয় বাবার

নাজাতের উদ্দেশ্যে–

www.amarboi.org

অভিমত

আমেরিকা প্রবাসী বিশিষ্ট রসায়নবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান রচিত 'ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে আদম সন্তানের পরিচয় ও দায়িত্ব' শীর্ষক বইটি আমি পাঠ করেছি। বইটিতে লেখক চারটি অধ্যায়ের মাধ্যমে তার লেখা শেষ করেছেন। চারটি অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সারমর্ম হলো, আমি কে? কোথা থেকে আমি এসেছি? পৃথিবীতে কেন এসেছি? অথবা কেন আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে আমি কোথায় যাব? কোন মানুষ যদি পৃথিবীতে সর্বদা এই চারটি বিষয়ের উপর সারাক্ষণ চিন্তাভাবনা গবেষণা এবং চর্চারত থাকে তাহলে একজন মানুষের জন্য কখনো মহান আল্লাহর নাফরমানি তথা অবাধ্য হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। শয়তান কখনো তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। সম্মানিত লেখক ইসলামের এ জাতীয় মৌলিক কাজ কুরআন হাদীস ও বিজ্ঞানের আলোকে অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। আমি আশাকরি সকলশ্রেণীর সত্য অনুসন্ধানি পাঠক বইটি থেকে উপকৃত হবেন। আমি আন্তরিকভাবে লেখকের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করছি।

০১-০৭-২০১৪

ড. মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ হারুন রশিদ
উপপরিচালক
বাংলা একাডেমি, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১২৯৪৭৭৭২

www.amarboi.org

লেখক পরিচিতি

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান ১৯৫৩ সালে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন উয়ার্শী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর চট্টগ্রাম থেকে পরবর্তী ডিগ্রীগুলো অর্জন করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার্থে প্রথম তিনি কানাডার লেইকহেড ইউনিভার্সিটি (Lakehead University, Thunder Bay, Canada) থেকে মাস্টার্স এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রেসটিজিয়াস কেইস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটি (Case Western Reserve University) থেকে অরগ্যানোমেটালিক কেমিস্ট্রিতে (Organometallic Chemistry) পি এইচ ডি (Ph.D.) ডিগ্রী অর্জন করেন। ড. খান পরে স্বনামধন্য Texas A & M University তে যোগদান করেন এবং ইনাঅরগ্যানিক ও অরগ্যানোমেটালিক এবং পলিমার কেমিস্ট্রিতে গবেষণা করে রসায়ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডাতেও কর্মরত ছিলেন এবং অরগ্যানোমেটালিক কেমিস্ট্রিসহ রসায়নের বিভিন্ন শাখায় সাফল্যের সাথে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন। দীর্ঘ গবেষণাকর্মের কৃতিত্ব হিসেবে তার উনত্রিশটি গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটিসহ আরো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেমিস্ট্রি ভিত্তিক জার্নালে প্রকাশিত হয়, যা রসায়ন জগতে নতুন দিকনির্দেশনা হিসেবে অন্যন্য ভূমিকা পালন করবে। ড. খান চারটি U.S.A প্যাটেন্ট করারও গৌরব অর্জন করেছেন।

কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় থাকার কারণে ড. খান অন্যান্য দেশীয় মুসলিম এবং বিখ্যাত মুসলিম স্কলারদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান, ফলে বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের ইসলাম সম্পর্কিত কিছু কিছু বিষয় অত্যন্ত সচেতন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। যেমন ধর্মীয় মূল্যবোধের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ইবাদতে বিদআতের সম্প্রসারণ, আল্লাহ-সচেতনতার অভাব, ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা এবং অজ্ঞ মোল্লাদের বিভ্রান্তি ফাতোয়াবাজির নির্মম শিকার নিরীহ মানুষের অসহায় অবস্থা তাকে ভীষণভাবে বিচলিত করে, সে কারণে তিনি প্রকৃত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্য ইসলামের উপর প্রচুর পড়াশুনা করার চেষ্টা করেছেন। নিজস্ব বিশাল সংগ্রহ ছাড়াও অন্যান্য উৎস এবং বিশ্ববিখ্যাত

www.amarboi.org

স্কলারদের আলোচনা, পর্যালোচনা শোনা ও বুঝার মাধ্যমে জ্ঞানকে সম্প্রসারিত ও পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছেন। পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় গুরুতর এই সমস্যাগুলোতে আলোকপাত করে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা এবং ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেই তিনি বইটি লিখতে উদ্যোগী হয়েছেন। জীবন-যাপনে আল্লাহ-সচেতনতা অবলম্বন করার গুরুত্ব না বুঝার কারণেই মুসলিম উম্মত আজ বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমিতে গুরুত্বহীন এবং ক্ষমতাহীন হয়েছে। কাজেই আল্লাহ-সচেতন হওয়ায় আল্লাহ তা'আলার পরিচয় এবং গুণাবলীসমূহে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অনস্বীকার্য।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী মুসলিম কমিউনিটিতে ইসলামী কর্মকাণ্ডে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর জুমু'আর খুৎবাসহ নিয়মিত বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। নিজ শহরে ইসলামী সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন দশ বছর। স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও চার্চের কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ইসলামের উপর বক্তৃতা দিয়ে, ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি দূর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এসেছেন সবসময়। প্রবাসী পত্রিকাতেও ইসলামের উপর পর্যালোচনামূলক লেখা প্রকাশ করে থাকেন।

ড. খান বর্তমানে মালটিন্যাশনাল কোম্পানী Filter Research Corporation (FRC) এর কেমিক্যাল টেকনোলজি ডিভিসনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং রিসার্চ ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত আছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে, দুই পুত্রসহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। যেকোনো প্রশ্ন বা মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করুন, mnikhan@frccorp.com

লেখকের রচনাবলী :

১. এক হৃদয়ের দুই অংশ, প্রকাশনায় : হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা
২. আল-কুরআনে এবং সৃষ্টির নিদর্শনে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়
প্রকাশনায় : আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা
৩. ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে আদম সন্তানের পরিচয় ও দায়িত্ব
প্রকাশনায় : আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা
৪. মানবতার শত্রু কারা (প্রকাশিতব্য)

www.amarboi.org

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আলহামদুলিল্লাহ! বস্তুত সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার মালিক আল্লাহ তা'আলা। আমরা আল্লাহরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য এবং ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই আমাদের অন্তরের মন্দ চিন্তাভাবনা ও খারাপ কাজ থেকে। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না, আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন মা'বুদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর আবদ (গোলাম বা বান্দা) ও রাসূল।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর {*আল্লাহর অনুগত হবে, অবাধ্য হবে না, আল্লাহকে সব ব্যাপারে স্মরণ করবে, আল্লাহর কৃতজ্ঞ হবে, অকৃতঘ্ন হবে না*} এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী {*ঈমানসহ মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকবে*} না হইয়া কোন অবস্থায় মরিও না।" *(সূরা ৩-আল-ইমরান : আয়াত-১০২)*

জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, বিধানকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত প্রশংসার মালিক। যে কোন কাজের চেষ্টা বা উদ্যোগের তিনিই একমাত্র সফলতা দিতে পারেন এবং সাফল্য অর্জনে সাহায্য করতে পারেন। তাই মু'মিন-মুসলমানদের উচিত সব ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও শক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়া। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

بِنَصْرِ اللّٰهِ ج يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

"আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।" *(সূরা ৩০-রূম : আয়াত-৫)*

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ج وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ.

www.amarboi.org

"আল্লাহই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।" *(সূরা ৩-আল ইমরান : আয়াত-১৫০)*

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا ج وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

"বল, 'আমাদের উপর আল্লাহ যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য কোন বিপদ আসিবে না; তিনিই আমাদের রক্ষক এবং আল্লাহর উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।" *(সূরা ৯-তাওবা : আয়াত-৫১)*

প্রথমত: যে কোন তথ্যভিত্তিক বিষয়বস্তু, তত্ত্ব বা বিশ্বাস সম্বলিত বই লেখার জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান, পড়াশুনা ও গবেষণার প্রয়োজন হয়, আর প্রয়োজন হয় সমন্বিত চিন্তাভাবনা, দৃঢ় মনোবল ও মানসিক প্রস্তুতি, বিশেষত বইটি যদি হয় ধর্মবিষয়ক। ইসলাম ধর্মের যে কোন বিষয় নিয়ে বই লেখা বিশাল এক দায়িত্বপূর্ণ কাজ, কেননা অনিচ্ছাকৃত সামান্যতম ভুলের জন্যও যদি কোন পাঠক কখনো বিভ্রান্ত হয় বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহলে লেখকের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হবে এবং লেখককে সেই দায়িত্ব বহন করতে হবে ইহকাল ও পরকাল চিরজীবন। আল্লাহ তা'আলার কাছে এবং নিজের বিবেকের কাছে তাকে জবাবদিহিতার জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। আর এই দায়বদ্ধতার পরিণাম আরো ভয়াবহ যদি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ থেকে পাঠক বা লেখকের ঘটে কোন বিচ্যুতি এবং চিন্তা-চেতনায় বিভ্রান্তি। তাই মানুষ হিসেবে যতটা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করেছি, কিন্তু মানুষতো কখনোই একশ ভাগ perfect নয়, কাজেই আমার জানা নেই এই ভার বহন করার ক্ষমতা আছে কিনা এবং আমার জ্ঞানের পরিধি যথেষ্ট কিনা সেটা জানেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তবে এই বইটি বাস্তব রূপ পাওয়ার পেছনে যে মানসিক শক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস, সময় সুযোগ, চেষ্টা, ইচ্ছা ও উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল তার সর্বটাই সম্ভব হয়েছে আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতের কারণে। অতএব আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই, সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত কৃতিত্ব আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘদিন দেশের বাইরে অবস্থানের কারণে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে, তাতে জানতে পেরেছি ইসলাম কত উদার, সহজ এবং জীবনঘনিষ্ঠ একটি দ্বীন {*জীবন ব্যবস্থা*} বা ধর্ম, জীবন যাপনের প্রতিমুহূর্তেই যার অনুসরণই একমাত্র মানুষকে দিতে পারে পরিপূর্ণ সফলতা। তাছাড়া খ্যাতিমান জ্ঞানী ইসলামিক স্কলার ও চিন্তাবিদদের বক্তৃতা, আলোচনা

www.amarboi.org

পর্যালোচনা শোনার এবং তাদের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিখ্যাত জ্ঞানলব্ধ বিভিন্ন দেশী বিদেশী পণ্ডিতজন ও স্কলারদের প্রচুর বই সংগ্রহ করা ও পড়ার সুযোগ পেয়েছি। দেশে থাকলে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকতাম এবং "জন্মসূত্রে মুসলমান আর শুনে ও দেখে ইসলাম চর্চার" মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো আমার চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞানের পরিধি। দেশে থাকাকালীন সময়ে ইসলামকে নতুন করে জানা বা বুঝার কথা কখনো মনে জাগেনি। তাই বলা যায়, এটা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার অপার কৃপা ও রহমত এবং সেজন্য তার প্রতি আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা।

আজ শুধু বাংলাদেশে নয় সারাবিশ্বেই ধর্ম তথা ইসলামী মূল্যবোধ নিয়ে যে রাজনীতি, বাকবিতণ্ডা ও টানাপোড়ন চলছে তার মূল কারণই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা, আর এই সমস্যার একমাত্র সমাধানই হচ্ছে আল-কুরআন ও সুন্নাহর প্রদত্ত জীবনে ফিরে যাওয়া, ইসলামের আসল রূপকে জানা ও বুঝা এবং অনুসরণ করা। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে আদেশ করেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

"হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর {*আল-কুরআনের বিধান*}, আনুগত্য কর রাসূলের {*সুন্নাহ, রাসূল (সা.) নির্দেশিত আদেশ উপদেশ*} এবং তাহাদের, যাহারা তোমাদের মধ্যে {*মুসলিমদের মধ্যে*} ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট {*আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সমাধান কর*}। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" *(সূরা ৪-নিসা : আয়াত-৫৯)*

তৃতীয়তঃ বইটি বাংলাদেশে টাইপ করার কারণে ম্যানস্ক্রিপ্ট (পাণ্ডুলিপি) আনা নেয়া করতে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিশেষ করে আমার শ্যালক মীর হাফিজের সাহায্য, সহযোগিতা ছাড়া এই বইটির বাস্তব রূপ পাওয়া ছিল অসম্ভব, সেজন্য তার প্রতি আমার সবিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়া যার

www.amarboi.org

সমালোচনা, পরামর্শ, সহযোগিতা ছাড়া বইটি সম্পূর্ণতা পেত না সে হচ্ছে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী। বিদেশের ব্যস্ত জীবনে শত কাজের মাঝেও সে আমাকে সময় দিয়ে সাহায্য করেছে নানাভাবে। এটাও আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও দয়ার আর একটি প্রমাণ। কারণ যে কোন কাজের সুষ্ঠু সমাধান এবং সমাধান করার সুযোগ একমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমার প্রার্থনা "হে আল্লাহ্, রাব্বুল আলামীন! তুমি এদের সবাইকে এই দুনিয়ায় তোমার প্রদর্শিত সরল-সহজ রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করো এবং আখেরাতের জীবনে পুরস্কৃত করো।

হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! তুমি এই লেখার পেছনে ইচ্ছা সৃষ্টিতে, সুস্বাস্থ্য, মানসিক শক্তি, আত্মবিশ্বাস, সময়, সুযোগ, অনুপ্রেরণা এবং প্রতিনিয়ত রহমত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছ তার জন্য অন্তরের গভীর স্থান থেকে তোমার রহমতের জন্য শুকরিয়া আদায় করছি এবং এই কাজের সমস্ত কৃতিত্ব তোমারই। তোমার সন্তুষ্টির জন্যই এই মহা দায়িত্বের কাজ আমি হাতে নিয়েছিলাম, আমার দুর্বলতা, উদাসিনতা, অজ্ঞতা সম্পর্কে তুমি সবিশেষ অবগত আছ। তাই ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, জানা, অজানা সমস্ত ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা কর। যে সমস্ত আলিম, মুসলিম চিন্তাবিদ এবং পণ্ডিতদের লেখা ধর্ম বিষয়ের পুস্তক, আল-কুরআনের ও হাদীসের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা এই লেখায় সাহায্যে এসেছে এবং তথ্যনির্দেশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের সকলকে এই দুনিয়ায় এবং আখেরাতে তোমার সীমাহীন রহমতে স্থান দিয়ে পুরস্কৃত করো।

হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমার পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত বিশ্বাসী নর-নারীদেরকে ক্ষমা করো। আমাদের সন্তানদের তোমার আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাদের জীবনকে সুন্দর করো, ইসলামের আদর্শে জীবন যাপন করতে তাদেরকে তাওফীক দাও এবং দুনিয়ার ফিতনা থেকে তাদের রক্ষা করো। তোমার হাবিব, আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল, মুহাম্মদ (সা.) এর, তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবং সঙ্গীসাথীদের উপর অশেষ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করো। রাসূল (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মূল্যবোধ এবং রেখে যাওয়া উপদেশ/আদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে আমাদেরকে তাওফীক দান করো, অনুপ্রাণিত করো, আমিন ॥

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান
আইওয়া, যুক্তরাষ্ট্র

www.amarboi.org

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক ॥ ১৩

ভূমিকা ॥ ১৭

আল-কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ, তথ্যনির্দেশ এবং অন্যান্য বিষয় ॥ ২৪

উক্তি বা উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্কতা ॥ ২৬

অধ্যায় ১: আমি কে?

- আদম সন্তানের আসল পরিচয় ॥ ২৮
- ইবাদুর রহমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ॥ ৩৭
- মানব সন্তানের রূহ এবং আত্মা ॥ ৪৮
- আদম সন্তান কেন আবদুল্লাহ বা গোলাম ॥ ৫১
- আদম সন্তান নিজ পরিচয় সম্পর্কে ভুলে যায় ॥ ৫৪

অধ্যায় ২: আমি কোথা থেকে এসেছি?

- নশ্বর মানব দেহের উপাদান ॥ ৬৮
- নশ্বর মানব দেহ সৃষ্টির পদ্ধতি ॥ ৮০

অধ্যায় ৩: আমি কেন পৃথিবীতে এসেছি?

- মানব সন্তানের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির সৃষ্টি ॥ ৮৬
- পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি ॥ ৮৮
- পানি ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী ॥ ৯৪
- বিভিন্ন ফলের সৃষ্টি ॥ ১০২
- মাস গণনা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা ॥ ১০৩

খলীফা হিসেবে প্রেরিত ॥ ১০৬

- নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব ॥ ১১১
- মানব সন্তানের যোগ্যতা এবং খলীফার দায়িত্ব ॥ ১১৮
- (১) আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত থাকা ॥ ১৩০
- (২) ইসলামী মূল্যবোধের অনুশাসনে জীবন-যাপন করা ॥ ১৩৬

www.amarboi.org

– (৩) অন্যদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া ॥ ১৫২
– (৪) ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছু রক্ষায় নেতৃত্ব দেয়া ॥ ১৫৭
- (৫) গ্রীন হাউস গ্যাসের প্রভাব ॥ ১৬৪
– (৬) সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের ॥ ১৬৯

অধ্যায় ৪: পৃথিবীর জীবন শেষে আমি কোথায় এবং কেন যাবো?

– আদম সন্তানের মৃত্যু ॥ ১৮১
– মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন ॥ ১৮৪
– আল-কুরআন এবং হাদীস হচ্ছে জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার ॥ ১৮৯
– মৃত্যু ও পরজীবন সম্পর্কে জ্ঞান ॥ ১৯৬
– পরজীবন সম্পর্কে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা ॥ ২০৮
– মৃত্যু ও শেষ বিচার দিবস ॥ ২২০
– শেষ বিচার দিবস লাভ-লোকসানের দিবস ॥ ২৩২
– পরীক্ষার ফলাফল কিভাবে প্রকাশ করা হবে ॥ ২৩৩
– শেষ বিচার দিবসে প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে সাক্ষী থাকবে ॥ ২৩৬
– পরজীবনের সাফল্যে পার্থিব জীবনের গুরুত্ব ॥ ২৪৪
– ভাল-মন্দ কর্মের বিচার হবে শুধু মুসলিমদের ॥ ২৫৪
– পুলসিরাত সম্পর্কে মুসলিমদের জ্ঞান ॥ ২৫৯

উপসংহার ॥ ২৬৯

সন্ধান পুস্তক ॥ ২৭৭

www.amarboi.org

প্রারম্ভিক

আদম সন্তান সাধারণভাবে মানুষ হিসেবে পরিচিত। তাছাড়াও আল্লাহ তা'আলার সাথে সঠিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য এবং অর্থবহ পরিচয় আছে। আদম সন্তান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি তাই তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার বান্দা, তবে ধর্মীয় বিশ্বাসে, ইবাদতে ও ধর্মীয় বিধানে আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে তারা সকলে এক রকম নয়। অধিকাংশ মানব সন্তান নিজের উৎপত্তির উৎস, উদ্দেশ্য ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নয় তাই তারা আল্লাহ তা'আলার বান্দা হতে অস্বীকার করেন। তবে যারা প্রতিপালকের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে অবগত আছেন তারা আল্লাহ তা'আলার গোলাম [*ইবাদুর রহমান*] হিসেবে আত্মসমর্পণ করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্দীপ্ত হয় এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে গোলাম হিসেবে সম্পাদন করতে ভালবাসেন। অতএব ইবাদুর রহমান হিসেবে মানব সন্তানের পরিচয় হচ্ছে তাদের আসল পরিচয়। ইবাদুর রহমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। যা হোক, ইবাদুর রহমানের চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আদম সন্তানরা তখনই অনুপ্রাণিত হবে যখন তারা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারবে "তাদের আসল পরিচয় কি, কেন ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর জীবনে তাদের আগমন হয়েছে, তাদের দায়িত্ব কি ধরনের এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তারা কোথায় এবং কেন যাচ্ছেন।"

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, আল-কুরআন ও শেষ রাসূল (সা.) এর সহীহ হাদীস ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আদম সন্তানের পরিচয়, জীবন যাপনের উদ্দেশ্য এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে সব ধর্মেই কিছু না কিছু বর্ণনা আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বর্ণনা ত্রুটিমুক্ত নয় বরং অযৌক্তিক কারণ এই বর্ণিত তথ্যের সাথে বিশ্বজাহানের অধিপতি, প্রতিপালকের প্রদত্ত আসমানী বিধানের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এই তথ্যের সৃষ্টি হয়েছে কাল্পনিকভাবে। তাই সমষ্টিগতভাবে পৌরাণিক কাহিনীসমূহে ভরপুর। বস্তুত আদম সন্তানের রূহ বা আত্মার সাথে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, যে সম্পর্কে রয়েছে মালিকের ইচ্ছা ও শক্তির কাছে গোলামের নিরঙ্কুশভাবে আত্মসমর্পণের প্রত্যয়। আর গোলামের ভালো-মন্দ সবকিছুর তত্ত্বাবধানে রয়েছে মালিকের দয়া ও অনুগ্রহ এবং দায়িত্ব পালনের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। এই পবিত্র সম্পর্ক তখনই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যখন গোলাম

www.amarboi.org

নির্ভুল তথ্যের মাধ্যমে জানতে পারবে মালিকের গুণাগুণ, যেমন ঃ শক্তি, সার্বভৌমত্ব, অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ, ক্ষমাকারী ও শাস্তিদানে কঠোর ইত্যাদি এবং নিজের আসল পরিচয় সম্পর্কে। এই জ্ঞানই তাকে ইবাদুর রহমানের বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হতে অনুপ্রাণিত করবে। গোলাম যখন মালিকের দয়া ও অনুগ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারে তখন সে মালিককে শর্তহীনভাবে ভালবাসে। মালিক ও গোলামের সততা, দায়িত্ব পালনের স্বতঃস্ফূর্ততা, সর্ববিষয়ে আত্মসমর্পণের একাগ্রতা, আত্মত্যাগের দৃঢ় প্রত্যয়, ধৈর্যশীলতা, সহনশীলতা এবং অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করার স্বতঃপ্রবৃত্ত দেখে গোলামকে ভালবাসেন। এই ধরনের বিশ্বাস ও ভালবাসায় সৃষ্টি হয় মালিক ও গোলামের মধ্যে একটি সুদৃঢ় সেতুবন্ধন, যার প্রভাবে গোলাম, মালিকের আদেশে ও ইচ্ছায় সব কিছু সম্পাদন করতে দৃঢ় ব্রতচারী হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে হাদীস থেকে জানা যায়: *রাসূল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জীব্রাইল (আ.) কে ডেকে বলেন. আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, এজন্যে তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জীব্রাইল (আ.)-ও তাকে ভালবাসেন। অতঃপর জীব্রাইল (আ.) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, এজন্যে তোমরাও তাকে ভালবেসো। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীবাসীর অন্তরেও তাকে বরণীয় করে রাখা হয়।" {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, নম্বর ৫৬০৫}; রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, "আল্লাহ বলেন: যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর [এই ব্যক্তিরা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যারা আল্লাহ তা'আলার বিধান নিজের জীবন যাপনে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাকওয়া অবলম্বনে সব কিছু করে] সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছি তার দ্বারাই কোন বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। আমার বান্দাগণ সর্বদা নফল (ইবাদত) দ্বারাই নৈকট্য লাভ করবে। অবশেষে আমি তাকেই ভালবাসতে থাকি। অতঃপর আমি তার কান হয়ে যাই- যা দিয়ে সে শুনতে পায়; আমি তার চোখ হয়ে যাই- যা দিয়ে সে দেখতে পায়; আমি তার হাত হয়ে যাই- যা দিয়ে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই- যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। আর সে যদি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই প্রদান করি। আর সে যদি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি। আমি যে কাজ করতে চাই, তা করতে কোন দ্বিধা-সংকোচ করি না যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি- একজন মু'মিনের জীবন সম্পর্কে। কেননা সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আমিও তাকে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি।" {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, নম্বর ৬০৫২}*

www.amarboi.org

বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসতে ও তার সান্নিধ্য লাভের প্রয়াসে গোলামকেও পরিষ্কারভাবে জানতে হবে, তার উপর মালিকের কী ধরনের অধিকার আছে। অতঃপর অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করার জন্য গোলাম আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করবে। হাদীস থেকে এ সম্পর্কে জানা যায়: *মু'আয ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বললেন, "হে মু'আয, তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর কি হক আছে? মু'আয বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল (সা.) বললেন, (বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো) সে তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব [আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করে তার প্রদত্ত বিধানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে] এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না। তিনি (সা.) আরও বললেন, তুমি কি জানো আল্লাহর কাছে বান্দার হক কি? মু'আয বললেন, বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহর কাছে বান্দার হক হলো আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে আযাব না দেয়া।"* *[সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬৮৫৭]*। উল্লিখিত বিষয়গুলোর [*আল্লাহ তা'আলার সত্যিকারের পরিচয় ও গোলামের পরিচয় [উৎপত্তির উৎস ও উদ্দেশ্য], প্রভুর সাথে গোলামের সম্পর্ক এবং পার্থিব জীবনে গোলামের দায়িত্ব ও কর্তব্য*] গুরুত্ব সামনে রেখে এই লেখায় কতগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ও সংরক্ষিত পবিত্র কিতাব আল-কুরআন এবং রাসূল (সা.) এর হাদীসের ভিত্তিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সর্বশেষে নাযিলকৃত পবিত্র কালাম আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নিজের সঠিক পরিচয় দিয়ে মানব সন্তানের প্রতি অনুগ্রহভাজন হয়েছেন। মানব সন্তানকে আল-কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও তার একত্ববাদে অবিশ্বাস করা থেকে মুক্ত করে বিশ্বাসের আলোতে প্রবেশ করার সরল সহজ রাস্তা দেখিয়েছেন। বিশ্বজাহানের অবস্থিত সববস্তুর সুসজ্জিত বিন্যাস এবং মানব সন্তানের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি ও তাদের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ত কার্যসাধনের পদ্ধতিতে যে বিস্ময়কর নিদর্শন রয়েছে, তার সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানার সুবর্ণ সুযোগ আছে মানব সন্তানের। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন বস্তু ও মানব সন্তানের মধ্যে যে সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে তার উপমা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَفِى الْأَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ. وَفِىْٓ أَنْفُسِكُمْ ج أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ.

"বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না? *(সূরা ৫১-যারিয়াত : আয়াত-২০-২১)*

www.amarboi.org

তদুপরি বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অবদানে আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত নিদর্শনের বহু আবিষ্কার এবং মানব দেহের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিস্ময়কর পদ্ধতির নতুন নতুন আবিষ্কার আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন ও আল-কুরআন সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার সুবর্ণ সুযোগ আজ মানব সন্তানদের কাছে উন্মোচন হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সমস্ত নিদর্শনের প্রকাশ পাবে, সে সম্পর্কে ১৪০০ বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ.

"তখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য। তোমার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?" *(সূরা ৪১-হামীম সিজদাহ :আয়াত-৫৩)*

উল্লিখিত আয়াত সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী এবং মানব সন্তানের কাছে উপস্থিত সব নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। এজন্যই নিঃসন্দেহে বলা যায়, একমাত্র আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার পরিচয়ই নির্ভুল ও দ্ব্যর্থহীন পরিচয়, যা বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সহজে প্রাপ্তিসাধ্য এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেই উল্লিখিত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্পর্কে এই লেখায় সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে পাঠকমণ্ডলী উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পান। যার জন্য এই লেখায় সর্ববিষয়ে তাত্ত্বিকের পরিবর্তে ব্যবহারিক উদাহরণই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে, যাতে পাঠকমণ্ডলী বুঝতে পারেন ইসলামী জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতার ধর্ম নয় বরং সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করার জন্য একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, যা আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

...اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে [*জীবন ব্যবস্থা*] পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" *(সূরা ৫-মায়িদা : আয়াত-৩)*

www.amarboi.org

ভূমিকা

আদম সন্তান আশ্‌রাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু মানব সন্তান। প্রথমে ফিরিশতা দিয়ে সিজদাহ করিয়ে মানবকে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য সৃষ্টির উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মানব জাতির পিতাকে প্রথম নবী হিসেবে মনোনীত করে পৃথিবীতে প্রেরিত প্রতিনিধির বা খলীফার দায়িত্ব পালন করার মতো সম্মান দিয়ে আদম সন্তানের প্রতি আল্লাহ তা'আলা হয়েছেন অনুগ্রহশীল। উপরন্তু মানব সন্তানদের মধ্য থেকেই মনোনীত করেছেন সকল নবী-রাসূল। তাদের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন আসমানী কিতাবসমূহ। যাতে মানব সন্তান হেদায়েতের জন্য উত্তম দিকনির্দেশনায় ও জীবনাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের কল্যাণে স্থিতিশীল হতে পারেন। আরও দিয়েছেন বস্তুজগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে মুখে ও ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি, প্রশান্তিকর পরকালীন জীবনের সুসংবাদ এবং শাস্তির সতর্কবাণী। আরও দিয়েছেন ভালো-মন্দ যাচাই করার জ্ঞান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা।

তদুপরি তাদের পার্থিব জীবনকে সুখকর, প্রশান্তিময়, উপভোগ্য, চিত্তাকর্ষক করার জন্য পৃথিবীকে করেছেন শস্য-শ্যামলা সবুজের ভেলাভূমি, পাহাড়-পর্বতে ও নদী-সাগর-মহাসাগরে গচ্ছিত সম্পদের উৎস। আকাশ-মণ্ডলীতে সৃজিত নক্ষত্ররাজি, পৃথিবীর বুকে জীবজন্তু, গাছ-পালা, বিভিন্ন বর্ণের ও ধরনের শস্যাদি, সাগরে গচ্ছিত মাছ-গোশত ইত্যাদি সবই নিয়োজিত হয়েছে তাদের সেবায়। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ আদম সন্তান নিজের পরিচয়, অবস্থান, সেরা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার গুরুত্ব ভুলে গিয়ে জড়িত হয়েছেন ঝগড়া-বিবাদে ও মানব হত্যায়। গ্রহণ করেছেন হিংসাপরায়ণ, ঈর্ষান্বিত, মনুষ্যত্বহীন প্রকৃতি।

বর্তমানে মানব জাতির বৃহত্তর অংশ তাওহীদে অবিশ্বাসী, আর ক্ষুদ্রাংশ তাওহীদে বিশ্বাসী অথচ আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তার প্রদত্ত জীবনাদর্শ [ইসলামী মূল্যবোধে] প্রতিষ্ঠিত করা থেকে তারা বিরত আছেন। বস্তুত সব মুসলিম দেশই ইসলামী জীবনাদর্শের মূল ভিত্তিতে দেশের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা উপেক্ষা করছেন। তাই বলা বাহুল্য যে, মানব জাতির বৃহত্তর একটি অংশ শিরকে জড়িত আছেন, আরেকাংশ তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও

www.amarboi.org

ইসলামী মূল্যবোধে অবাধ্য হয়ে পার্থিব ও পরজীবনের প্রভূত কল্যাণ থেকে নিজেদের ধোঁকা দিচ্ছেন। কারণ অধিকাংশ আদম সন্তানই সৃষ্টি জগতে নিজের অবস্থান, দায়িত্ব এবং প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে উদাসীন অথবা অজ্ঞ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন মানব. সন্তান, মনুষ্য-জাতির সদস্য হিসেবে মনুষ্য প্রকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন, তবে পৃথিবীর জীবনে বিভিন্ন পরিবেশে এবং অবস্থার ভিত্তিতে তার মনুষ্য প্রকৃতিতে নানা মাত্রায় পরিবর্তন ঘটে। মানব জাতির পিতা আদমকে ইনসান বা বাশার বা মানুষ হিসেবেই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন, অতঃপর এক আত্মা বা রূহ অর্থাৎ আদম থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর মানুষ হিসেবেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আদমকে সৃষ্টি করার পূর্বে মানব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের বলেছিলেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ.

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাগণকে বলিলেন, আমি ছাচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে মানুষ [*ইনসান*] সৃষ্টি করিতেছি।" *(সূরা ১৫-হিজর : আয়াত-২৮)*

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অলঙ্কৃত করেছেন সহজাত প্রকৃতি দিয়ে [*ফিতরাতুল্লাহ আল্লাহর প্রকৃতি (সত্যদ্বীন ইসলাম)*] যাতে সে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিশুদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ج فِطْرَتَ اللهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ج لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ج ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

"তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির [*ফিতরাতুল্লাহ*] অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না [*বুঝতে চায় না অথবা উপেক্ষা করে*]।" *(সূরা ৩০-রূম : আয়াত-৩০)*

অথচ পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনে অধিকাংশ মানুষই সহজাত প্রকৃতি [*আল-ফিতরাত*] থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকেন। অবিশ্বাসে, অন্ধবিশ্বাসে, বিভ্রান্তিতে, অন্যায়, অবাধ্যতায় অসৎ কাজে নিজেকে জড়িত করে মনুষ্য প্রকৃতির বিপরীতে জীবন যাপন করে অনেকেই মনুষ্যত্বহীন হয়ে যান। আবার অনেকেই সত্যদ্বীনে [*আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানে*] বিশ্বাসী হয়ে স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, ন্যায়পরায়ণতা ও

www.amarboi.org

সৎকাজ দিয়ে সাধারণ মানুষই অসাধারণ এবং সেরা মানুষে পরিণত হয়ে থাকেন। তাই বলাবাহুল্য যে, মানব সন্তান হিসেবে সকলেই সেরা, অসাধারণ, সাধারণ ও মনুষ্যত্বহীন প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। কারণ প্রতিটি আদম সন্তানের প্রকৃতিতে রয়েছে আল-ফিতরাত বা সহজাত প্রকৃতির এবং নাফসের বা প্রবৃত্তির চাহিদার উপস্থিতি। কাজেই বলা যায় মানব চরিত্রে বিশ্বাসী, অসাধারণ অথবা অবিশ্বাসী হওয়ার যোগ্যতা এবং অমানবিক প্রকৃতি গ্রহণের ও হৃদয়হীনতার প্রবণতা পাশাপাশি বসবাস করে। বেশির ভাগ সময়ই পরিবেশ, শিক্ষা, ধর্মীয় সংস্কৃতির বিভিন্নতা, জাতি এবং সংস্কৃতির বিভিন্নতার প্রভাবে মনুষ্য প্রকৃতির দু'টো অবস্থানের যে কোন একটির বহির্প্রকাশ ঘটে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার হাবিব (সা.) বলেছেন: *"Every child is born on the state of Fitrah (Islamic Monotheism) and his parents convert him to Judaism of Christianity or Magianism, as an animal delivers a perfect baby animal. Do you find it mutilated?{Sahee Al-Bukhari, Vol. 2. H. No. 467}*

মানুষ তার কাজে কর্মে ও চরিত্রের দোষে/গুণে অমানবিক ও হৃদয়হীন অথবা অসাধারণ হলেও বাস্তবে সে শারীরিক গঠনে একজন মানুষ হিসেবেই মানব সমাজে পরিচিত হয়ে থাকেন। কারণ মানব সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর ও সুঠাম গঠনে সৃষ্টি করে প্রয়োজন মতো শারীরিক সমতা রক্ষা করে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতায় অলঙ্কৃত করেছেন, তাই মানুষ আকৃতি নিয়েই তারা মানব সমাজে বসবাস করেন। মানব আকৃতির সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ج وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

"তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করিয়াছেন, তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুশোভন এবং প্রত্যাবর্তন তো তাহারই নিকট।" *(সূরা ৬৪-তাগাবুন : আয়াত-৩)*

اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰـكَ فَعَدَلَكَ.

"যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং সুসামঞ্জস্য করিয়াছেন।" *(সূরা ৮২-ইনফিতার : আয়াত-৭)*

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِىْٓ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ.

"আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।" *{(সূরা ৯৫-তীন : আয়াত-৪)*

www.amarboi.org

শুধুমাত্র শারীরিক গঠনেই মানুষ সুন্দর নয়, তার হৃদয় ও মনের আঙ্গিনায় সে হয় কোমলতায় কোমল অথবা হয় কঠোরতায় নৃশংস ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তার নিজের শারীরিক আকৃতি ও সুষ্ঠাম গঠনের সৌন্দর্যে সে হয় মুগ্ধ ও গর্বিত। নিজের বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনা এবং ধীশক্তিতে সে হয় বিস্মিত তাই নিজেকে সে মনে করে অন্যতম, এ জন্য অহংবোধে সে হয় উদ্ধত এবং দাম্ভিকতায় গর্বোন্নত। ফলে মানব সন্তান হিসেবে আত্মগর্বে দাবী করেন তারা "আশ্‌রাফুল আল মাখলুকাত" [*সৃষ্টির সেরা জীব*]। সেরা সৃষ্টি হওয়ার যোগ্যতা তারা কীভাবে এবং কোথা থেকে পেয়েছেন অথবা কী ধরনের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে দাবী করায় উদ্বুদ্ধ করে, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা প্রতিটি আদম সন্তানের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। নিজের মর্যাদা, অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে প্রতিটি আদম সন্তানের উচিত নিম্নে উল্লিখিত চারটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে সঠিকভাবে উত্তর জানা।

১) আমি কে?

২) কোথা থেকে আমি এসেছি?

৩) আমি কেন পৃথিবীতে এসেছি অথবা কেন আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে?

৪) পৃথিবীর জীবন শেষে আমি কোথায় এবং কেন যাবো?

আল্লাহ তা'আলার সৃজিত জীবের মধ্যে সেরা জীব হিসেবে উল্লিখিত চারটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর জানা অনস্বীকার্য, যদি এগুলোর প্রয়োজনীয়তা তারা অনুধাবন করতে পারেন। অন্যান্য জীবজন্তু থেকে কতগুলো আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানবকে সৃষ্টি করেছেন। ভাষায় লিখে এবং কথায় ব্যক্ত করে নিজের আবেগ প্রকাশের শক্তি দিয়ে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা করেছেন সমৃদ্ধ। মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার শক্তি দিয়ে গবেষণার মাধ্যমে জটিল সমস্যার সমাধান করে, তা ভাষায় লিখে এবং কথায় ব্যক্ত করে পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের যোগ্যতা দিয়েছেন। তাই মানুষ কানে শ্রবণ করে, চোখে দেখে সব কিছুই ভাষায় প্রকাশ করে বুঝাতে এবং লিখিত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করতে পারেন, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মূল্যবান তথ্য ও ইতিহাস হিসেবে কাজ করে থাকে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

www.amarboi.org

"তিনিই [*আল্লাহ তা'আলা*] সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ, তিনি তাহাকে শিখায়েছেন ভাব প্রকাশ করিতে।" *(সূরা ৫৫-রহমান : আয়াত-৩-৪)*

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

"তিনি [*আল্লাহ তা'আলা*] কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না।" *(সূরা ৯৬-আলাক : আয়াত-৪-৫)*

কলম দিয়ে লিখার বা লিপিবদ্ধ করার শিক্ষাও আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দিয়েছেন। টাইপ করার পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে মানুষ শিখেছে হাতে লিখে সংরক্ষণ করার বিদ্যা, আজও হাতে লিখার বিকল্প কোন কিছু নাই। তাই বলা যায়, লিখার মাধ্যমে সব কিছু সংরক্ষণ করার মতো আর কোন দ্বিতীয় ব্যবস্থা মানুষের জানা নেই। বর্তমানে যদিও Computer memory তে Document record করা যায়, তবুও মানুষের হৃদয়ের আবেগ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গবেষণার ফলাফল এবং চিন্তা ভাবনার বিষয়বস্তু লিখার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে প্রতিদিনই অগণিত বই গ্রন্থাগারে জমা হচ্ছে এবং বিভিন্ন জাতির মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

উল্লিখিত আয়াত থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানা যায়, সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তা'আলা। সৃজিত জীবের মধ্যে আমাদের জানা মতে একমাত্র মানবকেই বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক, চিকিৎসা, সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ তা'আলা করেছেন সমৃদ্ধ। মানুষ তার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি এবং অন্তঃকরণ অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় আলাদাভাবে ব্যবহার করে থাকেন। মানবের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন:

قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَرَ وَالْاَفْئِدَةَ ط قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ.

"বল, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" *(সূরা ৬৭-মুলক : আয়াত-২৩)*

উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত গুণাগুণও আরেকটি কারণ, যা দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। অতএব জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব আদম সন্তানের জন্যই উল্লিখিত চারটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা মনুষ্য প্রকৃতির দায়িত্ব। এতদ্ব্যতীত আদম সন্তান সেরা জীব হওয়া সত্ত্বেও নিজের সম্পর্কে, অজ্ঞতায়, দায়িত্ব সম্পর্কে অবহেলায় এবং আল্লাহ তা'আলার পরিচয় ও

www.amarboi.org

তাঁর সাথে আবদের যে সম্পর্ক আছে সে ব্যাপারে চিন্তা-চেতনাহীন অবস্থায় জীবজন্তুর মতো অন্ধকারাচ্ছন্নতে জীবন যাপন করবেন। বস্তুত এই অজ্ঞতা ও অবহেলার জন্য অধিকাংশ মানুষ পার্থিব জীবনে পরকালের বাস্তবতা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখছেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে নিজেকে ধোকা দিচ্ছেন। উপরোল্লিখিত সূরা আল-মুলকের ২৩ নং আয়াতে সেটি মানব জাতিকে বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। মানুষ সহজাত প্রকৃতি ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং গুণাগুণ দিয়ে অলঙ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকেন অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তাদের দায়িত্ব কী সে সম্বন্ধে জানার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিয়ে এবং সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী না করে অকৃতজ্ঞ অবস্থায় বসবাস করছেন। এজন্যই আমেরিকান মুসলিম স্কলার হামযা ইউসুফ বলেছেন 'বর্তমানে মুসলিমদের একটি বিরাট অংশ এবং অমুসলিম আদম সন্তানরা আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে Alzheimer's Disease এ ভোগছেন অর্থাৎ এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মতই তারা আল্লাহ তা'আলার অধিকার এবং নিজের আসল পরিচয় এবং দায়িত্ব সম্পর্কে ভুলে গেছেন।

বর্তমানে আদম সন্তান বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য তারা বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন এবং প্রতিদিনই অজানা বিষয় সম্পর্কে নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে। অথচ আসল প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে তারা উদাসিনতায় পেছনে পড়ে রয়েছেন। তদুপরি সমগ্র বিশ্ব, যুদ্ধ বিগ্রহ, সন্ত্রাসী, মারামারি, জাতিভেদে হিংসা শত্রুতা এবং পরস্পরে শোষণ নির্যাতনে জর্জরিত। এই সবই হচ্ছে মানুষ জাতির আসল পরিচয় এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকার কারণে। আল্লাহ তা'আলা শেষ নাযিলকৃত আসমানী কিতাব আল-কুরআনে বিশ্ববাসীকে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন যে, মানুষ জাতি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একজাতি, তাদের গোড়া পত্তন হয়েছে মাতা-পিতা আদম-হাওয়ার মাধ্যমে।

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ج إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

www.amarboi.org

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার সঙ্গী সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী* ছড়াইয়া দেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" *(সূরা ৪-নিসা : আয়াত-১)*

*** মানুষ জাতি এক জাতি হিসেবে তারা সকলেই পরস্পরের ভাই-বোন, কারণ তারা সকলেই একই বাবা-মার রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। যা পরবর্তী উল্লিখিত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন।**

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ج إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ ج إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী [*যে তাওহীদে বিশ্বাস করে এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে*]। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" *(সূরা ৪৯-হুজুরাত : আয়াত-১৩)*

উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে আরো স্পষ্ট যে, গায়ের বিভিন্ন রং এবং গঠন ও আকৃতির ভিত্তিতে আদম সন্তানকে যে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা হয়, সেটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং মানুষ জাতির মধ্যে পরিচিতি হওয়ার জন্য একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। তাই নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ চালু রাখার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। বস্তুত গায়ের রং ও গঠন/আকৃতির সৌন্দর্যে গর্বিত হওয়ার অধিকার কোনো মানুষের নেই। দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজের উৎপত্তি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মানুষ এগুলোকেই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। উল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে আরও বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার কাছে একমাত্র সেই ব্যক্তি এবং জাতিই শ্রেষ্ঠ, যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে [*তাওহীদে*] বিশ্বাস করেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসেন এবং সর্বকর্মের পরিশুদ্ধতার জন্য আল্লাহ-সচেতন হয়ে সুচারুভাবে সম্পাদন করতে চেষ্টা করেন। তদুপরি নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন ও রাসূল (সা.) প্রদত্ত জীবনাদর্শের বিধিনিষেধে জীবন যাপনে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সংগ্রাম করেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:

www.amarboi.org

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَوْ اٰمَنَ أَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

"তোমরাই [*বিশ্বাসীরা*] সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎকার্যে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। কিতাবীরা যদি ঈমান আনিত তবে তাহাদের জন্য ভালো হইত। তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার আছে কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।" {*সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-১১০*}

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ.

"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।" *(সূরা ৯৮-বায়্যিনা : আয়াত-৭)*

যা হোক যদিও আলোচিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে আনুষঙ্গিক সম্পর্ক রয়েছে তবুও প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর অনুসন্ধানে এবং তাদের গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝার জন্য আল-কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো। যাতে সকলেই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর জানার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে অবকাশ পান।

আল-কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ, তথ্যনির্দেশ এবং অন্যান্য বিষয়

আল-কুরআন আরবী ভাষায় নাযিলকৃত আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী তাই ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব, সমৃদ্ধি ও গভীরতা চলমান আরবী ভাষার তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। আল-কুরআনের প্রতিটি শব্দই অত্যন্ত গভীর ভাবার্থ বহন করে যা থেকে একটি আয়াতের অর্থ অন্যভাষায় বিভিন্নভাবে অনুবাদ করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, 'আয়াত' শব্দের অর্থ বাংলা বা ইংরেজীর একটি মাত্র শব্দ দিয়ে বুঝানো অসম্ভব। 'আয়াত' শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় হতে পারে {*প্রমাণ, নিদর্শন, আল-কুরআন, সাক্ষ্যপ্রমাণ, দৃষ্টান্ত, প্রকাশ করা, আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূল, কিয়ামত, প্রকৃতির সব নিদর্শন ইত্যাদি*}। তারপর 'ওয়াত্তাকুল্লাহ' শব্দকে সাধারণত আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, বা Fear Allah হিসেবে অনুবাদ করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক {*সবকিছুতেই আল্লাহ তা'আলার*

www.amarboi.org

উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা, পুরস্কার হারানো এবং শাস্তির ভয়, আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে নিজেকে রক্ষা করা, পাপ কর্ম বর্জন করা এবং ভাল কাজের উৎকৃষ্টতা অর্জনে চেষ্টা করা ইত্যাদি}। যার ফলে অনেক বিষয়ে অন্যভাষায় শুধুমাত্র একটি শব্দ ব্যবহারে অনুবাদ করে আল-কুরআনের প্রকৃত ভাবার্থ বুঝানো অত্যন্ত কঠিন কাজ অর্থাৎ সম্ভব নয়। তাই অন্যভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ উল্লেখ করার সময় বলতে হয়, "আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন তার সম্ভাবিত অর্থ [*possible meaning*]"। প্রতিটি আয়াতের অনুবাদ লেখার সময় এই বাক্যটি উল্লেখ করা উচিত, কিন্তু যেহেতু এই লেখায় অসংখ্য আয়াত তথ্যনির্দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে. সেহেতু প্রতিবারই এই বাক্য উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তাই এখানে একবার পাঠকমণ্ডলীকে এ ব্যাপারে স্মরণ করানো হলো যাতে তারা আয়াতের অনুবাদ পড়ার সময় এ বিষয়টি মনে রাখেন। পাঠকমণ্ডলীর সুবিধার্থে প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে সূরা নাম এবং নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে যাতে প্রয়োজনে তারা এই সমস্ত আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করতে পারেন।

রাসূল (সা.) এর অসংখ্য হাদীস সংগ্রহ করে বিভিন্ন সূত্রে সংকলন করা হয়েছে তাই হাদীস গ্রন্থগুলো বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই সমস্ত সংকলনের মধ্যে ছয়টি সূত্র বা গ্রন্থকে 'সিহাহে সিত্তাহ' হিসেবে আমাদের কাছে বিদ্যমান আছে, যেমন: সহীহ আল-বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং সুনান আন-নাসাঈ ইত্যাদি। এই লেখায় যে সমস্ত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলোই উল্লিখিত হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রতিটি হাদীস উল্লেখ করে বন্ধনীর [*bracket*] মধ্যে তার সূত্রের নাম দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আত-তাবারী, মুসনাদে আহমদ, বাইহাকী এবং আরও অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে।

আল-কুরআনের আয়াত ও হাদীসের অনুবাদে ব্যবহৃত গভীর অর্থবহ শব্দকে পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্য বন্ধনীর মধ্যে বাঁকা ছাপায় [*italic*] বন্ধনীর মধ্যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তাই আয়াতের অনুবাদ পড়ার সময় পাঠকমণ্ডলীকে মনে রাখতে হবে যে, বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত বর্ণনা মূল আয়াতের আক্ষরিক অর্থ নয়, তবে আয়াতের ভাবার্থের সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য বিভিন্ন authentic সূত্রের সাহায্যে উক্ত বিষয়ের উপর মন্তব্য ও সমালোচনাও বাঁকা ছাপায় দেয়া হয়েছে। আরো কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী আল-কুরআন এবং হাদীসের অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্য বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ একসাথে অথবা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

আদম সন্তানকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির কাছে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের মধ্যে সব রাসূলই ছিলেন নবী কিন্তু নবীরা কেউ রাসূল নন অর্থাৎ রাসূলগণ আসমানী কিতাবসহ মানব জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন যেমন নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মদ (সা.) আর নবীদের কাছে কোনো আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়নি একমাত্র দাউদ ও ইদ্রীস (আ.) ব্যতিরেকে। আল-কুরআনে সর্বমোট ২৫ জন নবী-রাসূলের নাম আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন।

উক্তি বা উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্কতা

সংক্ষিপ্ত শব্দ	পূর্ণাঙ্গ রূপ
(সা.)	সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম {শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষেত্রে}
(আ.)	আলাইহিস সালাম {সব নবী/রাসূলদের ক্ষেত্রে}
(রা.)	রাদিআল্লাহু আনহু {পুরুষ সাহাবা}
	রাদিআল্লাহ আনহা {মহিলা সাহাবা}
	রাদিআল্লাহু আনহুমা {দুইজন সাহাবা}
	রাদিআল্লাহু আনহুম {দুইয়ের অধিক সাহাবা}
(র.)	রাহিমাহুল্লাহ {পরলোকগত আলিম এবং পরহেযগার মুসলিমদের ক্ষেত্রে}

পাঠকমণ্ডলীকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, আপনারা বই পড়ার সময় যখনই এই সংক্ষিপ্ত শব্দগুলোর সম্মুখীন হবেন তখনই শব্দের পুরো বাক্যটি উচ্চারণ করলে ইনশাআল্লাহ সওয়াবের ভাগী হবেন। আল্লাহ তা'আলা, তাঁর প্রেরিত সব নবী রাসূল, রাসূলদের সঙ্গী-সাথী এবং সব নিবেদিত মুসলিম আলিম {scholars}দের প্রতি সম্মান দেখানো ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই সমস্ত বাক্য তাদের নামের সাথে উচ্চারণ করা হয়। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলার হাবিব, শেষ রাসূল (সা.)-এর নামের সাথে দরূদ পড়া এবং সালাম পাঠানোর আদেশ মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজে এবং তার ফিরিশতাগণও নবীর জন্য সালাত প্রেরণ করেন।

إِنَّ اللهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

www.amarboi.org

"আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি সালাত {*রহমত, দোয়া ও প্রশংসা ইত্যাদি*} প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে সালাত {*রহমতের তরে দোয়া*} প্রার্থনা কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর।" *(সূরা ৩৩-আহযাব : আয়াত-৫৬)*

[তাই নবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করায় মু'মিনদের অত্যন্ত যত্নবান হওয়া উচিত, প্রকৃতপক্ষে মু'মিনদের জন্য এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কারণ আল্লাহ তা'আলা এবং তার ফিরিশতারা যে কাজ করেন সেরকম কাজ করার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে সম্মানিত করে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অধিকাংশ ইমামের মতে রাসূল (সা.) এর নাম বললে বা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, কারণ হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং দরূদ পাঠ না করলে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না। অথবা সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না। [তিরমিযী]

একই মজলিসে বার বার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেকবার পাঠ করা মুস্তাহাব [কোরআনুল করীম, অনুবাদ ও সম্পাদনা: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান]

তাই মুখে বলার সময় দরূদ যেভাবে পাঠ করা হয় তেমনভাবে লেখার সময় সংক্ষেপে (সা.) দেখে পুরো দরূদ পাঠ করতে হয়। একজন মু'মিনের জীবন যাপন এবং তার ব্যবহার কাজকর্ম সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (সা.) কে কেন্দ্র করে হবে, রাসূল (সা.) শুধুমাত্র দুনিয়াতেই মু'মিনদেরকে হেদায়েতের রাস্তা দেখাননি তিনি আখেরাতেও মু'মিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশকারী। শেষ বিচার দিবসে অন্যান্য নবী-রাসূলরা নিজ নিজ জাতির পক্ষে সুপারিশ করার সুযোগ পেলেও সর্বশেষে রাসূল (সা.)-এর সুপারিশকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে । আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.) কে এ রকম ক্ষমতা দিয়ে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং মুসলিমদের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ ও দয়া দেখিয়েছেন তাই রাসূল (সা.) এর উম্মত হিসেবে তাকে ভালবাসা, তার প্রতি সালাত, দরূদ এবং সালাম পাঠানো মু'মিনদের জন্য আনন্দের ব্যাপার, যে কাজে মু'মিনরা ক্লান্ত হবে না বরং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা এ কাজ ইনশাআল্লাহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে যাবেন।

www.amarboi.org

অধ্যায় : ১

আমি কে?

আদম সন্তানের আসল পরিচয়

এই প্রশ্নের উত্তরে কোন চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে প্রতিটি মানুষ [*যারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন-ই*] এক রকম উত্তর দিয়ে বলবেন "আমি আদম সন্তান, মানুষ এবং মনুষ্যজাতির [*ইনসানের*] অংশ। আমি বিশ্বপ্রতিপালকের সুনিপুণ সৃষ্টির মধ্যে সেরা সৃষ্টি [*আশরাফুল মাখ্লুকাত*]। এই ধরনের মামুলি উত্তর মানব সন্তানের প্রকৃত পরিচয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ উত্তর। এ জন্যই, তার আসল এবং পরিপূর্ণ পরিচয় কি, তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ বিষয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের আসল ও পরিপূর্ণ পরিচয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে। আদম সন্তানের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা, সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাই এ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন তার সৃষ্টির উপাদান, পরিচয় এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির কাছে পর্যায়ক্রমে নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করে সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এই বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ এবং তার পার্থিব জীবন যাপন এবং পরকালীন জীবনের সাথে ইহকালের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা।

বর্তমানে তিনটি আসমানী কিতাব মানুষের হাতের নাগালে আছে, যেমন তাওরাত [*Old Testament*], ইঞ্জীল [*New Testament or Gospel*] এবং সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআন। এই কিতাবগুলো যদিও আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কিতাব তবুও একমাত্র আল-কুরআনকেই আল্লাহ তা'আলা কলুষ মুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংরক্ষণ করেছেন এবং আল-কুরআন নিজেই তার প্রমাণ বহন করে। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পরে গত ১৪০০ বছরে আল-কুরআনের একটি অক্ষরও কেউ পরিবর্তন করতে পারেনি। অথচ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলো সময়ের সাথে মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদায় বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় সংযোগে কলুষিত হওয়ায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে, তাই উল্লিখিত কিতাবদ্বয় হেদায়েতের সঠিক পথ প্রদর্শন করার যোগ্যতা হারিয়েছে। যা আজ আর কারও কাছে গোপন বিষয় নয়, যদিও আসমানী কিতাবীরা বিভ্রান্ত হয়ে কলুষিত কিতাবকেই হেদায়েতের উৎস

www.amarboi.org

হিসেবে লালন করছেন। যা হোক, আল-কুরআনকে সংরক্ষণ করার এবং কলুষ মুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

"আমিই কুরআন নাযিল করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক।" *(সূরা ১৫-হিজর : আয়াত-৯)*

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ج وَإِنَّهُ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ لا لَّا يَأْتِيْهِ الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ط تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ.

"যাহারা উহাদের নিকট কুরআন আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে; ইহা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ- কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিবে না- অগ্র হইতেও নহে, পশ্চাত হইতেও নহে [*আল-কুরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে আর কারও নেই*]। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।" *(সূরা ৪১-হা-মিম : আয়াত-৪১-৪২)*

তাই বলা বাহুল্য যে, আদম সন্তানের প্রকৃত পরিচয় কী, তার সঠিক উত্তর সংরক্ষিত আসমানী কিতাব আল-কুরআন ব্যতিরেকে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এ জন্যই এই লেখায় আল-কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আদম সন্তানের আসল ও পরিপূর্ণ পরিচয় সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন। আদম সন্তান হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার "আবদ" অর্থাৎ আবদুল্লাহ [*দাস, গোলাম*]। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ج وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ.

"তিনি আপন বান্দাদের [আবদ *বা গোলাম*] উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাত।" *(সূরা ৬-আন'আম : আয়াত-১৮)*

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ط إِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا.

"আমার বান্দাদেরকে [*আবদ বা গোলামকে*] যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল। শয়তান উহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয় [*শয়তানই মানুষ জাতিকে ভিন্ন ধারণা দেয়*]; শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" *(সূরা ১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৫৩)*

* *"মানবতার শত্রু কে" বইয়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।*

www.amarboi.org

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"তুমি যদি তাহাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তাহারা তো তোমারই বান্দা [*গোলাম*], আর যদি তাহাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা ৫-মায়িদা : আয়াত-১১৮) [হাওয়ারিনদের (ঈসা (আ.) সাহাবীদের) অবাধ্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে ঈসা (আ.) শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ রকম প্রার্থনা করবেন]*

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, তারা অন্য কাউকেও তার সাথে শরীক স্থির না করে একমাত্র তারই ইবাদত করবে। আল-কুরআনে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ.

"আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা [*একমাত্র*] আমার ইবাদত করিবে"। *(সূরা ৫১-যারিয়াত : আয়াত-৫৬)*

قُلْ اَفَغَيْرَ اللهِ تَاْمُرُوْنِّيْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ.

"বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা। তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিতে বলিতেছ? "তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদিগের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে, তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করিলে তোমার কর্মতো নিষ্ফল হইবে এবং তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও"। *(সূরা ৩৯-যুমার :আয়াত ৬৪-৬৬)*

উল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আদম সন্তান বস্তুত আল্লাহ তা'আলার আবদ, আবিদ [*বান্দা ও গোলাম*] অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ', এটাই হচ্ছে তার আসল পরিচয়। তাই সাধারণ অর্থে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল আদম সন্তানই আল্লাহ তা'আলার বান্দা তবে ইবাদুর রহমান নয়। সাধারণ আবদ এবং ইবাদুর রহমানের মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে। আদম সন্তানের মধ্যে যারা তাওহীদের ধারক তারাই একমাত্র ইবাদুর রহমান পদবির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। এজন্যই "ইবাদুর রহমান" শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আরও বাড়তি আলোচনা করা হলো। আরবী শব্দ আবদ, আবিদ, আবদুল্লাহর মূল অর্থ হচ্ছে বাংলা ভাষায়

www.amarboi.org

চাকর বা গোলাম। আল-কুরআনে এই আরবী শব্দগুলো আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তবে ইবাদুর রহমান শব্দটি প্রকৃত আবদের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত প্রশংসা-পত্রে আল্লাহ তা'আলা ব্যবহার করেছেন। মানব সমাজে প্রশংসা-পত্রের [*টেস্টিমৌনিআলের*] ব্যবহার সর্বজন স্বীকৃত। চাকরি এবং নির্বাচন প্রার্থীদের প্রাথমিক পরিচয় দেয়া হয় প্রশংসা-পত্রের মাধ্যমে। ছাত্র জীবনে শিক্ষার্জনের একাগ্রতা, অধ্যবসায়, অধ্যয়নশীলতা, বিনয়ীব্যবহার, নৈতিক গুণাবলী ইত্যাদি এবং কর্মজীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে ন্যায়নীতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সত্যনিষ্ঠা অবলম্বনে কাজ সমাধানের দক্ষতা ও পারদর্শিতার মাধ্যমে প্রশংসনীয় প্রশংসা-পত্র অর্জন করতে হয়। সুতরাং প্রশংসা-পত্র হচ্ছে একজন সফল ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে পরিচয়বাহী সনদ। "ইবাদুর রহমান" হচ্ছে দয়াময় পরম দয়ালুর [*আল্লাহ তা'আলার*] বান্দা বা গোলাম। আদম সন্তানের মধ্যে কারা প্রকৃত ইবাদুর রহমান বা আল্লাহ তা'আলার গোলাম হওয়ার যোগ্যতা রাখেন তার সুস্পষ্ট পরিচয়পত্র আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দিয়েছেন। যাতে আদম সন্তানরা ইবাদুর রহমানের মর্যাদায় উন্নীত হতে সদিচ্ছায় সংগ্রাম করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা-পত্রের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত যারা হবেন তাদের মতো ভাগ্যবান ব্যক্তি আর দ্বিতীয়টি নেই।

সাধারণভাবে বিচার করলে বলা যায়, আদম সন্তানের সকলেই ইবাদুর রহমান পদবি পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। কারণ গোলাম হিসেবে আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করে একমাত্র তার ইবাদত করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা ইনসান [*মানব জাতি*] এবং জিন জাতি সৃষ্টি করেছেন। মানব সন্তানরা সকলেই তাওহীদে বিশ্বাস করে সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত না করলেও, তারা আল্লাহ তা'আলার গোলাম কারণ আল্লাহ তা'আলাই তাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক এবং মৃত্যুর পরে আল্লাহ তা'আলার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। বস্তুত সকল আদম সন্তানই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তা সত্ত্বেও অধিকাংশ আদম সন্তান আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থির করে শরীকের ইবাদত করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ.

"তাহাদের [*মানব সন্তানের*] অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাহার শরীক করে।" *(সূরা ১২-ইউসুফ : আয়াত-১০৬)*

এই বিশ্বাসের জন্যই বিপদে, দুঃখ দৈন্যে মানব সন্তানরা এক আল্লাহ তা'আলার

www.amarboi.org

কাছেই গোলাম হিসেবে আত্মসমর্পণ করে প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ط
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ.

"বরং তিনি [*আল্লাহ তা'আলা*], যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাহাকে ডাকে এবং বিপদ আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন [*বিপদ থেকে মুক্ত করে পুনরায় বসবাসের সুযোগ দেন*]। আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করিয়া থাক।" *(সূরা ২৭-নামল : আয়াত-৬২)*

উপরোল্লিখিত আয়াতের আলোকে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত সঠিকভাবে না করলেও আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া তাদের কোন গতি নাই এবং শেষ বিচারের দিনে মানব সন্তানের সকলকেই আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে সমবেত হতে হবে। যা হোক আবিদ, আবদুল্লাহ, আবদিহী, আবদিনা ইত্যাদি শব্দগুলোর বহুবচন হচ্ছে আবদ, যার ইংরেজী শব্দ হচ্ছে স্লেইভ। স্লেইভ শব্দ দিয়ে বুঝালে আবদ শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়। তবে বাংলাতে চাকর, গোলাম এবং বান্দা শব্দগুলোর মধ্যে গোলামরা বা বান্দারা শব্দ দু'টো ইবাদী শব্দের ভাবার্থ প্রকাশে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন। কারণ চাকর বা সারভেন্ট এবং স্লেইভ শব্দ দিয়ে কখনও একই পরিস্থিতিকে বুঝানো যায় না। জীবন যাপনে চাকরের যে স্বাধীনতা আছে, স্লেইভ, গোলাম বা বান্দার সে স্বাধীনতা নাই। তাই পরাক্রমশালী প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সাথে ইবাদীর বা আব্দের সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য কেনা গোলাম, বান্দা বা স্লেইভ শব্দই উত্তম। আদম সন্তানের একটি ক্ষুদ্রাংশ মুসলিমরাই নয়, বরং পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ তা'আলার গোলাম, স্লেইভ হিসেবে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে না। আদম সন্তানের একটি বৃহত্তর অংশ ছাড়া, আর সৃষ্টির সকলেই গোলাম হিসেবে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে সর্বদাই মশগুল থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হইবে না বান্দারূপে।" *(সূরা ১৯-মরিয়ম : আয়াত-৯৩)*

www.amarboi.org

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ.

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ যাহাকে হেয় করেন তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই; আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।" *(সূরা ২২-হজ : আয়াত-১৮)*

উপরোক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, সৃজিত সেরাজীব হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরিত বংশ পরম্পরে প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতাসম্পন্ন মানব সন্তানরাই একমাত্র সৃষ্টি, যারা স্লেইভ বা গোলাম হয়েও মালিকের, প্রতিপালকের অবাধ্য হয় এবং অনেকেই আল্লাহ তা'আলার প্রতি সিজদা দিতে অস্বীকার করেন। মানব সন্তানের মধ্যে একমাত্র নবী-রাসূলরাই অবিসংবাদিত গোলাম। তাদের সম্পর্কে কোন ঘটনার বর্ণনা আল-কুরআনে উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা আবদিহী বা আবদিনা শব্দ ব্যবহার করেছেন। সব নবী-রাসূলের মধ্যে শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আল-কুরআনের অন্তত চার জায়গায় রাসূল (সা.)-কে আল্লাহ তা'আলা বান্দা/গোলাম শব্দ ব্যবহার করে সম্বোধন করেছেন:

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

"আমি আমার বান্দার [*মুহাম্মদ (সা.)*] প্রতি যাহা নাযিল করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা তাহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।" *(সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-২৩)*

اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহর এবং সে বিষয়ের উপর যাহা আমি আমার

www.amarboi.org

বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি মীমাংসার দিন [*বদরের যুদ্ধের দিনে*], যেদিন সম্মুখীন হইয়া যায় উভয় সেনা দল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।" *(সূরা ৮-আনফাল : আয়াত-৪১)*

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ط إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাহার বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন মসজিদুল হারাম [কা'বা] হইতে মসজিদুল আকসায়, যাহার পরিবেশ আমি করিয়াছি বরকতময়, তাহাকে আমার নিদর্শন দেখাইবার জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" *(সূরা ১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-১)*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا.

"প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাহার বান্দার [*আবদিহী*] প্রতি এই কিতাব নাযিল করিয়াছেন এবং উহাতে তিনি বক্রতা রাখেন নাই।" *(সূরা ১৮-কাহ্‌ফ : আয়াত-১)*

অন্যান্য নবী-রাসূলদের ব্যাপারে আল-কুরআনে বহু আয়াত আছে, তবে একটি আয়াত উল্লেখ্য, যেখানে সকল নবী-রাসূলকে বান্দা/গোলাম হিসেবে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ط آللّٰهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

"বল, 'প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তাহার মনোনীত বান্দাদের [*সকল নবী*] প্রতি! শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ, না উহারা যাহাদেরকে শরীক করে তাহারা?" *(সূরা ২৭-নামল : আয়াত-৫৯)*

তবে ঈসা ইবনে মরিয়মের (আ.) ব্যাপারটি ভিন্ন ধরনের। খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয়ে ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র সাব্যস্ত করায়, ঈসা (আ.) নিজের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেই বলেছেন যে, সে আল্লাহ তা'আলার বান্দা/গোলাম বা স্লেইভ, যাতে খৃষ্টান ও বনী ইসরাঈলীদের কোন সন্দেহ না থাকে। তদুপরি আল্লাহ তা'আলাও ঈসা (আ.) সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ঈসা ছিল আল্লাহ তা'আলার বান্দা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ط قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا. قَالَ إِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ق اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا.

www.amarboi.org

"অতঃপর মরিয়ম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করিল [*ঈসার (আ.) ব্যাপারে মরিয়ম (আ.) কে কোন মন্তব্য করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছিলেন, যাতে কোলের শিশু ঈসা (আ.) মায়ের পক্ষে সাক্ষী দিতে পারেন, কোলের শিশু কথা বলা একটি অলৌকিক ব্যাপার*]। উহারা বলিল, 'যে কোলের শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব?' সে [ঈসা (আ.)] বলিল, 'আমি তো আল্লাহর বান্দা [*আবদুল্লাহ, গোলাম*]। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন।" *(সূরা ১৯-মরিয়ম : আয়াত-২৯-৩০)*

إِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ.

"সে [*ঈসা (আ.)*] তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।" *(সূরা ৪৩-যুখরুফ : আয়াত-৫৯)*

যা হোক, ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত আবদ বা গোলাম হওয়ার ক্ষেত্রে মানব সন্তানদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। কারণ মানব সন্তানরা তাওহীদের পরিবর্তে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়ে বিভিন্ন ইবাদতের পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ও বিভক্ত। তাদের অধিকাংশই উপাসনায় আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অথবা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক স্থির করে তার ইবাদত করেন। ইতোপূর্বে আল-কুরআনের আয়াত দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, সৃষ্টিকুলের সববস্তু এবং নবী-রাসূলরা আল্লাহ তা'আলার আবদ বা গোলাম হতে অস্বীকার করে না বরং সদিচ্ছায় তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করে গোলাম হওয়ায় গর্বিত হয়ে থাকেন। তাই বলা যায়, আদম সন্তান হিসেবে সদিচ্ছায় প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার গোলাম হওয়াতে রয়েছে প্রকৃত সম্মান ও আত্মমর্যাদা। মানব সমাজে দাসত্ব প্রথার চালু হয়েছিল স্বাধীন মানব সন্তানকে পণ্যের মতো বিক্রি করে জোরপূর্বক দাসত্বে পরিণত করার মাধ্যমে। যে প্রথায় মালিক ও গোলাম অর্থাৎ ক্রীত দাসের মধ্যে দয়ামায়া ও ভালোবাসার কোন অস্তিত্ব ছিল না। মালিকরা ক্রীতদাসদের সাথে হৃদয়হীন অমানুষিক ব্যবহার করতো। তাই মালিক ও ক্রীতদাসের মধ্যে শ্রদ্ধা ও মহব্বতের পরিবর্তে সর্বদাই থাকতো বৈরিতা ও শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক। যার জন্য গোলামরা মালিকের হুকুম পালনে অস্বীকৃতি জানালে সাথে সাথেই তাদের অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করতে হতো। ক্রীতদাস প্রথার বিপরীতে আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করে গোলামে পরিণত হওয়া হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার অনুগ্রহের ভালবাসায় সদিচ্ছায় স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত কাজ, যে কাজে কারও বাধ্যতামূলক দায়িত্ব নেই তাই গোলামরা অবাধ্য হলে ক্রীতদাসের মতো সাথে সাথেই শাস্তি ভোগের কোন দৃষ্টান্ত নেই। আল্লাহ তা'আলা জোরপূর্বক কাউকে

www.amarboi.org

গোলামে পরিণত করেন না, তাই তার কাছে সদিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে গোলামে পরিণত হওয়ায় রয়েছে মালিকের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা এবং গোলামের জন্য রয়েছে মালিকের কাছে বিশেষ মর্যাদা এবং ইহকালে ভারসাম্য সুশৃঙ্খল জীবন যাপন ও পরকালে প্রশান্তিময় বেহেশতী জীবনে অধিষ্ঠ হওয়ার সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

যে মানব সন্তানের পিতাকে অর্থাৎ সমস্ত মানব জাতিকে পূত পবিত্র ফিরিশতা দিয়ে সিজদা করিয়ে আল্লাহ তা'আলা উচ্চ আসনে ভূষিত করেছেন, সে মানব সন্তান আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে সৃষ্টির কোন বস্তুর গোলাম হতে পারে না এবং সিজদার মাধ্যমে কারও কাছে মাথা নত করতে পারে না। তবে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করেন সেটি হবে নিঃসন্দেহে তার অন্যায়াচরণ এবং নিজের প্রতি জুলুম ও অপমানসূচক কাজ। আদম সন্তান যেহেতু সৃজিত হয়েছে ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা নিয়ে সেহেতু ধর্মীয় বিশ্বাস বেছে নেয়ার পুরোপুরি স্বাধীনতাও তাদের আছে। তাই যারা সদিচ্ছায় সব ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে নানা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েও বিশ্বাসে ও ধর্মীয় মূল্যবোধ পালনে দৃঢ়তা দেখাবেন, তারা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রশংসনীয় ও সম্মানের পাত্র এবং ইবাদুর রহমান উপাধিতে ভূষিত হবেন। মর্যাদার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রশংসিত হওয়ার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও মানব সন্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠই আবদুল্লাহ বা ইবাদী হিসেবে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আবদুস শাম্‌স *[কোন মূর্তি, ব্যক্তি, নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা, মানবের সৃষ্টি কোন মতবাদ, আদর্শ, বিশেষ রাজনৈতিক রীতিনীতি ইত্যাদি]* হওয়ায় বেশী অগ্রণী এবং পছন্দনীয় ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করেন। যার জন্য দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা, তার ইবাদীদের পরিচয় আল-কুরআনে দিতে "ইবাদুর রহমান" শব্দ দিয়ে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের চরিত্রের গুণ ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। সূরা আল-ফুরকানের ৬৩-৭৬ আয়াতে তাদের পরিচয় ও পরকালে প্রাপ্তি পুরস্কার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এই পরিচয়ের ধারাবিবরণীই হচ্ছে দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাসী একনিষ্ঠ ইবাদীর জন্য দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে প্রশংসা-পত্র। আর মানব সন্তানের মধ্যে যারা ধর্মীয় বিশ্বাসে ও জীবন যাপনে এই বৈশিষ্ট্যে অধিষ্ঠ, গুরুত্ব বুঝে পালন করতে উদ্বুদ্ধ হবেন না এবং আবদ হওয়া সত্ত্বেও অবাধ্য হবেন, তারাই ইহকালে অশান্তিতে জীবন যাপন করবে, তদুপরি পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।"ইবাদুর রহমানের" চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

www.amarboi.org

ইবাদুর রহমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ইতোপূর্বে আদম সন্তানের আসল পরিচয় সম্পর্কে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব আদম সন্তানই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার আবদ যদিও তাদের অধিকাংশই সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে আবদ হতে অস্বীকার করে তাই সকলেই ইবাদুর রহমান নয়। তাদের মধ্যে একটি বিশেষ গোষ্ঠী আছে যারা তাওহীদে বিশ্বাসী, আত্মসমর্পণী বান্দা, তারাই ইবাদুর রহমানের সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এই গোষ্ঠীর জীবন যাপনের ধরন এবং আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। এই সুস্পষ্ট ধারাবিবরণীকে বলা হয়েছে প্রতিপালকের কাছ থেকে ইবাদুর রহমানের জন্য প্রশংসা-পত্র। আল্লাহ তা'আলা "ইবাদুর রহমানদের" বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ق اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا. وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا لا يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا. اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ لا وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا. وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا. اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا.

"রহমান'-এর বান্দা [*ইবাদুর রহমান*] তাহারাই যাহারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফিরা করে এবং তাহাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তাহারা বলে, 'সালাম' [*বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে শান্তি কামনা করে*]; এবং তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হইয়া ও দণ্ডায়মান থাকিয়া; এবং

www.amarboi.org

তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হইতে জাহান্নামের শাস্তি দূর কর; উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ', আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে উহা কত নিকৃষ্ট! এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন তাহারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তাহারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় এবং তাহারা আল্লাহর সহিত কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করিবে। কিয়ামতের দিন উহার শাস্তি দ্বিগুন করা হইবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়; তাহারা নহে, যাহারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ উহাদিগের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয় এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদার সহিত উহা পরিহার করিয়া চলে এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করাইয়া দিলে উহার প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না' এবং যাহারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাহারা আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর। তাহাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ দেওয়া হইবে জান্নাত, যেহেতু তাহারা ছিল ধৈর্যশীল, তাহাদেরকে সেথায় অভ্যর্থনা করা হইবে অভিবাদন ও সালামসহকারে। সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে উহা কত উৎকৃষ্ট!" *(সূরা ২৫-ফুরকান : আয়াত- ৬৩-৭৬)*

উল্লিখিত আয়াতে "ইবাদুর রহমানের" ১৩টি গুণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে প্রকৃত মু'মিনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে "ইবাদুর রহমানের" উপাধিতে আল্লাহ তা'আলা আখ্যায়িত করেছেন। পরম দয়ালুর বান্দা হবে সব ব্যাপারেই দয়াবান, তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্যই সে সৃষ্টির সব কিছুর প্রতি দয়া দেখাতে ভালবাসবে। আদম সন্তানের মধ্যে নবী-রাসূলরাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আবদ বা প্রথম শ্রেণীর ইবাদুর রহমান এবং সবচেয়ে বেশী দয়ার্দ্র।

ইবাদুর রহমানের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : তারা হচ্ছে এক আল্লাহ তা'আলার "আবদ" এবং তাই প্রতিপালকের প্রদত্ত বিধানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি। তাদের জীবন যাপন, চিন্তা-ভাবনা, জীবন সংগ্রাম এবং যাবতীয় কর্ম করা হয় আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী এবং একমাত্র তারই সন্তুষ্টির জন্য। এক কথায় বলা যায়, তারা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত তাই অন্যায় অবৈধ কাজে

www.amarboi.org

আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ভয় এবং ভালো কাজে আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার পাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাসই হয় তাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রেরণা শক্তি।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : তারা নম্রভাবে পৃথিবীতে চলাফেরা এবং সবার জন্যই শান্তি কামনা করে। আল্লাহ তা'আলার বিধানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকেও তারা কারও কোন ক্ষতি করে না বরং ধর্মীয় মূল্যবোধে ফিরে আসার জন্য সকলকে আহ্বান করে ধীশক্তি অবলম্বনে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ভালবাসা দিয়ে। এই অংশের ব্যাখ্যায় হাসান আল-বসরী (র.) বলেছেন: "সত্যনিষ্ঠ মুসলিমের প্রতিটি অঙ্গই সর্বদা আল্লাহ তা'আলার কাছে বিনয়নম্র থাকবে, যার জন্য অপরিচিত ব্যক্তিরা তাকে দেখে মনে করবে যে, সে অসুস্থ ব্যক্তি অথচ মানসিক ও শারীরিকভাবে সে হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। আল্লাহ তা'আলার ভালবাসায় এবং শাস্তির ভয়ে তারা সব ব্যাপারেই বিশেষভাবে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ ও চাকচিক্যের প্রতি হয় স্বার্থশূন্য। জীবন ধারণের প্রয়োজনে ধন-সম্পত্তি অর্জন করলেও ধন সম্পদের প্রতি তার হৃদয়ে অতিমাত্রায় আকর্ষণ থাকে না {*ইবনে কাসীর*}।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : অজ্ঞ ব্যক্তিরা [*ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞ*] খারাপ ব্যবহার করলে, প্রতিহিংসার পরিবর্তে বা উত্তেজিত না হয়ে বরং ধীরে সুস্থে তাদেরকে ধর্মের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে বুঝায় যাতে তারা অজ্ঞতা থেকে মুক্তি পায় এবং ঔদ্ধত্য দেখিয়ে আরও বেশী খারাপ কাজে জড়িত না হয়। আল্লাহ তা'আলার হাবিব (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল অজ্ঞদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা ও ধৈর্যের সহিত তাদের কথা শুনা। মক্কার অজ্ঞ ব্যক্তিরা রাসূল (সা.) কে সীমাহীনভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে, ভর্ৎসনা করেছে, তবুও তিনি (সা.) ধৈর্যের সহিত উপদেশ দিয়েছেন এবং তাদের অজ্ঞতাকে উপেক্ষা করেছেন যাতে তারা ইসলামী জীবনাদর্শের, মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে আকৃষ্ট হয়। রাসূল (সা.) দয়ার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ط اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

"আল্লাহর দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হইয়াছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত। সুতরাং তুমি তাহাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর; অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহর

www.amarboi.org

উপর নির্ভর করিবে; যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাহাদেরকে ভালবাসেন।" *(সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-১৫৯)*

দুর্ভাগ্যবশতঃ ধর্মীয় মূল্যবোধে জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনেক সময় এই গুণের বিপরীতে কাজ করেন তাতে ধর্মের প্রতি অজ্ঞদের বৈরীভাব আরও বেড়ে যায়। বর্তমানে জিহাদের নামে যে সমস্ত অপকর্ম ঘটছে সেগুলো তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তিদের ইসলাম সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা এবং উদ্ধত প্রবৃত্তির কারণে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : *(আয়াত নম্বর ২৫/৬৪)* : তারা নির্ধারিত নামায *[প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত]* সঠিকভাবে আদায় করায় যত্নবান, তদুপরি রাত জেগে অতিরিক্ত *[নাওয়াফেল তাহাজ্জুদ]* নামায পড়েন। সারাদিনে বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দেহ ক্লান্ত হলেও আল্লাহ তা'আলার প্রতি অদম্য ভালবাসায় শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের প্রচেষ্টা করেন। এইরূপেই তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা'আলার ও রাসূলের (সা.) প্রদত্ত নির্দেশের উৎকৃষ্টতার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস এবং জীবন যাপনের প্রতিপদে তা পালনের অদম্য উৎসাহ ও অনুরাগ। অতীতে আল্লাহ তা'আলার অনুরাগী সব ব্যক্তিরা রাত জেগে ইবাদত করতেন। *রাসূল (সা.) বলেছেন: "রাতের নামাযে তোমরা প্রতিষ্ঠিত থাক কারণ পূর্ববর্তী সব পরহেযগার ব্যক্তিরা এ কাজ করতেন। এই ইবাদত আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভে সাহায্য এবং পাপ মোচন করে ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখে" {তিরমিযী}*। এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকা'আত পড়ে নেয়, সেও তাহাজ্জুদের ফযিলতের অধিকারী *{মাযহারী}*।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনাকারী। নিয়মিতভাবে ইবাদত বন্দেগী করা সত্ত্বেও নিজের অবহেলা, উদাসিনতা এবং সামান্যতম ভুলের জন্য আল্লাহ তা'আলার শাস্তিকে ভয় করেন। জীবন যাপনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ-সচেতন হয়ে ন্যায়নীতি অবলম্বনে দৃঢ় প্রত্যয়ে সব কিছু করেন, তবুও সামান্য ভুল ভ্রান্তির জন্য লজ্জিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে থাকেন।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : "তারা অমিতব্যয়ী এবং কৃপণও নয়" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দারা অমিতব্যয়ী হয় না। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামতকে তারা প্রয়োজনমাফিক ন্যায্যভাবে ব্যয় করে কৃতজ্ঞ বান্দা হতে ভালবাসেন এবং আত্মপ্রশান্তি লাভ করেন। ধন-সম্পত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কৃপণতায় দান-খয়রাত না করে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামতকে গোপন করে অকৃতজ্ঞ বান্দা হন না।

www.amarboi.org

বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভার্থে সবরকম ভালো কাজে ব্যয় করেন, এমনকি ভালোকাজেও তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করে অমিতব্যয়ী হন না এবং খারাপ কাজে ব্যয় করা থেকে সর্বত্র নিজেকে সংযমে রাখেন। সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "অমিতব্যয়ীরা হচ্ছে শয়তানের ভাই" *(আয়াত নম্বর ২৭)*। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন: খারাপ কাজে অতিসামান্য খরচও অমিতব্যয়ী হিসেবে গণ্য করা হয় {*মাযহারী*}। রাসূল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মধ্যম পন্থা অবলম্বনে খরচ করবে, সে কখনও অভাবী ও দরিদ্র হবে না" {*মুসনাদে আহ্‌মদ*}।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য : এটি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন। উল্লিখিত ছয়টি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কাছে পুরোপুরিভাবে আনুগত্যের সাক্ষ্য, আর সপ্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবচেয়ে গর্হিত পাপ। ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক স্থির করা। মানব জাতির অধিকাংশ মানব সন্তানই এই গর্হিত পাপে জড়িত আছে তবে ইবাদুর রহমানরা কখনই এই রকম গর্হিত কাজে জড়িত হবেন না। নিত্যদিনের বিভিন্ন কাজকর্মে, মুখের ভাষায়, চিন্তা-ভাবনায় এমনকি চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রেও তারা প্রকাশ্য ও অদৃশ্য সব রকম শিরকি কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলেন। যথাসময়ে আল্লাহ তা'আলার হক [*প্রাপ্য, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায*] আদায় না করে পার্থিব জীবনের স্বার্থে এবং চিত্ত বিনোদনের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না বরং সব কিছুতেই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। তদুপরি এ ব্যাপারেই সতর্কতা অবলম্বনে তারা দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে থাকেন।

অষ্টম ও নবম বৈশিষ্ট্য : আল্লাহ তা'আলার বান্দারা গর্হিত পাপ যেমন সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং ব্যভিচারে জড়িত হয় না, এমনকি তারা এ সমস্ত কাজের নিকটবর্তী হন না এবং কাউকেও কোন রকম সাহায্য করেন না। তবে, যদি কেউ জড়িত হয় তাহলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আলেমদের মতে এই সমস্ত পাপের জন্য দুই ধরনের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম : দ্বিগুন শাস্তি এবং জাহান্নামে অনন্তকাল থাকা হচ্ছে অবিশ্বাসীদের যারা এ সমস্ত কাজ করে তাদের জন্য। দ্বিতীয় : একটি পাপের একটি শাস্তি ভোগ করবে মুসলিমরা, তারা অনন্তকাল দোজখে থাকবেন না। কেননা মানব জাতির জন্য প্রেরিত 'রহমত' মুহাম্মদ (সা.)-এর শাফা'আতের মাধ্যমে মুসলিমরা দোজখের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবেন। আর অবিশ্বাসীরা যদি ধর্মান্তর হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হয় তবে তাদের পাপের শাস্তির পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার দিবেন। অনুরূপ পাপী

www.amarboi.org

মুসলিমরা যদি নিজের ভুল বুঝে একনিষ্ঠভাবে তাওবার মাধ্যমে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন। ইসলামী মূল্যবোধে তাওবার যে শর্ত আছে সে অনুযায়ী তাওবা করে পরবর্তীতে তাওবার শর্ত অনুযায়ী সে পুনরায় উক্ত পাপ কাজে আর জড়িত হবেন না– এ রকম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকতে হবে। এই ব্যাখ্যা ইবনে কাসীরের তাফসির ও মা'আরিফুল কুরআন থেকে দেয়া হলো।

দশম বৈশিষ্ট্য : আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বিধানের বিপরীতে যে সমস্ত অনুষ্ঠান ও সভা হয় তাতে সে উপস্থিত থাকে না। যে সমস্ত অনুষ্ঠানে শিরকের কার্যকলাপকে প্রশংসা করা হয় অথবা শিরকে জড়িত হওয়াকে গর্হিত পাপ হিসেবে গণ্য করা হয় না, তাতেও সে উপস্থিত থাকে না। যে সমস্ত অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ, অশ্লীলতায় ভরপুর এবং শালীনতাকে অবজ্ঞা করা ও দুর্বল ব্যক্তিত্ব হিসেবে ধরা হয়, সেখানেও সে উপস্থিত থাকবে না। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের একটি বৃহত্তর অংশ বিশেষ করে ভবিষৎ প্রজন্মের ধারকরা পাশ্চাত্য অশ্লীল সংস্কৃতির শিকার হয়েছেন। এ ব্যাপারে এক হৃদয়ের দুই অংশ বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর ইবাদুর রহমানরা কোনভাবেই মিথ্যা সাক্ষী এবং কোন কাজেই মিথ্যার আশ্রয় দিবেন না। রাসূল (সা.) বলেছেনঃ 'মিথ্যা বলা ও সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে গর্হিত পাপ' *{বুখারী ও মুসলিম}*।

ওমর (রা.) বলেছেনঃ যদি কারও বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে তবে তাকে ৪০ বার বেত্রাঘাত কর এবং মুখে কালি মেখে বাজারে ঘুরাও ও দীর্ঘদিনের জন্য কারাগারে রাখ *{মাযহারী}*। এক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখ্য, বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও সমাজের একটি বৃহত্তর অংশ ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে মিথ্যা বলা ও বিচার সালিশে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না। তাতে প্রমাণ হয় বাঙ্গালি মুসলিমদের এই অংশ ধর্মীয় মূল্যবোধ পরিত্যাগ করে সহজাত প্রকৃতি [*আল-ফিতরাত*] বিবর্জিত হয়েছেন। মুসলিম হিসেবে এটি দুঃখজনক ও সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার।

একাদশ বৈশিষ্ট্য : ৭২ নম্বর আয়াতে তারা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেন না, মন্দ কাজে ও অসার আলোচনায় লিপ্ত থাকা সভার সম্মুখীন হলেও তারা নিজের মান সম্মান রক্ষার্থে ভদ্রতার সাথে সে জায়গা থেকে চলে যান। মন্দকর্ম ও অসার আলোচনা ঘৃণার কাজ হিসেবে বিবেচ্য হলেও তারা এই কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের অবজ্ঞা করেন না এবং নিজেদেরকে তাদের তুলনায় উত্তম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে গর্বিত হন না। মন্দকর্ম ও অসার আলোচনার বিষয়বস্তু তাদের উপর

www.amarboi.org

কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। ইবনে মাসউদ (রা.) একদিন ঘটনাক্রমে অসার ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত মজলিসের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। এ কথা জানতে পেরে রাসূল (সা.) বললেন, 'ইবনে মাসউদ করীম' অর্থাৎ ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর রাসূল (সা.) এই আয়াত পাঠ করেন যাতে অসার আলোচনায় লিপ্ত থাকা সভার কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত মানুষের মতো চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে [*মা'আরিফুল কুরআন, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা নম্বর ৬২-৭৭*]। এই আয়াত থেকে মুসলিমদের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে কোন মানুষকে তারা ঘৃণা করতে পারবে না। মানুষ ভুল করে এবং করবে, এটা হচ্ছে আদম সন্তানের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। যারা ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান মেনে চলার চেষ্টা করেন তাদের অনেকেই খারাপ কাজে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিদের অবজ্ঞা ও তাদের সম্বন্ধে অশালীন উক্তি করাকে ন্যায্য হিসেবে মনে করেন এবং নিজেদেরকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতে দ্বিধাবোধ করেন না। এ ধরনের আচরণ এই পবিত্র আয়াতের পরিপন্থী। নিজেরা খারাপ কাজ ও অসার আলোচনায় জড়িত না হয়ে এবং অন্যদের অবজ্ঞা না করে বরং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সময় সুযোগে ধৈর্যের সাথে বিনয়ীভাবে উপদেশ দিয়ে খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করলে হয়তো তাদের উপকার হতে পারে। অনেকে উপদেশ যে দেন না, তা নয়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উপদেশের পদ্ধতি হচ্ছে ত্রুটিযুক্ত, তাই ফলপ্রসূ উপদেশের জন্য পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন দরকার।

দ্বাদশ বৈশিষ্ট্য : ইবাদুর রহমানরা আল্লাহ তা'আলার আয়াত অর্থাৎ আল-কুরআনের বিধিনিষেধ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকে। তাদের কাছে আয়াত পাঠ করা এবং তার ব্যাখ্যা বুঝানো হলে বধিরদের মতো আচরণ এবং অন্ধদের মতো না দেখার ভান করে না বরং আয়াতের গুরুত্ব বুঝে জীবন যাপনে তার প্রতিফলন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকেন, এটাই প্রশংসনীয় কাজ। তবে অনেকে আয়াতের গুরুত্ব বুঝে কিন্তু রাসূল (সা.), সাহাবী এবং সমকালীন প্রখ্যাত আলেমদের দেয়া ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে নিজের খেয়াল খুশি মতো ব্যাখ্যা দিয়ে অন্ধদের মতো অনুসরণ করে। বর্তমানে মুসলিমদের একটি দল আল-কুরআনের বিশেষ কিছু আয়াতের নাযিল হওয়ার পটভূমি বিশ্লেষণ না করে বিপরীত ব্যাখ্যা দিয়ে জিহাদের নামে সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়েছে, যার প্রতিফলে সাধারণ মুসলিমরা, তাদের এবং অমুসলিমদের দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এগুলো ইবাদুর রহমানের বৈশিষ্ট্যের বহির্ভূত কাজ। তাই বলা যায় আল-কুরআনের আয়াতকে

www.amarboi.org

অবজ্ঞা করা এবং প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা না বুঝে নিজের চাহিদা অনুযায়ী আমল করা একই ধরনের অন্যায়।

ত্রয়োদশ বৈশিষ্ট্য : ইবাদুর রহমানের এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা স্বার্থপরতার মতো নিজেরা ইবাদত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না বরং নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেন যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও ইবাদত করার তৌফিক দান করেন। এজন্য যে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীকে ইবাদতে মশগুল থাকা দেখে প্রশান্তিতে নিজের চোখ শীতল হয়। সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, হাসান বসরী (রহ.) এ রকম মন্তব্য করেছেন *(মা'আরিফুল কুরআন, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা নম্বর ৬২-৭৭)*। তাই একজন আবদের জন্য এটি অত্যন্ত বড় পাওয়া। ইবাদুর রহমানরা আরও প্রার্থনা করেন যেন অন্যরা তাদের কার্যকলাপ দেখে শিক্ষা লাভ করে হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পারে অর্থাৎ ইবাদুর রহমানরা সব সময় অন্যের মঙ্গল কামনা করেন।

ইবাদুর রহমানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রতিটি মুসলিমের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ এই জ্ঞান অর্জন করা পার্থিব জীবনে সমাজ কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠাবান আদর্শ মানুষ হতে এবং পরকালীন জীবনে সফলতা অর্জনে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত তাওহীদে বিশ্বাসী প্রতিটি মুসলিমই ইবাদুর রহমান, যদিও ইবাদুর রহমানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকায় অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেকেই প্রবৃত্তির চাহিদা, সমাজ সংস্কৃতির প্রভাব এবং শয়তানের প্ররোচনায় ধর্মীয় মূল্যবোধের বিধিবিধান সুচারুভাবে পালন করতে পারেন না অথবা অবহেলায় জীবন কাটিয়ে দেন। আবার অনেকেই জ্ঞান থাকলেও সতর্কতা অবলম্বন না করায় মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করেন তবুও তারা ইবাদুর রহমান কারণ উভয় ক্ষেত্রেই একনিষ্ঠভাবে তাওবার মাধ্যমে ভুল সংশোধন করে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে পারেন। মুসলিমদের মনে রাখতে হবে ভালো-মন্দ যা কিছু তারা করছেন বা করেন তা নিখুঁতভাবে লিখিত কার্যনিবন্ধন হিসেবে তাদের পক্ষে অথবা বিপক্ষে হাশরের বিচারে উপস্থিত করা হবে। নিজস্ব পাপের বোঝা নিজেকেই বহন করতে হবে কেউ অন্য কারো পাপের গুরুভার বহন করবে না এবং ভালো কাজের পুরস্কারের অংশও কাউকে দেবে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنٰهُ طٰئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ط وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا. اِقْرَأْ كِتٰبَكَ ط كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا. مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا

www.amarboi.org

يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

"আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট। যে কেউ সৎপথে চলে, সে নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজের জন্যেই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।" *(সূরা ১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-১৩-১৫)*

আর যারা আবদ হওয়া সত্ত্বেও ইবাদুর রহমানের বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে নির্ধারিত আচার অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পালন না করে অবহেলায় জীবন যাপন করেন, তাদের জেনে রাখা ভালো যে, প্রতিটি মানুষ সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও দৃষ্টির বেড়াজালে বেষ্টিত আছে। পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কর্ম লিখিত অবস্থায় বই আকারে হাশরের বিচারে হাজির করা হবে। তাই মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মূল্য অনেক বেশী এবং হিসাব করে সঠিকভাবে অতিবাহিত করা বুদ্ধিমানের কাজ যদিও মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই সময়ের মূল্য সম্পর্কে উদাসীন, যার জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার করায় আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি না। বস্তুত প্রতিটি আদম সন্তানই ক্ষতিগ্রস্ত কারণ তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সময় সে পরকালীন জীবনের সফলতা ও প্রশান্তির কাজে না লাগিয়ে অবহেলায় কাটিয়ে দেয়। এমনকি মুসলিমরা আল-কুরআনে বিশ্বাসী হয়েও অধিকাংশই পরকাল সম্পর্কে উদাসীন। আল-কুরআনে একটি অতি সংক্ষিপ্ত সূরায় আল্লাহ তা'আলা সময় সম্পর্কে মুসলিমদের সতর্ক করেছেন:

وَالْعَصْرِ. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ لا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

"মহাকালের [সময়ের] শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্যের উপদেশ দেয় [*বস্তুত এরাই হচ্ছে ইবাদুর রহমান*]।" *(সূরা ১০৩-আসর : আয়াত-১-৩)*

www.amarboi.org

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কাজ কর্মফল বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। প্রকাশ্য ও গোপন কোন মুহূর্তই সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে গোপন করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন:

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَانٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

"বস্তুত যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত [*সীমাহীন জ্ঞানের সাহায্যে*] থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি পরমাণুর সমান কিছুও জমিনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড়, যার সবই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।" *(সূরা ১০-ইউনুস : আয়াত-৬১)*

উল্লিখিত আয়াতের বিষয়বস্তু এবং তার ভাবার্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারলে কোন মুসলিমই ইচ্ছাকৃতভাবে অবৈধ কাজে জড়িত হবেন না, আল্লাহ-সচেতনতায় শেষ বিচার দিনে জবাবদিহিতার ভয়ই তাকে অন্যায় করা থেকে মুক্ত রাখবে। বাংলাদেশের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের জন্য এই আয়াতের বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যদি বাংলাদেশী মুসলিমরা ইবাদুর রহমানের বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দৃঢ় সংকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অতএব, সময় থাকতে প্রতিটি মুসলিমের উচিত সতর্কতা অবলম্বন করে ইবাদুর রহমানের বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা এবং ভুলের জন্য যথাশীঘ্র তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আত্মসমর্পণকারী বান্দা মুসলিমদের ছাড়াও সব আদম সন্তানই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার বান্দা যদিও তারা বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়ে শিরকে লিপ্ত আছে। একমাত্র মানুষ ছাড়া বিশ্বজাহানের সবকিছুই এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি সিজদায় অবনত হয়ে তারই ইবাদত করছে [*সূরা ২২-হাজ্জ : আয়াত-১৮ দ্রষ্টব্য*] তাই তাদের আসল পরিচয় হচ্ছে তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার গোলাম বা আবদুল্লাহ। তাদের এ ব্যাপারে কোন স্বাধীনতা নেই। একমাত্র মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন ভালো-মন্দ বেছে নেয়া ও মুক্ত চিন্তা-ভাবনা করার স্বাধীনতা দিয়ে [*যাকে বলা হয়* *Freedom of* choice]। যদিও মানুষ চিন্তা-ভাবনার স্বাধীনতা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে

www.amarboi.org

তবুও প্রতিটি মানুষের আসল পরিচয় হচ্ছে, সে আল্লাহ তা'আলার আদেশের গোলাম কারণ আল্লাহ তা'আলার আদেশে সে পৃথিবীতে আসে এবং তার আদেশেই আবার মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। শয়তানের প্রভাবে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় আদম সন্তানরা ঔদ্ধত্য দেখিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হতে অস্বীকার করলেও, বস্তুত তারা অসহায় সম্বলহীন এবং প্রতিমুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও সীমাহীন শক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম সন্তানদের আল্লাহ তা'আলা সহজাত প্রকৃতির [*True Nature, Fitrat*] স্বরূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ج لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ج ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

"তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি [ফিতরাতুল্লাহ, সহজাত প্রকৃতি], যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন [*তাওহীদে বিশ্বাস করার যোগ্যতা*]। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটা [*ইসলাম*] সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" *(সূরা ৩০-রূম : আয়াত-৩০)*

যার ফলে আত্মসমর্পণী হয়ে এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে তার গোলাম হওয়াই মানুষের সহজাত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কারণ এই প্রকৃতি নিয়েই সে পৃথিবীতে আসে। অথচ ভ্রান্ত ধর্মীয় বিধানে বিভ্রান্তি পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের বিধিনিষেধে আবদ্ধ হয়ে সে তার সহজাত প্রকৃতির বিপরীতে কাজ করে থাকে। এ ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন: "কোন শিশুই আল-ফিত্‌রাত [সহজাত প্রকৃতি, জন্মের পূর্বে তাওহীদের স্বীকৃতিতে আবদ্ধ হয়েছে, সূরা আল-আরাফ, আয়াত নম্বর ১৭২ দ্রষ্টব্য] ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় না। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়, যেমন একটি জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চার জন্ম দেয়, তোমরা কি এর দেহের কোন অঙ্গ অপূর্ণ পাও। অতঃপর তিনি (সা.) তিলাওয়াত করলেন: "আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। এটাই সত্য-সার্থক দ্বীন [ইসলাম]।" (সূরা ৩০-রূম, আয়াত-৩০), (আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৪৪১১)*। তাই প্রতিটি আদম সন্তানের সর্বপ্রধান ও মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকেও শরীক না করে আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে একমাত্র তারই ইবাদত করে ইবাদুর রহমান [*গোলাম*] হিসেবে নিজের আসল পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

www.amarboi.org

মানব সন্তানের রূহ [Spirit] এবং আত্মা [Soul]

রূহ এবং আত্মা বস্তুত একই বস্তু হলেও অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা ভিন্ন। আদম সন্তান মাটির দেহ নিয়ে জন্ম গ্রহণের পূর্বে রূহ হিসেবে আল্লাহ তা'আলার কাছে জমা থাকে এবং মৃত্যুর পরে মাটির দেহ চলে যায় মাটিতে আর রূহ পুনরায় ফিরে যায় আল্লাহ তা'আলার কাছে। মানুষের মাটির দেহে রূহ অনুপ্রবেশ করার পর আত্মায় পরিণত হয়। রূহ যত দিন মাটির দেহে থাকে ততদিন আত্মা হিসেবেই থাকে। যা হোক এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে এখানে আলোচনা করা হলো।

মানুষের "রূহকে" আল্লাহ তা'আলা সত্য/সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতির প্রতিটি মানুষের রূহ আল্লাহ তা'আলা একসাথে সৃষ্টি করেছেন [*পরবর্তীতে এ সম্পর্কে আল-কুরআনের আয়াত দিয়ে ইনশাআল্লাহ আরও আলোচনা করা হবে*]। এই রূহ প্রকৃতপক্ষে কি জিনিস সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না কারণ মানব সন্তানকে এ ব্যাপারে খুবই সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে। রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۔ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً.

"তোমাকে উহারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে ঘটিত [*আমরে রব্বি*]। এবং তোমাদিগকে [*এ সম্পর্কে*] সামান্য জ্ঞানই দেয়া হইয়াছে।" *(সূরা ১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৮৫)*

এই রূহকে আল্লাহ তা'আলা যখন [*ফিরিশতাদের সাহায্যে*] আদম সন্তানের নশ্বর দেহে ফুঁকে দেন তখন ভালো-মন্দ বেছে নেয়াও স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার প্রভাবে "আত্মায় (Soul)" পরিণত হয়। রূহ ফুঁকে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ.

"যখন আমি উহাকে [*আদমকে*] সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব তখন তোমরা [*ফিরিশতা ও ইবলিস, ইবলিস তখন ফিরিশতাদের সাথে উপস্থিত ছিল*] উহার প্রতি সিজদাবনত হইও" *(সূরা ১৫-হিজর : আয়াত-২৯)*

আদমের পরে তার সন্তানদের দেহে ফিরিশতার মাধ্যমে রূহ ফুঁকে দেয়ার ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর হাদীস থেকে জানা যায়: Narrated Abdullah (RA): Allah's Messenger (SA), the true and truly inspired said: "(*as regards your creation*), every one of you is collected in the womb of his mother for the first forty days, and then he becomes a clot for another forty

www.amarboi.org

days, and then a piece of flesh for another forty days. Then Allah sends an angel to write four words: He writes his deeds, time of his death, means of his livelihood, and whether he will be wretched or blessed (*in the Hereafter*). Then the soul is breathed into his body. So a man may do deeds characteristic of the people of the (*Hell*) Fire, so much so that there is only there distance of a cubit between him and it, and then what has been written (*by the angel*) surpasses, and so he starts doing deeds characteristic of the people of Paradise and enter Paradise. Similarly, a person may do deeds characteristic of the people of Paradise, so much so that there is only the distance of a cubit between him and it, and then what has been written (*by the angel*) surpasses, and he starts doing deeds of the people of the (*Hell*) Fire and enter the (*Hell*) Fire."{Sahee Al-Bukhari, Vol. 4, H. No. 549}

রূহ আরবী শব্দ, যার বাংলা অর্থ "আত্মা" এবং ইংরেজীতে অর্থ হচ্ছে Spirit. স্পিরিটকে জিল্লুর রহমান সিদ্দীকির ইংরেজী-বাংলা অভিধানে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে "দেহ থেকে স্বতন্ত্র বিবেচিত আত্মা", এটা হচ্ছে রূহের প্রকৃত অর্থ। তাই মানব নশ্বর দেহ ছাড়া রূহ এবং আত্মা একই বস্তু। মানব দেহে সংযোগ হওয়ার পর রূহের যে পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কে ইসলামের বিখ্যাত Exegist, As-Suhayili খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটি তাফসির ইবনে কাসীর থেকে উল্লেখ করা হলো, As-Suhayili mentioned the dispute among the scholars over whether the *Ruh* is the same as the *Nafs* (*আত্মার আরবী শব্দ*), or something different. He stated that it is light and soft, like air, flowing through the body like water through the veins of a tree. He states that *Ruh* which the angel breaths into the fetus is the *Nafs*, provided that it joins the body and acquires certain qualities because of it, whether good or bad. So then it is either a soul in (complete) rest and satisfaction, as Allah (SWT) says in Al-Fajr,

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.

27: (It will be said to the pious): O (you) the one in (complete) rest and satisfaction! 28: "Come back to your Lord,--wellpleased

www.amarboi.org

(yourself) and well-pleasing unto Him." *Or inclined to evil, as Allah (SWT) said,*

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيْ ج إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيْ ج إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

53: "And I free not myself (from the blame). Verily, the (human) self is inclined to evil, except when my Lord bestows His Mercy (upon whom He Wills). Verily, my Lord is Oft-Forgiving, Most Merciful." {12-Yusuf}, just as water is the life of the tree, then by mixing with it, it produces something else, so that if it mixes with grapes and the grapes are then squezed, it becomes juice or wine. Then it is no longer called water, except in a metaphorical sense. Thus we should understand the connection between *Nafs* and *Ruh*; the *Ruh* is not called *Nafs* except when it joins the body and is affected by it. Therefore in conclusion, we may say that: the *Ruh* is the origin and essence, and the *Nafs* consists of the *Ruh* and its connection to the body. So they are the same in one sense but not in another. This is a good explanation, and Allah knows best. {Ibn Kathir, Vol. 6, page 78}

উল্লিখিত ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায়, দেহের আকৃতি ও গঠন নিয়ে মানুষ হিসেবে পরিচিত থাকলেও মানুষের আসল পরিচয় হচ্ছে তার রূহের মাধ্যমে। কারণ রূহই সহজাত প্রকৃতি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তাই ফিরিশতাদের মতোই রূহ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নয়। যার ফলে ড. ইসরার আহমদ খান [*আল-কুরআনের তাফসিরে*] বলেছেনঃ রূহ হচ্ছে ফিরিশতার মতো নূর থেকে তৈরি। যা হোক, রূহ মানুষের নশ্বর দেহে সংযোজন করার পরই আত্মায় বা নাফসে্ পরিণত হয় এবং রূহকে মানুষের মাটির দেহে আত্মা হিসেবে গ্রহণ করে পার্থিব জীবনে চলা-ফেরা করে। মানুষের মাটির দেহকে ক্রিয়াশীল রাখার জন্য দরকার হয় পুষ্টিশক্তি, যা তার জন্য মাটিতেই উৎপাদিত হয়। আর আত্মার পুষ্টির জন্য দরকার হয় আল্লাহ তা'আলার আসমানী কিতাবে বর্ণিত আধ্যাত্মিক খাদ্য, যা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। মৃত্যুর পর মাটির দেহ মাটিতে মিশে যায় আর আত্মা, রূহ হিসেবে ফিরে যায় তার মালিক আল্লাহ তা'আলার কাছে।

www.amarboi.org

আদম সন্তান কেন আবদুল্লাহ বা গোলাম

ইতোপূর্বে আদম সন্তানের আসল পরিচয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে আদম সন্তান অন্যান্য দৃশ্য ও অদৃশ্য সৃষ্টির মতোই আল্লাহ তা'আলার আবদ। আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়ে দুনিয়াতে অন্যান্য বস্তুর উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন। তদুপরি আসমানের তারকারাজি ও অদৃশ্য ফিরিশতাদেরকে মানব সন্তানের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আদম সন্তানকে সব কিছুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার পরও তারা আত্মনির্ভরশীল নয় বরং প্রতি মুহূর্তে জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তারা দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। তাই আদম সন্তান কেন আল্লাহ তা'আলার বান্দা তা নিয়ে আরও বাড়তি আলোচনা করা হলো। গোলামকে [*বান্দা বা স্লেইভ*] আরবীতে বলা হয় আবদুল্লাহ। আদম সন্তানের মধ্যে নবী-রাসূলরা আল্লাহ তা'আলা মনোনীত বিশেষ প্রিয় বান্দা, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের জন্য সৎ পথের নির্দেশ এবং সঠিক ইবাদতের ও আল্লাহ তা'আলার সাথে যোগাযোগের সঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন। এ কাজে নবী-রাসূলরা অক্লান্ত পরিশ্রম, নিজ সম্প্রদায়ের কঠোর সমালোচনা সহ্য করে মানসিকভাবে অনেক নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ করেছেন। তারা সকলেই ছিলেন আবদুল্লাহ কারণ সব সময় তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশের বাধ্য থাকতেন। শেষ রাসূল (সা.) এবং ঈসা (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন তা পুনরায় উল্লেখ করা হলো :

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ.

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাহার বান্দাকে [*আবদ, গোলাম বা স্লেইভ মুহাম্মদ (সা.)কে*] রজনীযোগে ভ্রমণ [*মিরাজের রাত্রে*] করাইয়াছিলেন মসজিদুল হারাম [*কা'বা*] হইতে মসজিদুল আকসায় [*জেরুজালেম*] যাহার পরিবেশ আমি করিয়াছিলাম বরকতময়, তাহাকে আমার নিদর্শন দেখাইবার জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" *(সূরা ১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-১)*

قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا.

"সে [*ঈসা (আ.)*] বলিল, 'আমি তো আল্লাহর বান্দা [*আবদুল্লাহ*]। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন।" *(সূরা ১৯-মরিয়ম : আয়াত-৩০)*

www.amarboi.org

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ.

"সে তো ছিল আমারই এক বান্দা [ইন্না আবদু, আবদুল্লাহ], যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।" *(সূরা ৪৩-যুখরুফ : আয়াত-৫৯)*

গোলাম বা স্লেইভ বা আবদুল্লাহরা সর্বক্ষেত্রে তার মালিকের বাধ্য থাকে এবং মালিকের দয়া ও অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়। মালিকের আদেশের বাইরে যাওয়ার কোন স্বাধীনতা তাদের নাই, যার জন্যই তারা গোলাম বা স্লেইভ। মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশ, আলো বাতাস, পানি ও খাদ্য এবং ঘুম-বিশ্রামের উপর নির্ভরশীল জীব। খাদ্য ও পানি গ্রহণ এবং তার হজম করার পদ্ধতি ও শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আলাদা করে আবর্জনা [*waste*] সঠিক পদ্ধতিতে বহিষ্কারের উপর মানুষ পুরোপুরি নির্ভরশীল। আলো, বাতাস [*Oxygen*] এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য পরিবেশ ছাড়া মানুষ কোনভাবেই জীবন যাপন করতে পারবে না। মানুষের শরীরে digestion process and nutritious material's separation from the waste and its function এর জন্য, প্রতিমুহূর্তে হাজার রকম [*Chemical reaction*] রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া অবিরামভাবে মানুষের শরীরে ঘটছে। মানুষকে একবারও এই অদৃশ্য রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হয় না; যতক্ষণ না তার শরীরে কোন প্রকার malfunction অথবা অসুখ-বিসুখ দেখা দেয়। এই গুলোর পর্যবেক্ষক ও নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ তা'আলা। তাই অসহায় মানুষ প্রকৃতপক্ষে প্রতিমুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার শক্তি এবং তার বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর Completely depended, যদিও অধিকাংশ মানুষ নিজের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসিনতার জন্য সেটি বুঝতে পারে না।

সুতরাং মানুষ উদ্ধত হয়ে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে অবহেলা ও গাফিল অবস্থায় জীবন যাপন করুক এবং আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়ে নিজের আসল পরিচয় সম্বন্ধে অন্ধকারাচ্ছন্নতে থাকুক, বস্তুত সে হলো আল্লাহ তা'আলার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তাই বলা অত্যুক্তি হবে না, একমাত্র পার্থিব জীবনে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা থাকলেও সে পরাধীন জীব। এ কারণেই মানুষ আল্লাহ তা'আলার গোলাম বা আবদুল্লাহ। তাই একজন গোলামের প্রধান ও মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে তার মালিক-প্রতিপালকের হুকুমে সর্বদাই বাধ্য থাকা। সর্বদা বাধ্য থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা শেষ রাসূল

www.amarboi.org

(সা.) কে দিয়ে একটি পরিপূর্ণ নিখুঁত জীবনাদর্শের ব্যবস্থা মানব জাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে মেনে চলার নামই "ইবাদত-বন্দেগী"। বস্তুত এটিই হল, মানুষের আসল পরিচয় এবং এজন্যই আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে সৃষ্টি করে তার পার্থিব জীবন যাপনকে সহজ করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করেছেন। ইতোপূর্বে উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

মানুষ যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার গোলাম বা আবদুল্লাহ, তার রূহ মাটির দেহ নিয়ে জন্মের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার কাছে সে ব্যাপারে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই তাদের একমাত্র প্রভু/মা'বুদ, সেটি মানুষের রূহ পৃথিবীতে আসার আগেই আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বীকার করেছে অর্থাৎ সব আদম সন্তান, আদম (আ.) পর থেকে যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসবে সবার নিকট থেকেই আল্লাহ তা'আলা এই স্বীকারোক্তি নিয়েছেন অর্থাৎ সকল আদম সন্তানের রূহ আল্লাহ তা'আলা এক সাথে সৃষ্টি করেছেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ج اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى ج شَهِدْنَا ج اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ. اَوْتَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ج اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ.

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ [*Loins*] হইতে তাহার বংশধরকে [*মানুষ জাতির পত্তন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি বাবার পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের রূহ*] বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা বলে, নিশ্চয়ই, আমরা [*প্রতিটি মানব রূহ*] সাক্ষী রহিলাম। এই স্বীকৃতি গ্রহণ এই জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম। কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদের পূর্ব পুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করে, আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করিবে? "এইভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃতি করি যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।" *(সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-১৭২-১৭৪)*

এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আদম সন্তান অথবা তাদের অদৃশ্য 'রূহ' সদিচ্ছায়

www.amarboi.org

আল্লাহ তা'আলার কাছে বশতা স্বীকার করে গোলামে, স্লেইভে বা আবদুল্লাহতে পরিণত হয়েছে। রূহের এই তাওহীদি বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি হচ্ছে তার সহজাত প্রকৃতি [*আল-ফিত্‌রাত*]।

আদম সন্তান নিজ পরিচয় সম্পর্কে ভুলে যায়

আদম সন্তান জন্মের পর এই স্বীকারোক্তির কথা ভুলে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাদের পূর্বের স্বীকারোক্তি ও প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যাতে আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের প্রকৃত সম্পর্কের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে সহজাত প্রকৃতিতে ফিরে আসতে পারে এবং নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আসমানী কিতাব হাতে পাওয়ার পর, যারাই এই কিতাবের সন্ধান এবং তাওহীদি দাওয়াত পাবেন আল্লাহ তা'আলাই যে একমাত্র মা'বুদ এবং মানুষ যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদী [*গোলাম, বান্দা*], সেটি অস্বীকার করার কোন সুযোগ তাদের জন্য থাকবে না। মানুষের মধ্যে যারা শিরক করে বা আল্লাহ তা'আলার সাথে তারই সৃষ্টির কাউকে শরীক স্থির করে ইবাদত করে তারাও তাদের ফিতরাতের [*সহজাত প্রকৃতির*] প্রভাবে বিপদে-আপদে মনের অজান্তে বলে থাকেন "Oh my God" আমাকে সাহায্য কর। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার আগে এবং পরেও মুশরিকরা এইভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো এবং আজও এ রকমভাবে তারা প্রার্থনা করেন। তাই বলা যায়, মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে সে হলো আল্লাহ তা'আলার ইবাদী বা গোলাম এবং এটিই তার আসল পরিচয়। কিন্তু মানবতার শত্রু শয়তান নানা কৌশলে মানব প্রবৃত্তিতে অবৈধ চাহিদা, পার্থিব জীবনের প্রতি অতিশয় আকর্ষণ এবং ধন-সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির জন্য লোভ-লালসা সৃষ্টির মাধ্যমে বিপথগামী করে [*এ ব্যাপারে "মানবতার শত্রু কে" বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে*] থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ.

"তাহাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়িয়া শুনাও যাহাকে আমি দিয়াছিলাম নিদর্শন [*হেদায়েতের জ্ঞান*]; অতঃপর সে উহাকে বর্জন করে ও শয়তান তাহার পেছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" *(সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-১৭৫)*

হাদীস থেকে এ ব্যাপারে আরও জানা যায়: Muslim recorded that Iyad Bin Himar Said that the Messenger of Allah (SAWS) Said, "Allah said, 'I created My slaves [*mankind*] Hunafa (monotheists), but the devils

www.amarboi.org

[*Saitan*] came to them and deviated them from their religion, prohibiting what I allowed." [*Muslim, 4:2197, Ibn Kathir, Vol. 4, Page/201*]

মৃত্যুর পরই মানুষের আত্মা [*নাফ্স*] রূহের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে, তখন তার ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার কোন শক্তি আর থাকে না এবং পার্থিব জীবনের আকর্ষণে ভুলে থাকা নিজের আসল পরিচয় সম্পর্কেও সে জানতে পারে। হাশরের বিচারে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের রূহ সহজাত প্রকৃতিতে ফিরে এসে অনুধাবন করবে যে, তাদের মুসলিম [*আল্লাহ তা'আলার বিধানে আত্মসমর্পণকারী*] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণকারী অর্থাৎ ইবাদী বান্দা হওয়া উচিত ছিল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ.

"কখনও কখনও কাফিরগণ আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, তাহারা যদি মুসলিম হইত।"
(সূরা ১৫-হিজর : আয়াত-২)

অতঃপর অবাধ্য আত্মা [*পার্থিব জীবনে কাফির/অবিশ্বাসীরা*] আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজেদের [*আত্মা যখন রূহে পরিণত হবে*] ভুল স্বীকার করে প্রার্থনা করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ. وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ. وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ج اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

"বল, 'তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং হায়, তুমি যদি দেখিতে। যখন অপরাধীরা তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে নতশির হইয়া বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম ও শ্রবণ করিলাম; এখন তুমি আমাদের পুনরায় প্রেরণ কর [*পৃথিবীতে পুনরায় পাঠাও*] আমরা সৎকর্ম করিব [*তোমার আবদ হব*], আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী [*যা বললাম সেটি করব*]। "আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম; কিন্তু আমার এই কথা অবশ্যই সত্য; আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ

www.amarboi.org

করিব। [*যারা হেদায়েতের বাণী প্রাপ্তির পর অবাধ্য থাকবে*] তবে, 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজিকার এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হইয়াছিলে। আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি, তোমরা যাহা করিতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করিতে থাক।" *(সূরা ৩২-সিজদাহ : আয়াত-১১-১৪)*

ইতোপূর্বে উল্লিখিত আয়াত থেকে জানা যায় "মানুষ ও জিন এই দুই জাতিকেই আল্লাহ তা'আলা ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন"। এই দুই জাতির মধ্যে মানব জাতি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি যে, অধিকাংশ আদম সন্তান শয়তানের প্রভাবে আত্মগরিমায় অবাধ্যতা ও অজ্ঞতায় আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং একমাত্র তার ইবাদত করা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। তারা সহজাত প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে নিজের আসল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ হন না বরং নশ্বর দেহে রূহ নিয়ে মানুষ হিসেবে অজ্ঞতায় প্রবৃত্তির চাহিদায় অবাধ্য হয়ে জীবন যাপন করেন।

মানব জাতির অধিকাংশ মানুষ জন্মের পর আল্লাহ তা'আলার নিকট দেয়া তাদের পূর্বের প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ তা'আলা যে তাদের একমাত্র মা'বুদ সে স্বীকারোক্তির কথা ভুলে যান এবং ভুলে গিয়েছেন। আদম সন্তানের আসল পরিচয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য আদম সন্তানের লেখা কোন বইয়ে পাওয়া যাবে না। কারণ তাদের সীমিত জ্ঞানের আলোকে নশ্বর দেহে রূহ ধারণ করে আত্মার পরিচয়ে যে মানুষ, তারই গুণগান গেয়ে মানুষ হিসেবে তারা গর্বিত হয়ে থাকেন। অথচ মানব হিসেবে তাদের যে আরও তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় আছে, সেটি সবার অলক্ষ্যে থেকে যায়। যদিও তারা বুঝতে পারেন না যে, পরকালের চিরন্তন জীবনে তাদের পরিচয় আত্মা নয় বরং রূহের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। মানুষের আসল পরিচয়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত আসমানী কিতাব আল-কুরআনের সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে। অথচ অধিকাংশ মানুষই সর্বশেষে প্রেরিত আসমানী কিতাব আল-কুরআনে বিশ্বাসী নয় তাই মানুষের আসল পরিচয় তাদের কাছে অজানা থেকে যায়। আল-কুরআনে বিশ্বাসী হয়েও অধিকাংশ মুসলিমই আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান রাখেন না, তবুও তারা আল্লাহ তা'আলার গোলাম হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। তবে গোলামের দায়িত্ব সর্বদা তার মালিকের বাধ্য থাকা এবং সঠিকভাবে ইবাদত করা, এ কাজ তারা করেন না। সুতরাং তারাও নিজের আসল পরিচয় সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নয়, তাই দায়িত্ব পালনেও তারা উদাসীন এবং মানুষ হিসেবেই গর্বিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পবিত্র ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরোধিতায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ

www.amarboi.org

করে থাকে। যার জন্য অধিকাংশ মানুষ আল-ফিতরাত" পরিত্যাগ করে নিজেদের আত্মার অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য অবাধ্যতায় নানা ধরনের অন্যায়ে জড়িত হয়ে থাকে। তদুপরি সত্য উদ্ঘাটন হওয়ার পরও তা গোপন করতে ঔদ্ধত্যের সাথে শিরকে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না। অতঃপর ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে জীবন কাটিয়ে সে পৃথিবী থেকে পরকালে চলে যায়। পরিশেষে হাশরের মাঠে যখন তারা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবে আসল সত্য কোনটি এবং বুঝতে পারবে যে, তারা অবাধ্য হয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারে জীবন যাপন করছিলে, তখন আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সব কিছু ransom [*মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্তিলাভ*] হিসেবে দিতে প্রস্তুত থাকবেন যদিও হাশরের মাঠে তাদের কোন অর্থ সম্পদ থাকবে না। এই প্রসঙ্গেঃ Imam Ahmad recorded that Anas Bin Malik (RA) said that the Messenger of Allah (SAWS) Said, " It will be said to a man from the People of the Fire on the Day of Resurrection, 'If you owned all that is on the earth, would you pay it as ransom? [*শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য*] He will reply, 'yes'. Allah will Say, 'I ordered you with what is less than that, when you were still in Adam's loins, that is, associate none with Me (*in worship and belief*). [তাওহীদে বিশ্বাসের পরিবর্তে] You insisted that you associate with Me (in worship)" *[Ahmad 3:127]*

আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ ইবাদী বা বান্দা হওয়ার জন্য কোন ধন-সম্পত্তির দরকার হয় না, তবে দরকার হয় বিশুদ্ধ চিন্তা-ভাবনা ও জাগ্রত অন্তঃকরণ এবং ধীশক্তিসম্পন্ন মানসিক শক্তি। পার্থিব জীবনের সব কাজের মধ্যে অতি সহজকাজ হচ্ছে তাওহীদে বিশ্বাস করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র মা'বুদ হিসেবে মেনে নিয়ে অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। অন্তরে কোন কিছুর সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বাস করতে টাকা পয়সা এবং ধন-দৌলত খরচ করতে হয় না। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, দু'টো মানব সন্তানের হৃদয়ে যে ভালবাসার সৃষ্টি হয় তার জন্য প্রয়োজন হয় না কোন বাহ্যিক সম্পদ। এই ভালবাসার সৃষ্টি হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, ফলে নর-নারীর প্রেমের ভালবাসায় ধনী-গরিবের কোন ব্যবধান নেই। একজন গরিব অন্যজন ধনীর সন্তান হলেও সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তারা পরস্পরে ভালবাসায় আত্মসমর্পণ করে থাকেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসা ও তার একত্ববাদে বিশ্বাস করতে ধনী-গরিবের ব্যবধান নেই কারণ এই বিশ্বাস ও ভালবাসা হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধন-সম্পদ ব্যতিরেকে। মানুষ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সেরা জীব, তবুও সে

www.amarboi.org

সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীল ও অসহায় জীব হিসেবে প্রতিমুহূর্তে সব নিয়ামত ভোগ করছেন অথচ আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র মা'বুদ হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে তার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে জীবন কাটিয়ে দেন। তদুপরি অনেকেই আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে শিরকে লিপ্ত আছেন। যার জন্য বলা যায়, "মানুষ" প্রকৃতপক্ষে বড় অকৃতজ্ঞ [*Ungreatful*], সে গোলাম হিসেবে আসল মালিকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। অথচ সে বুঝতে পারে না যে, নিজের প্রতি নিজেই চরম জুলুম করছে কারণ শিরক হচ্ছে চরম জুলুম। আল্লাহ তা'আলা এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলেছেন:

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ط قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ.

"আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।" *(সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-১০)*

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا ج مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ.

"যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ আস্বাদ করাই ও পরে তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়।" *(সূরা ১১-হূদ : আয়াত-৯)*

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ. لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ط فَتَمَتَّعُوْا ز فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.

"মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্তে উহাদের প্রতিপালককে ডাকে [*ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে*]; অতঃপর তিনি যখন উহাদের স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন উহাদের একদল তাহাদের প্রতিপালকের শরীক করিয়া থাকে, [*অবাধ্য হয়, অকৃতজ্ঞ হয় এবং গৌরব দেখিয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করে*]। উহাদেরকে আমি যাহা দিয়াছি তাহা অস্বীকার [*অকৃতজ্ঞ*] করিবার জন্য। সুতরাং ভোগ করিয়া লও, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে।" *(সূরা ৩০-রূম : আয়াত-৩৩-৩৪)*

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

www.amarboi.org

"স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশাচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে বৎস! আল্লাহর কোন শরীক করিও না। নিশ্চয় শিরক চরম জুলুম।" *(সূরা ৩১-লোকমান : আয়াত-১৩)*

আদম সন্তানের মধ্যে ধনে-জনে আজ যারা সম্পদশালী হয়েছেন তাদের অধিকাংশ মানুষ ও দেশ আল্লাহ তা'আলার বিধানের প্রতি বিমুখ হয়ে অবাধ্য হয়েছেন। তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অহংকার এবং অন্যদের শোষণ ও নির্যাতনে মানবাধিকারের সীমালঙ্ঘন করে। তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য অনুগ্রহপূর্বক আল্লাহ তা'আলা যে সম্পদ দান করেছেন, তার জন্য আবদুল্লাহ হিসেবে তাওহীদে বিশ্বাস করে ন্যায় কাজকর্মের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করেন না। তদুপরি মানুষ হিসেবে তাদের আসল পরিচয় কি সেটিও অনুসন্ধান করেন না। মানুষের প্রকৃত পরিচয় হল, সে আল্লাহ তা'আলার গোলাম। তাই প্রভুর প্রতি গোলামের কৃতজ্ঞতা দেখানোর সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে প্রভুর সাথে অন্য কোন কিছুকে শরীক না করা। মানব মালিকের প্রভুত্ব স্বীকার করে যারা গোলাম হয়, তারা এক মালিকের সাথে অন্য কাউকে মালিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না, তবে যদি কেউ করে তাহলে তারা অকৃতজ্ঞ গোলাম হিসেবে শাস্তি পেয়ে থাকে। তাই মানব প্রভুর কাছে গোলামের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গও গোলাম হয়ে যায় অথচ এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর সৃষ্টিতে মানব মালিকের কোন হাত নেই। এইগুলোর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন সব মানব মালিকের প্রভু, প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা। মানব মালিক এবং তার গোলাম উভয়েই আল্লাহ তা'আলার গোলাম, গোলামের রূহ, কর্ণ, চোখ, শ্রবণশক্তি এবং অন্তঃকরণ সবই তাদের জন্য প্রতিপালক প্রভুর অনুগ্রহের নিদর্শন। মানুষ নিজের পরিচয় সম্বন্ধে সচেতন নয় তাই এইগুলোর সদ্ব্যবহার করে তারা আসল প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করে তার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখায় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

ثُمَّ سَوّٰـهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصٰرَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ.

"পরে তিনি উহাকে [*মানুষ*] করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে [*মানুষের দেহ*] রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাহার নিকট হইতে এবং তোমাদেরকে দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" *(সূরা ৩২-সিজদাহ : আয়াত-৯)*

www.amarboi.org

অধিকাংশ মানুষই সামান্য দুঃখে দৈন্যে অসহায় হয়। নিজের ভোগ-বিলাসের উপকরণে সামান্য ঘাটতি হলেই সে হতাশগ্রস্ত হয়ে নানা অশোভন চিন্তা-ভাবনায় জড়িত হন। অথচ একটি বিশেষ দল ছাড়া আর কেউ কখনও ভেবে দেখে না যে, সুস্থ-সবল শ্রবণশক্তি, চক্ষু-দৃষ্টি এবং চিন্তা-ভাবনা ও অনুধাবন করার শক্তি যে কত বড় সম্পদ, যা একবার হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে আর পাওয়া যায় না। বস্তুত অধিকাংশ মানুষই নিজের আসল পরিচয় সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় প্রভুর অনুগ্রহ চক্ষু, কর্ণ ও সুস্থ অন্তঃকরণের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না এবং এগুলোর সদ্ব্যবহার করে তারা প্রকৃত সত্য দেখে না। আসল সত্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা এক অদ্বিতীয় মা'বুদ, তার কোন শরীক নেই এবং বিশ্বজাহানের প্রতিপালক এবং মানুষ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার গোলাম। আদম সন্তানের অকৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ.

"মানুষ ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ।" *(সূরা ৮০-আবাসা : আয়াত-১৭)*

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ.

"মানুষ অবশ্যই তাহার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।" *(সূরা ১০০-আদিয়াত : আয়াত-৬)*

To err is human, তাই মানুষ সহজাত প্রকৃতির কথা ভুলে যায় । সে ভুলে যায় সে আবদুল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তারই উপর সে পুরোপুরি নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার কথা আদম (আ.) ভুলে গিয়েছিলেন বলেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে অপরাধ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا.

"আমি ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল: আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।" *(সূরা ২০-তাহা : আয়াত-১১৫)*

এ কারণেই আদম সন্তান নিজ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা অনেক সময় ভুলে যান অর্থাৎ ভুলে যাওয়া তার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাসূল (সা.) বলেছেন: Narrated by Abu Huraira (RA) that the Messenger of Allah (SAWS) Said, "When Allah Created Adam, He wiped Adam's back and every person that He will create from him until the Day of Resurrection fell out from his back [*মানুষের রূহ*]. Allah places a

www.amarboi.org

glimmering light between the eyes of each of them. Allah showed them to Adam and Adam asked, 'O Lord! who are they? Allah said, "These are your offspring.' Adam saw a man from among them whose light he liked. He asked, 'O Lord! who is this man? Allah said, "This is a man from the later generations of your offsprings, His name is Dawud.' Adam said, 'O Lord! How many years would he live? Allah said, 'sixty years, Adam said, 'O Lord! I have forfeited [*দান করলাম*] forty years from my life for him. When Adam's life came to an end, the anger of death came to him [to take his soul]. Adam said, 'I still have forty years from my life term, don't I? He said, 'Have you not given it to your son Dawud?" So Adam denied that and his offspring followed Suit [denying Allah's covenant, [*মানুষের রূহ যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলাকে দিয়েছিল সে কথা এবং তার সহজাত প্রকৃতির কথা*] *Adam forgot and his offspring forgot, Adam made a mistake and his offspring make mistakes.*" [*Tirmidhi 8:457; Ibn Kathir, Vol. 4, Page/202*]

অতএব বলাবাহুল্য যে, কোন কিছু ভুলে যাওয়া বা কোন কিছুতে ভুল করা মানব প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত হাদীস থেকে জানা যায়, আদম (আ.) নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়েছিলেন এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীতে আসার আগে বেহেশতে বসবাস করার সময় আল্লাহ তা'আলার আদেশের কথা ভুলে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেছিলেন। অতঃপর বিশুদ্ধ চিত্তে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

"অতঃপর আদম তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হইল [*ক্ষমা চাওয়ার ভাষা আল্লাহ তা'আলা শিখিয়ে দিলেন*]। আল্লাহ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত- ৩৭)*

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব।" *(সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-২৩)*

www.amarboi.org

এজন্যই মানব নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করেন। উপরোক্ত আয়াতে মানবকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ.)-কে ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন আদম (আ.) নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সাথে সাথেই ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। যাতে তাদের সন্তানরা পিতা-মাতার মতো নিজের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

"এইভাবে সে [*শয়তান*] তাহাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল। তৎপর যখন তাহারা সেই বৃক্ষ-ফলের স্বাদ গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা উদ্যান-পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?"
(সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-২২)

সুতরাং আদম সন্তানের আসল পরিচয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেউ যদি তাদের ভুলের জন্য স্মরণ করিয়ে সংশোধনের জন্য আহ্বান করে তাহলে আদম সন্তানের উচিত নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্ট করা, যেভাবে তাদের পিতা-মাতা করেছিলেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষ জাতির ভুলে যাওয়া প্রতিশ্রুতি এবং স্বীকারোক্তির কথা পুনরায় স্মরণ করানোর ও ভুল সংশোধনের জন্য একাধিক আসমানী কিতাবসহ মানব জাতির কাছে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। যাতে মানুষের রূহ শেষ বিচার দিবসে দাবী না করতে পারে যে, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম বা ভুল করেছিলাম কিন্তু আমাদেরকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়নি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ج وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

www.amarboi.org

"সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা ৪-নিসা : আয়াত-১৬৫)*

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ج فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি; কেহ ঈমান আনিলে ও নিজেকে সংশোধন করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে না।" *(সূরা ৬-আন'আম : আয়াত-৪৮)*

প্রত্যেক জাতির কাছে, স্বজাতির ভাষায় নবী-রাসূল এজন্যই প্রেরণ করেছিলেন, যাতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী বুঝতে তাদের কোন অসুবিধা না হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ط فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি। তাহাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা ১৪-ইব্রাহীম : আয়াত-৪)*

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ج فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ.

"প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল [*অতীতে সব জাতির নিকট পাঠানো রাসূল/নবী*] এবং যখন উহাদের রাসূল আসিয়াছে তখন ন্যায় বিচারের সহিত উহাদের মীমাংসা হইয়াছে এবং উহাদের প্রতি জুলুম করা হয় নাই।" *(সূরা ১০-ইউনুস : আয়াত-৪৭)*

নবী-রাসূলরা নিজ মাতৃভাষায় স্বজাতির কাছে সহজভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন মানুষের আসল পরিচয় এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। শেষ বিচার দিবসে প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের কাছে প্রেরিত নবী-রাসূলকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করানো হবে। আর শেষ রাসূল (সা.)-কে উপস্থিত করা হবে মুসলিমদের এবং অন্যজাতির উপর সাক্ষী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

www.amarboi.org

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ج وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

"সেই দিন [*হাশরের মাঠে*] আমি উত্থিত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাহাদেরই মধ্যে হইতে তাহাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে [*মুহাম্মদ (সা.)*] আমি আনিব সাক্ষীরূপে ইহাদের বিষয়ে [*নবী-রাসূল এবং সকল জাতির উপর*]। আমি আত্মসমর্পণকারীদের [*মুসলিমদের*] জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব [*আল-কুরআন*] অবতীর্ণ করিলাম।" *(সূরা ১৬-নাহল : আয়াত- ৮৯)*

অতএব এ ব্যাপারে উপসংহারে বলা যায়, নশ্বর দেহ নিয়ে পার্থিব জীবনে মানুষ হিসেবে পরিচিত হলেও তার সত্য পরিচয় হচ্ছে সে আল্লাহ তা'আলার বান্দা বা গোলাম। তাই গোলাম হিসেবে এক উপাস্য আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার প্রতিশ্রুতিতে সে দায়বদ্ধ। তাই নিজের আসল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ না করে যারা অবিশ্বাসে, অবহেলায়, অবজ্ঞায়, আত্মভোলায়, অন্ধকারে আছেন তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী যথাযথভাবে পৌছানোর দায়িত্ব এখন মুসলমানদের উপর রয়েছে। কারণ একমাত্র মুসলিমরাই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করেন এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে তারাই প্রথম। তদুপরি রাসূল (সা.) বিদায় হজের ভাষণে মুসলিমদের আদেশ দিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী পৌছিয়ে দিতে। অতএব এ ব্যাপারে মুসলিমদের দায়িত্ব এড়ানোর কোন উপায় নেই যদিও বর্তমানে মুসলিমদের অধিকাংশই নিজের আসল পরিচয় সম্পর্কে উদাসীন। একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়েও অধিকাংশ মুসলিম আল্লাহ তা'আলার ইবাদত সঠিক মতো করেন না। তাই জীবন যাপনে তারা নানা সমস্যায় জর্জরিত এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অন্যদের কাছেও তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকেন। এজন্যই নিজেদের ভালো-মন্দ যাচাই করে গ্রহণ করার মানসিক ও রাজনৈতিক শক্তি তাদের নেই।

শুধুমাত্র মানুষই নয়, সৃষ্টির সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার প্রতি আত্মসমর্পণ করে বিনা দ্বিধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মহিমা ঘোষণা করে এবং সিজদায় অবনত হয়। সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের সাথে তাদের সম্পর্ক ও নিজের পরিচয় সম্পর্কে তারা সর্বদাই সজাগ থাকে যদিও তারা মানুষের মতো প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ নয়। তাই একমাত্র মানুষরাই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ অথচ তারা হয় অকৃতজ্ঞ এবং পার্থিব

www.amarboi.org

জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ তা'আলার বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে অবাধ্য হয়। সৃষ্টিজগতের অন্যান্য সৃষ্টি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ না হয়েও আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে সর্বদাই নিয়োজিত আছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ.

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে [*তার ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল*] যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি [*যারা নিজের আসল পরিচয় সম্পর্কে উদাসীন হয়ে অবাধ্য হয়*]। আল্লাহ যাহাকে হেয় করেন তাহার সম্মানদাতা কেহ নাই; আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।" *(সূরা ২২-হজ : আয়াত-১৮)*

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নাই যাহা তাহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু উহাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করিতে পার না [*অন্য সৃষ্টির ভাষা বুঝার ক্ষমতা মানুষের নেই। বিহঙ্গকুলের ভাষা বুঝার ক্ষমতা সুলায়মান (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছিলেন। আর কাউকে এ ক্ষমতা দেয়া হয়নি*]; তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" *(সূরা ১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৪৪)*

উল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, বিশ্বজাহানের মধ্যে যা কিছু আছে তাদের আসল পরিচয় হচ্ছে তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার গোলাম। এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ অন্যতম, তাই সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। আদম সন্তানের দেহে রূহ ফুঁকে দিয়ে তাকে ইবাদতের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিয়েছেন। গোলামরা প্রভুর ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, প্রভুর কাছে সিজদাবনত হবে সেটাই স্বাভাবিক। সৃষ্টি জগতের সকলেই এ কাজ করছে একমাত্র আদম সন্তানের সিংহভাগ এর ব্যতিক্রম। সব গোলামদের মধ্যে মানুষ জাতি অন্যতম গোলাম তথাপি তাদের অধিকাংশই সিজদা করেন না অর্থাৎ নামায আদায় করেন না।

www.amarboi.org

মানুষ জাতির অনেকেই দেব-দেবীর এবং অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি সিজদা করে তাদের গোলাম হতে সংকোচ করেন না অথচ সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করতে তাদের ইচ্ছা হয় না। কারণ নিজের পরিচয় সম্পর্কে সে অজ্ঞ। মালিকের কাছে নিজের পদমর্যাদা, শিক্ষা গৌরব, অহংকার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে বিনীত অন্তরে সিজদা করা ব্যতিরেকে গোলামের জন্য আর দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নাই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তার গোলামের জন্য নামাযের ব্যবস্থা করেছেন। সঠিকভাবে ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী নামায আদায় না করলে মালিকের প্রতি গোলামের আত্মসমর্পণ করার দায়িত্ব পালন করা যায় না, কেননা একমাত্র নামাযেই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করা হয়। যা হোক মানুষ জাতির মধ্যে কারা আল্লাহ তা'আলার গোলাম হওয়ার যোগ্যতা রাখেন এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে তবুও আয়াতের অনুবাদ আবার উল্লেখ করা হলো কারণ এই আয়াতের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে বুঝে তদনুযায়ী ইবাদত করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

"রহমানের বান্দা [*গোলাম*] তাহারাই যাহারা নম্রভাবে চলাফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাহাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তাহারা বলে, 'সালাম' [*শান্তি কামনা করে, তর্কে জড়িত হয় না*]; এবং তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হইয়া ও দণ্ডায়মান থাকিয়া; এবং তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হইতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর; উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ, আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে উহা কত নিকৃষ্ট। এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন তাহারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তাহারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় এবং তাহারা আল্লাহর সহিত কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করিবে। কিয়ামতের দিন উহার শাস্তি দ্বিগুন করা হইবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়; তাহারা নহে, যাহারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ উহাদের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ অভিমুখী হয় এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার

www.amarboi.org

ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদার সহিত উহা পরিহার করিয়া চলে এবং যাহারা, তাহাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করাইয়া দিলে উহার প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না এবং যাহারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাহারা আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদিগের জন্য আদর্শস্বরূপ কর। তাহাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ দেওয়া হইবে জান্নাত, যেহেতু তাহারা ছিল ধৈর্যশীল, তাহাদেরকে সেথায় অভ্যর্থনা করা হইবে অভিবাদন ও সালামসহকারে।" *(সূরা ২৫-ফুরকান : আয়াত-৬৩-৭৫)*

যা হোক, আদম সন্তানরা ভুলে গেলেও এই আয়াতে বর্ণিত পরিচয় হচ্ছে আদম সন্তানের আসল পরিচয়। এক্ষেত্রে ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রাজা-বাদশাহ, ক্ষমতাশালী-ক্ষমতাহীন ইত্যাদির মধ্যে কোন তফাত নেই। অতএব বিশ্বজাহানের অন্তর্ভুক্ত সব কিছুর মতোই আদম সন্তানের আসল পরিচয় হচ্ছে "তারা আল্লাহ তা'আলার আবদ অর্থাৎ গোলাম। তাই আবেদ হিসেবেই তারা শেষ বিচার দিবসে প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে হাজির হবেন।"

www.amarboi.org

অধ্যায় : ২

আমি কোথা থেকে এসেছি?

এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন মা-বাবারা সাধারণত অপরিণত বয়সের বাচ্চাদের কাছ থেকে হয়ে থাকেন। মানুষ প্রজননের সাথে যে পদ্ধতি [*নারী-পুরুষের যৌনতা এবং মার গর্ভধারণের যোগ্যতা*] জড়িত আছে সেটি অপরিণত বয়সের বাচ্চাদের কাছে বলা যায় না। পাশ্চাত্যে নারী-পুরুষের যৌনতার ব্যাপারটি খোলামেলা হওয়া সত্ত্বেও ছোটবাচ্চাদের কাছে মা-বাবারা এই পদ্ধতির কথা বর্ণনা করতে পারেন না। পাশ্চাত্যের প্রায় দেশেই বিশেষভাবে আমেরিকান মাধ্যমিক স্কুলে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে তাত্ত্বিকভাবে শিক্ষা দেয়া হয়। পরিণত বয়সে যৌনতা এবং জীববিজ্ঞান-সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করে মানুষের শারীরিক আকৃতি সৃষ্টির ব্যাপারে বুঝতে পারেন তবে মানুষ উৎপত্তির আদিসূত্র সম্পর্কে তারা অজ্ঞ থেকে যান। আদম সন্তানরা সকলেই জানেন নারী-পুরুষের যৌন মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় একটি নতুন মানুষ। ব্যবহারিকভাবেই মানুষের কাছে মানুষ সৃষ্টির এই পদ্ধতিটি দৃশ্যমান। যাদের আসমানী কিতাবের জ্ঞান নেই তাদের এ ব্যাপারে চিন্তাশক্তি আর বেশি দূর এগিয়ে যাবে না সেটিই স্বাভাবিক। আসমানী কিতাবের জ্ঞান ছাড়া মানুষ সৃষ্টির আদিসূত্র সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে সব আসমানী কিতাবে আদম-হাওয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা থাকলেও একমাত্র আল-কুরআন ছাড়া অন্যান্য আসমানী কিতাবে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি আদম সন্তানের উৎপত্তির আদিসূত্রের পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছেন।

নারী-পুরুষের যৌন সঙ্গমে প্রশান্তি ছাড়াও আরেকটা প্রাপ্তি হচ্ছে মানব সন্তানের দেহ সৃষ্টির বীজ বপন করা। মাতৃগর্ভ হচ্ছে এই বীজ থেকে একটি পরিপূর্ণ মানব দেহ বড় হওয়ার জন্য সুনিশ্চিত নিরাপদ একটি জায়গা। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি আদম সন্তানের রূহ বেহেশত থেকেই প্রথমে মাতৃগর্ভে ভ্রূণে স্থান পায়। অতঃপর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে পৃথিবীতে পদার্পণ করে থাকে। প্রতিটি আদম সন্তানের রূহ [*সব আদম সন্তানের রূহকে আল্লাহ তা'আলা একসাথে সৃষ্টি করেছেন*] মাতৃগর্ভে বড় হওয়া মাটির নশ্বর দেহে সম্পৃক্ত করার পর মানুষ হিসেবে ঘুম থেকে দ্বিতীয়বার জেগে উঠে। কারণ প্রথম সৃষ্টির পর সব রূহই আল্লাহ তা'আলার কাছে জমা আছে ঘুমন্ত

www.amarboi.org

অবস্থায়। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির পদ্ধতি দুই রকম: (১) আলামে আমর [*বাই কমাণ্ড, কোন সময়ের প্রয়োজন হয় না*] (২) আলামে খাল্‌ক [*একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সৃষ্টি*]।

(১) আলামে আমর: আল্লাহ তা'আলা আদেশ দেয়ার সাথে সাথেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে [spontaneous] সৃষ্টি হয়। ভ্রূণে আল্লাহ তা'আলার এই আদেশকে বলা হয় "কুন ফা ইয়াকুন" অর্থাৎ বলেন "হও, তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়"। আল্লাহ তা'আলার আদেশ [*আমর*] সম্পর্কে বলেছেন:

وَمَآ اَمْرُنَآ اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ.

"আর আমার কাজ [*আদেশ বা আমর*] শুধু চোখের পলকের ন্যায় নিমেষের ব্যাপার।" {*সূরা ৫৪-কামার : আয়াত- ৫০*}

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"আমি কোন ব্যাপার সম্বন্ধে যখন কোন কিছু ইচ্ছা করি, তাহার উদ্দেশ্যে শুধু আমি এই বলি, 'হইয়া যাও' তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-৪০*}

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"অবশ্য যখন তিনি কিছু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তিনি শুধু উহার উদ্দেশ্যে বলেন, 'হও' তারপরে উহা হইয়া যায়।" {*সূরা ৩৬-ইয়াসিন : আয়াত-৮২*}

ফিরিশতা এবং আদম সন্তানের 'রূহকে' আল্লাহ তা'আলা এইভাবে সৃষ্টি করেন। আদম সন্তানের নশ্বর দেহ ছাড়া সত্তা এবং ফিরিশতাকে "রূহ" বলা হয়। জিব্রাইল (আ.)-কে "রূহুল কুদুস"ও বলা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ.

"এই কুরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ, বিশ্বস্ত 'রূহ' [*জিব্রাইল (আ.)*] একে নিয়ে অবতরণ করেছে।" {*সূরা ২৬-শু'আরা : আয়াত-১৯২-১৯৩*}

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ.

www.amarboi.org

"যখন আল্লাহ বলবেন: হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে 'রূহুল কুদুস' [*পবিত্র আত্মা (জিব্রাইল (আ.))*] দ্বারা সাহায্য করেছি।" [*সূরা ৫-মায়িদা : আয়াত-১১০*]

প্রথাগত নারী-পুরুষের মিলন ব্যতিরেকে মানব পিতা ছাড়া ঈসা (আ.)-কে মরিয়ম (আ.) এর গর্ভে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়ে মানব দেহের উপাদান বা বীজ প্রতিষ্ঠিত করেন। তা সত্ত্বেও অন্য মানব সন্তানের মতোই মাতৃগর্ভে ঈসার (আ.) নশ্বর দেহ নয় মাসে ক্রমাগতভাবে বড় হয় এবং অন্য মানব সন্তানের মতোই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল-কুরআনে আদম এবং ঈসা (আ.) তুলনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তাদের উভয়ের সৃষ্টি একইভাবে তিনি আদেশ দিয়ে করেছেন: নিশ্চয় ঈসার তুলনা আল্লাহর নিকটে আদমের মতো, তিনি তাহাকে মাটি হইতে বানাইয়াছেন, তৎপর তাহাকে বলিলেন, 'হও' এবং সে হইয়া গেল।" [*সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-৫৯*]

মানব জাতির পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত আদম সন্তান পৃথিবীতে আসবে তাদের সবার রূহ আল্লাহ তা'আলার আদেশে একসাথে সৃষ্টি হয়েছে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۛ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۛ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ.

"এবং ইয়াদ কর, যখন তোমার প্রভু আদম-সন্তানের পিঠ হইতে তাহাদের সন্তানগণকে [*রূহকে*] বাহির করিলেন [*আদেশের মাধ্যমে*] এবং তাহাদিগকে [*সব আদম সন্তানের রূহকে*] তাহাদের জীবনের উপর সাক্ষী করিলেন যে, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নহি?' তাহারা বলিল, হ্যাঁ' আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, 'ইহা এই জন্য যাহাতে তোমরা কিয়ামতের দিন বলিতে না পার যে, 'অবশ্যই আমরা ইহার কোন খবর পাই নাই।" [*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-১৭২*]

ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক, এই সৃজিত রূহগুলো আল্লাহ তা'আলার কাছে জমা আছে। প্রতিটি আদম সন্তানের জন্য মাতা গর্ভধারণ করার পর ১২০ দিনের মাথায় মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মধ্যে ফিরিশতা দিয়ে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, ফিরিশতাদের মতোই আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা আদম সন্তানের রুহের নেই। কারণ প্রতিটি রূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করেছে যে, আল্লাহ তা'আলাই

www.amarboi.org

তাদের মা'বুদ। ফিরিশতা ও আদম সন্তানের রূহ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গমন করতে পারে। ফিরিশতারা এক মুহূর্তের মধ্যে যেমন সপ্তমাকাশ থেকে ভূ-পৃষ্ঠে এসে আবার ফিরে যায় তেমন আদম সন্তানের রূহও মৃত্যুর পর একমুহূর্তে সপ্তমাকাশে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যায়। ফিরিশতার [রূহের] গতি সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা একটি উদাহরণ দিয়েছেন: "তিনিই আসমান হইতে দুনিয়া পর্যন্ত সকল ব্যাপার পরিচালনা করেন, অবশেষে উহা তাহার নিকটে পৌছায় *[ফিরিশতারা সব কিছুর ফলাফল আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌছে দেয়]* এক দিনে, যাহার পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুসারে এক হাজার বৎসর হয়।" *{সূরা ৩২-সিজদাহ : আয়াত-৫}*; "ফিরিশতারা এবং রূহ *[জিব্রাইল (আ.)]* আল্লাহ তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর *{আলিমদের মতে এটি হল, কিয়ামত বিচার দিনের একদিনের সমান আমাদের ৫০ হাজার বছর }*" *{সূরা ৭০-মাআরিজ : আয়াত-৪}*

(২) আলামে খাল্‌ক: বস্তুজগতের সব কিছুই আলামে খাল্‌ক, যা পূর্ণাঙ্গভাবে তৈরি হতে একটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হয়ে থাকে। আদম সন্তানের শরীর হচ্ছে বস্তুজগতের অংশ, তাই একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে মাতৃগর্ভে মানব সন্তানের পূর্ণাঙ্গ দেহ সৃষ্টিতে নয় মাস অথবা তারও বেশী সময় লাগে। আল-কুরআন এবং রাসূল (সা.)-এর হাদীস থেকে উদাহরণ দিয়ে এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে উল্লেখ্য সবচেয়ে বৃহত্তর সৃষ্টি যেমন বিশ্বজাহানের সব কিছু আল্লাহ তা'আলা 'ছয়' দিনে সৃষ্টি করেছেন, এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ط مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ.

"নিশ্চয় তোমাদের প্রভু আল্লাহ, তিনি ছয় দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন, অবশেষে আরশে আসন গ্রহণ করিয়া সব বিষয় পরিচালনা করিয়া যাইতেছেন, তাহার অনুগ্রহ ভিন্ন কেহ সুপারিশ করিতে পারে না, এই খোদাই তোমাদের প্রভু সুতরাং তাহারই ইবাদত কর, তোমরা কি নসিহত মান না?" *{সূরা ১০-ইউনুস : আয়াত-৩}*

এই আয়াতে উল্লিখিত ছয়দিন কতটুকু দীর্ঘ ছিল সেটা আমরা কল্পনা করতে পারব না, তবে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আল্লাহ তা'আলার একদিনের

www.amarboi.org

সমান আমাদের দিনের হিসাবে কতদিন হতে পারে তার দৃষ্টান্ত আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন:

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ط وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ.

"অথচ তাহারা [*কাফেররা*] তোমার নিকট শীঘ্রই শাস্তি চাহিতেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন না এবং তোমার প্রভুর একদিন তোমাদের হিসাবের এক হাজার বছরের মতো।" {*সূরা ২২-হজ্ব : আয়াত-৪৭*}

বস্তুজগতের সবকিছু, যা আমাদের কাছে দৃশ্যমান যেমন, উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর পরিপূর্ণতা অর্জনে একটি নির্দিষ্ট সময়ের দরকার হয়। কারণ বস্তুজগতের সবকিছুই নশ্বর এবং এক সময় সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। আদম সন্তান বেহেশত থেকে পৃথিবীতে এসে নশ্বর দেহ নিয়ে একটি নির্ধারিত কালের জন্য জীবন যাপন করেন, পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। যা হোক, আদম সন্তানের পিতা-মাতাকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাদেরকে বেহেশতে বসবাসের সুযোগ দিয়েছিলেন, যদিও পরবর্তীতে তারা পৃথিবীতে আসে। কারণ আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে বংশ পরম্পর প্রতিনিধিত্ব এবং বসবাস করার জন্য। এ সম্পর্কে আল-কুরআন থেকে জানা যায়:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ.

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি। 'তাহারা বলিল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বলিলেন, 'আমি জানি যাহা তোমরা জান না।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৩০*}

অতএব এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে রূহ নিয়ে প্রতিটি আদম সন্তানের মাটির দেহ মানুষ হিসেবে কী পরিমাণ সময় পৃথিবীতে বসবাস করবে। এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দিয়েছেন:

www.amarboi.org

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ.

"কিন্তু শয়তান উহা হইতে [*বেহেশত হইতে*] তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহারা যেখানে ছিল [*বেহেশতে ছিল*] সেখান হইতে তাহাদেরকে বহিষ্কৃত করিল। আমি বলিলাম, 'তোমরা* একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৩৬*}

*[*তোমরা শব্দের ব্যাখ্যায় আলিমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। অনেকেই ব্যাখ্যা করেন আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সব আদম সন্তানের রূহ একসাথে সৃষ্টি করেছেন সেহেতু "তোমরা" বলতে সকল আদম সন্তানকেই বুঝানো হয়েছে কারণ পরিণামে তারা সকলেই কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগমন করবে। ইবলিস সকল আদম সন্তানের শত্রু।*]

উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, পৃথিবীতে প্রতিটি আদম সন্তানের বসবাস সংকীর্ণ সময়ের জন্য। আরেকটি বিষয়েও পরিষ্কার যে, আদম এবং হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে আগমনের আগে বেহেশতেই বসবাস করছিলেন। তবে আলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। আলোচিত বিষয় বুঝার জন্য সেটির তাৎপর্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা হোক শয়তান নানা প্রলোভন দেখিয়ে অনুপ্রেরণা দিয়ে মানব জাতির পিতা-মাতার প্রবৃত্তিতে লোভ-লালসার সৃষ্টি করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ভুলে যেতে বাধ্য করে। ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্ত হলেও ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের জন্য তারা বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হন। এই ঘটনা সুস্পষ্ট করে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন:

فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكه وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"অতঃপর সে [*ইবলিস*] তাহাদেরকে প্রতারণায় ফেলিল, যখন তাহারা ঐ গাছের ফল খাইল, তাহাদের নিকট তাহাদের গোপন স্থান প্রকাশ পাইল এবং তাহারা শরীর বেহেশতের পাতা দিয়া ঢাকিতে শুরু করিল এবং তাহাদের প্রভু তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন যে, আমি গাছ সম্বন্ধে কি তোমাদেরকে নিষেধ করি নাই, আর আমি তোমাদেরকে বলি নাই যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। "তাহারা বলিল, [*আদম এবং হাওয়া (আ.)*], 'হে আমাদের প্রতিপালক আমরা নিজেদের প্রতি

www.amarboi.org

অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।" {*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-২২-২৩*}

উপরোক্ত আয়াতে উদ্ধৃত প্রার্থনা হচ্ছে ভুলের জন্য আদম এবং হাওয়ার (আ.) ক্ষমা চাওয়ার প্রার্থনা। তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ায় আদম সন্তানের জন্য এই প্রার্থনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে নিজেই তাদেরকে এই দোয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। উল্লিখিত আয়াত থেকে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই সহজ প্রার্থনার ব্যবস্থা দিয়ে আদম সন্তানের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়েছেন এবং দেখিয়েছেন ভুল করে কীভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সুতরাং বিশ্বাসী হিসেবে সকলের উচিত প্রতিদিনই এই আয়াতে বর্ণিত প্রার্থনার সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, কারণ আদম সন্তান হিসেবে প্রতিদিনই কম-বেশী ভুল সবাই করে থাকেন। যা হোক এই প্রার্থনা করার পর দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করেন, অতঃপর আদেশ করলেন:

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ. قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ.

"তিনি বলিলেন, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল। তিনি বলিলেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং তথা হইতেই তোমাদেরকে বাহির করিয়া আনা হইবে।" {*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-২৪-২৫*}

উপরোল্লিখিত আয়াতে মানব সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা অবিহত করেছেন যে, আদাম সন্তান বেহেশত থেকেই পৃথিবীতে এসেছে কিছুকালের জন্য। পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে তাদের জন্ম ও মৃত্যু হবে, পৃথিবীতেই তাদেরকে কবর দেয়া হবে এবং শেষ বিচারে দিনে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকেই পুনরায় রূহ সংযোজন করে জীবিত অবস্থায় বিচারের জন্য উত্তোলন করা হবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

"এবং আমি বলিলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর

www.amarboi.org

এবং যেথায় যাহা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; হইলে, তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৩৫*}

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

"এবং বলিলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথায় যাহা ইচ্ছা আহার কর; কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; হইলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।" {*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-১৯*}

উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, আদম ও হাওয়া (আ.)-কে বেহেশতে বসবাস করার আদেশ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন। আরও বললেন এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হলে তোমরা নিজের প্রতি জুলুমকারী হবে। তা সত্ত্বেও মানব জাতির পিতা-মাতা শয়তানের অনুপ্রেরণায় আল্লাহ তা'আলার আদেশ ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন। ফলে তারা উভয়েই অর্থাৎ গোটা মানব জাতি বেহেশত থেকে পৃথিবীতে আগমন করলেন। এজন্য আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে স্মরণ করিয়ে আরও বলেছেন যে, শয়তান তোমাদের পিতা মাতাকে যেভাবে বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত করেছে সেভাবে যেন সে তোমাদেরকে পুনরায় বেহেশতবাসী হওয়ায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে অর্থাৎ পার্থিব জীবনে শয়তানের অনুগামী হয়ে মৃত্যুর পর পরকালে বেহেশতের পরিবর্তে দোজখবাসী হইও না। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ط اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

"হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে। যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল, তাহাদেরকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে এবং তাহার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদেরকে দেখিতে পাওনা; যাহারা ঈমান আনে না শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক করিয়াছি।" {*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-২৭*}

www.amarboi.org

এই আয়াতের শেষে উল্লিখিত অংশটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শয়তান এবং তার দল হচ্ছে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। তারা তৈরি হয়েছে ধূম্রবিহীন আগুন দিয়ে, তাই অদৃশ্যে তাদের বসবাস। এজন্যই মানব সন্তান প্রকাশ্যে তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারেন না অথচ তারা সর্বদাই মানব সন্তানকে দেখতে পাচ্ছে। শয়তানের দল অদৃশ্যে থেকেই প্রতিমুহূর্তে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধিবিধান থেকে দূরে রাখায় অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাই শয়তানের কার্যকলাপ এবং অনুপ্রেরণা দেয়ার পদ্ধতি বুঝা আদম সন্তানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শয়তানের পরিকল্পনা ও কার্যকলাপ বুঝার জন্য আল-কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূল (সা.) মানব জাতিকে জ্ঞান দিয়েছেন [*এ ব্যাপারে মানবতার শত্রু কে বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে*]। অতএব বেহেশত থেকেই পৃথিবীতে তাদের আগমন ঘটেছে।

নশ্বর মানব দেহের উপাদান

আদম (আ.) হচ্ছেন মানব জাতির পিতা এবং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির প্রথম মানুষ। আদমের নশ্বর দেহ প্রথমে কি ধরনের উপাদান দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন সে ব্যাপারে আল-কুরআনের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। আদম (আ.) কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং কি ধরনের মাটি তার দেহের জন্য ব্যবহার করেছেন সেটিও আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস থেকে জানা যায় আদম (আ.)-এর দেহ তৈরি করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় থেকে কিভাবে মাটি সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রথম মানব আদমের (আ.) দেহ সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ.

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বলিলেন, আমি ছাচে ঢাকা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে মানুষ সৃষ্টি করিতেছি।" {*সূরা ১৫-হিজর : আয়াত-২৮*}

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ.

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে।" {*সূরা ২৩-মু'মিনুন : আয়াত-১২*}

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصٰلٍ كَالْفَخَّارِ.

"মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে।" {*সূরা ৫৫-রহমান : আয়াত-১৪*}

www.amarboi.org

মৃত্তিকা থেকে মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন, *"আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন এক মুষ্টি (মাটি) যাহা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা হতে সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং আদম সন্তানকেও তার নিজের জায়গার মাটির উপাদানেই সৃষ্টি করা হয়। তাই মানব জাতির মধ্যে দেখা যায় সাদা, লাল, কালো এবং হলুদ বর্ণের মানুষ আবার ভালো ও মন্দ মানুষ, সুখী ও দুঃখী মানুষ এবং তাহাদের মাঝামাঝি মানুষ।" {আহমাদ ৪:৪০০: ইবনে কাসীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৬৩৫}*

রাসূল (সা.)-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসূদ (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জিব্রাইল (আ.) কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন মাটি সংগ্রহের জন্য, পৃথিবী বলিল, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে নিরাপত্তা চাচ্ছি যাহাতে তুমি [*জিব্রাইল (আ.)*] আমার পরিমাণ কমিয়ে দিতে না পার অথবা আমাকে বিকৃতি করিও না সুতরাং জিব্রাইল (আ.) পৃথিবী থেকে কোনো মাটি না নিয়ে ফিরে গিয়ে বললেন, আমার প্রভুঃ পৃথিবী আপনার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছে এবং তাহা মঞ্জুর হলো। তারপর আল্লাহ তা'আলা মিকাইল (আ.) কে প্রেরণ করলেন পৃথিবী আগের মতোই নিরাপত্তা চাইল, সে [*মিকাইল (আ.)*] আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে জিব্রাইল (আ.) এর মতো বললেন এবং পৃথিবীর নিরাপত্তা মঞ্জুর হলো। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়ে দিলেন আজরাইল (আ.) কে, পৃথিবী আগের মতোই আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তা চাইল, আজরাইল (আ.) বললেন 'আমিও আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তা চাচ্ছি আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করা থেকে। সুতরাং সে পৃথিবীর বুক হতে মাটি লইয়া মিশ্রিত করিল। সে কোনো নির্দিষ্ট এক জায়গা থেকে মাটি সংগ্রহ করেনি, বরং সে লাল, সাদা এবং কাল মাটি বিভিন্ন জায়গা হতে সংগ্রহ করেছিল। আজরাইল (আ.) মাটি লইয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট গেলে, আল্লাহ তা'আলা মাটিকে পিষিয়া আঠাল করিলেন এবং সেই আঠাল মাটি হতে আদম (আ.) কে সৃষ্টি করিলেন।" {*নবীদের কাহিনী, ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ৫-৬*}

অতএব মাটি থেকেই প্রথম মানুষের দেহ সৃষ্টি শুরু হয়েছে। উপরন্তু, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের গায়ের গঠন ও রংয়ের যে বৈচিত্র্যতা বহন করছে তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে উল্লিখিত হাদীস। সুতরাং আল-কুরআন ও আল-হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মাটির উপাদান থেকেই মানুষের দেহ উপাদান সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই মাটির সাথে রয়েছে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যায় মাটির উপাদানের (*Extract of Clay*) সঙ্গে মানুষের শরীরের জৈবিক উপাদানের [*Biological Component*) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের শরীরে প্রায় ৭৫% ভাগই পানি এবং বিভিন্ন ধরনের Organic *[জৈব]* এবং Inorganic [*অজৈব*] পদার্থ দিয়েই

www.amarboi.org

গঠিত। তবে এর মধ্যে জৈব পদার্থের পরিমাণই বেশী। জৈব পদার্থের সন্নিবেশেই জীবজগৎ ও উদ্ভিদের শরীর ও কাঠামো গড়ে উঠে। মানব ও জীবজন্তুর শরীর গঠনে বিভিন্ন প্রকারের অ্যামিনো এ্যাসিড যা প্রোটিন [*Protein*] এবং পেপটাইড [*Peptide*] তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে ডিএনএ [*DNA -Deoxyribonucleic Acid*] ও আরএনএ [*RNA -Ribonucleic Acid*] গঠনের মূল উপাদান। বর্তমান [forensic medicine] আদালত-সম্বন্ধীয় চিকিৎসাবিদ্যায় DNA কে Heredity বা বংশগতি নির্ধারণ অথবা বিচারের আসামি সনাক্ত করার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান অস্ত্র বা ফিংগার প্রিন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খাদ্যের উপাদান ও উদ্ভিদের কাঠামো শ্বেতসার [starch] এবং কোষপুঞ্জ [*cellulose*] গড়ে উঠে জৈব পদার্থ দিয়ে। এই জীবন উপাদানের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে সমন্বয় সৃষ্টিতে ব্যবহার হয় অজৈব [*inorganic*] পদার্থ। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, রক্তের মধ্যে Iron complex [*Hemoglobin*] আছে এবং হাড়ের মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ইত্যাদি। যা হোক Carbon (কার্বন), হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, অ্যালোমোনিয়াম [*Aluminum*], জিংক [*Zinc*], লৌহ [*Iron*], ক্যালসিয়াম [*Calcium*] ইত্যাদি দিয়েই মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ গঠিত হয়। অনুরূপভাবে মাটির উপাদানে এই সমস্ত ধাতব [*elements*] এর সমন্বয়ে [*সম্মিলিত, Combination*] অক্সাইড [*Oxides*] এবং লবণ [*Salt*] রয়েছে, যাকে সাধারণত আকরিক [Ores] হিসেবে সনাক্ত করা হয়।

তদুপরি মানুষের শরীরের উপাদান, আর মাটি ও গাছ/উদ্ভিদের উপাদান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যার জন্য মানুষ ও জীবজন্তু, জীবন ধারণের জন্য মাটিতে উৎপাদিত খাদ্য, ফল, শাক-সবজি ও উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। আমরা যে খাবার খাই যেমন ধান, গম, ভুট্টা, যব ও শাক-সবজি, ফল সব কিছুই মাটির উপাদান ও পানি এবং সূর্যের আলোর কম বেশী ব্যবধানে, ফলনেরও ব্যবধান হয়ে থাকে। তাছাড়া সব মাটিতেই এবং সব দেশেই একই ধরনের ফসল বা খাদ্য উৎপাদিত হয় না। সেটিও মাটির উপাদান ও পরিবেশের উপরই যেমন পুরোপুরি নির্ভরশীল তেমন মানুষের গায়ের রং, শরীরের গঠন এবং দেশ, জমিন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কারণ মানুষের শারীরিক গঠন, স্বাস্থ্য ও শক্তি সব কিছুই নির্ভর করে Vitamins এবং খাবারের পুষ্টির [*Nutrition*] উপর। উল্লিখিত সব খাদ্যসামগ্রী মাটির উপাদান ও পানির মাধ্যমে সব ধরনের Nutritious [*পুষ্টিকর*] এবং খাদ্যপ্রাণ [*Vitamins*] সংগ্রহ করে থাকে। আরও উল্লেখ্য, খাদ্যপ্রাণ জাতীয় খাবার যেমন Starch, Carbohydrate এবং Protein [*ধান, গম, যব এবং কলাই ইত্যাদি এবং মাংস ডিম, মাছ ও ডাল জাতীয় খাবার*] ইত্যাদি। এই

www.amarboi.org

খাদ্যের গঠনে যে অণু [Molecule] আছে সবাই কার্বন, হাউড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার এবং ফসফরাস ইত্যাদি দ্বারা গঠিত। চিনি [*Sugar*] সবারই প্রিয় মিষ্টি খাবার। বর্তমানে মানব দেহের ওজন কমানো এবং বহুমূত্র রোগ এড়ানোর জন্য অনেকেই চিনি খাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন অথচ প্রায় সব ধরনের খাবারের মেরুদণ্ড গঠনের সংযোজনে চিনিই দালান গঠনে ইটের মতো কাজ করে থাকে। শ্বেতসার [Starch] অথবা কার্বোহাইড্রেট [Carbohydrate] এর মেরুদণ্ডে প্রধান Construction block [*অণু বা Molecule*] হলো Sugar [*চিনি*]। আর চিনির [*Sugar*] অণু গঠনে প্রধান elements [*উপাদান*] হচ্ছে Carbon [*কার্বন*], Hydrogen [*হাইড্রোজেন*] এবং Oxygen [*অক্সিজেন*]। চিনির অণুর রাসায়নিক ফর্মূলা: $C_{12}H_{22}O_{11}$. [*C= Carbon, H= Hydrogen and O = Oxygen*]।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটি নিশ্চিত সত্য বুঝানোর জন্য যে, মানুষ ও জীবজন্তুর শরীরের উপাদান বা গঠন মসলা, যেমন প্রোটিন এবং অন্যান্য যত ধরনের রসায়ন পদার্থ আছে, সবই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাটির উপাদানের সাথে জড়িত। তাই বলাবাহুল্য যে, মানুষের জীবন ধারণের এবং মানুষের জীবন যাপনকে Support করার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশে যা কিছু আছে, সবই যথাযথভাবে উপযোগী করে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। ফলে পৃথিবীতে বসবাসকারী সব কিছুই একে অন্যের অস্তিত্বের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। অতএব এটিই হচ্ছে পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার নিখুঁত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির একটি অন্যতম উদাহরণ।

মানব জাতির মাতার [হাওয়ার] সৃষ্টি

মানব জাতির পিতা ও প্রথম মানব, আদম (আ.)-কে সরাসরি মাটি থেকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন সেটি মুসলিম ও আহলে কিতাবীরা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে সকলেই অবগত আছেন। তবে মানব জাতির মাতা হাওয়াকে আদমের মতো আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করেননি। প্রথম মানুষ আদম থেকেই তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন [*এ ব্যাপারে "এক হৃদয়ের দুই অংশ" বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে*]। মানব জাতির মাতা হাওয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً.

www.amarboi.org

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি [*আদম*] হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা [*আদম (আ.)*] হইতে তাহার সঙ্গী [*হাওয়া (আ.)*] সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নরনারী ছড়াইয়া দেন।" {*সূরা ৪-নিসা : আয়াত-১*}

নশ্বর মানব দেহ সৃষ্টির পদ্ধতি

আদম এবং তার স্ত্রী হাওয়ার (আ.) সৃষ্টির পরে তাদের মাধ্যমে অন্যান্য আদম সন্তানের সৃষ্টির পদ্ধতি হচ্ছে এক অভিনব পন্থা। নারী-পুরুষের ভালবাসা-প্রেমপ্রীতির সম্পূর্ণতা ঘটে যৌনতায় প্রশান্তি-ভোগের মাধ্যমে। যৌনমিলনের প্রশান্তি বা তৃপ্তিলাভ ছাড়াও মানুষ পুনরুৎপাদনের এক বিস্ময়কর পন্থার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করেছেন। নারী-পুরুষের যৌনমিলন, উভয়কে যে প্রশান্তির তৃপ্তি দেয়, তা অন্য কোনো উপায়ে উপভোগ করার পদ্ধতি সম্পর্কে আজও মানুষের জানা নেই। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রকৃত ভালবাসায় যৌনমিলনের আনন্দ ভাষায় কেউ প্রকাশ করতে পারেন না। যার জন্য স্বনামধন্য ইসলামের চিন্তাবিদ ইমাম গাজ্জালী (র.) নারী-পুরুষের যৌনমিলনের আনন্দকে বেহেশতের আনন্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বেহেশতের কিছু বর্ণনা আল-কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, তবে সেখানে বসবাস করায় আনন্দ কেমন হবে বেহেশতে বসবাস করা ব্যতিরেকে যেমন সেটি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তেমন যৌনমিলনের আনন্দ একমাত্র যৌন মিলনের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় সেটি ভাষায় এবং লিখে প্রকাশ করা যায় না। এজন্যই এই চিন্তাবিদের মতে আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষের যৌনমিলনের মাধ্যমে বেহেশতে থাকার যে আনন্দ সেটি অতি ক্ষণকালের জন্য হলেও পার্থিব জীবনে মানব সন্তানকে উপভোগ করার ব্যবস্থা করেছেন। এজন্যই নারী-পুরুষ উভয়ে বারবার এই অব্যক্তকৃত প্রশান্তি উপভোগ করার জন্য একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। নর-নারীর যৌনমিলনে বেহেশতী তৃপ্তির মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন আরেকটি মানব প্রাণ। যে মানব শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর এমনিভাবেই একই পন্থায় ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য আরেকটি নতুন প্রাণ সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। আদম (আ.) থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ কোটি মানুষ এবং জীবজন্তু একই ধরনের পন্থায় অতি তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন তরল পদার্থ [*বীর্য, শুক্র*] দিয়ে বিভিন্ন ধাপে কিভাবে মাতৃগর্ভে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করেন সেটিও আল-কুরআনের আয়াত দিয়ে এবং রাসূল (সা.) এর হাদীসের মাধ্যমে মানব জাতিকে অবহিত করেছেন। এটিই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির *আলামে খাল্‌কের* একটি অংশ। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো,

www.amarboi.org

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ط وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ.

"হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিহান হও তবে অনুধাবন কর- আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা *[প্রথম সৃষ্টি, আদম (আ.)কে]* **হইতে, তাহার পর শুক্র** *[মানব সৃষ্টির দ্বিতীয় পদ্ধতি]* **হইতে, তারপর আলাক* হইতে, তাহার পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হইতে; তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য; আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির রাখি। তাহার পর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটে এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে** *[বৃদ্ধ বয়সে, যখন মানুষ স্মৃতিশক্তি এবং শারীরিক শক্তি হারিয়ে ফেলে]* **যাহার ফলে, উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর উহাতে আমি বারি বর্ষণ করিলে উহা শস্য শ্যামল হইয়া অন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।"** *{সূরা ২২-হজ : আয়াত-৫}*

[আলাক শব্দের অর্থ সংযুক্ত, ঝুলন্ত রক্ত। বর্তমানে জীব বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রাপ্ত মাতৃগর্ভে মানুষ ভ্রূণের ক্রমবিকাশের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যখন পুরুষের শুক্র [Nutfa] ও নারীর ডিম্বাণু মিলিত হয়, তখন মাতৃগর্ভে এক ভ্রূণের সৃষ্টি হয়, যা মাতৃগর্ভে গর্ভধারণের জন্য জরায়ু গাত্রে সংলগ্ন হয়ে পড়ে। এই সংলগ্ন ব্যতিরেকে গর্ভধারণ হয় না। তাই আলাক শব্দের অর্থ "এমন কিছু যাহা লাগিয়া থাকে।" অনেক বিজ্ঞানী এই লাগিয়া থাকা রক্ত পিণ্ড বা ভ্রূণকে লীচের [জোঁকের] সঙ্গে তুলনা করেছেন।"]*

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পদ্ধতির সাথে উল্লেখ করেছেন পানি দিয়ে কিভাবে মরা উদ্ভিদ/শাক-সবজির উত্থান ঘটে। এ দৃশ্য মানব সন্তানরা প্রতিনিয়তই দেখতে পায় বিশেষ করে শীত-প্রধান দেশে। আমেরিকার উত্তরে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলো প্রতিবছরই শীতের শুরুতে গাছের সব পাতা ঝরে যায় এবং জমির উদ্ভিদ ও শাক-সবজি সব পীতবর্ণ হয়ে মরে যায়। তাই মনে হয় এইগুলো আর কোনদিনই তাজা হবে না। কিন্তু শীতের শেষে বসন্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথেই বৃষ্টি পড়লেই তারা আবার জীবন্ত হয়ে সবুজ পাতায় ঢেকে যায়। মানব

www.amarboi.org

সন্তান যেমন অতি তুচ্ছ তরল পদার্থের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় তেমন উদ্ভিদ ও সবজির পাতা পানির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠে। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ.

"অতঃপর আমি উহাকে [ভ্রূণকে] শুক্র বিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আঁধারে; পরে আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি আলাকে অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পাঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পাঞ্জরকে ঢাকিয়া দেই গোশত দ্বারা; অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান।" {*সূরা ২৩-মু'মিনুন : আয়াত-১৪*}

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى.

"সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? [*মানব সন্তানের দেহ সৃষ্টি অতি তুচ্ছ জিনিস থেকে তাই নিজের দেহ নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই*]; অতঃপর সে আলাকে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। [*ভ্রূণ নর অথবা নারীর যে কোন একটায় পরিণত হয়*]।" {*সূরা ৭৫-কিয়ামাহ : আয়াত-৩৭-৩৯*}

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ق نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত [*পুরুষ ও নারীর শুক্র এবং ডিম্বাণু*] শুক্রবিন্দু হইতে, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য; এই জন্যে আমি তাহাকে করিয়াছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।" {*সূরা ৭৬-দাহর : আয়াত-২*}

উল্লিখিত আয়াতে পুরুষ ও নারীর মিলিত শুক্রবিন্দু কিভাবে পর্যায়ক্রমে একজন পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয় তা স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাসূল (সা.)-এর হাদীস থেকে এই পরিবর্তনের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে আরও জানা যায়:

আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, সত্যবাদী ও সত্যের মূর্তপ্রতীক রাসূল (সা.) বলেছেন- তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান [আলাক] মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট বাঁধতে থাকে। তারপর অনুরূপভাবে [চল্লিশ দিন] জমাটবদ্ধ রক্তে রূপ নেয়। পুনরায় তদ্রূপ (চল্লিশ দিনে) গোশতের টুকরায় পরিণত হয়। অতঃপর

www.amarboi.org

আল্লাহ চারটি কথার নির্দেশসহ তার কাছে একজন ফিরিশতা পাঠান। সে তার আমল, মৃত্যু, রিযক এবং পাপিষ্ঠ হবে নাকি নেককার, এইসব লিখে দেয়। এরপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়।" {*সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬৯৩৬*}

উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, শুক্রবিন্দুর ক্রমবিকাশ মাতৃগর্ভে কিভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে। মানব সন্তান নিজেকে শক্তিশালী মনে করে গর্ব করেন, নানা ধরনের অবাধ্যমূলক কর্মে লিপ্ত হয়ে থাকেন। তদুপরি ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করেন অথচ নিজেদের Origin বা উৎপত্তির উপাদান যে অতিতুচ্ছ শুক্রবিন্দু থেকে সে ব্যাপারে ভেবে দেখেন না। তাই আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে আল-কুরআনের আয়াত দিয়ে পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়ে বলেছেন যে, "তোমরা নিজেকে শক্তিশালী ভাব এবং আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হও" অথচ তোমাদের উৎপত্তি হচ্ছে অতি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু থেকে। এই শুক্রবিন্দু এত নগণ্য ও গুরুত্বহীন যে, যার অস্তিত্ব অতি শক্তিশালী Microscope [অণুবীক্ষণ] ছাড়া চোখে দেখা সম্ভব নয়। তাই এত তুচ্ছ শুক্রবিন্দু হতে যাদের উৎপত্তি হয়েছে তাদের মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অবাধ্য হওয়ার কোনো অধিকার এবং যোগ্যতা নেই। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখানে উল্লেখ্য। যে সময় এই মহান আল-কুরআন রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে অজ্ঞ আরবীয়দের কাছে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছিলেন, সে সময়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান ছিল না। আজকের বিজ্ঞানীর মতো সম্ভব ছিল না মাতৃগর্ভে মানব শিশুর ক্রমবিকাশের পরিণতি পর্যবেক্ষণ করার। তা সত্ত্বেও তৎকালীন আরবের নিরক্ষর মানুষগুলোর ঈমান ও বিশ্বাস এতই দৃঢ় ছিল যে, আল-কুরআনে বর্ণিত মানব শিশুর ক্রমবিকাশের ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দিগ্ধ না হয়ে বিনাবাক্যে গ্রহণ করেছিলেন। বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতিতে আজ মানুষ আল-কুরআনে বর্ণিত মাতৃগর্ভে শিশুর ক্রমবিকাশের সত্যতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও অহমিকায় অধিকাংশ মানুষ আল-কুরআনের পবিত্র বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে অবিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবে থাকেন। স্মর্তব্য যে, মানব সৃষ্টিতে যে বীজ বা বীর্য {শুক্র বিন্দু} দরকার হয়, তা নিজে থেকেই সৃষ্টি হয় না বরং আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ. ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ.

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে, তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?" {*সূরা ৫৬-ওয়াকিয়া : আয়াত-৫৮-৫৯*}

www.amarboi.org

নর-নারী যৌনমিলনের সময় সবেগে বীর্যপাত করে যৌন তৃপ্তিলাভের মাধ্যমে কাজ শেষ করেন। অতঃপর লক্ষ কোটি বীর্য থেকে সন্তান সৃষ্টির জন্য মাত্র দু'টি বীর্যের মিলিন ঘটে আল্লাহ তা'আলার আদেশে। বীর্যদ্বয় যদি নিজের ইচ্ছায় উর্বর হতে পারতো অথবা নর-নারীর ইচ্ছা অনুসারে ফলনশীল হতো তাহলে প্রতিটি যৌনমিলনেই মাতৃগর্ভে একটি করে সন্তান সৃষ্টি হতো। অথবা বাস্তবে সেটি হয় না। উল্লেখ্য যে, যাদের সন্তান হয় না, তারাতো প্রতিটি মিলনেই আশা করেন এবার হয়তো তারা সন্তান লাভ করবেন। বরং বহুবছর চেষ্টা করেন, প্রতিটি মিলনেই বীর্যপাত হয় অথচ সন্তান হয় না।

এখন দেখা যাক, নারী-পুরুষের শুক্রবিন্দু অথবা sexual discharge [*semen*] বীর্য কতটুকু তুচ্ছ এবং মানব দেহ সৃষ্টির জন্য নারী-পুরুষের [*semen*] বীর্য একত্রে সংযোগ হওয়া অত্যন্ত জরুরি, যা আল্লাহ তা'আলার আদেশে হয়, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ.

"আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই?" {*সূরা ৭৭-মুরসালাত : আয়াত-২০*}

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۙ يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ.

"সুতরাং মানুষ দেখুক [*চিন্তা করুক*] কি হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে? তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে স্খলিত পানি হইতে [*gushing of water*]; ইহা নির্গত হয় মেরুদণ্ড [*পুরুষ*] ও পাঞ্জরাস্থির [*নারী*] মধ্যে হইতে।" {*সূরা ৮৬-তারিক : আয়াত-৫-৭*}

এই তুচ্ছ পানির উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কিভাবে তাহা নির্গত হয়, সেটি উপরোক্ত আয়াতে মানব সন্তানকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। *বিখ্যাত সাহাবী আল-কুরআনের ব্যাখ্যাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন মেরুদণ্ড হলো, পুরুষের এবং পাঞ্জর হলো নারীর যা দ্বারা নারীর বুকের কথা বুঝায়। নারীর বীর্য হচ্ছে হলুদ বর্ণের যাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত। কোন শিশুই জন্মগ্রহণ করবে না যতক্ষণ না এই বীর্য/শুক্রবিন্দু উভয় নারী/পুরুষ হতে একত্র হবে। [ইবনে কাসীর, সূরা আত- তারিকের ব্যাখ্যা]*

উল্লিখিত আয়াত নাযিলের প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে বুঝানো যে, তাদের উৎপত্তি অতি তুচ্ছ বস্তু থেকে। তদুপরি মানব জাতিকে আরও বুঝানো হয়েছে, যে

www.amarboi.org

মহাশক্তিশালী আল্লাহ তা'আলা এই সামান্য/তুচ্ছ পানীয় দ্রব্য হতে যেমন মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন তেমন শেষ বিচারের দিনে সমস্ত মানব জাতিকে পুনরায় সৃষ্টিতে অবশ্যই তিনি ক্ষমতাবান, বস্তুত এটি তার জন্য অতি সহজ কাজ। কারণ তৎকালীন অজ্ঞ আরবীয়রা অনেকেই শেষ বিচারের দিন ও মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে বিচারের জন্য হাজির করা হবে, এ সত্যটি বিশ্বাস করা তাদের একটা গোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত দিয়ে বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন: "সুতরাং মানুষ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুক কি রকম বস্তু হতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।" এজন্যই সৃষ্টির অন্যতম জীব মানুষের মধ্যে অনেকেই ধীশক্তি ব্যবহার করে সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে অবশ্যই বুঝতে পারেন যে, আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী এবং আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচার দিনে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। এইভাবে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে তারা আত্মসমর্পণকারী [*মুসলিম*] হয়ে যায়।

আল-কুরআন ব্যতীত আসমানী কিতাবের আর কোন বইয়ে মানব সন্তান সৃষ্টির উপাদান ও মাতৃগর্ভে মানব দেহের ক্রমবিকাশের প্রণালী সম্পর্কে এত সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যাবে না। ১৪০০ বছর পূর্বে যখন মানব জাতির কাছে বিজ্ঞান শাস্ত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব ও কাল্পনিক তখন নারী-পুরুষের যৌন মিলনের বীর্য থেকে মানব সন্তান দেহের ক্রমবিকাশের বর্ণনা ছিল বিস্ময়কর কাহিনী। যা হোক এই নিখুঁত বর্ণনা বর্তমানে বিজ্ঞানের অবদানে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। এটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী।

www.amarboi.org

অধ্যায় : ৩

আমি কেন পৃথিবীতে এসেছি?

একজন বিজ্ঞানী যখন কোন বিষয়ের উপর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মনস্থির করেন তখন গবেষণায় সফল হতে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে হয়, তার গবেষণার উদ্দেশ্য কি? গবেষণার জন্য সুশৃঙ্খল প্রণালী প্রস্তুতির প্রয়োজনেই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গবেষকের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত গবেষণাগার পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তদুপরি পরীক্ষা চলাকালীন সময় সম্পর্কে সতর্ক হয়ে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ না করলে পরীক্ষায় প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায় না। গবেষণা ও পরীক্ষার মূল উপাদান যদি রাসায়নিক হয় এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করা হয়, তবে পরীক্ষায় বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে, তাতে লাভের তুলনায় ক্ষতির ঝুঁকি বেশি প্রকট হয়।

মানব সন্তানের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন যাপনও নানা ধরনের পরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত হয়ে থাকে। তাই উল্লিখিত প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার উত্তর জানা প্রতিটি মানুষের জন্য ফরয দায়িত্ব। কারণ মানুষ যদি নিজের অভিযান সম্বন্ধে জ্ঞান এবং কি উদ্দেশ্যে সে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে এসেছে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না রাখে, তবে তার অভিযানে, গবেষণায় ও পরীক্ষায় সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য, একজন যাত্রী যদি নিজের ভ্রমণের উদ্দেশ্য কী এবং ভ্রমণের পথে কী ধরনের সুবিধা অসুবিধা আছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে না জানেন তবে তার যাত্রায় সফল হতে পারবেন না। যা হোক এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করার আগে, আরেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার, সেটি হচ্ছে মানব সন্তানকে পরীক্ষা করার জন্য গবেষণাগার হিসেবে পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে সুসজ্জিত করেছেন। পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য মানব সন্তানকে কি ধরনের নিয়ামত বা উপাদান দিয়েছেন। অতএব পৃথিবী হচ্ছে মানব সন্তানের বসবাসের জায়গা, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, পরিবেশে ও অবস্থায় পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য গবেষণাগার। তাই প্রথমে দেখা যাক, গবেষণাগারের অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত সকল

www.amarboi.org

নিয়ামত এবং আকাশমণ্ডলী সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে কি বলেছেন? মানব জাতিকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী ও তার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং আকাশমণ্ডলী সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানব জাতি স্বচ্ছন্দে, নিরাপদে, প্রশান্তিতে পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে এবং পরীক্ষার্থী হিসেবে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।

আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ সবের সৃষ্টির বর্ণনা বিস্তারিতভাবে মানব জাতির সম্মুখে তুলে ধরেছেন। যেমন পৃথিবীতে দিন রাত্রির পরিবর্তনের প্রয়োজনে, পৃথিবী নিজ মেরুরেখায় (axis) ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টায় একবার ঘুরছে এবং সূর্যের চারদিকে বছরে একবার পরিভ্রমণ করছে। মহাশূন্যে পৃথিবীকে স্থির রাখার জন্য মাধ্যাকর্ষণ এবং মহাকর্ষণ শক্তি দিয়ে অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহ থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে পৃথিবীকে স্থির রেখেছেন এবং তার নিজস্ব কক্ষপথে স্থাপন করেছেন। পৃথিবী যাতে তার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে এবং নিজ কক্ষপথে [*প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১০০০ মাইল*] দ্রুতবেগে চলার সময় নিজের বুকে অবস্থিত সমস্ত নিয়ামত নিয়ে কম্পিত না হয় তার জন্য পাহাড় পর্বতকে খুঁটি হিসেবে স্থাপন করেছেন। পৃথিবী তার নিজের মেরুরেখায় ২৩ ডিগ্রী হেলান অবস্থায় ঘুরছে যাতে পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্তন হয় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনে বৃষ্টির মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে শস্য ও ফলাদি উৎপাদন করতে পারে। পৃথিবীকে সূর্য হতে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা হয়েছে, যাতে প্রয়োজন মতো মাত্রা মাফিক তাপ সে পেতে পারে অর্থাৎ বছরে একই সময় যেন সব জায়গায় শুধু ঠাণ্ডা বা শুধু গরম না থাকে। এইভাবে খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রার এবং বৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন, যাতে পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবজন্তুর জীবন ধারণ করতে কোন অসুবিধা না হয় এবং আরামদায়ক পরিবেশ সব সময় বজায় থাকে। জীবপ্রাণীর জীবন ধারণের জন্য সর্বদাই Oxygen [*অক্সিজেন*] প্রয়োজন, তার জন্যে পৃথিবীর পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলীকে সমানুপাতিক [*proportional*] গ্যাসের মিশ্রণ অর্থাৎ Oxygen and Nitrogen এর ব্যবস্থা করেছেন। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন গ্যাসের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত আছে যার বেশী কম হলে জীবপ্রাণীরা সহজভাবে জীবন ধারণ করতে পারে না। জীবন ধারণের জন্য দরকার হয় ১৯-২১% অক্সিজেন। এর বেশী কম হলেই মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীদের শ্বাস প্রশ্বাসে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই পৃথিবী পৃষ্ঠদেশ ছেড়ে মহাশূন্যের দিকে আরোহণ করলে মানুষ সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারে না কারণ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ থেকে উপরের দিকে ক্রমেই অক্সিজেনের পরিমাণ এবং অনুপাত কমতে থাকে।

www.amarboi.org

অক্সিজেনের মতোই পানি জীবন ধারণের আরেক অপরিহার্য উপাদান, যার জন্য জীবনের অপর নাম পানি। ভূ-পৃষ্ঠে প্রয়োজন অনুসারে যাতে সব সময় পানি পাওয়া যায় তার জন্য পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু এবং পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় প্রচুর পরিমাণ পানি বরফ হিসেবে জমা আছে। গ্রীষ্মের সময় সূর্যের তাপে এই বরফ প্রয়োজন মতো গলে ভূ-পৃষ্ঠের নদী, সাগর-মহাসাগরে পানি সরবরাহ করে থাকে। নদী, সাগর-মহাসাগর থেকে আবার পানি বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে গিয়ে বৃষ্টি হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে এবং বাষ্প হিসেবে পানি পুনরায় উত্তর ও দক্ষিন মেরু এবং পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় বরফ হিসেবে জমে যায়। এইভাবে আবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পানির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ রেখেছেন। দুই মেরুর মধ্যে দক্ষিণ মেরুতে সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে বরফ জমা আছে। মানব সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার পূর্বে মানব জাতির বসবাস উপযোগী হিসেবে ব্যবস্থা করেছেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে এবং সৃষ্টির নিদর্শনে "আল্লাহ তা'আলার পরিচয়" বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

[তবে বর্তমানে মানব সন্তানের অবৈধ হস্তক্ষেপে বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাস, কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডলীর তাপমাত্রা অপ্রত্যাশিতভাবে নিয়ন্ত্রণহীন হচ্ছে। যার দরুন জমাকৃত বরফ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণে গলে যাওয়ার সম্ভাবনায় বিজ্ঞানীরা আতঙ্কিত এবং তাই সাগরের পানির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ভয়ে তারা বিশ্ববাসীকে অশনি সংকেত দিচ্ছেন। ইতোমধ্যে দক্ষিণ মেরুর বরফের একটি বিশাল আয়তকার গলা শুরু হয়েছে।]

মানব সন্তানের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির সৃষ্টি

পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি

উপরোল্লিখিত নিয়ামত এবং সৃষ্টি সম্পর্কে উপমা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বহু আয়াত নাযিল করেছেন। তা থেকে কিছু আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো। প্রথমে দেখা যাক, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন?

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط مَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَاشَفِيْعٍ ط اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ.

"আল্লাহ, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং সাহায্যকারীও নাই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?" *{সূরা ৩২-সিজদাহ : আয়াত-৪}*

www.amarboi.org

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

"তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে উহাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে [*পৃথিবী নিজ মেরুরেখায় ঘূর্ণমান আছে*], আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যাহা তাহারই আজ্ঞাধীন, তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাহারই। মহিমাময় প্রতিপালক আল্লাহ্।" {*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-৫৪*}

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰـهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ.

"পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি [*হাল-চাষ করে শস্য উৎপাদনের জন্য উপযোগী*] এবং উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি; আমি উহাতে [*পৃথিবীতে*] প্রত্যেক বস্তু উদ্গত করিয়াছি সুপরিমিতভাবে [*ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সব কিছুতেই সুসামঞ্জস্য আছে কিন্তু লোভী মানুষের অনধিকার হস্তক্ষেপে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়*] এবং উহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদের জন্য আর তোমরা যাহাদের [*বন্যপশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, অদৃশ্য জীব, জলজপ্রাণী ইত্যাদি*] জীবিকাদাতা নও তাহাদের জন্যেও।" {*সূরা ১৫-হিজর : আয়াত-১৯-২০*}

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ. يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ. وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ. وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ. وَعَلٰمٰتٍ ط وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ.

www.amarboi.org

"তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন; উহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিয়া থাক। তিনি তোমাদের জন্য উহার [*বৃষ্টির পানি*] দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তুন [*অলিভ, জলপাই*], খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন। তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাহারই বিধানে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন এবং বিবিধ প্রকার বস্তুর যাহা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। তিনিই সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মৎস্যাহার করিতে পার এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী যাহা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর এবং তোমরা দেখিতে পাও, উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে এবং উহা এইজন্য যে, তোমরা যেন তাহার অনুগ্রহ সন্ধান [*পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে*] করিতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবী তোমাদেরকে লইয়া আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করিয়াছেন নদ-নদী ও পথ, যাহাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পার এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও [*দিনের জন্য*]। আর উহারা নক্ষত্রের সাহায্যেও [*রাত্রিতে*] পথের নির্দেশ পায়।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-১০-১৬*]

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ. ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ. فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ط وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ق وَحِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

"বল, 'তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং উহাতে

www.amarboi.org

রাখিয়াছেন কল্যাণ [*খনিজ দ্রব্যাদি, উদ্ভিদ, ঝর্ণা এবং অন্যান্য বস্তু যা জীবপ্রাণীর কাজে লাগে*] এবং চার দিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য [*যারা এই সমস্ত কল্যাণ অনুসন্ধান করে*]। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল, আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন এবং নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।" {*সূরা ৪১-হামিম সিজদাহ: আয়াত-৯-১২*}

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- *"নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত।" এটার ব্যাখ্যায় সালাফদের একজন আবু কাতাদাহ (রা.) বলেছেন- "তারকারাজির সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হলো, তিনটা, ১) নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করা, ২) শয়তানকে বিতাড়িত করার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৩) যাত্রীদের জন্য পথ নির্দেশক। সুতরাং যদি কেহ অন্যরকম ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করে, সে অবশ্যই ভুল করবে এবং তার চেষ্টার অপব্যবহার দ্বারা নিজেই সমস্যায় পড়বে কারণ এই সমস্ত সব কিছু তার জ্ঞানের সীমানার বহির্ভূত।" {ইবনে কাসীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪২০}*

পরিষ্কার আকাশে অনেক সময় রাতের বেলায় ধাবমান আলো দেখা যায়, যাকে সাধারণত উল্কা বলা হয়। এই ধাবমান উল্কা আসলে আল্লাহ তা'আলার নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র, যা দ্বারা শয়তানকে স্বর্গলোক [*Heaven*] থেকে বিতাড়িত করেন। শয়তান হচ্ছে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত, তাই উড়ে বেড়াতে এবং প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে, "মানবতার শত্রু কে" বইয়ে এ ব্যাপারে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। জিনদের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ز وَّأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ط فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا لا

"এবং আমরা [*জিন জাতি*] চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য [*আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী এবং আদেশ নির্দেশ*] সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। 'আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে

www.amarboi.org

সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু এখন [*আল-কুরআন নাযিলের সময়*] কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।" {*সূরা ৭২-জিন : আয়াত-৮*}

উল্লিখিত আয়াতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী কতদিনে সৃষ্টি করেছেন সেটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে সৌরজগতের সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই সৌরজগতের (Solar system) সমস্ত গ্রহ ও উপগ্রহ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। দিন রাত্রির পরিবর্তনের জন্য পৃথিবী দ্রুত গতিতে নিজ কক্ষ পথে ঘুরছে। পৃথিবীর ব্যাস রেখা প্রায় ২৫,০০০ মাইল, তাই ঘন্টায় ১০০০ মাইলের চেয়ে বেশী গতিতে ঘুরে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টায় একবার পরিভ্রমণ করে, ফলে পৃথিবীতে দিন রাত্রির পরিবর্তন হয় অর্থাৎ ভূগোলবের এক পৃষ্ঠায় যখন রাত্র তখন অন্য পৃষ্ঠায় হয় দিন । অথচ এত দ্রুতগতিতে ঘূর্ণীয়মান হওয়া সত্ত্বেও আমরা বুঝতে পারি না। কারণ ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত সব বস্তু বুকে নিয়েই পৃথিবী ঘূর্ণায়মান হচ্ছে তাই আমরা বাস্তবে দেখতে পাই পৃথিবীর সব কিছুই এক জায়গায় স্থির আছে। তাছাড়া পৃথিবী যেহেতু মহাশূন্যে ভাসছে তাই পৃথিবীর সব জায়গা থেকে মহাশূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এক রকম মনে হয় কারণ আমাদের দৃষ্টির প্রতিবন্ধক হিসেবে মহাশূন্যে কিছুই, নেই। যা হোক দিন রাত্রির পরিবর্তনে আমরা বুঝতে পারি পৃথিবী অবশ্যই এক জায়গায় স্থির নয়। নিকটবর্তী আকাশের শোভা হচ্ছে সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির যা খালি চোখে দেখা যায়। এরা শুধুমাত্র আকাশের শোভাই নয় বরং সূর্য পৃথিবীর জন্য প্রদীপ আর চন্দ্র হলো, ইসলামী মাসের দিন গণনার জন্য পঞ্জিকা হিসেবে কাজ করে। পৃথিবীতে অবস্থিত সাগর, মহাসাগরের জোয়ার ভাটা নির্ভর করে চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতির উপর।

পৃথিবী, আকাশমণ্ডলী এবং তাদের মধ্যে সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন সেটি পূর্বে উল্লিখিত সূরা সিজদার ৪ নং আয়াত থেকে বুঝা যায়, তৎপর অন্যান্য আয়াতে দিনের কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আদম সন্তান হিসেবে আমাদের উৎসুক্য [Curiosity] অত্যন্ত বেশি, তাই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমরা প্রশ্ন করে থাকি। তাই আয়াতে উল্লিখিত দিন সম্বন্ধে প্রশ্ন আসতে পারে এই "দিন কত বড়"। যদিও এই জ্ঞানের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই, জানলেও কোন লাভ নেই বা না জানলেও কোন ক্ষতি নেই। তবুও এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার দরকার আছে। সময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি তাই তার কাছে অতীত বর্তমান ও ভবিষৎ বলতে কিছু নেই। উল্লিখিত আয়াতে দিনের হিসাব

www.amarboi.org

দিয়ে মানব জাতিকে অবহিত করার অর্থ হলো, মানুষরা পৃথিবীতে দিন রাত্রির পরিবর্তন প্রতিদিনই দেখছে, যার জন্য এই সম্বন্ধে তাদের ধারণা আছে। পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা যে দিনের কথা বলেছেন তার ব্যাপ্তি সম্পর্কে চিন্তা বা অনুমান করার কোন ক্ষমতা মানুষের নেই। মহাশূন্যে দিন রাত্রি বলতে কিছুই নেই। এই সময় সম্বন্ধে সহজে বুঝানোর জন্য উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় রাসূল (সা.)-এর শবে মিরাজের কথা। হাদীস থেকে জানা যায়, এক রাত্রের মধ্যেই রাসূলে করীম (সা.) মক্কা হতে জেরুজালেম মসজিদুল আকসা হয়ে সপ্তাকাশে ভ্রমণ করে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ করে আবার মক্কা ফিরে এসেছিলেন। কিভাবে সেটা সম্ভব? এ জন্যই বলা যায় আমাদের সময়ের হিসাব আর আল্লাহ তা'আলার সময়ের হিসাব একরকম নয়। তবুও মানব সন্তানকে বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সময়ের ব্যাপারে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন:

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ.

"ফিরিশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে তাহা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসর সমান।" {*সূরা ৭০-মা'আরিজ : আয়াত-৪*}

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ط وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ.

"তাহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, অথচ আল্লাহ তাহার প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ্গ করেন না, তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনায় সহস্র বৎসর সমান;" {*সূরা ২২-হজ : আয়াত-৪৭*}

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ.

"তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন; অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাহার সমীপে সম্মুখীন হইবে যে দিনের পরিমাপ হইবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসরের সমান।" {*সূরা ৩২-সিজদাহ :আয়াত-৫*}

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় পার্থিব জীবনের গণনায় এক সহস্র বৎসরের সমান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কাছে একদিনের সমান। এটি শুধু এই

www.amarboi.org

দিনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বলেছেন, তবে আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ভালো জানেন। তাই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টিতে যে দিনের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি যে কত বড়, সে সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার কোনো ক্ষমতা যেহেতু মানুষের নেই সেহেতু এ ব্যাপারে অযথা সময় নষ্ট না করা ভালো।

পানি ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী

জীবন ধারণের জন্য পানি অন্যতম সামগ্রী। খাদ্য, গাছ ও শাক-সবজি উৎপাদন এবং অন্যান্য উদ্ভিদ পানির উপর নির্ভরশীল। তাই বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পানি সরবরাহ করে ভূমিকে মৃত অবস্থা থেকে জীবিত করেন। এ জন্যই বৃষ্টিকে বলা হয় আল্লাহ তা'আলার "রহমত"। বৃষ্টি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা [*খাদ্য উৎপাদন ও বসবাসের জন্য উপযোগী*] ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তাদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-২২*}

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ج وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ.

"আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি এবং উহা তোমাদের পান করিতে দিই; উহার ভাণ্ডার তোমাদের নিকট নাই [*ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে*]।" {*সূরা ১৫-হিজর : আয়াত-২২*}

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

"এবং তাহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন ও তাদ্বারা ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন; ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।" {*সূরা ৩০-রূম : আয়াত-২৪*}

www.amarboi.org

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ. يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

"তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন; উহাতে তোমাদের রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিয়া থাক। তিনি তোমাদের জন্য উহার দ্বারা জন্মান শস্য, যয়তুন, খেজুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকারে ফল। অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-১০-১১*}

وَاللّٰهُ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ.

"আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করিয়া উহা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর আমি উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি উহা দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এইরূপেই হইবে।" {*সূরা ৩৫-ফাতির : আয়াত-৯*}

উপরোক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত সব নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা মানুষের সেবায় বা কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠে উৎপাদিত খাদ্য, জীবজন্তু ও অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী মানুষ স্বাধীনভাবে প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করে থাকে। বন রাজির কাঠ দ্বারা বাড়ী-ঘর, মাটির ইট দিয়ে দালান ইমারত তৈয়ার, জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ, সাগর-নদীর গর্ভে উৎপাদিত অলঙ্কার এবং ভূ-গর্ভে প্রাপ্ত তেল, গ্যাস ও খনিজ দ্রব্য এই সমস্ত সবই আল্লাহ তা'আলা মানুষের অধীনে রেখে তাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে জীবন যাপনকে সহজ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ط وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

"তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন; অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ এবং তাহার প্রদত্ত জীবনোকরণ হইতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাহারই নিকট।" {*সূরা ৬৭-মুলক : আয়াত-১৫*}

www.amarboi.org

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ط وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ.

"তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাহাদের না আছে পথ নির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।" {*সূরা ৩১-লোকমান : আয়াত-২০*}

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ ۢ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ. وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ. وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাহারই বিধানে। অবশ্যই ইহাতে বোধসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন এবং বিবিধ প্রকার বস্তু ও যাহা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাতে রহিয়াছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। তিনিই সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মৎস্যাহার করিতে পার এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী যাহা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর এবং তোমরা দেখিতে পাও, উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে এবং উহা এই জন্য যে, তোমরা যেন তাহার অনুগ্রহ সন্ধান করিত পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-১২-১৪*}

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ.

"আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।" {*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-১০*}

www.amarboi.org

গবাদি পশু

গবাদি পশুর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সবারই জানা আছে। গবাদি পশু মানব সন্তানের জীবন যাপনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের জীবিকা অর্জন সরাসরিভাবে নির্ভর করে গবাদি পশুর উপর। গবাদি পশুরা বন্ধুসুলভ এবং অসহায় তাই তারা সম্পূর্ণরূপে মানুষের কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা গবাদি পশু কেন সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের সেবায় তারা কিভাবে নিয়োজিত আছে, সেটাও আল-কুরআনে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন:

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ. وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ. وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ لا وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

"তিনি আন'আম [*গবাদি পশু*] সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদের জন্য উহাতে শীত নিবারক উপকরণ [*গায়ের পশম ও চামড়া*] ও বহু উপকার *[দুগ্ধ পান ও মাংস আহার করা, যান-বাহন হিসেবে ব্যবহার ইত্যাদি]* রহিয়াছে এবং উহা হইতে তোমরা আহার্য পাইয়া থাক এবং তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে উহাদেরকে চারণভূমি হইতে গৃহে লইয়া আস এবং প্রভাতে যখন উহাদেরকে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখন তোমরা উহার সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং উহারা তোমাদের ভার বহন করিয়া লইয়া যায় দূর দেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌছাইতে পারিতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অশ্ব, খচ্চর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যাহা তোমরা অবগত নহে।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-৫-৮*}

৮নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "এমন অনেক কিছু তোমরা অবগত নহে" অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার বাইরে জানার কোন উপায় মানুষের জানা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এবং তার পরিধি মানুষের চিন্তা শক্তির বাইরে। যেমন সৌরজগতের ব্যাপকতা ও তার মধ্যে কি আছে সে ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান ধরতে গেলে সমুদ্র সৈকত এক কণা বালুর পরিমাণের চেয়েও কম। যদিও বর্তমানে বিজ্ঞানের আবিষ্কারে আমরা বিস্মিত হই, এই আবিষ্কারগুলোও আল্লাহ তা'আলার

www.amarboi.org

অনুগ্রহে মানুষ আয়ত্ত করতে সামর্থ্য হয়। মানুষের হাতের নাগালে নদী-নালা ও সাগর, তাদের অতল গভীরে কি আছে মানুষ সে ব্যাপারে আজও নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। বিজ্ঞানের বিশাল অগ্রগতির পরও এ ব্যাপারে মানুষ অতি সামান্যই আবিষ্কার করেছে। যা হোক, আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা গবাদি পশুর দুধের কথা বলেছেন এবং মানুষের জন্য দুধে কি পরিমাণ উপকারিতা আছে সেটাও উল্লেখ করেছেন:

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ ۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ.

"অবশ্যই আন'আমের মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে। উহাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যে হইতে তোমাদের পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যাহা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-৬৬*}

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ.

"এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন'আমে [*গবাদি পশুতে*]; তোমাদেরকে আমি পান করাই উহাদের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে এবং উহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা উহা হইতে ভক্ষণ কর।" {*সূরা ২৩-মু'মিনুন : আয়াত-২১*}

গবাদি পশুর চামড়া ও লোম দিয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু, শীত নিবারণের জন্য আবরণ ও পানীয় পাত্র এবং পরার জন্য জুতা ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এই প্রসঙ্গেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ لا وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ.

"এবং আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন; তোমরা ভ্রমণকালে উহা সহজে বহন করিতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাইতে পার এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন উহাদের পশম, লোম ও কেশ হইতে কিছু কালের গৃহ- সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-৮০*}

www.amarboi.org

পশু চামড়া দিয়ে তাবু নির্মাণ ও পানি পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা আজও পৃথিবীর অনেক জায়গায় চালু আছে। অবশ্য সব মানুষের জন্য যদি পশুর চামড়া ব্যবহার করা হয় তাহলে পৃথিবীতে কোন পশুর অস্তিত্ব থাকবে না। যা হোক এই নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে সাহায্য করেছেন। পশুর চামড়ায় তৈরি বিভিন্ন পরিধানযোগ্য সামগ্রী অত্যন্ত টিকসই ও আরামদায়ক এবং বহন করাও সহজ। পশুর লোম দ্বারা তৈরি শীত নিবারণের জন্য পোশাক অত্যন্ত আরামদায়ক ও উত্তম, তাই পৃথিবী সব মানুষের কাছে অতিপ্রিয় জিনিস তবে ব্যয়সাধ্য। আল্লাহ তা'আলা গবাদি পশুকে মানুষের অধীন করেছেন যাতে মানুষ তাদেরকে সহজে ব্যবহার করতে পারে ভার বহনকারী বাহন হিসেবে এবং পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ করে দূর-দূরান্তে যাতায়াত করতে পারে। এই সমস্ত সবই আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতের বহির্প্রকাশ এবং আদম সন্তানকে ভালবাসার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ. وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ. وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ط اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ.

"উহারা [*মানব সন্তান*] কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে [*আল্লাহ তা'আলার হাতে, মানব সন্তান এগুলো সৃষ্টি করতে পারে না*] সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে উহাদের জন্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি আন'আম এবং উহারাই এইগুলির অধিকারী এবং আমি এইগুলিকে তাহাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি। এইগুলির কতক তাহাদের বাহন ও উহাদের কতক তাহারা আহার করে। তাহাদের জন্য এইগুলিতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞ হইবে না [*তাওহীদে বিশ্বাস করে কি আত্মসমর্পণকারী হবে না*]? {*সূরা ৩৬-ইয়াসিন : আয়াত-৭১-৭৩*}

وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ل
لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ
الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ.

"এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে [*সব প্রাণীর মধ্যে পুরুষ-স্ত্রী লিঙ্গ আছে যাতে প্রজনন চলতে থাকে*] সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌ-যান ও আন'আম যাহাতে তোমরা আরোহণ কর। যাহাতে তোমরা উহাদের পৃষ্ঠে স্থির হইয়া বসিতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা উহার উপর স্থির হইয়া বস; এবং *বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি*

www.amarboi.org

ইহাদেরকে আমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না ইহাদেরকে বশীভূত করিতে।" {সূরা ৪৩-যুখরুফ : আয়াত-১২-১৩}

১৩নং আয়াতের শেষে উল্লিখিত অংশ লক্ষণীয়। গবাদি পশুর প্রায় সবগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির এবং প্রাকৃতিকভাবেই মানুষের বশীভূত। আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে সেটিই বলেছেন যে, গবাদি পশু বশীভূত করার যোগ্যতা তোমাদের ছিল না এবং তাদের বশীভূত করায় তোমাদের গর্ব করারও কিছু নেই কারণ আল্লাহ তা'আলাই অনুগ্রহ করে ওদেরকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং মানুষের জন্য বন্ধুসুলভ স্বভাব দিয়ে নিরীহ জন্তু হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বন্যজন্তু এবং হিংস্র জন্তু যেমন বাঘ, ভাল্লুক, সিংহকে স্বাভাবিকভাবে মানুষের বশীভূত করা হয়নি তাই তাদেরকে বশীভূত করতে মানুষের ধীশক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধির মাধ্যমে নানা কৌশলে বিশেষ অস্ত্র ব্যবহার করে সাময়িকভাবে বশীভূত করতে হয়। সারকাসে ব্যবহার করা বাঘ, সিংহকে ইলেক্ট্রিক শক ও লোভনীয় খাবার দিয়ে বশীভূত করা হয়, তাসত্ত্বেও অনেক প্রমাণ আছে বাঘ ও সিংহ উভয় জন্তুই উত্তেজিত হয় এবং সুযোগ পেলেই প্রশিক্ষককে [Trainee] আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। তাই আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে এই মহান অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণার মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় কর। *এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হলো, এই আয়াতের শেষের অংশ হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য দো'আ বা প্রার্থনা। তাই শুধুমাত্র গবাদি পশুর ক্ষেত্রেই নয়, সব রকম যানবাহনে আরোহণ করার শুরুতে এই পবিত্র দো'আ পাঠ করা উচিত। তৎকালীন গবাদি পশুই ছিল যানবাহনের জন্য একমাত্র উৎস কিন্তু বর্তমানে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে যন্ত্রে চালিত গাড়ী, উড়োজাহাজ, নৌকা এবং পানির জাহাজ ইত্যাদি আবিষ্কারের যোগ্যতা মানুষ অর্জন করেছে এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে দিয়েছেন। তাই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে মানব সন্তানের উচিত এগুলোর সঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য এই দো'আর মাধ্যমে প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করা।*

মৌমাছি দিয়ে মধু সংগ্রহ করা

মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার আরেক অনুগ্রহ মৌমাছি দিয়ে বিভিন্ন ফুল/ফল হতে মধু সংগ্রহ করা। মধু সবার প্রিয় বস্তু এবং অনেক রোগের উপশম। আল্লাহ তা'আলার হাবিব (সা.) মধু খুব পছন্দ করতেন এবং মধুকে বিশেষ অসুখের জন্য ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মধু মানুষের জীবিকা

www.amarboi.org

উপার্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম তাই পৃথিবীর সব দেশেই মধুর চাষ করা হয়। মধুর গুণাগুণ নির্ভর করে পরিবেশ এবং ফুলের প্রকৃতির উপর। মধু সংগ্রহের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। হাজার হাজার মৌমাছি তাদের রাণীর নেতৃত্বে সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধভাবে দূর দূরান্তে ভ্রমণ করে মধু সংগ্রহ করে আবার নিজস্ব মৌচাকে ফিরে আসে। মধু সংগ্রহ করতে তারা কখনই নিজের রাস্তার দিকনির্ণয়ে বিভ্রান্ত হয় না । তাদের এই সুশৃঙ্খল অভিযান ও সংঘবদ্ধতার পেছনে এবং ফুলের অনুসন্ধানে বিভিন্ন রাস্তায় ভ্রমণ করতে সঠিক দিকনির্দেশনায় কার আদেশ প্রতিনিয়ত কাজ করছে? পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার আদেশ অন্যান্য সৃষ্টির মতোই বিনা দ্বিধায় প্রতিটি মৌমাছি পালন করে যাচ্ছে, কারণ মৌমাছিও তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে। যা হোক মৌমাছির প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۝ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً ط يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, 'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে; ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর। উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় [*মধু*]; যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য; অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-৬৮-৬৯*}

উপরোক্ত আয়াতে রয়েছে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় অথচ অধিকাংশ মানব সন্তান এই ব্যাপারে অজ্ঞ এবং যারা জানেন [*মুসলিমরা*] তারাও এ ব্যাপারে উদাসীন। আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন মানব সন্তানের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই এই আয়াতে বর্ণিত বিষয় নিয়ে চিন্তা করবেন। মৌমাছির অনেক দূর-দূরান্তে ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করা এবং একটি নির্দিষ্ট পথে আবার নিজেদের মৌচাকে ফিরে আসা একটি আশ্চর্য ব্যাপার। কারণ তারা কোন সময়ই নিজেদের পথ ভুলে যায় না এবং দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায় না, কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে সহজ সরল পথ দেখিয়ে থাকেন সে পথই তারা অনুসরণ করে। মৌমাছিরা পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষের গৃহ ছাড়া আর কোথাও তাদের গৃহ

www.amarboi.org

নির্মাণ করে না। এটাতেও তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশের ব্যতিক্রম করে না। তাই বুঝা যায় মৌমাছিরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের মধ্যেই সংগ্রহ করে মানুষের জন্য উৎকৃষ্ট পানীয় "মধু"। সাধারণত তিন বর্ণের মধু পাওয়া যায়, সাদা, হলুদ ও লাল। সাদা বর্ণের মধু হলো, সর্বশ্রেষ্ঠ। *আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) মিষ্টি ও মধু খুব ভালবাসতেন।"; যাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন– "আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'যদি তোমাদের ঔষধগুলোর কোনটার মধ্যে কল্যাণ থেকে থাকে, তবে তা রয়েছে শিঙ্গাদান, মধুপান কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেয়ার মধ্যে যদি তা রোগ অনুযায়ী হয়। তবে আগুন দ্বারা দাগ দেয়া আমি পছন্দ করি না।" {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫২৭২}*

আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর নিকট এসে বললো, আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ করেছে। রাসূল (সা.) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে দ্বিতীয়বার আসলো [এবং ওই কথাই বললো]। তিনি (সা.) বললেন, তাকে মধু পান করাও। লোকটি তৃতীয়বার আসলো [এবং সে কথাই বললো]। এবারও রাসূল (সা.) বললেন, তাকে মধু পান করাও। এরপরে লোকটি আবারও আসল এবং বললো, (আপনি যা বলেছেন, সে অনুযায়ী) আমি কাজ করেছি। তখন রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহর কালাম সত্য। কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়। (যাও আবার) তাকে মধু পান করাও। অতঃপর লোকটি (এবার গিয়ে) তাকে মধু পান করালো এবং সে ভাল হয়ে গেল।" {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫২৭৩}

সবরকম প্রাণী সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন, যাতে মানুষের জীবন যাপন সহজ হয়। তাই আদম সন্তানের উচিত এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করা।

বিভিন্ন ফলের সৃষ্টি

ফল হচ্ছে রসনারোচক খাদ্য যা মানব সন্তানের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি সরবরাহ করে। ফলের গুণাগুণ ও পুষ্টির বৈচিত্র্যতা নির্ভর করে মাটি, বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর, যার জন্য পৃথিবীর সব দেশে একরকম ফল পাওয়া যায় না। তবে প্রতিটি দেশই বিশেষ কিছু ফলের জন্য বিখ্যাত। ফুল ফলের ও অন্যান্য বস্তুর বিভিন্নতা ভূ-পৃষ্ঠকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন এবং মানব সন্তানের চাহিদার বিভিন্নতায় শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি সাধনের জন্য অন্যতম ব্যবস্থা। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহ ও শক্তির আরেকটি উদাহরণ। কারণ

www.amarboi.org

একরকম মাটি ও পানির সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা উৎপাদন করেন বিভিন্ন ধরনের ফল-মূল, যা মানুষের নানাবিধ চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। বিস্ময়কর বিষয় একই জমিতে উৎপাদিত পাশাপাশি দুই গাছের ফল স্বাদে, গন্ধে, দেখতে বিভিন্ন রং ও ব্যবহারেও দুই রকম। আবার গাছ পালাও জন্মায় বিভিন্ন রংয়ের, মাপের এবং বলিষ্ঠতা নিয়ে। যাদের ব্যবহার মানুষের প্রয়োজনেও বিভিন্ন, যদিও তারা একই জমিতে ও পানি দিয়ে উৎপাদিত হয়। আর প্রত্যেক প্রকার ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, যাতে মানুষের প্রয়োজন মিটাতে মানুষের মতোই প্রজনন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ نف وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

"তিনিই ভূ-তলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। পৃথিবীতে রহিয়াছে পরস্পর সংলগ্ন ভূ-খণ্ড; উহাতে আছে দ্রাক্ষা কানন, শস্য ক্ষেত্র একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে এবং ফল হিসেবে উহাদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।" {*সূরা ১৩-রা'দ : আয়াত-৩-৪*}

মাস গণনা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা

সময়ের হিসাব, মাস গণনা ও বিশ্রাম মানব সন্তানের জীবন-যাপনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। এগুলোর সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছাড়া মানবের জীবন যাপন এবং সভ্যতার প্রগতি ও উন্নয়ন হয়ে যেত স্থবির। মানব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানের জন্য এমন একটি পদ্ধতির ব্যবস্থা করেছেন যা মানুষের ধরা-ছোয়ার বাইরে অথচ তারা মানবের সেবায় প্রতিমুহূর্তে নিয়োজিত থাকে। সূর্য, চন্দ্রকে যার যার কক্ষপথে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিন-রাত্রি পরিবর্তন, মাস

www.amarboi.org

গণনার ও মানব সন্তানের বিশ্রামের জন্য সুব্যবস্থা করেছেন। সূর্য-চন্দ্র এবং অন্যান্য নক্ষত্ররাজি কেউ কারও নাগাল পায় না এবং কারও কাজে হস্তক্ষেপ করে না। এরা সকলেই মানুষের পার্থিব জীবনকে সহজ করার জন্য নিয়োজিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার আদেশে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হাজার কোটি বছর ধরে একই নিয়মে তারা সঠিকভাবে পালন করে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ ج يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন এবং উহার মনযিল [*চাঁদের বিভিন্ন আকার*] নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার [*এজন্যই ইসলামী ক্যালেন্ডার ও বৎসরের গণনা চাঁদের মাসের ভিত্তিতে করা হয়*]। আল্লাহ তা'আলা ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।" {*সূরা ১০-ইউনুস : আয়াত-৫*}

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ.

"তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি, উহাতে তোমাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিবস দেখিবার জন্য, যে সম্প্রদায় কথা শোনে নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য ইহাতে আছে নিদর্শন।" {*সূরা ১০-ইউনুস : আয়াত-৬৭*}

تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا.

"কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র [*বড় তারকা রাজি*] সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাতে [*মহাশূন্যে*] রাখিয়াছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র।" {*সূরা ২৫-ফুরকান : আয়াত-৬১*}

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ. لاَ الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ.

"এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন "মনযিল" অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র, পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে।" {*সূরা ৩৬-ইয়াসিন : আয়াত-৩৯-৪০*}

www.amarboi.org

উল্লিখিত আয়াতে সূর্য ও চন্দ্রের কাজ কি এবং কিভাবে তারা দায়িত্ব পালন করছে, সেটি আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীর সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে মানব জাতির আগমনের পর থেকে আজ পর্যন্ত মানব জাতির সেবায় তাদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যতিক্রম হয়নি কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে না। একমাত্র মানব জাতির সুবিধার জন্য এবং তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্যই এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلاً.

"আমি রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুই'টি নিদর্শন; রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত [*অন্ধকার*] করিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করিয়াছি যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব স্থির করিতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।" {*সূরা ১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-১২*}

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, মানুষের জন্যই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী ও তার নিকটবর্তী আকাশকে শোভিত করেছেন। তদুপরি ভূ-পৃষ্ঠকে করেছেন ফুলে ফলে সবুজে ভরা, পাহাড়-পর্বত ও নদী-নালা সাগরে পরিবেষ্টিত একটি বৈচিত্র্যময় মনোরম বাগান যার তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছে মানব সন্তান। তাই সুনিশ্চিত করে বলা যায়, মানব সন্তানের জন্য প্রথমে এই সুন্দর শোভিত বাগান প্রস্তুত রেখেই আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

اَلَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ.

"যিনি তাহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে [*পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী এবং তার মধ্যে সব কিছু*] সৃজন করিয়াছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম হইতে মানব সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন।" {সূরা ৩২-সিজদাহ : আয়াত-৭}

মানুষের জন্য তৈরি ভূ-পৃষ্ঠের এবং আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত সব বস্তু শান্তিপূর্ণভাবে একটি সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলাই এগুলোর নিয়ন্ত্রণে পরিচালক যাতে মানব জাতি পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য এবং তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা

www.amarboi.org

আল-কুরআনে মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমরা অবাধ্য হয়ে এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে ঔদ্ধত্যের সাথে নষ্ট করো না। বরং আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, তার আদেশ মান এবং বিনীত অন্তরে এই সমস্ত নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় কর। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ. وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না। দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের পর উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না, তাহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাকিবে। আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।" {*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-৫৫-৫৬*}

শান্তি ভঙ্গ করা যে কোন বিষয়েই হতে পারে, অযথা যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হওয়া, নিরীহ মানুষ হত্যা করা, ক্ষমতার মোহে নিজেদের মধ্যে মারামারি, সন্ত্রাস সৃষ্টি করার প্রয়াসে ধন-সম্পদ নষ্ট ও মানুষের জীবনহানির মাধ্যমে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করে বসবাসের জন্য অনুপযোগী করা ইত্যাদি। এখন দেখা যাক আল্লাহ তা'আলা কেন মানব জাতিকে এই সুন্দর শস্যশ্যামলা সবুজ বনরাজিতে পরিবেষ্টিত ফুলে ফলে শোভিত, সাগর-মহাসাগর, নদী-নালা ও পাহাড়-পর্বতে এবং অন্যান্য নিয়ামতে ভরপুর ভূ-পৃষ্ঠের সাজানো বাগানে পাঠিয়েছেন?

উপরোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরকে তিনভাগে বিভক্ত করা করা যায়। (১) খলীফা হিসেবে, (২) ইসলামী মূল্যবোধে আরোপিত বিধিবিধানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, (৩) অন্যদের কাছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত দ্বীনের দাওয়াত সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়া।

১) খলীফা হিসেবে প্রেরিত

মানব সন্তানকে বংশ পরম্পরায় প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে এই সত্য সম্পর্কে আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরায় একাধিকবার উল্লেখ করে মানব জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত করেছেন। যাতে মানব সন্তানরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন তাদেরকে কেন পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এর পেছনে আল্লাহ তা'আলার কী উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। আদমকে (আ.) সৃষ্টি করার পূর্বে পৃথিবীতে খলীফা বা প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ফিরিশতাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন,

www.amarboi.org

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

"স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি, তাহারা বলিল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে? আমরাইতো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বলিলেন, 'আমি জানি যাহা তোমরা তাহা জান না।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৩০*}

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, মানুষ সৃষ্টি এবং মানব জাতি নিয়ে আল্লাহ তা'আলার যে উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা ছিল সে সম্বন্ধে ফিরিশতাদের কোন জ্ঞান ছিল না। কারণ ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যা শিক্ষা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত জ্ঞান তাদের নেই, পরবর্তী আয়াত থেকে এটি আরও পরিষ্কার হবে। খলীফা বা প্রতিনিধি শব্দের ব্যাখ্যায় আল-কুরআনের ইংরেজী অনুবাদক ও সংক্ষেপ ব্যাখ্যাকারী ডঃ মুহাম্মদ তাকি উদ্দিন আল- হিলালী এবং ডাঃ মুহাম্মদ মুহসিন খান বলেছেন, এই আয়াতে উল্লিখিত খলীফা বা প্রতিনিধি শব্দের অর্থ হচ্ছে যে, পৃথিবীতে আদম সন্তান বংশ পরম্পর একদল অন্যদলের অবর্তমানে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন অর্থাৎ [generation after generation] একদল পৃথিবী হতে বিদায় নিবেন, অন্যদল তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পূর্ববর্তীদের মতো প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন। তাই পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে এবং আকাশমণ্ডলীকে সুশোভিতভাবে সাজিয়েছেন। আদম সন্তানের বংশ পরম্পর প্রতিনিধিত্বের কাজকে সহজ করার জন্য ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত সব কিছুর উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ দিয়েছেন। এ কারণেই আল-কুরআনের ব্যাখ্যাকারী সৈয়দ কুতুব (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মানব জাতি হলো পৃথিবীর বুকে সব কিছুর উপরে একজন কর্তৃত্বকারী বা master। কারণ সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষকেই পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করার মহাদায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। যাতে যুগ যুগ ধরে তাদের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত আসমানী কিতাবে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। মানুষেরা এই মহাদায়িত্ব পালনের ভেতর দিয়েই অর্জন করবে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য এবং পরকালের মহাপুরস্কার

www.amarboi.org

অনাদিকালের জন্য শান্তিপূর্ণ জীবন বেহেশত। প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা ও গুরুত্ব বাড়ানোর প্রয়াসে সৃষ্টির শুরুতেই মানব জাতির পিতা আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়া [*যে সমস্ত জিনিসের নাম ফিরিশতারা জানতেন না*] ফিরিশতাদের দিয়ে সিজদা করিয়ে অন্যান্য সৃষ্টির উপর আদম সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. قَالُوْا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۡ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

"এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[*তারা যে প্রশ্ন করেছিলেন সে ব্যাপারে*] তাহারা বলিল, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নাই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। তিনি বলিলেন, 'হে আদম! তাহাদেরকে এই সকল নাম বলিয়া দাও।' যখন সে তাহাদেরকে এই সকল নাম বলিয়া দিল, তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাহাও জানি।' যখন ফিরিশতাদের বলিলাম, 'আদমকে সিজদাহ কর, 'তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদাহ করিল, সে অমান্য করিল ও অহংকার করিল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৩১-৩৪*}

উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলার কাছে আদম সন্তানের মর্যাদা কতটুকু উপরে। আদম (আ.)-কে শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে তৈরি করে তার নশ্বর মাটির দেহে আল্লাহ তা'আলা নিজের থেকে "রূহ" ফুঁকে দিয়ে মানব হিসেবে সৃষ্টি করেন। মানব সন্তানের রূহ হচ্ছে পবিত্র, তাই স্বর্গে থেকে নাযিল করা আসমানী কিতাবের পবিত্র বাণী গ্রহণ করে তাওহীদে বিশ্বাস

www.amarboi.org

করার যোগ্যতা তার আছে। এজন্যই সব আদম সন্তানের প্রকৃতিতে ভালোগুণ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার যোগ্যতা ও প্রবণতা আছে। তাই আদম সন্তানের প্রকৃতি ও হৃদয়কে পরিশোধন করার জন্য দরকার হয় আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পবিত্র বাণীর নির্দেশ মেনে চলা। এইরূপে যোগ্যতাসম্পন্ন করে এবং বস্তুজগতের সব বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে এবং বিশ্বজাহানের সব কিছু মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেই পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার মহাদায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানের উপর অর্পণ করেছেন। তদুপরি আরও আর্কষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, শুধুমাত্র এই পৃথিবীর জীবনেই অন্য সৃষ্টির উপর মানুষের কর্তৃত্ব শেষ হবে না, বরং মৃত্যুর পর আখেরাতের জীবনেও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য মানুষরাই পাবেন পরম সুখময় প্রশান্তির চিরস্থায়ী বেহেশতী জীবন। সেখানেও অনন্তকালের জন্য তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কর্তৃত্ব বজায় থাকবে কারণ ফিরিশতা ও অন্যান্য আরও নয়নাভিরাম সৃষ্টি অহরহ মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকবে। এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনে মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং পরকালের সাফল্যে আদম সন্তানরা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের প্রয়াসে প্রতিপালকের নির্দেশিত বিধিবিধানে পৃথিবীতে শান্তি পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক কাঠামো, জীবন ধারণের জন্য ইমারা (চাষাবাদ) এবং মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ন্যায়নীতি ভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা রচনা করবেন। যেখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষই নিরাপদে বসবাস করার সুযোগ পাবেন। শান্তিপূর্ণ এই সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি কোন বাধাবিঘ্ন ছাড়া আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানে একমাত্র প্রভু আল্লাহ তা'আলার উপাসনা করতে পারবেন। এজন্যই মানব জাতির পিতা-মাতাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার সময় আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পরবর্তীতে নবী-রাসূলের সাহায্যে আসমানী কিতাব দিয়ে মানব সন্তানকে সরল সহজ পথে জীবন-যাপন ও হেদায়েতের জন্য নির্দেশনাবলী প্রদর্শন করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"আমি বলিলাম, 'তোমরা সকলে এখান হইতে নামিয়া যাও, পরে যখন আমার তরফ হইতে তোমাদের কাছে হেদায়েত [*নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব*] আসিবে, তখন যাহারা আমার নসীহত মানিবে, তাহাদের কোন ভয়ও নাই, শোকও নাই [*পরকালে তারা সুখময় জীবনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আপ্যায়িত হবেন।*" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৩৮*}

www.amarboi.org

প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে হাদীস থেকে আরও জানা যায়, *রাসূল (সা.) বলেছেন, "দুনিয়া অবশ্যই মিষ্টি ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়াতে তার প্রতিনিধি করেছেন। যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কেমন কাজ কর। কাজেই দুনিয়া থেকে বাঁচ {অসৎ কর্ম, অবিশ্বাস ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা কর} এবং নারীদের থেকেও বাঁচ {নারীরা হচ্ছেন মা, তবুও তারা হচ্ছেন পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় এবং যৌন প্রশান্তির উপাদান তাই পুরুষ নারীর প্রতি অত্যন্ত দুর্বল, নারীদের একটি বৃহত্তর অংশ সে সুযোগ নিতে চেষ্টা করেন}। কারণ বনী ইসরাঈলদের প্রথম ফিতনা নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল {মানব জাতির ইতিহাসে প্রথম আদম সন্তান হত্যাও হয়েছিল নারীকে কেন্দ্র করে}।" {সহীহ মুসলিম, ৬৬৯৯}*

যা হোক, সুষ্ঠু ন্যায়নীতিসম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার কাজে আদম সন্তানদের একজনকে অপরজনের উপর ধীশক্তি, বিদ্যাবুদ্ধি ও ধনে জনে সম্পদে প্রাধান্য দিয়েছেন। যাতে একজনের কর্তৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে অপরজন কাজ করে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে বংশ পরম্পর একে অন্যজনকে প্রতিনিধিত্বের কাজে সাহায্য করতে পারেন। এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে একজনকে অপরজনের উপর আধিপত্য দিয়েছেন এজন্যই যে, আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করে দেখতে চান কারা আল্লাহ তা'আলার এই মহা অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করে এবং স্বস্ব অবস্থানে সন্তুষ্ট থেকে প্রদত্ত কর্তৃত্ব যথাযথভাবে পালন করে অর্থাৎ মানব সন্তানের ধীশক্তি ও যোগ্যতায় শ্রেণীবিভাগ এবং প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হচ্ছে মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার মহাপরীক্ষা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ز وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং যাহা তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন; তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানে তৎপর এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।" {*সূরা ৬-আন'আম : আয়াত-১৬৫*}

উল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে যেমন উচ্চ সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তেমন পরস্পরের এবং ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি তাদের যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে তা অনস্বীকার্য। কাজেই সঠিকভাবে এই মহাদায়িত্ব পালনে আদম

www.amarboi.org

সন্তানরা জীবন যাপনের প্রতিক্ষেত্রেই এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। পার্থিব জীবনের সর্বত্র দেখা যায়, সমাজে যারা শিক্ষা, ধনে-জনে সম্পদে সমৃদ্ধ হন, তাদের মান-সম্মান ও দায়িত্ব পালনও হয় অন্যদের তুলনায় বহুগুনে বেশি। এজন্যই সাধারণ জনগণের তুলনায় তাদের কাজের জবাবদিহিতাও বেশি থাকে এবং শেষ বিচার দিবসে ধন-সম্পত্তির ও ক্ষমতা ব্যবহার এবং দায়িত্ব পালন সম্পর্কে তারা কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন। খলীফার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার যে জ্ঞান দরকার, তা নবী-রাসূলের মাধ্যমে আসমানী কিতাব প্রেরণ করে মানব সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা শিক্ষা দিয়েছেন।

নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব

খলীফার দায়িত্ব পালনের মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে। এই মহান উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তান সৃষ্টি করে খলীফার দায়িত্ব দিয়ে তাদের জন্য পৃথিবীর জীবনকে করেছেন মনোরম ও আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য। খলীফার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে প্রতিপালকের প্রদত্ত বিধিবিধানে আত্মসমর্পণ করা অনস্বীকার্য অর্থাৎ তার ইবাদত করা ব্যতিরেকে এই মহাদায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করা যাবে না। ইবাদত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ.

"এবং মানুষ ও জিনকে আমি এই জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা আমার ইবাদত করিবে।" *{সূরা ৫১-যারিয়াত : আয়াত-৫৬}*

আল্লাহ তা'আলার বান্দা হিসেবে, পার্থিব জীবন যাপনে মানবের কৃতকর্ম সবকিছুই হচ্ছে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। সঠিকভাবে ইবাদত করার জন্য দরকার হবে ন্যায়নীতিসম্পন্ন, ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য স্বচ্ছ, নির্ভুল এবং মানব সন্তানের প্রকৃতির সাথে সমন্বয় রক্ষার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির নির্ভুল কাঠামো তৈরি করতে এবং সুদৃঢ় ভিত্তির দিকনির্দেশনা একমাত্র তিনিই দিতে পারেন, যিনি মানব সন্তান ও তার প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা। কাজেই বলা বাহুল্য, আদম সন্তানের জীবন যাপনের জন্য সঠিক কোন পথনির্দেশ *{হেদায়েতের জন্য সত্যপথ এবং ইবাদতের জন্য বিধিনিষেধ}* ব্যতিরেকে মানব সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেননি এবং প্রতিনিধিত্বের মহাদায়িত্বও দেননি। সূরা আল-বাকারার ৩৮ নম্বর আয়াতে আদম সন্তানের জন্য এই পথনির্দেশ প্রেরণ করার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই পবিত্র প্রতিশ্রুতি

www.amarboi.org

রক্ষা করার প্রয়োজনে মানব জাতির কাছে আল্লাহ তা'আলা বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাদের সাথে জীবন যাপন ও হেদায়েতের জন্য সুনির্দিষ্ট মানচিত্র সম্বলিত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। যাতে তারা খলীফার দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে পারেন।

আসমানী কিতাবের মধ্যে তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবুর এবং আল-কুরআন অন্যতম। পূর্ববর্তীতে প্রেরিত নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের কথা আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আসমানী কিতাবসমূহ এবং নবী-রাসূলের মাধ্যমে বিধিবিধান পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে কারা বিশ্বাস করেন এবং একমাত্র প্রভু ও প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণী হিসেবে তার ইবাদত করে। পরীক্ষার ব্যাপারে পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক উদাহরণ থেকে উল্লেখ্য যে, কাউকে কোন ব্যাপারে পরীক্ষা করতে দরকার হয় কমপক্ষে দুইটি প্রতিপক্ষ অথবা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে ভালো-মন্দ বেছে নেওয়ায় পরীক্ষার্থীর পুরো স্বাধীনতা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো এবং অনুশাসন মেনে চলতে হয়। তা সত্ত্বেও পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীর অসদুপায় অবলম্বন করার স্বাধীনতা আছে যদিও পরীক্ষকের নজরে পড়লে পরীক্ষার্থীর জন্য ভয়ানক শাস্তির আদেশ আছে। পার্থিব জীবনে মানব সন্তান আল্লাহ তা'আলার নিয়োজিত প্রতিনিধি এবং একই সাথে পরীক্ষার্থী, আর প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা পর্যবেক্ষক এবং পরীক্ষক। তাই এই পরীক্ষায় নির্ধারিত সিলেবাস অনুসরণে প্রস্তুতি নিয়ে যারা অংশ গ্রহণ বা ইবাদত করবেন তারা পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে পরীক্ষকের কাছ থেকে উত্তম পুরস্কার পাবেন। এর ব্যতিক্রম হলে পরীক্ষার্থীরা হবেন অকৃতকার্য, খলীফার দায়িত্ব পালনে হবেন ব্যর্থ এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

খলীফার দায়িত্বের ব্যাপারে উদাহরণস্বরূপ আরও উল্লেখ্য যে, মানব সমাজের প্রতিটি দেশই অন্যদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা এবং বিদেশে অবস্থানকারী নাগরিকদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়, যাকে বলা হয় রাষ্ট্রদূত। রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের আদেশ এবং দেশের সংবিধানের বাধ্য থেকে কাজ করা। নিজ দেশের ধর্মীয় সংস্কৃতির, ভাষার ও কৃষ্টির ঐতিহ্য এবং দেশের ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রাখা। রাষ্ট্রদূতের ব্যক্তি ইচ্ছা ও স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও সরকারের আদেশকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যবহার করায় যদি দেশের বা সরকারের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যাহত হয় তাহলে রাষ্ট্রদূতকে

www.amarboi.org

সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয় নতুবা চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। অনুরূপ মানব সন্তান হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার নিয়োজিত প্রতিনিধি, যারা বংশ পরম্পরায় প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্রদূত যেমন সরকারের মনোনীত তেমন প্রতিনিধি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত, তাই রাষ্ট্রদূতের মতো প্রতিনিধিরাও আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধিবিধান অনুসারে কাজ করবেন। অন্যকথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হবে না। কাজেই প্রতিনিধিকে নিজ ব্যক্তি চাহিদা ও স্বাধীনতার উপর আল্লাহ তা'আলার আদেশকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ মানবকে প্রতিনিধি করার পেছনে আল্লাহ তা'আলার যে মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে তার সাফল্যে আর অন্য কোনো বিধিবিধান কার্যকর হবে না। এ কথা সূরা আল-বাকারার ৩৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধান উপেক্ষা করে নিজ প্রবৃত্তির চাহিদায় প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে চাইলে তারা রাষ্ট্রদূতের মতো অবশ্যই অকৃতকার্য হবেন। ফলে শেষ বিচার দিবসে তারা কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হয়ে যথাযথ প্রাপ্য [*পুরস্কার অথবা শাস্তি*] পাবেন। প্রতিনিধিরা যাতে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণে দায়িত্ব পালন করতে এবং আল্লাহ তা'আলার মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন, তার জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে জীবনাদর্শের উৎকৃষ্ট বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রদূতের মতোই প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। খলীফার দায়িত্ব পালন যেহেতু পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সেহেতু এ কাজে মানব সন্তানের স্বাধীনতা রয়েছে। এ কারণেই মানব সন্তানরা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত কিতাব এবং মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

মানব সন্তানকে চিন্তা-ভাবনা করার এবং ইচ্ছা শক্তিতে এবং ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়ে, পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষ হিসেবে শয়তানকে নিযুক্ত করে কিয়ামত পর্যন্ত তাকে জীবিত থাকার সুযোগ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। লেখকের *'মানবতার শত্রু কে'* বইয়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মর্তব্য যে, মানব সন্তানের চিন্তা-ভাবনা করার এবং ইচ্ছা শক্তিতে স্বাধীনতা থাকার কারণেই তারা ফিরিশতাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কারণ আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের অনেকেই আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য না হয়ে বরং আল্লাহ তা'আলাকে নিজের জীবন থেকে বেশি ভালবেসে তার প্রদত্ত বিধিবিধান মেনে খলীফার দায়িত্ব পালনে শয়তানের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিরামহীনভাবে সংগ্রাম করবেন। পার্থিব জীবনের সংকটময় পরিস্থিতিতে শত বাধাবিঘ্নে একমাত্র

www.amarboi.org

আল্লাহ তা'আলার ইবাদত তারা করবেন। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য, মানব সন্তানদের পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পিতামাতাকে ভালবেসে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই তারা অধিকাংশ সময় বাধ্য থাকার চেষ্টা করেন। এই সন্তানদের সব মানুষই ভালবাসেন এবং সর্বদা তাদের সুখ্যাতি করেন। ফিরিশতাদের চিন্তা-ভাবনা এবং ইচ্ছা শক্তিতে কোন স্বাধীনতা নেই, তাই তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। এ রকম প্রকৃতি দিয়েই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, কাজেই তাদের জন্য কোন পরীক্ষা নেই।

অতএব মানব প্রবৃত্তির স্বাধীনতা এবং শয়তান হচ্ছে মানব সন্তানের সহজাত প্রকৃতির প্রতিপক্ষ। শয়তান মানব সন্তানের স্বাধীন চিত্তের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিপরীতে জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করে, ফলে বহু মানব সন্তান আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়ে জীবন-যাপন করেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আসমানী কিতাব পাঠিয়ে মানব জাতিকে অবহিত করেছেন যে, প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে শয়তানের কুমন্ত্রণায় তারা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবেন [*এ ব্যাপারে 'মানবতার শত্রু কে' বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে*]। মানব জাতির শত্রু শয়তান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ. قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ.

"তিনি বলিলেন, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও [*বেহেশত হতে*] এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল। তিনি বলিলেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং তথা হইতেই তোমাদেরকে বাহির করিয়া আনা হইবে।" {*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-২৪-২৫*}

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ.

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

www.amarboi.org

"অতঃপর শয়তান তাহাদেরকে ধোঁকা দিয়া তাহারা যে সুখে বেহেশতে ছিল তাহা হইতে বাহির করিয়া দিল; আর আমি বলিলাম, 'তোমরা বেহেশত হইতে নামিয়া যাও, তোমরা [*আদম সন্তান ও শয়তান*] পরস্পরের দুশমন, দুনিয়াতে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করা আছে এবং কিছুকাল সেখানে ফল ভোগ করিতে হইবে। আমি বলিলাম, 'তোমরা সকলে এখান হইতে নামিয়া যাও, পরে যখন আমার তরফ হইতে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসিবে, তখন যাহারা আমার নসীহত মানিবে, তাহাদের কোন ভয়ও নাই, শোকও নাই।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৩৬, ৩৮*}

উপরোক্ত আয়াতে মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শয়তান হচ্ছে তাদের চিরশত্রু, প্রধানশত্রু অর্থাৎ প্রতিপক্ষ। পৃথিবীতে মানব সন্তান স্বল্পকালের জন্য বসবাস করবে। প্রতিপক্ষ শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাদেরকে আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূলের মাধ্যমে সৎপথ দেখানো হবে। আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত সৎপথ ও জীবনের জন্য সঠিক নির্দেশনা পালনে প্রতিপক্ষ হিসেবে শয়তান যে বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করবে, সে বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করাই হচ্ছে মানব জাতির জন্য মহাপরীক্ষা। তাই মানব সন্তানকে শয়তানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা পুনঃপুনঃ সতর্ক করেছেন। মানব জাতির পিতা-মাতার উপমা দিয়ে শয়তান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ط اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

"হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল, তাহাদেরকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে এবং তাহার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদেরকে দেখিতে পাও না; যাহারা ঈমান আনে না শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক করিয়াছি।" {*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-২৭*}

এই পবিত্র আয়াতে আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে সতর্ক করেছেন যে, শয়তান এবং তার দল [*জিনজাতির মধ্যে যারা শয়তানের অনুগত, আর জিনজাতি হচ্ছে*

www.amarboi.org

অদৃশ্য] তোমাদেরকে যেভাবে দেখতে পায় কিন্তু তোমরা তাদেরকে সেভাবে দেখতে পাও না। তাই তোমাদের জীবন যাপনে সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধান অনুসারে না করলে, শয়তানের কুমন্ত্রণায় অবশ্যই তোমরা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হবে। যে শত্রুকে মানুষ খালি চোখে দেখতে পায় না তাকে মানুষ কিভাবে উপেক্ষা করবে? এটি একটি ন্যায্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তবে আসমানী কিতাবে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার আদেশ নির্দেশ ও বিধান অনুসরণ করলে মানুষ অবশ্যই শয়তানকে উপেক্ষা করতে পারবে কারণ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধানে বর্ণিত শয়তানের কার্যকলাপের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আদম সন্তানরা বুঝতে পারবেন, এই প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে দিয়েছেন। এজন্যই আসমানী কিতাবের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা শয়তানের উদ্দেশ্য এবং কার্যকলাপের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে আদম সন্তানরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে শয়তান সম্পর্কে সতর্ক থাকতে পারেন। তদুপরি শয়তানের অবাধ্যতার কারণ এবং আদম সন্তানকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে তার অহংকার ও ঔদ্ধত্যমূলক উক্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আরও সতর্ক করেছেন। শয়তান শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অবাধ্য হয়ে অহংকারই দেখায়নি বরং সে সব মানব সন্তানকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে ঔদ্ধত্যের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। শয়তানের ঔদ্ধত্যমূলক উক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ۭ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۭ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ.

"সে *[শয়তান, ইবলিস]* বলিল, 'তুমি আমাকে শাস্তি দান করিলে, এই জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওত পাতিয়া থাকিব; অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিবই তাহাদিগের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না।" তিনি *[আল্লাহ তা'আলা]* বলিলেন, 'এই স্থান হইতে বিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও; মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।" *{সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-১৬-১৮}*

www.amarboi.org

অতএব আদম সন্তানরা প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের বিধিবিধান অবলম্বনে বংশ পরম্পরায় সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করার প্রয়োজনে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে প্রতিকাজে এই অদৃশ্য শত্রুর মোকাবেলা করছেন। যার জন্য মানব সন্তানের অধিকাংশই প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় স্বাধীন চিত্তের প্রভাবে প্রতিনিয়তই শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে অকৃতকার্য হচ্ছেন। আসমানী কিতাবের মধ্যে বর্তমানে তিনটি কিতাব মানুষের কাছে বিদ্যমান আছে। এদের মধ্যে আল-কুরআন সর্বশেষে নাযিলকৃত কিতাব যার মধ্যে পূর্ববর্তী কিতাবের সত্য সারাংশ সংযোজন করে মানব জাতির জন্য সঠিক পথনির্দেশ ও জীবন যাপনের উৎকৃষ্ট মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আল্লাহ। তাই একমাত্র এই কিতাবের মাধ্যমেই আদম সন্তানরা পেতে পারেন আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি এবং শয়তানের কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন রহমতে আশ্রয় পাওয়ার নিশ্চয়তা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلاً. وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلاَ يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّ خَسَارًا.

"নিশ্চয়, আমার অনুগত বান্দাদের [*যারা আল-কুরআনে বিশ্বাসী এবং তদনুসারে জীবন যাপন করে*] উপর তোমার [*শয়তানের*] কোন ক্ষমতাই নাই' এবং তোমার প্রভু যথেষ্ট কার্যসম্পাদক [*রক্ষাকারী হিসেবে*]; এবং বল, 'সত্য [*আল-কুরআনের বিধান*] আসিয়াছে এবং মিথ্যা [*শয়তানের উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা*] লোপ পাইয়াছে, কেননা মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য [*আল্লাহ তা'আলার বিধান ও শক্তির কাছে সব শক্তিই পরাজিত হতে বাধ্য*]।' আমি কুরআনে এমন জিনিস নাযিল করি, যাহা মুমিনগণের জন্য আরোগ্য ও অনুগ্রহ আনয়ন করে কিন্তু অত্যাচারীদের ক্ষতির উপর ক্ষতি বাড়াইয়া দেয়।" {*সূরা ১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৬৫, ৮১, ৮২*}

অতএব বলাবাহুল্য যে, আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষিত কিতাব আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধান অর্থাৎ ইসলামী জীবনাদর্শ অনুসরণ না করলে, আদম সন্তানরা প্রতিনিধিত্বের গুরু দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন না। এমন কি আল-কুরআনে বিশ্বাসী হয়েও বর্তমানে মুসলিম উম্মত শাসনকার্যে ও জীবন যাপনে আল-কুরআনে বর্ণিত মূল্যবোধকে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বকে গুরুত্ব না দেয়ায় তারা বিশ্ব রাজনীতিতে হীনতম অবস্থায় অবস্থান করে মুসলিমদের জন্য

www.amarboi.org

ফলপ্রসূ কোনো ভূমিকা রাখতে পারছেন না। প্রায় সব মুসলিম দেশই রাষ্ট্র শাসনের দায়িত্ব ক্ষমতা লোভীদের আধিপত্যে থাকায়, সার্বিক পরিস্থিতি হয়েছে স্থিতিশীলহীন, তাই সামাজিকভাবেও মুসলিমরা অশান্তিতে, অস্থিরতায় জীবন যাপন করছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলাদেশ এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুসলিম উম্মত ভুলে গেছেন যে, দেশ শাসনে আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধানকে উপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে তার সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা। এভাবে মুসলিম উম্মত রাজনৈতিক পরিসরে শিরকে জড়িত হয়েছেন।

মানব সন্তানের যোগ্যতা এবং খলীফার দায়িত্ব

ভাষায় ব্যক্ত এবং লিখে প্রকাশ করার শক্তি

ভাষায় এবং লিখে প্রকাশ করার যোগ্যতা একমাত্র মানব ছাড়া আর কারও নেই। জীবপ্রাণীর সকলেরই শ্রবণ করার এবং দৃষ্টি শক্তি আছে বরং মানবের তুলনায় বিশেষ কিছু জীবপ্রাণীর যেমন, হরিণের শ্রবণ, রাত্রে বিড়ালের দৃষ্টি এবং কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর। তবে তারা কেউ মানবের মতো কথা বলতে পারে না। অতএব বাকশক্তি এবং লিখে প্রকাশ করার শক্তিই মানবকে করেছে সৃষ্টিজগতে সেরা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার মনোনীত প্রতিনিধি, যাদের সেবায় সৃষ্টি জগতের বাকী সকলেই নিয়োজিত আছে। এ জন্যই খলিফা হিসেবে মানবের দায়িত্ব পালন উল্লেখ্য। তাই বলা বাহুল্য, প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য মানুষ যাতে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধান ও আসমানী কিতাব বুঝে ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করে তদনুযায়ী জীবন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তদুপরি আসমানী কিতাব অধ্যয়ন করে, পরস্পরের সহযোগিতায় শয়তানের কুচক্র থেকে দূরে থাকতে পারে, তার জন্যও আল্লাহ তা'আলা একমাত্র মানুষকেই কথা বলার শক্তি দিয়ে ভাষা প্রকাশ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধান অনুসরণে সঠিকভাবে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন অবশ্যই শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত সৃষ্টি এবং বস্তুর মধ্যে একমাত্র মানুষই চোখে দেখে, কানে শ্রবণ করে ও হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, তা ভাষায় লিখে এবং কথায় প্রকাশ করে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। তাই একমাত্র মানুষই তাদের সামাজিক নিয়মাবলী ও রাজনৈতিক কাঠামো ভাষায় লিপিবদ্ধ করে আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে পারে। যাতে আগামী প্রজন্মের প্রতিনিধিদেরকে পারিবারিক, সামাজিক জীবনের সংগঠন ও রাজনৈতিক কাঠামো একেবারে গোড়া থেকে আবার শুরু করতে না হয়। ভবিষৎ প্রজন্মরা শুধুমাত্র তাদের সময়ের প্রয়োজনে সামান্য রদবদল করে

www.amarboi.org

সংগঠনের মূলভিত্তি ও আসল কাঠামো ঠিক রেখে প্রতিনিধিত্বের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে পারে। ভাষা শিক্ষা ও অন্যান্য ইন্দ্রীয় যেমন শ্রবণশক্তি, চোখে দেখা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

"তিনি তাহাকে [*মানুষকে*] শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে।" {*সূরা ৫৫-রহমান : আয়াত-৪*}

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ.

"যিনি কলম দ্বারা লিখিতে শিখাইয়াছেন।" {*সূরা ৯৬-আলাক : আয়াত-৪*}

ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ.

"পরে তিনি উহাকে [*মানুষকে*] করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাহার নিকট হইতে এবং তোমাদেরকে দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" {*সূরা ৩২-সিজদাহ : আয়াত-৯*}

উল্লিখিত যোগ্যতা হচ্ছে মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামত। আদম সন্তানদের পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই নিয়ামত দিয়ে তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। যা প্রতিনিধিত্বের গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ز نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا. اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا.

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য; এই জন্য আমি তাহাকে করিয়াছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাহাকে পথের নির্দেশ [আসমানী কিতাব দিয়ে] দিয়াছি হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ [নিজ স্বাধীন চিন্তের প্রভাবে] হইবে।" {সূরা ৭৬-ইন্‌সান : আয়াত-২-৩}

যা হোক উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্ট যে, মানুষ স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার যোগ্যতা ব্যবহারে এবং প্রবৃত্তির চাহিদার প্রভাবে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারেন আবার শয়তানের মতো

www.amarboi.org

অবাধ্য হয়ে অহংবোধে অকৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে এটি প্রমাণিত হয়েছে যেমন, মানব সন্তানের একদল পূর্ববর্তীতে প্রেরিত সকল আসমানী কিতাব এবং আল-কুরআনে বিশ্বাসী হয়ে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার দলে যোগ দিয়েছেন, আর বাকী সকলে স্বাধীন চিত্তের প্রভাবে অদৃশ্য শয়তানের কুমন্ত্রণায় অনুপ্রাণিত হয়ে অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে শয়তানের দলে যোগ দিয়েছেন। উল্লিখিত দুই দলের চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ط اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"তুমি এমন লোক দেখিবে না, যে লোক আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনার পর সেই লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে যে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে, যদিও তাহারা তাহাদের পিতা কিংবা পুত্র কিংবা ভাই আত্মীয়-স্বজন হয়। ইহাদের অন্তরেই আল্লাহ ঈমান লিখিয়া রাখিয়াছেন [*ব্যবহারিক জীবনে কাজ-কর্ম দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে তারা সত্যিকারে বিশ্বাসী*] এবং নিজের তরফ হইতে রূহের শক্তি [*সৎপথে থেকে ন্যায়নীতি মেনে চলার শক্তি*] দান করিয়াছেন এবং তিনি তাহাদেরকে এমন বেহেশতে দাখিল করিবেন যাহার নীচে দিয়া নহর সকল বহিতেছে, তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহারাই আল্লাহর দল। মনে রাখিও যে, আল্লাহর দলই সফল হইবে।" {*সূরা ৫৮-মুজাদিলা : অয়াত-২২*}

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ز وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

www.amarboi.org

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ۔ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ.

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۔ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۔ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

"হে মুহাম্মদ! তুমি কি সেই সকল লোককে দেখ নাই, যাহারা ঐ সকল লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছে যাহাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ নাযিল [*রাগ*] করিয়াছেন? তাহারা [*মুনাফিকরা*] তোমাদের অন্তর্ভুক্ত আপন লোক [*মুমিন*] নহে, পুরোপুরি তোমাদের বিপক্ষদের অন্তর্ভুক্তও নহে, কিন্তু তাহারা জানিয়া-শুনিয়াও তোমাদের সহিত মিথ্যা কসম করে। আল্লাহ তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহারা যাহা করিতেছে তাহা অবশ্যই অতি মন্দ কাজ। তাহারা তাহাদের নিজেদের কসমকে তাহাদের কু-কাজের ঢালরূপে ব্যবহার করিতেছে, এইরূপে তাহারা লোকজনকে আল্লাহর পথ হইতে নিবৃত্ত করিতেছে। অবশেষে তাহাদের জন্য অত্যন্ত অপমানকর শাস্তি আছে। তাহাদের ধন-সম্পদ ও অর্থ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি তাহাদের উপর হইতে আল্লাহর আযাব কিছুমাত্র নিবারণ করিতে পারিবে না, ইহারাই দোজখের অধিবাসী, তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। যে দিবসে আল্লাহ তাহাদের সকলকে [মরণের পর] উঠাইবেন, তখন তাহারা তাহার সামনে কসম করিবে যে, তাহারা ঈমানদার, যেমন তাহারা এখন তোমাদের সামনেও হলফ করিয়া বলিতেছে যে, তাহারা ঈমান আনিয়াছে। যদিও আসলে ঈমান আনে নাই, তবুও তাহারা মনে করে যে, তাহারা ঠিক পথে আছে। সাবধান! তাহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও কুপথগামী। তাহাদের উপর শয়তান প্রবল হইয়াছে এবং তাহাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলাইয়া দিয়াছে। ইহারা অবশ্য শয়তানের দল। সাবধান! শয়তানের দলই বরবাদ হইয়া যাইবে।" {*সূরা ৫৮-মুজাদালা : আয়াত-১৪-১৯*}

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, মানব সন্তান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত প্রতিনিধি হয়েও দুই দলে বিভক্ত হয়েছে, যদিও তাদের জন্য এটি গর্হিত অন্যায়। একদল আল্লাহ তা'আলাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছে। তারা একমাত্র উপাস্য আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অন্য বস্তুর অথবা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য বস্তুকে শরীক স্থির করে তার ইবাদত করছে। অথচ প্রতিনিধি হিসেবে সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার আদেশে বাধ্য থাকার এবং আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ করে তার প্রদত্ত বিধিবিধানে জীবন যাপন করায় তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। তাই বলাবাহুল্য, মানব জাতির একদল প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা হারিয়েছে কারণ তারা শয়তানের দলে যোগ দিয়ে শয়তানের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করায় ব্রতী হয়েছে। এমতাবস্থায়, যারা বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ তা'আলার দলে যোগ দিয়েছে তারাই প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন হয়েছে। এজন্যই তাদের [মুসলিমদের] মানব জাতির প্রতি গুরুদায়িত্ব রয়েছে। বর্তমানে মানব জাতির মধ্যে একটি দলই আছে যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে, শেষ রাসূলে এবং সব আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী, তারাই হচ্ছে আত্মসমর্পণকারী [*মুসলিম*]। মুসলিম জাতিকে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির উপর সাক্ষী হিসেবে নিয়োজিত করেছেন তাই মুসলিম জাতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে মানব জাতির কাছে ইসলামের তথা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ এবং আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ও প্রতিষ্ঠিত পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের সুসংবাদ পৌঁছে দেয়া। মানব জাতির উপর সাক্ষী প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

"এইভাবে আমি তোমাদেরকে [*সত্যিকারে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)*] এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ হইবে [*শেষ বিচার দিনে*]---।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-১৪৩*}

উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত আরবী শব্দ 'ওয়াসাতকে' বাংলায় মধ্যপন্থী [*চরম ও নরমপন্থীর মধ্যবর্তী অর্থাৎ ভারসাম্য*] শব্দ দিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে, আর ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয় 'Just (a best nation)' এর সমর্থনে হাদীস, The Messenger (SA) said, "The Wasat means the Adl (just). You will be summoned to testify that Nuh has conveyed (his Message), and I will attest to your testimony."{*Ahmad 3:32; Ibn Kathir, Vol. 1, Page/424*}

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয়টি রাসূলের (সা.) হাদীস থেকে আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যায়: Allah's Messenger (SA) said: "Noah will be called on the Day of Resurrection and he will say, '*Labbaik and Sa'daik*, {*I respond to your call and I am obedient to Your Orders*} O my Lord!' Allah will say, 'Did you convey Our Message of Islamic Monotheism?" Noah, will say,

www.amarboi.org

'Yes'. His nation will then be asked, 'Did he convey Our Message of Islamic Monotheism to you?' They will say, 'No warner came to us.' Then Allah will say {to Noah}, 'Who will bear witness in your favour?' He will say, 'Muhammad (SA) and his followers.' So they {*i.e. Muslims*} will testify that he conveyed the Message- and the Messenger {*Muhammad (SA)*} will be a witness over you, and that is what is meant by the Statement of Allah (SWT): We made you [*true Muslims- real believers of Islamic Monotheism, true followers of the Messenger of Allah, Muhammad (SA) and his Sunnah {legal ways}*] a just {*a balanced, and just*} nation that will be witness over mankind and the Messenger {*Muhammad (SA)*} will be a witness over you." {*Sahee Al-Bukhari, Vol. 6, Hadith No. 14*}

শুধুমাত্র নূহ (আ.) পক্ষেই নয়, বরং সকল নবী-রাসূলদের পক্ষেই মুসলিমরা সাক্ষ্য দিবেন। এ ব্যাপারেও হাদীস উল্লেখ করা হলো:

"The Prophet would come on the Day of Resurrection with two or more people (*his only followers!*), and his people would also be summoned and asked, 'Has he (*their Prophet*) conveyed (*the Message*) to you? They would say, No.' He would be asked, 'Who testifies for you?' He would say, 'Muhammad and his Ummah.' Muhammad and his Ummah would then be summoned and asked, 'Has he conveyed (*the Message*) to his people?' They would say, Yes.' They would be asked, 'Who told you that?' They would say, 'Our Messenger (*Muhammad*) came to us and told us that the Prophets have conveyed (*their Messages*)."{*Ahmad 3:58; Ibn kathir, Vol. 1, Page 426*}

উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীসের আলোকে বলা যায়, প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণরূপে মুসলিম জাতির উপর অর্পিত হয়েছে কারণ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে এবং প্রদত্ত জীবন বিধানে বিশ্বাসী হিসেবে মানব জাতির মধ্যে একমাত্র তারাই ন্যায়নীতি সম্পন্ন মানব প্রকৃতির সাথে সমন্বয়যোগ্য এবং মানব জাতির জন্য ন্যায়বিচারের সুশাসন প্রতিষ্ঠার দলিলের [*আল-কুরআন এবং সুন্নাহ*] বাহক হয়েছেন। ইতোপূর্বে এই মহাদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল বনী ইসরাঈলীদের উপর কারণ তারাই ছিল তখন মুসলিম জাতি। ইব্রাহীম (আ.) পর থেকে শেষ রাসূল (সা.) আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সব নবী-রাসূল মনোনীত হয়েছিলেন ইয়াকুব (আ.)

www.amarboi.org

এর বংশ থেকে। ইয়াকুব (আ.) এর ১২জন পুত্র সন্তানের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলীদের ১২ গোত্রের পত্তন হয়। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলীদের প্রতি অতিশয় দয়াবান ছিলেন, তাদের পুনঃপুনঃ অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা করেছেন, তবে শেষ রাসূলের (সা.) প্রতি তাদের হিংসা, বিদ্বেষ, অসহযোগিতা, বৈরীভাব এবং রাসূল হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করায়, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাগ হয়ে তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। আর মুসলিমদের মানব জাতির উপর দায়িত্ব পালনে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। মানব জাতির উপর বনী ইসরাঈলীদের সম্মানিত করে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.

"হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যাদ্বারা [*সব নবী-রাসূল তাদের মধ্যে থেকে প্রেরিত হয়েছেন*] আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম। হে ইসরাঈল-সন্তানরা! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং বিশ্বে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৪৭, ১২২*}

সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ জাতি এবং প্রতিনিধি হিসেবে তারা আল্লাহ তা'আলার দ্বীন [*প্রদত্ত বিধান*] সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন। অথচ কোন অঙ্গীকারই তারা সঠিকভাবে রক্ষা করেননি বরং অঙ্গীকারের বিপরীতে কাজ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ ز وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ.

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ.

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلآَءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ

www.amarboi.org

عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

"স্মরণ কর, যখন বনী ইসরাঈলদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে এবং মানুষের সহিত সদালাপ করিবে, সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত দিবে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলে- যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করিবে না এবং আপনজনকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিবে না, অতঃপর তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে, আর এই বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী" [*মূসা (আ.) মাধ্যমে তারা অঙ্গীকার করেছিল, তাই আসমানী কিতাব তাওরাতের সাহায্যে তারা এ ব্যাপারে সাক্ষী*]। **তোমরাই তাহারা অতঃপর একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতেছ, তোমরা নিজেরা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছ এবং তাহারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও; অথচ তাহাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল*** [*নিজেদের মধ্যে মারামারি করা নিষিদ্ধ ছিল*]। **তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন। তাহারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে; সুতরাং তাহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহারা কোন সাহায্যও পাইবে না।"** {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৮৩-৮৬*}

[* আওস ও খাযরাজ নামক দুই আরবীয় গোত্র ছিল মদীনার অধিবাসী এবং বানু কুরায়জা, বানু কায়নুকা ও বানু নাদীর ইয়াহুদী গোত্রত্রয়ও মদীনায় বাস করতো। আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ-কলহ প্রায়ই সংঘটিত হতো। এই সব যুদ্ধে উসকানি দেয়া এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

www.amarboi.org

নিজেদের সুযোগ-সুবিধা মতো মদদ দেয়াই ছিল ইয়াহুদীদের নীতি এবং সুযোগ বুঝে তারাও আরবীয়দের সমর্থন করতে গিয়ে ইয়াহুদীর গোত্রও পরস্পরের শত্রু হয়ে যেত। বিনিময়ে তাহারা যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদের অংশ পাইতো। তদুপরি তাহারা পরাজিতদের {*অন্যগোত্রের সদস্য হলেও তারা ছিল ইয়াহুদী*} দেশ থেকে বহিষ্কার করতো। কিন্তু ধার্মিকতা প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধবন্দি মুক্ত করতে ঘটা করে তারা চাঁদা দিত। অথচ যুদ্ধ না করার এবং অযথা নির্বাসন না দেয়ায় তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল।]

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ط قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ز وَ اُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

"স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলাম {*বলিয়াছিলাম*}, 'যাহা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর [*তাওরাতের বিধান*]।' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম [*মুখে স্বীকার করলেও অন্তরে বিশ্বাস করেনি*]। ইহা কি এমনরূপ নয়, যখনই তাহারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে তখনই তাহাদের কোন একদল তাহা ভঙ্গ করিয়াছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৯৩, ১০০*}

উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, তাদের অধিকাংশই সত্যিকারার্থে প্রতিটি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল। এইক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বর্তমানে মুসলিম জাতিও ইয়াহুদীদের মতোই নিজেরা ঝগড়া-বিবাদে জড়িত আছেন। অধিকাংশই নামায পড়ে না, যাকাত আদায় করে না, ইসলামী মূল্যবোধের কোনো গুরুত্ব দেন না অথচ মুসলিমরাও ইসলামী বিধিনিষেধ সম্পূর্ণরূপে নিজের জীবন যাপনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ইয়াহুদীদের মতোই অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন। যা হোক, ইয়াহুদীরা প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন তদুপরি আল-কুরআনের পবিত্র বাণীর উৎস এবং রাসূল (সা.) সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির সাথে রাসূল (সা.) নবুওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ط قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ. وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط

www.amarboi.org

بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"তাহারা [*ইয়াহুদীরা*] বলে, 'দিন কতক ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করিবে না [*তাদের ধারণা যে, তারা যেহেতু শ্রেষ্ঠ জাতি সেহেতু আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে সহজেই তারা মুক্তি পেয়ে যাবে*]।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহর নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছ; অতএব আল্লাহ তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন না কিংবা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জান না?' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত [*রাসূল (সা.) যে কথাই বলুন না কেন আমাদের হৃদয়ে তা প্রবেশ করবে না*], বরং সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ তাহাদেরকে লা'নত করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে এবং যখন তাহাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন, তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতি যাহা [*তাওরাত*] অবতীর্ণ হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি।' অথচ তাহা ব্যতীত সব কিছুই [*পরবর্তীতে যা নাযিল হয়েছে, যেমন আল-কুরআন এবং ইঞ্জীল*] তাহারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও উহা [*আল-কুরআন*] সত্য এবং যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহার [*তাওরাতের*] সমর্থক। বল, 'যদি তোমরা মু'মিন [*তাওরাতে প্রকৃত বিশ্বাসী*] হইতে তবে কেন তোমরা অতীতে নবীগণকে হত্যা [*যাকারিয়া ও ইয়াহিয়া (আ.) কে হত্যা করেছে এবং ঈসা (আ.) কেও হত্যা করার চেষ্টা করে*] করিয়াছিলে?" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৮০, ৮৮, ৯১*}

বনী ইসরাঈলীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও ক্ষমার কথা পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়ে উপদেশ দেয়ার পরও অধিকাংশ বনী-ইসরাঈলীদের হৃদয় ইসলামী দাওয়াত গ্রহণে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছিল এবং রাসূল (সা.) নবুওয়াত সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হওয়ার পরও ঔদ্ধত্যের সাথে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۗ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ۗ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۗ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

www.amarboi.org

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۭ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

"ইহার পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গেল, উহা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। পাথরও কতক এমন যে, উহা হইতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এমনরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর উহা হইতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন যাহা আল্লাহর ভয়ে ধসিয়া পড়ে এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন [*এই সমস্ত ইয়াহুদীর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ভয়ের কোন অবশিষ্ট নেই, তাই তারা পাথরের তুলনায় কঠিন হয়েছে*]। আমি যাহাদেরকে কিতাব দিয়াছি তাহারা [*খৃষ্টান ও ইয়াহুদী*] তাহাকে [*রাসূলকে (সা.)*] সেইরূপ জানে যেইরূপ তাহারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে এবং তাহাদের একদল জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপন করিয়া থাকে।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৭৪, ১৪৬*}

এ রকম অবাধ্য প্রকৃতি ও বৈপরীত্য চরিত্রের কারণেই তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ জাতি থেকে অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে, যার ফলে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন থেকেও তারা অব্যাহতি পেয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۤ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ.

"আর তাহারা [*ইয়াহুদীরা*] লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হইল ও তাহারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হইল। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহর আয়াতকে [*আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা নিদর্শন, নবী/রাসূল, কিতাব, প্রদত্ত বিধান ইত্যাদি*] অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিত। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করিবার জন্যই তাহাদের এই পরিণতি হইয়াছিল।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৬১*}

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ۭ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۭ

"ইয়াহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাতরুদ্ধ [*ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কৃপণ*]; উহারাই রুদ্ধহস্ত এবং উহারা যাহা বলে তজ্জন্য উহারা অভিশপ্ত এবং আল্লাহর উভয় হস্তই প্রসারিত; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন।" {*সূরা ৫-মায়িদা : আয়াত-৬৪*}

মুসলিমদের দায়িত্ব সম্পর্কে সূরা আল-বাকারাহর আয়াত নম্বর ১৪৩ [ইতোপূর্বে

www.amarboi.org

উল্লেখ করা হয়েছে] এবং সূরা আল-হজ, আয়াত নম্বর ৭৮ নাযিল করে মুসলিম উম্মতকে মানব জাতির উপর সাক্ষী হওয়ার সম্মান দিয়ে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ج فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

"এবং জিহাদ [*ইসলামী মূল্যবোধ মেনে সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সংগ্রাম*] কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত [*নিজের বিদ্যাবুদ্ধি, জান-মাল দিয়ে আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিনিষেধ অনুসরণে*]। তিনি তোমাদেরকে [*মুসলিমদের*] মনোনীত [*প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন প্রচার করতে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়নীতি সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা এবং অন্যায় অসৎ বাতিল ভ্রান্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ইত্যাদি*] করিয়াছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই। ইহা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত [*দ্বীন বা ধর্ম*]। তিনি [*আল্লাহ তা'আলা*] পূর্বে তোমাদের নামকরণ করিয়াছেন 'মুসলিম' [*পূর্ববর্তী সব নবী-রাসূলদের অনুসারীরা মুসলিম ছিল তাই বনী-ইসরাঈলীরাও ছিল মুসলিম জাতি*] এবং এই কিতাবেও [*আল-কুরআনে, আল-কুরআনে বিশ্বাসীরাও মুসলিম*]; যাহাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং [*দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য*] সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন [*আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস রাখ এবং সব বিষয়ে তার বিধান মেনে চল*] কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক [*মানুষের রচিত বিধান পরিত্যাগ কর, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তোমাদের আর কোন অভিভাবক নাই*], কত উত্তম অভিভাবক [*সব মানুষই প্রতিপালক, অভিভাবক আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও শক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল*] এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।" {*সূরা ২২-হজ : আয়াত-৭৮*}

এখন আলোচনা করা যাক মানব জাতির উপর সাক্ষী হিসেবে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে মুসলিমদের করণীয় কী। এই দায়িত্বকে চারটি বিভাগে ভাগ করা হলো: *১) আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা, ২) ইসলামী মূল্যবোধের অনুশাসনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা ৩) মানব জাতির কাছে ইসলামের দা'ওয়াত সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়া। ৪) ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছু রক্ষা করায় নেতৃত্ব দেয়া এবং সকলকে এ কাজে অনুপ্রাণিত করার দায়িত্ব।*

www.amarboi.org

(১) আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা

বিশ্বের প্রতিটি দেশই অন্যান্য দেশে একজন করে রাষ্ট্রদূত এবং জাতিসংঘে প্রতিনিধি পাঠিয়ে থাকে। এই রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিরা সর্বদাই নিজস্ব দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতি অনুগত থাকে এবং দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত ও অন্যদেশের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করতে নিজস্ব সরকারের নীতিগত কোন আদেশ তারা অমান্য করতে পারেন না। তবে কেউ যদি এর ব্যতিক্রম কিছু করেন তৎক্ষণাৎ তাকে দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় কারণ তার দ্বারা প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্য সফলভাবে চরিতার্থ করা আর সম্ভব হবে না। মানব জাতি হচ্ছে পৃথিবীতে প্রতিনিধি। তবে মানব জাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ আসমানী কিতাব [*আল-কুরআন*] অনুযায়ী মুসলিমরাই এখন মনোনীত প্রতিনিধি [*ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে*] কারণ একমাত্র তারাই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিনিষেধে আত্মসমর্পণকারী। তাই মুসলিম হিসেবে এবং পূর্বে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিনিধি হিসেবে তারা মালিকের [*আল্লাহ তা'আলার*] প্রদত্ত দিকনির্দেশনার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একমাত্র তার ইবাদত করা ছাড়া জীবন যাপন করতে পারেন না, অন্যথা তারা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে অকৃতকার্য হবেন। আল-কুরআনে মুসলিম উম্মত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ط

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎকার্যে নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।" {*সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-১১০*}

অতএব সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। ইসলামী মূল্যবোধে ইবাদত শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, জীবন যাপনের সবকাজই মুসলিমদের জন্য ইবাদত, কারণ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনই তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। আদম সন্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "ইল্লা লিইয়া'বুদুন (*অন্যকোনো উদ্দেশ্যে নয় বরং আল্লাহ তা'আলার ইবাদত*)" করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে [*সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত নং ৫৬, দ্রষ্টব্য*]। এ জন্যই বলা যায়, ইবাদত অর্থ জীবনের সর্বত্র আল্লাহ তা'আলার বাধ্য থাকা। পার্থিব জীবনে মানুষ সাধারণত সৎ

www.amarboi.org

ও অসৎ দুইটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় ন্যায়নীতি ও সৎপথের অনুসরণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত, আর অসৎপথের অনুসরণ হচ্ছে শয়তানের ইবাদত। ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পারো [*মুত্তাকীর চরিত্র সম্পর্কে পরবর্তী আয়াত থেকে বুঝা যাবে*]। পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করিলে, সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং মুত্তাকী।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-২১, ১৭৭*}

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর [*জীবনের সর্বত্র আল্লাহ-সচেতনতা অবলম্বন কর*] এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হইয়া কোন অবস্থায় মরিও না [*ঈমান নিয়ে মরতে চাইলে সর্বক্ষেত্রে সর্বদাই আল্লাহ-সচেতন থাকতে হবে কারণ কেউ জানে না মৃত্যু কখন এবং কোথায় হবে*]। এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু [*আল-কুরআন অর্থাৎ ইসলাম*] দৃঢ়ভাবে ধর [*জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ প্রয়োগ কর*] এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা।--- {*সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-১০২-১০৩*}

www.amarboi.org

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।" {*সূরা ৬-আন'আম : আয়াত-১৬২*}

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদাহ কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাহাতে সফলকাম হইতে পার।" {*সূরা ২-হজ : আয়াত-৭৭*}

ইবাদতের মধ্যে নিজের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন [*ঈমানের প্রথম স্তম্ভ*] করার পর, সর্বপ্রথম সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে নিজেকে, পরিবারের সদস্যদের নিয়মিতভাবে নামায আদায় করায় প্রতিষ্ঠিত করা। অতঃপর সমাজের ও দেশের মুসলিমদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অনুপ্রাণিত করা এবং সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কারণ ইবাদতের মধ্যে নামায এমন একটি ব্যবস্থা, যা প্রতিদিন পাঁচবেলা আদায় করতে হয়। তাই নামায একমাত্র ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার স্মরণ এবং তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। তদুপরি আবদ হিসেবে নামাযে সিজদা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করা হয়। নামায আবদকে অশ্লীল বা অসৎকার্য থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে কারণ একনিষ্ঠ হৃদয়ে নামায আদায় করতে চাইলে আল্লাহ তা'আলাকে অবশ্যই ভয়ভীতির সাথে স্মরণ করতে হবে। নামায আদায় করতে শারীরিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা নামায আদায়ের জন্য পূর্বাবশ্যক শর্ত। যার জন্য শরীর অপবিত্র [*স্বামী-স্ত্রীর যৌনসঙ্গমের পর, স্বপ্নদোষ, শরীর নিজের অথবা জীব-জন্তুর প্রস্রাব ও মল দিয়ে নোংরা হলে*] হলে, গোসল করে শরীর পবিত্র না করলে নামায পড়া যায় না। তদুপরি নামায পড়ার পূর্বাবশ্যক হিসেবে ওযু করতে হয়। এভাবে নামাযী সর্বদাই নিজের শরীর পবিত্র রাখতে পারেন তাতে শারীরিক সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং আত্মিক পরিশুদ্ধতা বজায় থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামায আদায়ের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বা অন্তর্জাগতিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করা এবং ছোট-ছোট পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে *আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেন। আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারোর ঘরের দরজায় যদি একটি নদী প্রবাহিত হতে থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করতে থাকে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? সাহাবারা বললেনঃ না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি (সা.) বললেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এটিই হচ্ছে*

www.amarboi.org

দৃষ্টান্ত। এ নামাযগুলির মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহ মুছে ফেলে দেন।" {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ৪৯৭}

একনিষ্ঠ হৃদয়ে নামায আদায় করার মাধ্যমে আবদের চরিত্র ও প্রবৃত্তি সততা, ন্যায়নীতি, শালীনতা, বিনয়ী, ধৈর্য, সহনশীলতা, উদারতা ও সমব্যথী গুণ দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (সা.)-এর প্রেমে আত্মত্যাগী হয়। মানুষের অভ্যন্তরীণ চরিত্র প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাই অভ্যন্তরীণ চরিত্রের পরিশুদ্ধতা পরকালের সাফল্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যা অর্জন করা যায় আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে, আর নামায হচ্ছে আত্মশুদ্ধির জন্য একটি অন্যতম ব্যবস্থা। আল্লাহ-সচেতন না হলে কেউ নামায আদায় করতে উদ্বুদ্ধ হয় না এবং আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ হতে পারেন না। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে হৃদয়কে পবিত্র করতে হয় কারণ সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ নয় বরং পবিত্র হৃদয়ই শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার কাছে বেশী গুরুত্ব পাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۙ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

"যে-দিন [*শেষ বিচার দিন*] ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসিবে না; সেদিন উপকৃত হইবে সে, যে আল্লাহর নিকট আসিবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ [*হৃদয়*] লইয়া।" {*সূরা ২৬-শু'আরা : আয়াত-৮৮-৮৯*}

এ কারণেই ইবাদতের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠিত করাকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে আল-কুরআনের বহু আয়াতে মু'মিনদের প্রতি পুনঃপুনঃ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.

"যখন তোমরা সালাত [*নামায*] সমাপ্ত করিবে তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করিবে; যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম [*প্রতিষ্ঠিত*] করিবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" {*সূরা ৪-নিসা : আয়াত-১০৩*}

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

www.amarboi.org

"তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব [*আল-কুরআন*] আবৃত্তি কর এবং সালাত কায়েম কর। সালাত বিরত রাখে অশ্লীল [*যৌন সংক্রান্ত বিষয়, নারী-পুরুষের দেহ প্রদর্শন, অসঙ্গত আচরণ ও কথাবার্তা ইত্যাদি*] ও মন্দকার্য হইতে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা জানেন।" {*সূরা ২৯-আনকা'বূত : আয়াত-৪৫*}

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

"তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করিবে আল্লাহর নিকট তাহা পাইবে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার দ্রষ্টা।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-১১০*}

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

"সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।" {*সূরা ১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭৮*}

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নামায আদায় করার গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে সতর্ক হয়। অথচ বর্তমানে মুসলিম উম্মতের একটি বৃহত্তর অংশ বনী ইসরাঈলীদের মতোই অবাধ্য হয়ে নামায আদায় করা থেকে বিরত আছেন। ইবাদতের শাখা-প্রশাখার অনেক কিছু তারা মেনে চলেন কিন্তু ইবাদতের মূল স্তম্ভ নামায তারা আদায় করেন না। তাই বলা বাহুল্য আল্লাহ তা'আলার আবদ হতে তারা অস্বীকার করেন কারণ ন্যায়নীতি অবলম্বন করার সাথে নামায আদায় না করলে কেউ আল্লাহ তা'আলার আবদ হতে পারবেন না। প্রকৃত আবদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا.

"রহমান"-এর [*আল্লাহ তা'আলার*] বান্দা [*আবদ বা গোলাম*] তাহারাই যাহারা নম্রভাবে চলাফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাহাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তাহারা বলে 'সালাম' [*তাদের চরিত্র হচ্ছে বিনয়ী আচরণ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দিয়ে পরিপূর্ণ*

www.amarboi.org

এবং ইসলাম অর্থ যে শান্তি, তারা তার প্রতিফলক এবং প্রতীক]। এবং তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হইয়া ও দণ্ডায়মান থাকিয়া [*নামায আদায় করে*]" {*সূরা ২৫-ফুরকান : আয়াত-৬৩-৬৪*}

পার্থিব জীবনে মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। তাই কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে সে ভালোভাবে জানে। ফলে কাজ সম্পাদন করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে যাতে কাজে সফলতা অর্জনে কোন প্রকার বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে না হয়। নামায থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য নামায পড়ার উদ্দেশ্য, উপকারিতা, মহত্ত্ব, তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝা প্রতিটি নামাযীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। অথচ মুসলিমদের অনেকেই এ ব্যাপারে মোটেই সতর্কতা অবলম্বন করেন না এবং নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন না। যার জন্য মুসলিমদের মধ্যে যারা নামায আদায় করার চেষ্টা করেন তাদের একটি অংশ নামায পড়ার উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব না বুঝে অসৎ অন্যায় কাজে জড়িত হতেও দ্বিধাবোধ করেন না অর্থাৎ নামায তাদেরকে অসৎ ও অশ্লীল কার্য থেকে দূরে রাখছে না [*সূরা আনকা'বুত, আয়াত নং ৪৫ দ্রষ্টব্য*]।

এজন্যই অবিশ্বাসী ও অজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিমদের উচিত নামাযের গুরুত্ব বুঝে সমবেতভাবে নামায কায়েম করা, তা ব্যতিরেকে নিজেরা বর্তমানে যে সমস্ত সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে তার সমাধান তারা করতে পারবেন না। প্রতিনিধি হিসেবে অন্যদের প্রতি যে গুরুদায়িত্ব আছে সেটিও তারা সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন না, যেরকম বনী ইসরাঈলীরা আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েও দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়ে অভিশপ্ত হয়েছেন। মুসলিমদের আরেক দল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত জ্ঞানকে বিভ্রান্তি পন্থায় প্রতিহিংসামূলক, ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করছেন। নিরীহ নির্দোষ মানুষ হত্যার কাজে ব্যবহার করে বিশ্বের কাছে শান্তিপূর্ণ দ্বীন ইসলামকে বা ধর্মীয় মূল্যবোধকে করেছেন ভয়ভীতির বিষয়। তারা বিভ্রান্তি ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে মনে করেন যে, দুনিয়া থেকে অন্যায় নির্যাতন এবং শোষণ দূর করতে এর বিকল্প আর কিছু নেই। তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝতে পারছেন না যে, ইসলামের নামে তারাও সন্ত্রাসীমূলক কাজে জড়িত হয়ে প্রতিনিয়ত অন্যায় করছেন। বনী ইসরাঈলীরাও এমনভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, এখনও তাদের একটি বিরাট অংশের চিন্তা-চেতনার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই বলা যায়, মুসলিম উম্মতকে আল্লাহ-সচেতন হয়ে আল-কুরআনের

www.amarboi.org

মূল্যবোধে এবং আস-সুন্নাহর প্রদত্ত বিশদ ব্যাখ্যায় ফিরে গিয়ে তাদের জীবন যাপনে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত এবং নামায পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না করলে তারা কোনোভাবে তাদের উপর অর্পিত প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন না।

(২) ইসলামী মূল্যবোধের অনুশাসনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা

আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে নামায হচ্ছে সর্বোত্তম স্তম্ভ, তাকে সমবেতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে দরকার হয় একটি সুনির্দিষ্ট এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, যেখানে আবদরা প্রতিদিনের কাজকর্মে সময়মতো নামায আদায় করতে কোন বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হবেন না। এ রকম পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দরকার হবে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শে [*ইসলামী মূল্যবোধের ব্যবস্থায়*] নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যথা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে দুর্নীতি, অবিচার, অন্যায়, শোষণ, অশ্লীল আচরণ, মারামারি, সন্ত্রাসী এবং হিংসা ইত্যাদি আশানুরূপভাবে কমিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। ইতিহাস এ ব্যাপারে উজ্জ্বলতম উদাহরণ বহন করছে। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তীতে অনেক যুগ পর্যন্ত ইসলামী মূল্যবোধের অনুশাসনে রচিত শাসন ব্যবস্থায় মুসলিম সমাজ ছিল ন্যায়বিচার ও ন্যায়নীতির জন্য মানব সভ্যতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নামায আদায় করা ছিল তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের একটি অন্যতম অনুষ্ঠান যার ব্যতিক্রম করা ছিল সরকারিভাবে চরম অপরাধ। আল্লাহ-সচেতনতায় ইসলামী মূল্যবোধের শাসন ব্যবস্থাই জনগণের নিরাপত্তা, জনকল্যাণে বিভিন্ন সংস্থার সত্য ও নিয়মনিষ্ঠার এবং ইবাদত করার শান্তিপূর্ণ পরিবেশের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। জনগণের কাছে শাসকের জবাবদিহির স্বচ্ছতা এবং শাসক গোষ্ঠী ও শাসিতের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সুসম্পর্ক বিরাজমান থাকায় জনগণ অতি সহজেই শাসকের ভুল-ত্রুটির সংশোধন করতে পারতেন। শাসকগোষ্ঠী জনগণের দাবী এবং অভিযোগকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

যা হোক, ইসলামী শরীয়ত বা জীবনাদর্শ হচ্ছে মানব জাতির জন্য ধর্মীয় ও শাসন কার্যের জন্য পবিত্র ব্যবস্থা। অথচ অধিকাংশ আদম সন্তানই আল-কুরআনে বিশ্বাসী নয় অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। অতএব বিশ্বাসী হিসেবে ন্যায়নীতি ভিত্তিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মুসলিমদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি কারণ তারা আল-কুরআনে বিশ্বাসী হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। অথচ পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে মুসলিম সমাজ তুলনামূলকভাবে অন্যদের চেয়ে

www.amarboi.org

বেশি দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে অবিচার-অত্যাচারে সমাজকে করেছে দূষিত এবং শাসনের নামে শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ন্যায়ের বিধিবিধান পরিত্যাগ করে মানুষের তৈরি ত্রুটিযুক্ত ও অপূর্ণ বিধিবিধানে সমস্যার সমাধান খোঁজে শিরকে জড়িত হয়েছেন। মুসলিমদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে ন্যায়ের অগ্রদূত হিসেবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ন্যায়নীতির সমর্থনে সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎকার্যে নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর। কিতাবীরা [*খৃষ্টান এবং ইয়াহুদীরা*] যদি ঈমান আনিত তবে তাহাদের জন্য ভালো হইত। তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে [*যারা আল-কুরআনের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখে মুসলিম হন*]; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী [*বর্তমানে মানব জাতির একটি বিরাট অংশ কিতাবী অথচ অবিশ্বাসী*]।" {*সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-১১০*}

উল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝা যায়, শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া শর্তাধীন। মানব সমাজে উচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরিত্রে যেমন বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা সাধারণত অন্যদের চরিত্রে বিরল, তেমন শ্রেষ্ঠজাতির চরিত্রেও থাকবে কিছু দৃষ্টান্তমূলক বৈশিষ্ট্য। সৎকার্যে আদেশ এবং অসৎকার্যে নিষেধ করতে গেলে প্রয়োজন হয় আল্লাহ-সচেতন হৃদয় ও আধ্যাত্মিকভাবে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং ন্যায়নীতির আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল এবং শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিক। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সঠিকভাবে নামায আদায় করে মুসলিমরা আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তি অর্জন করতে পারেন। তাদের রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হবে জনকল্যাণে ও দেশের স্বার্থে আত্মনিবেদন করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। এইভাবে নির্ভীক রাজনীতিক ব্যক্তিত্বের [*যেমন ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা.)*] সৃষ্টি হবে। যাদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করবে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানের ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থার মূলকাঠামো প্রতিষ্ঠিত করার মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি। বর্তমানে পুঁজিবাদী শাসকগোষ্ঠীর শোষণে মানুষের মধ্যে যে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি

www.amarboi.org

হয়েছে, তার জন্য দায়ী মানুষ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধন-সম্পদে, সামরিক শক্তির, প্রযুক্তির উৎকর্ষতার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে প্রতিযোগিতা। এমতাবস্থায় শোষণমুক্ত ও ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীস্বার্থ বিবর্জিত একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য, যার সদস্যরা হবেন আল্লাহ তা'আলার আবদ। তারা সবকিছু করবেন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য, যেখানে থাকবে না কোন ব্যক্তি বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থের এবং প্রবৃত্তির অন্যায় চাহিদার প্রশ্রয়। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ন্যায়নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সেটি সম্ভব নয়। বর্তমানে সারাবিশ্বে মানুষের তৈরি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকায় সেটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর সার্বিক অবস্থা এ ব্যাপারে উল্লেখ্য।

আল্লাহ তা'আলার কঠিন শাস্তি, দোজখে পতিত হওয়া থেকে মানব সন্তানদের রক্ষা করার দায়িত্বও শ্রেষ্ঠজাতি হিসেবে মুসলিমদের উপর রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে ব্যক্তি, দল ও সমাজবিশেষে সকলের সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দায়িত্ব পালন প্রথমে রাসূল (সা.)-এর উপর অর্পিত ছিল, তিনি নিজে দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করেছেন এবং বিদায় হজের ভাষণে পরবর্তীতে আগত উম্মতের উপর অর্পণ করে বলেছেন:

"হে উপস্থিত জনমণ্ডলী! মনে রাখিও, একদিন তোমাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে তোমরা আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দাঁড়াবে। তাই, সাবধান, আমি চলে গেলে, সৎপথ থেকে বিচ্যুত হইও না। হে লোকসকল! আমার পর আর কোন নবী-রাসূল আসবে না, নতুন কোন ধর্মও জন্ম নিবে না, যার জন্য হে জনমণ্ডলী! ভালো করে বুঝে নাও যা আমি তোমাদের জানাচ্ছি। আমি, আমার পেছনে রেখে যাচ্ছি দুইটি জিনিস: আল-কুরআন এবং সুন্নাহ এবং যদি তা তোমরা অনুসরণ কর, কখনও বিপথগামী হবে না। আজকে যারা আমার কথা শুনছ, তোমরা প্রচার করিও আমার আদেশ পরবর্তীদের নিকট, তারপর পরবর্তীদের নিকট, হয়তো পরবর্তীরা আমার কথা আরও ভালোভাবে বুঝবে তাদের তুলনায় যারা আমার কথা সরাসরি শুনছে। ও আল্লাহ! আমার জন্য সাক্ষী থাক যে, আমি তোমার নির্দেশিত বাণী তোমার মানুষের নিকট ঠিকমতো পৌঁছিয়েছি।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ২, ১৬১৯, ১৬২১: মুসলিম ১:৩৯৭; দি সিল্ড নেকতার, সাফি-উর-রহমান আল-মোবারাকপুরী, পৃষ্ঠা ৪৬৪]

ইতোপূর্বে উল্লিখিত আয়াতেও [৩/১১০] এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গত কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলিম উম্মত এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে

www.amarboi.org

নিজেরাই সার্বিকভাবে নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়েছেন। দুর্নীতি, অবিচার, সন্ত্রাস, মারামারি, শোষণ, খলীফার ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং নৈতিকতায় দুর্বলতা ইত্যাদিতে তারা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তদুপরি মানব জাতির উপর সাক্ষী ও প্রতিনিধিত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা আজ নিজের ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে নিয়মনিষ্ঠায় নিয়ন্ত্রণ, পরিবারের সংহতি ও শান্তি রক্ষা, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, শোষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং দেশের ন্যায়শাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী মূল্যবোধের উৎকর্ষতা অনুধাবন করতে অপারগ ও অযোগ্য। অধিকাংশ মুসলিম ব্যক্তি চরিত্রে ও সামাজিক পরিসরে কলুষিত তাই তাদের ঈমান অত্যন্ত দুর্বল। এ জন্যই আল্লাহ-সচেতন বলিষ্ঠ চিত্ত পরিত্যাগ করে তারা হয়েছেন ব্যক্তিত্বহীন এবং অবিশ্বাসীদের হাতের পুতুল। শয়তানের অনুপ্রেরণায় তারা আত্মসমর্পণ করে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীকে মুরুব্বি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ জন্যই তাত্ত্বিকভাবে ঈমানদার হয়েও প্রায়োগিকভাবে ঈমানের বিপরীতে তারা কাজ করছেন। বর্তমানে কোন মুসলিম দেশের সংবিধানই ইসলামী মূল্যবোধের মূল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। কিছু দেশের সংবিধানকে আল-কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক হিসেবে ঘোষণা দিলেও বস্তুত ব্যবহারিক জীবনে তার প্রতিফলন নেই। তবে অনেকেই চেষ্টা করছেন বা ইতোমধ্যে ইসলামী কিছু বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে সার্বিক সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না, এটিকে তুলনা করা যায় 'ধরি মাছ না ছুঁই পানির' সাথে। অথচ মুসলিম উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন এই মর্মে যে, তারা যেন আল-কুরআন ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে দ্বিধাবোধ না করে । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَا زَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً.

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের [*আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে শাসন কর*] এবং তাহাদের, যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী [*গণতান্ত্রিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ*]; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট [*আল-কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর*]। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" {*সূরা ৪-নিসা : আয়াত-৫৯*}

www.amarboi.org

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত আদেশ পরিপূর্ণরূপে মানা মুসলিমদের জন্য ফরয দায়িত্ব। যারা সত্যিকারে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বে ও পরকালে বিশ্বাস করে থাকেন, এই আয়াতের দিকনির্দেশনা দেশের ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করার বিকল্প আর কোন রাস্তা তাদের জন্য নেই। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের বাধ্য থাকার অর্থ শুধুমাত্র নামায-রোযা এবং বিশেষ কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা নয় বরং জীবন যাপনে সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রদত্ত বিধিনিষেধ পরিপূর্ণভাবে মান্য করাকে বুঝায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ.

"বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর [*জীবনের সর্বক্ষেত্রে*], আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসিবেন [*সর্ববিষয়ে আল্লাহ তা'আলার সহযোগিতা পাবে*] এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। "বল, 'আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত [*তাদের প্রদত্ত বিধানে প্রতিষ্ঠিত হও*] হও।' যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় [*ইসলামী মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে*] তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ কাফিরদেরকে [*যারা আল্লাহ তা'আলার বিধান পালন করে না, তারা বস্তুত আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করেন*] পছন্দ করেন না [*আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে তারা কোনো প্রকার সাহায্য পাবে না*]।" {*সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-৩১-৩২*}

যা হোক, সার্বিকভাবে আল্লাহ তা'আলার বাধ্য থাকতে গেলেই দরকার হবে একটি শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, যা ইসলামী মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। উল্লিখিত আয়াত [৪/৫৯] থেকে সেটি সুস্পষ্ট। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে স্মর্তব্য যে, বস্তুত ইসলামী মূল্যবোধে রচিত শাসন ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বর্তমান বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক গণতন্ত্র ও ইসলামী মূল্যবোধের মধ্যে মূল তফাত হচ্ছে, গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থায় জনগণই সার্বভৌমত্বের মালিক অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের মূল কাঠামো সৃষ্টিতে, সংশোধনে ও পরিশোধনে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ক্ষমতার অধিকারী, অথচ ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বপ্রতিপালক এবং মানব প্রতিনিধিদের একমাত্র প্রভু, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মূল্যবোধ বা সার্বভৌমত্ব মূলভিত্তি হিসেবে বলবৎ থাকবে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সংসদ সদস্য নির্বাচনে এবং সংসদ সদস্যদের অবিচার ও দুর্নীতির প্রতিবাদে

www.amarboi.org

ক্ষমতাবান কিন্তু শাসনতন্ত্রের মূলভিত্তির উপাদান হবে আল-কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসনে। সংসদ সদস্যরা প্রয়োজন অনুসারে দেশের ও জনগণের সার্বিক কল্যাণে ইসলামী মূলনীতির বিবর্জিত না হয়ে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন বা বাতিল করবেন। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন এবং জনগণের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শাসন করার সুযোগ নিয়ে সৃষ্টি করেন শোষণের সহজ ব্যবস্থা [*এ ব্যাপারে মানবতার শত্রু কে বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে*]। আর ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে সার্বিকভাবে দুর্নীতি, অবিচার, অন্যায় ও শোষণ এবং জনগণের মৌলিক ও মানবিক অধিকারে যে বৈষম্যতা আছে তা থেকে উদ্ধার করে একটি ন্যায়নীতিসম্পন্ন ভারসাম্য সমাজ উপহার দেয়া। যে শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হবে আল্লাহ-সচেতনতায় জনগণের কাছে শাসক গোষ্ঠীর জবাবদিহিতার ভয়। পরকালে বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার ভয়ই নির্ধারণ করবে জনগণের কাছে জবাবদিহিতার স্বচ্ছতা। এজন্যই উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে পরকালের কথা উল্লেখ করে আদেশ দিয়েছেন যাতে মুসলিমরা এ ব্যাপারে উদাসীন না হয়। দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত শাসন ব্যবস্থা উপহার দেয়ার পেছনে প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিত্ব এবং শেষ বিচার দিবসে জবাবদিহিতার ভয় [*দৃঢ় ঈমান অর্জনের প্রধান শক্তি*]। আল্লাহ-সচেতনতা এবং শেষ বিচার দিবসে জবাবদিহিতার ভয় না থাকাতে, আজ মুসলিম সমাজের বৃহত্তর একটি অংশ বিনাদ্বিধায় অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতিতে সর্বদাই জড়িত থাকছেন এবং শাসকগোষ্ঠীও ন্যায়ের শাসন উপহার দিচ্ছেন না। কারণ তারা ভুলে গেছেন আল্লাহ তা'আলা প্রতিমুহূর্তে তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছেন, সীমাহীন জ্ঞান দিয়ে সর্বত্র উপস্থিত আছেন এবং ফিরিশতার সাহায্যে সবার কৃতকর্ম নিবদ্ধ করা হচ্ছে, যা শেষ বিচার দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে নিবদ্ধ দলিল হিসেবে হাজির করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"বল, তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা যদি তোমরা গোপন অথবা ব্যক্ত কর আল্লাহ উহা অবগত আছেন এবং আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে তাহাও অবগত আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" {*সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-২৯*}

www.amarboi.org

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" {*সূরা ৬৪-তাগাবুন : আয়াত-১৮*}

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ج ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

"তুমি কি অনুধাবন কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ তাহা জানেন; তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; উহারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক; উহারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ উহাদেরর সঙ্গে আছেন। উহারা যাহা করে, তিনি উহাদেরকে কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।" {*সূরা ৫৮-মুজাদিলা : আয়াত-৭*}

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ. يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

"অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ [*ফিরিশতারা*]; সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ [*কিরামান ও কাতেবিন*]; উহারা জানে তোমরা যাহা কর।" {*সূরা ৮২-ইনফিতার : আয়াত-১০-১২*}

উল্লিখিত আয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে উদাসীন হওয়ায় বর্তমান মুসলিম শাসক গোষ্ঠীর হৃদয়ে নিজ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার ভয় না থাকায়, অনেকেই দুর্নীতিতে জড়িত আছেন বিধায় শোষণমুক্ত দুর্নীতি বিবর্জিত শাসনব্যবস্থা উপহার দিতে পারছেন না। আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার ভয় তাদের অন্তরে থাকলে তারা অবশ্যই আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ এবং ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্দেশ এবং পরামর্শ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সৃষ্টি করতেন। তাই মুসলিম সরকারমণ্ডলী বিশেষভাবে বাংলাদেশী সরকার, স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে একটি শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা উপহার দেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, রাজনৈতিক শক্তি ও শাসনপ্রণালীতে জড়িত ব্যক্তিদের একটি বৃহত্তর অংশের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় হওয়ায় সুশাসনের পরিবর্তে শোষকের

www.amarboi.org

রাজত্ব তারা কায়েম করেছেন। যদিও বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পৃক্ত লিখিত অনেক নীতি আছে, তবুও আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে জনগণ শাসনতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের মালিক হওয়ায় এই শাসনতন্ত্র ইসলামী মূল্যবোধের অন্তরায়, যা একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের জন্য আল্লাহ তা'আলার আদেশের সুস্পষ্ট অবাধ্যতা [*উল্লিখিত আয়াত ৪/৫৯ দ্রষ্টব্য*]। তাতে কি প্রমাণ হয় না যে, মুসলিমরা আজ বনী ইসরাঈলীদের [*তাওরাতের*] মতোই কিতাবের [*আল-কুরআনের*] কিছু অংশ বিশ্বাস করছেন অথচ আল-কুরআনের পুরোটি বিশ্বাস করা এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন করা তাদের জন্য ফরয দায়িত্ব এবং বিশ্বাসী হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত। আল-কুরআন যথাযথভাবে পাঠ করা অর্থাৎ তার বিধিনিষেধে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য থাকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

"আমি যাহাদের [*মুসলিম অর্থাৎ যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন*] গ্রন্থ [*আল-কুরআন*] দান করেছি, তারা তা যথার্থভাবে পাঠ করে [*বিধিনিষেধ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে*], তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে [*বিধিনিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপন করে না*] তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" *(সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-১২১)*

বনী ইসরাঈলীরা তাওরাতের বিধান উপেক্ষা করে অন্যায় কাজে জড়িত হয়ে সীমালঙ্ঘন করতেন, এগুলোর উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে,

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

"তোমরাই তাহারা যাহারা অতঃপর একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতেছ, তোমরা নিজেরা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছ এবং তাহারা যখন

www.amarboi.org

বন্দিরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও; অথচ তাহাদের বহিষ্কারকরণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল [*এই অংশের ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে*]। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা [*বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা*] এবং কিয়ামতের দিন তাহারা [*যারা শাসনব্যবস্থার সাথে জড়িত আছেন*] কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অনবহিত নহেন।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-৮৫*}

তাই বলাবাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত প্রতিনিধি মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা কি বনী ইসরাঈলীদের অনুরূপ নয়। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় কাগজে কলমে দুর্নীতি ও অসৎকার্যের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহিতার কথা উল্লেখ থাকলেও প্রায়োগিকভাবে তা অচল। কারণ রাজনীতির স্বার্থে দুর্নীতির ব্যাপারে সব সময় এক ভেলকিবাজির খেলা চলে। একদল ক্ষমতায় এসে অনেক রাজনীতিক এবং দুর্নীতিবাজকে জেলে পুরে দেন আবার অন্যদল এলে তারা জেল থেকে বের হন। এক্ষেত্রে দেশবাসী ও দেশের সার্বিক স্বার্থের পরিবর্তে প্রতিহিংসার রাজনীতিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশের বিচার বিভাগ এ দুইয়ের মাঝখানে পড়ে কর্তব্যবিমূঢ়তায় গভীর পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছেন। অন্যায়, অবিচার, শোষণে এবং দুর্নীতিতে জড়িত হয়েও অনেকেই অর্থ বলে, পেশীশক্তি ও মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে বিচারে মুক্তি পেয়ে যান। পার্থিব জীবনে মানব বিচার বিভাগ ও আইনকে ফাঁকি দিতে পারলেও তারা ভুলে গেছেন সর্বজ্ঞানী, অন্তর্যামী, দৃশ্য-অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলাকে ফাঁকি দেয়ার কোন সুযোগ তাদের নেই। অতএব শেষ বিচার দিবসে জবাবদিহিতার কথা তারা ভুলে গেছেন, তাই তাদের কাছে সব অন্যায়ে, শোষণে ও দুর্নীতিতে জড়িত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ.

"নিশ্চয় যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস [*শেষ বিচার দিনে বিশ্বাস ও ভয় নেই*] করে নাই তাহাদের জন্য আমি তাহাদের সকল কাজ [*ভালো-মন্দ*] তাহাদের চোখে সুন্দর ও মনোহর দেখাইয়াছি [*ভালো-মন্দ যাচাই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে*], সুতরাং তাহারা অন্ধের মতো ঘুরিয়া মরে [*দ্বিধা সংকোচ ছাড়া সব রকম অন্যায়ে জড়িত হয়*]।" {*সূরা ২৭-নমল : আয়াত-৪*}

www.amarboi.org

পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র বিশেষভাবে ইংল্যান্ড ও আমেরিকান গণতন্ত্র উল্লেখ্য। আমেরিকান গণতন্ত্রে ও শাসনতন্ত্রে ইসলামী মূল্যবোধের মূলনীতির অনেকগুলো নীতি উপস্থিত আছে, যেমন 'বিল অফ রাইটস' তবুও বাংলাদেশের মতোই যেহেতু এই গণতন্ত্রের মূলপ্রণেতা বা সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত তাওরাতের [ওল্ড টেস্টামেন্ট] বিধান অনুযায়ী নয়, তাই এই শাসনব্যবস্থায়ও দুর্বলতা আছে। তাতে দুর্নীতিতে জড়িত হওয়া এবং শোষণের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার অবকাশ আছে। ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের অনেকেই দুর্নীতিতে জড়িত আছেন। শাসকগোষ্ঠী জনগণের কাছে জবাবদিহিতার ভয় করলেও [*চিহ্নিত হলে দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তির উপযুক্ত শাস্তি হয় অথচ বাংলাদেশে সেটি হয় না*], আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার ভয় না থাকায়, গোপনে তারা বিভিন্ন ধরনের অন্যায়, অসৎ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া, অন্যদের উৎপীড়ন অত্যাচার করার কাজে জড়িত আছেন। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রত্যাশিত উন্নতির জন্য এদের কাজকর্ম কারও কাছে আর গোপন কোন ব্যাপার নয়। তবুও তুলনামূলকভাবে শাসনব্যবস্থার, সংসদ সদস্য নির্বাচনে স্বচ্ছতা, রাজনীতিতে প্রতিহিংসা না এবং দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থাকায় তারা পার্থিব কাজে সার্বিক কল্যাণে মুসলিমদের চেয়ে অনেকাংশেই ভালো, তার প্রমাণ বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতিতে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং দেশের স্বার্থে তাদের একাত্মবোধ ও দেশপ্রেম। ইসলামী শাসনতন্ত্রের 'বিল অফ রাইটস' হচ্ছে রাসূল (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণ অথচ অধিকাংশ মুসলিম রাজনীতিক এবং শাসনব্যবস্থায় জড়িত আমলা এবং আপামর জনগণের বিদায় হজের ভাষণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। কারণ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোতে এর কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না যদিও মানুষের তৈরি নানা মতবাদের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিয়ে সবাইকে শিক্ষা দেয়া হয়। তাই বিশ্বাসে মুসলিম হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী মৌলিক শিক্ষা থেকে তারা বরাবরই বঞ্চিত আছেন। মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র এবং সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো ইসলামী বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য হওয়ায় মুসলিমদের একটি ক্ষুদ্রদল দুর্ভাগ্যবশতঃ ইসলামের নামে সন্ত্রাসী সেজে সারা দুনিয়াতে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করেছেন তাই এই শক্তিশালী সন্ত্রাসীদের সাথে সরাসরি জড়িত না থাকলেও বাংলাদেশের একটি দল তাদের সমর্থনে মাঝে মধ্যে তৎপর হয়ে উঠেন।

যা হোক, এখন দেখা যাক ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তির ব্যাপারে উল্লিখিত আয়াত [৪/৫৯] ছাড়াও আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আর কি বলেছেন,

www.amarboi.org

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

"বস্তুত আল্লাহ আল-আদল [*ন্যায়বিচার, ন্যায়পরায়ণতা এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার*], আল-এহসান [*সবার সাথে সদাচরণ করা, সতর্কতা অবলম্বন করে ধৈর্যের সাথে আল-কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে ইবাদত করা ইত্যাদি*], আল-কুরবার [*আত্মীয়-স্বজনকে সর্বব্যাপারে সাহায্য ও দান করার*] নির্দেশ দেন এবং নিষেধ করেন আল-ফাহশাহ [*সব ধরনের খারাপ কাজ, অবৈধ যৌন সম্পর্ক, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, মূর্তিপূজা, মিথ্যা বলা ও সাক্ষ্য দেয়া এবং কাউকে হত্যা করা ইত্যাদি*], আল-মুনকার [*ইসলামী বিধানে নিষিদ্ধ সব রকমের কার্যকলাপ*] এবং আল-বাগীহ [*সব ধরনের শোষণ ও নির্যাতন এবং সীমালঙ্ঘন*]। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" [*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-৯০*]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয় পালন করার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। বর্তমানে মানব সমাজে চলমান সব অশান্তি র মূলে রয়েছে এই পবিত্র আদেশের উপেক্ষা। বিশেষভাবে মুসলিম সমাজের অনেকেই অজ্ঞতায় উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞাকে পরিণত করেছেন আদেশের সমতূল্য আর প্রকৃত আদেশের মূল্যায়ন না করে আদেশ সম্পর্কে হয়েছেন সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। এই অজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন রাজনীতিকদের একটি বিরাট অংশ। মানুষের মৌলিক অধিকার পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে এই আয়াতের বিধান পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করার বিকল্প আর কোনো ব্যবস্থা নেই।

ইসলাম শব্দের একটি অর্থ "শান্তি"। শান্তির সার্বিক অর্থ হচ্ছে: (১) প্রতিটি ব্যক্তির নিজ ব্যক্তিসত্তার সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা [*আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধ মেনে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা এবং সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে পরকালে দোজখের শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করা*] (২) আল্লাহ তা'আলার সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা: আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা [*আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তার ইবাদত সঠিকভাবে করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ-সচেতন হয়ে তার আদেশের বাধ্য থাকা*] (৩) সৃষ্টির অন্যান্য বস্তু ও মানব সন্তানের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এগুলো ইসলামী মূল্যবোধের অন্যতম আদর্শ যার জন্য ইসলাম হচ্ছে শান্তির দ্বীন বা জীবন-যাপনের জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। তাই ১৬/৯০ আয়াতের নির্দেশ পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা করা ব্যতিরেকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলে বাকী দু'টোর ক্ষেত্রে অবহেলা করার কোন

www.amarboi.org

সুযোগ আর থাকে না। ইসলামী বিধিনিষেধ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ج وَلاَ تَقْتُلُوْٓا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ج وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ. وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ج وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ج لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ج وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ج وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ لا وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"বল, 'তোমরা আস, আমি পড়িয়া শুনাই তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু কি কি হারাম করিয়াছেন: তাহার শরীক করিও না কোন কিছুকে, আর মা-বাবার সহিত মধুর ব্যবহার করিও এবং দরিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তানকে হত্যা করিও না; আমিই তোমাদের ও তাহাদের রিযিক দিতেছি এবং প্রকাশ্য কিংবা গোপনীয় কোন প্রকারের কু-কর্মের [*অবৈধ যৌনাচার ও অশ্লীলতা*] কাছেও যাইও না, আর অন্যায়ভাবে হত্যা করিও না জীবন [*নিরীহ, নির্দোষ মানুষ হত্যা*] যাহা আল্লাহ হারাম করিয়াছেন। এইগুলি তিনি তোমাদেরকে পুনঃপুনঃ উপদেশ দিতেছেন যেন তোমরা বুঝিতে পার এবং এতিমের সম্পত্তির কাছেও যাইও না যাহাতে তাহাদের উপকার হয় সেই উদ্দেশ্য ছাড়া, যতদিন না সে বড় হয় এবং পুরাপুরি দিও মাপ ও ওজন দিও ঠিকভাবে, আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিই না, আর যখন কথা বল [*সাক্ষ্য দেয়া কিংবা বিচার কাজে*] ন্যায্য বলিও আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে হইলেও এবং আল্লাহর সহিত ওয়াদা [*নামায-রোযা ও ইবাদত বন্দেগী সঠিকভাবে করবে*] পূর্ণ করিও, ইহা তোমাদেরকে তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেছেন যেন তোমরা স্মরণ রাখ এবং ইহাই আমার [*আল্লাহ তা'আলার*] সোজা পথ [*জীবনাদর্শের মূল্যবোধ, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কৃপা অর্জন করা যাবে*], অতএব ইহারই অনুসরণ কর, আর অন্য পথে [*মানুষের তৈরি বিধিব্যবস্থা*] চলিও না, কেননা তাহা হইলে তোমরা আল্লাহর রাস্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে [*বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এ রকমই হয়েছে*], ইহা তিনি

www.amarboi.org

তোমাদেরকে বার বার বলিতেছেন যেন তোমরা রক্ষা পাও।" {*সূরা ৬-আন'আম : আয়াত-১৫১, ১৫৩*}

ইসলামী বিধিবিধানে নিষিদ্ধ বা হারাম কাজ অর্থাৎ বড় পাপ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন: "Avoid the seven great destructive sins." The people enquired, 'O Allah's Messenger! What are they? He (SA) said, "(1) to join others in worship along with Allah, (2) to practice sorcery, (3) to kill the life which Allah has forbidden except for a just cause [According to Islamic Law], (4) to eat up Riba (usury), (5) to eat up an orphan's wealth, (6) to show one's back to the enemy and fleeing from the battlefield at the time of fighting, (7) and to accuse chaste women, who never even think of anything touching their chastity and are true believers." {*Sahee Al-Bukhari, Vol. 4, Hadith No. 28*}, in another hadith also added-a) To be undutiful to one's parents, b) And to give a false witness. {Sahee Al-Bukhari, Vol. 3, Hadith No. 821}

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

"তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাও তাহাতেই পুণ্য নাই, কিন্তু পুণ্যবান সে, যে আল্লাহ, কিয়ামত, ফিরিশতা সকল কিতাব এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছে; এবং আল্লাহর ভালবাসায় আত্মীয়, অনাথ, দরিদ্র, পথের কাঙ্গাল ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনে ধন দান করিয়াছে; এবং নামায কায়েম করিয়াছে ও যাকাত আদায় করিয়াছে; এবং যাহারা ওয়াদা করার পর উহার খেলাপ করে না এবং দুঃখ, কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করে। এই সকল লোকই খাঁটি সত্যবাদী এবং তাহারাই পরহেযগার।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-১৭৭*}

উল্লিখিত ১৫৩ নং আয়াতে মুসলিম উম্মাহর প্রতি আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেছেন *"এই বিধানই তোমাদের জন্য সোজা সত্য ও প্রকৃত*

www.amarboi.org

জীবনাদর্শের বিধিবিধান, এর বিপরীতে অন্যকোন বিধিবিধান গ্রহণ তোমাদের জন্য উচিত হবে না। তবে সেটি করলে আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে তোমরা বিচ্যুত হবে।" বর্তমানে মুসলিমদের শোচনীয় অবস্থার পেছনে কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধান সম্পর্কে তারা উদাসীন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবাধ্য হয়েছেন। সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে ইসলামী মূল্যবোধের ন্যায়নীতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ [*আল্লাহ তা'আলার নামেই সাধারণত সাক্ষ্য দেয়া হয়। মুসলিম, খৃষ্টান ও ইয়াহুদীরা বিচারালয়ে আসমানী কিতাব স্পর্শ করেই ন্যায় সাক্ষ্যের জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়*]; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীনই হউক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে কামনার [*প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার*] অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে {*জানিয়া রাখ*} যে, তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার সম্যক খবর রাখেন [*শেষ বিচার দিবসের ভয় কর*]।" {*সূরা ৪-নিসা : আয়াত-১৩৫*}

উপরোল্লিখিত আয়াতের আদেশ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিচার বিভাগের মূলভিত্তি। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার বিপরীতে এবং অন্যায় অসৎ দূরীকরণে মানুষ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটিও আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। ন্যায় বিচার করার আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, আসামিকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য আইনের মূলভিত্তিতে জটিলতার সৃষ্টি করা এবং বিচার পদ্ধতিকে জটিল করে বিচার কাজে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করার প্রবণতা। এই উপসর্গগুলো আজ সব দেশের বিচার বিভাগে দেখা যায়, তবে মুসলিম দেশের বিচার বিভাগে এই জটিলতা এখন ন্যায় বিচার ও আসামি সনাক্ত করার পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা। যার জন্য অনেক সময় নির্দোষ ও নিরীহ ব্যক্তিকে প্রভাবশালীদের ব্যক্তিস্বার্থে দোষী সাব্যস্ত করতে নানা ধরনের কারসাজি অবলম্বন করা হয়। নির্দোষ ও নিরীহ

www.amarboi.org

ব্যক্তিকে হত্যা করা ও মিথ্যা সাক্ষীর ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর হাদীস ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

যা হোক, আধুনিক গণতন্ত্র {ধর্মনিরপেক্ষতার শাসন} ও ইসলামী মূল্যবোধে রচিত শাসনব্যবস্থার সম্পর্কে "মানবতার শত্রু কে" বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মানব জাতির কাছে ইসলামী জীবনাদর্শ যে শান্তির ও ন্যায়নীতি এবং শোষণমুক্ত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একমাত্র ব্যবস্থা, তা প্রমাণ করতে মুসলিমদের উচিত হবে সর্বপ্রথম নিজেদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ তারা এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলের কাছে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছেন। মুসলিম দেশে এই পবিত্র বিধান প্রতিষ্ঠিত না থাকায় ইসলামী বিধিনিষেধের আসল রূপ সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা নেই, তাই শান্তির ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে নানা জনে নানারকম মন্তব্য করেন। ফলে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বও সঠিকভাবে পালন হচ্ছে না। মুসলিমরা যদি আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ধর্মীয় বিধিবিধান প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং আল-কুরআন ও সুন্নাহর বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে সংগ্রাম করেন, তবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তারা সফল হবেন। ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সৎপথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সংগ্রাম করার আদেশ মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط

"হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাহাতে সফলকাম হইতে পার এবং জিহাদ [*সংগ্রাম*] কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করিয়াছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই।" {*সূরা ২২-হজ্জ : আয়াত-৭৭*}

অতএব ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ন্যায়নীতি অবলম্বনে সংগ্রাম করলে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই মুসলিমদের সংগ্রামে সাহায্য করবেন এবং প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা দিবেন সে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন:

www.amarboi.org

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ط وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لاَ يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

"বল, 'আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে তাহার [*রাসূল (সা.)*] উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তাহার [*রাসূল (সা.)*] আনুগত্য করিলে সৎপথ পাইবে, রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছাইয়া [*ইসলামের দাওয়াত*] দেওয়া। "তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে [*অন্তরে বিশ্বাস করে*] ও সৎকর্ম করে [*বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন যাপন করে*] আল্লাহ তাহাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি তাহাদেরকে [*বর্তমান মুসলিম জাতিকে*] পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে [*বনী ইসরাঈলীদের*] এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য সুদৃঢ় করিবেন তাহাদের দ্বীনকে যাহা [*ইসলামী মূল্যবোধের সত্যরূপ ও ন্যায়নীতির আলো অন্যদের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে*] তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাহাদের অবশ্য নিরাপত্তা [*সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে*] দান করিবেন। তাহারা আমার ইবাদত [*জীবন যাপনে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রতিষ্ঠিত*] করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না, অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা তো সত্যত্যাগী।" {*সূরা ২৪-নূর : আয়াত-৫৪-৫৫*}

উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর কোন ধারণা নেই। তাই অজ্ঞতাই হচ্ছে তাদের চরম শত্রু। আর যদি এই বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার পরও যারা পবিত্র বিধানকে উপেক্ষা করবেন, তারা হবেন প্রকৃতপক্ষে সত্যত্যাগী। তাই মুসলিম দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রাইম মিনিস্টার এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হয়ে পার্থিব জীবনে ক্ষমতাবান, সম্মানিত ও গর্বিত হলেও ইসলামী পবিত্র মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করার জন্য আখেরাতের বিচারে জবাবদিহিতার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আজকে তারা চিন্তা করতে পারবেন না, শেষ বিচার দিনে তাদের অবস্থা কেমন হবে।

www.amarboi.org

(৩) অন্যদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া

ইসলামী মূল্যবোধে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এ কাজের সফলতা এবং প্রতিনিধিত্বের কাজ সঠিকভাবে পালনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ না দেখলে কোন জিনিসের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয় না। এজন্যই বাণিজ্যিক দ্রব্য বিক্রি করার জন্য নানা ধরনের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা আছে। মানব প্রবৃত্তিতে বাণিজ্যিক দ্রব্যের প্রতি চাহিদা সৃষ্টি ও বস্তুর গুণাগুণ প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করার জন্যই এ ধরনের ব্যবস্থা। প্রতিদিনই বাণিজ্যিক টিভিতে শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের তুলনায় বিজ্ঞাপনই বেশী প্রচার করা হয়। বিজ্ঞাপনকে আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে এ কাজে প্রতিযোগিতাও কম নয়। বাণিজ্যিক পণ্য কথা বলতে পারে না তাই দর্শকের মন জয় করার জন্য পণ্যের গুরুত্ব ও গুণাগুণ বর্ণনা দিয়ে বিজ্ঞাপনকে করা হয় চিত্তাকর্ষণীয় ও বিনোদনমূলক, তাতে বাণিজ্যিক পণ্যের বিক্রিও হয় বেশী। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআন এবং তাতে বর্ণিত বিধিনিষেধ কথা বলতে পারে না তাই মুসলিমদের ব্যবহারে, কাজকর্মে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের বহির্প্রকাশ, অন্যদের সাথে আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যতে সততা এবং আদান-প্রদান দৃষ্টান্তমূলক হওয়া উচিত, যা অন্যদের কাছে চিত্তাকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মতোই কাজ করবে। মুসলিমরা হচ্ছেন আল-ইসলাম কিংবা আল-কুরআনের প্রতিফলক, তাদের চরিত্রে ও আদর্শে প্রকাশ পাবে ইসলাম ও আল-কুরআনের আদর্শ এবং শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক জীবন যাপনের জন্য তার উৎকৃষ্টতা। মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধের সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম প্রতিফলক হচ্ছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল, আল্লাহ তা'আলার হাবিব (সা.)। তার চরিত্রের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা ছিল ইসলামের অর্থাৎ আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিনিষেধ ও আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তাই রাসূল (সা.)-এর আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণভাবে অনুগত হওয়ার জন্য মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" {*সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-৩১*}

www.amarboi.org

ইসলামের প্রথম চার প্রতিনিধি [*খলীফা*] এবং প্রথম শতাব্দীর সাহাবারা (রা.) রাসূল (সা.)-এর অনুগত হয়ে ইসলামী ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাই তাদের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ইসলামের আলো পৌঁছে যায়। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল তাদের জন্য একটি প্রতিবন্ধকতা, তবুও তারা এ কাজে থেমে থাকেননি। বর্তমানে বিশ্বের মানব সমাজ হয়েছেন হাতের মুষ্টিগত একসমাজের বাসিন্দার মতো, তাই ব্যক্তি ও দলবিশেষে ইসলামের দাওয়াত প্রচলন আছে অথচ ইসলাম যে শান্তিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, রাজনীতিকভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সেটি প্রমাণ করতে মুসলিমরা ব্যর্থ হয়েছেন। তাই অন্যদের কাছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দাওয়াত পৌঁছাতে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। তবুও আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন দয়ায় আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে মানুষ প্রতিদিনই ইসলামী মূল্যবোধের আলোতে অনুপ্রবেশ করছেন। ইসলাম আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দ্বীন, তার প্রচার প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার মহিমায় কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে তবে এ কাজে দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে অবহেলা করলে তার জন্য জবাবদিহি অবশ্যই করতে হবে। ইসলামের দাওয়াত মানব জাতির কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য মুসলিম উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা মনোনীত করেছেন তাই এ কাজে প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব রয়েছে। নিজের ব্যক্তি ও পরিবার জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে গেলেই প্রয়োজন হবে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করার দৃঢ়চিত্ত। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে দরকার হবে অন্যায়, দুর্নীতিবাজ, স্বৈরশাসক, পুঁজিবাদী শোষক শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ [*সার্বিকভাবে সংগ্রাম*] করা। এই জিহাদ প্রতিহিংসামূলক ও ব্যক্তি কিংবা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে নয় বরং সংগ্রাম হবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানবাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে। জিহাদ করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা একটি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন,

وَجَاهِدُوْا فِيْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

"এবং জিহাদ [*সার্বিকভাবে সংগ্রাম, জিহাদের নামে নিরীহ মানুষ হত্যা নয়*] কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করিয়াছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই।" {*সূরা ২২-হজ : আয়াত-৭৮*}

এই সংগ্রামের মূলনীতি হবে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খলভাবে

www.amarboi.org

ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়াসে। এই জিহাদের গুরুত্ব বুঝার জন্য দরকার সার্বিকভাবে ইসলামী শিক্ষানীতি, যাতে প্রতিটি শিক্ষিত মুসলিম বুঝতে পারেন ইসলামী মূল্যবোধ সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের দায়িত্বের পরিমাণ কতটুকু এবং এ কাজে অবহেলা করলে শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র "মাওলা" অভিভাবক, এটি সব মুসলিমরাই বিশ্বাস করেন অথচ অধিকাংশ মুসলিমরা "মাওলার" আদেশে বিধিনিষেধ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে উদাসীন। তারা অনেকেই গর্বের সাথে বলেন "আমরা আল-কুরআনে বিশ্বাসী" অথচ আল-কুরআনে প্রদত্ত জীবনাদর্শ তারা মানতে রাজি নন তাই রাজনৈতিকভাবে সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী মূল্যবোধে বিধিনিষেধ প্রতিষ্ঠিত করার বিরোধিতায় তারা সর্বত্র সোচ্চার।

মুসলিমদের এ ধরনের চরিত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং নিঃসন্দেহে দুর্বল ঈমানের পরিচয়। এই ধরনের চরিত্রকে আল-কুরআনের ভাষায় চিহ্নিত করা হয়েছে মুনাফিক হিসেবে, যাদের বিশ্বাস ও কাজের সাথে কোন মিল নেই। এই মুসলিমরা হয়ত নামায পড়েন, যাকাত দেন এবং হজ করতে যান। মদীনার মুনাফিকরা এই সমস্ত ইবাদত নিয়মিতভাবে করতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের ফাঁকি দেয়া কিন্তু অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলাকে তারা ফাঁকি দিতে পারেনি। এই লেখার উদ্দেশ্য কাউকে মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য নয় বরং উদাসীন ব্যক্তিদের স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, ইসলামী বিধিনিষেধ সম্পর্কে মুখের প্রতিটি উক্তি সম্মানিত ফিরিশতা দিয়ে লিপিবদ্ধ হচ্ছে, যা শেষ বিচারে সাক্ষী হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করবে। তাই নিজের অন্তরের বিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে নিশ্চিত হয়েই মন্তব্য করা উচিত কারণ তার অন্তরের বিশ্বাস সম্পর্কে সে নিজে এবং অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না, তবে মুখ দিয়ে যা বের হয় তা সকলেই জেনে যায়। এই সমস্ত ব্যক্তিদের অনেকেই সমাজে বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত তাই কোন বিষয়ে বিশেষ করে দেশের শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের মন্তব্যের যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। ফলে এই বুদ্ধিজীবীদের মন্তব্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে দেশের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণ মনে করেন দেশের শাসনে ইসলামী ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নেই। এইভাবে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করার জন্য বুদ্ধিজীবীরা দায়ী থাকবেন। যা হোক, এখন দেখা যাক মুনাফেকি চরিত্র সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন,

إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ ۘ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ط

www.amarboi.org

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ. اتَّخَذُوْا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوْنَ.

"যখন মুনাফিকগণ তোমার নিকট আসে তাহারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।' আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী। উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢালরূপে ব্যবহার করে [*মানুষকে ফাঁকি দেয়ার জন্য*] আর উহারা আল্লাহর পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে [*কারণ তাদের বিভ্রান্তি উক্তি ও কাজকর্মের সাহায্যে ইসলাম সম্পর্কে মানুষ ভ্রান্ত ধারণা পায়*]। উহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ। ইহা এইজন্য যে, উহারা ঈমান আনিবার পর কুফরি করিয়াছে, ফলে, উহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পরিণামে, উহারা বোধশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।" {*সূরা ৬৩-মুনাফিকুন : আয়াত-১-৩*}

ঈমানের অবস্থান হচ্ছে মানুষের অন্তরে। অতএব ধর্মীয় বিশ্বাসকে অন্তরে একনিষ্ঠভাবে স্থান দিয়ে তদনুযায়ী আচরণ ও জীবন যাপন করলে তার অন্তরের বিশ্বাসটি কাজকর্মে প্রতিফলিত হয়ে ঈমানের প্রকৃতরূপ প্রকাশ পায়। আর যার অন্তরে ধর্মীয় বিশ্বাস আছে অথচ জীবন যাপনে তার কোন স্থান নেই তাকে বলা হয় 'মুসলিম' তাই প্রকৃত ঈমানদার হওয়া এবং মুসলিম হিসেবে পরিচিত হওয়ার মধ্যে বড় তফাত আছে। মুসলিম আরবী শব্দ যার অর্থ আত্মসমর্পণ করা। আত্মসমর্পণ করা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন কেউ জীবন রক্ষা করার জন্য শারীরিকভাবে আত্মসমর্পণ করে পরাজিত হলেও মানসিকভাবে সে সর্বদাই স্বাধীন। কারণ মানসিকশক্তি হচ্ছে অদৃশ্য যা অন্যের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আবার শারীরিক ও মানসিকভাবেও আত্মসমর্পণ করা যায়, এক্ষেত্রে বাহ্যিক আচরণ ও চিন্তাশক্তি পরস্পরের সম্পূরক ও সমর্থক। এই দুই আত্মসমর্পণকে বলা হয় মুসলিম [*আইনসঙ্গত মুসলিম*] তবে শারীরিক ও মানসিকভাবে আত্মসমর্পণকে বলা হয় প্রকৃত মুসলিম অর্থাৎ ঈমানদার মুসলিম অথবা পরহেযগার ব্যক্তি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ أٰمَنَّا ط قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط وَإِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لاَ يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ط إِنَّ اللّٰهَ

www.amarboi.org

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ط أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ.

"আরব মরুবাসীরা বলে,' আমরা ঈমান আনিলাম'; বল, 'তোমরা ঈমান আন নাই বরং তোমরা বল, 'আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি [*মুসলিম হয়েছি*],' কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য কর [*জীবন যাপনের সর্বত্র ইসলামী মূল্যবোধ মেনে চল*] তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হইবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" তাহারাই মু'মিন [*প্রকৃত ঈমানদার বা মুসলিম*] যাহারা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিবার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে [*ইসলামী মূল্যবোধের বিধিনিষেধ পালনে কোন বাধাবিঘ্নের সাথে সমঝোতা করবেন না, জীবনের সর্বত্র বিধান মেনে চলার জন্য সংগ্রাম করবেন*], তাহারাই সত্যনিষ্ঠ [*সত্যিকারে মুসলিম যার অন্তরে এবং কাজকর্মে প্রকৃত ঈমানের রূপ প্রকাশ পায়*]।" {*সূরা ৪৯-হুজুরাত : আয়াত-১৪-১৫*}

অতএব বলা বাহুল্য, ঈমানদার ও প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়ার শর্ত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ও তার রাসূলের (সা.) আদেশ ও নিষেধ পরিপূর্ণভাবে মেনে তা সার্বিকভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের জান-মাল ও সময় এবং বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে সংগ্রাম করা। আল্লাহ তা'আলার মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিমদের প্রধান দায়িত্ব হলো, প্রকৃতভাবে ঈমানদার হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার দ্বীন ইসলামকে সবধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার জন্য সংগ্রাম করা। এ কাজে সফল হওয়ার জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে বাস্তব উদাহরণ সৃষ্টি করে মানব জাতির কাছে দ্বীন ইসলামের উৎকৃষ্টতা ও শান্তির বাণী পৌঁছে দেয়া। এই দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করতে ইসলামী মূল্যবোধের ব্যবস্থা মুসলিমদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বপ্রথম ব্যবহারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। মুসলিমদের ব্যবহারিক উদাহরণ দেখে অন্যান্যরাও ইসলামী ন্যায়নীতি ও বিচারের উৎকৃষ্টতার প্রতি আকৃষ্ট হবেন। রাসূল (সা.) কে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছিলেন সত্যদ্বীন ইসলামকে সকল বিভ্রান্ত [*মানুষের তৈরি*] ধর্মের উপর বিজয়ী করার জন্য। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

هُوَ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

www.amarboi.org

"তিনিই তাহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন হেদায়েত ও সত্যদ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর উহাকে [ইসলাম] শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা উহা অপছন্দ করে।" {সূরা ৬১-সাফফ : আয়াত-৯}

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে রাসূল (সা.) ইসলামী বিধিনিষেধ নিজের, সমাজের ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে এ কাজে সফল হয়েছেন। রাসূল (সা.)-এর অবর্তমানে এই দায়িত্ব মুসলিমদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাই মুসলিমরা যদি নিজের, সমাজের ও দেশের শাসন ব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত না করেন তাহলে এই মহাদায়িত্ব পালনে তারা সফল হতে পারবেন না, তবে তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এই কাজে অবহেলার জন্য শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

(৪) ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছু রক্ষায় নেতৃত্ব দেয়া

উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, সৃষ্টি জগতের মধ্যে আদম সন্তানকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই আদম সন্তান একটি সুনির্দিষ্ট অভিযান নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে। মানুষের প্রতিনিধিত্বের সহায়ক হিসেবে আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠকে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় নিয়ামত দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন এবং সব কিছুই মানুষের কর্তৃত্বের অধীন করে দিয়েছেন। পৃথিবীকে নানা বর্ণের ফুল, ফল, গাছ-গাছালি, পাহাড়-পর্বতের অপূর্ব দৃশ্য সাগর ও মহাসাগর নদী-নালায় প্রবাহিত পানি এবং তাতে গচ্ছিত নানা উপকরণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিয়ে মানবের জন্যই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে করেছেন নয়নাভিরাম ও শোভিত। এই সমস্ত নিয়ামতের যত্ন নেয়া, সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা এবং অযথা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিকাশের জ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। তাই শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর শোভিত সাজানো পৃথিবীকে মানুষ যেন নিজের লোভী চরিত্রের প্রভাবে ধ্বংস না করে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়ে বলেছেন,

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"দুনিয়ার শান্তি স্থাপনের পর উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না, তাহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাকিবে। আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।" {সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-৫৬}

www.amarboi.org

মানুষের মতোই প্রাকৃতিক পরিবেশে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। এই দুই সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে বিরাজমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কারণ তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাই পরস্পরের কল্যাণে উভয় সৃষ্টির মধ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আবার মানুষের অবহেলা ও অজ্ঞতা, গৌরব, জাতিভেদে প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে প্রতিযোগিতায় নিজেদের মধ্যে মারামারি এবং যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রত্যাশায় নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে এবং নিজের সাময়িক ভোগ বিলাসের প্রয়াসে এই সাজানো সুন্দর পৃথিবীকে অশান্তির দিকে ঠেলে দিয়ে ধ্বংসও করতে পারে। মানব সন্তানের চিত্তের স্বাধীনতাই এই বিপরীত পরিস্থিতির যে কোন একটি বেছে নিতে সাহায্য করে। তাই উল্লিখিত আয়াতে মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন, যাতে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে তারা আল্লাহ তা'আলার সাজানো শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং শোভিত বাগানকে রক্ষা করে।

অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নির্দেশ হতে দূরে থেকে নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় হিংসা বিদ্বেষের কারণে নানা ধরনের মারণাস্ত্র-পারমাণবিক, রাসায়নিক অস্ত্র ও যুদ্ধ জাহাজ তৈরির কাজে অস্বাভাবিক পরিমাণ অর্থ ও জনশক্তি ব্যয় করছে। পর্যায়ক্রমে জন জীবনের নিরাপত্তায় অনিশ্চয়তা ও অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে মানব সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও অত্যাধুনিকতায় বিলাস বহুল জীবন যাপনের প্রয়োজনে মানুষ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে নানা ধরনের উপভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন ও প্রসাধনীর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবে প্রশংসনীয় ব্যাপার হচ্ছে মহাশূন্যে স্থাপিত অকৃত্রিম স্যাটেলাইটের [উপগ্রহ] মাধ্যমে, দ্রুতগামী উড়োজাহাজ, গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহনে এবং বেতার যোগাযোগের ব্যবস্থা মানুষের জীবন যাত্রা অনেক সহজ করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নতুন নতুন রোগ নির্ণয় সম্পর্কিত যন্ত্র এবং ঔষধ আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে করেছে আরও সমৃদ্ধ এবং মানুষ নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে যত্নবান হয়েছে। কিন্তু একই সাথে এই সমস্ত আবিষ্কারের প্রয়োজনে এবং আধুনিক সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক এবং অন্যান্য উপাদান আবার পৃথিবীর শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হওয়ার পেছনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশেষ কিছু দেশ নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে সারা দুনিয়াকে অনর্থক ভয়ভীতির মধ্যে রেখেছে। তবে পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও লাভজনক আবিষ্কার, যদি একটি নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে জনকল্যাণে এটি ব্যবহার করা হয়।

www.amarboi.org

পারমাণবিক শক্তি বা বোমা যে কতটুকু ভয়াবহ তা মানব জাতি একবারই দেখেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে আমেরিকানরা ১৯৪৫ সালে জাপানের দুই শহরে বোমা নিক্ষেপ করে দেখিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত করেছেন। তাই এই বিজ্ঞানের জ্ঞানের সদ্ব্যবহারও মানব জাতির জন্য একটি বড় পরীক্ষা। এক্ষেত্রেও মানব সন্তানের স্বাধীন চিত্তের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের জীবন রক্ষার্থে যেমন নতুন আবিষ্কার করে জীবন যাপন সমৃদ্ধ করা যায়, তেমন আবার খামখেয়ালি আচরণ এবং কিছু লোভী ব্যবসায়ীর স্বার্থ উদ্ধার ও কিছু জাতির ঔদ্ধত্যের এবং প্রাধান্যতার প্রতিযোগিতা এই সাজানো সুন্দর পরিবেশ এবং মানব জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে। তাই মানব জীবন যাপনের মান উন্নতি যেমন দরকার, তেমন আল্লাহ তা'আলার সাজানো বাগান এই ভূ-পৃষ্ঠ ও তার পরিবেশ যা শান্তিপূর্ণভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল, তাদেরকেও রক্ষা করাও মানুষের দায়িত্ব। কারণ আজ যদি কতিপয় জাতি ও মানুষ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় খাম-খেয়ালির মাধ্যমে এই শান্তিপূর্ণ সাজানো বাগান নষ্ট করে তাহলে আগামী প্রজন্মে যারা উত্তরাধিকারী হিসেবে খলীফার দায়িত্ব পালন করতে পৃথিবীতে আসবে তারা নিঃসন্দেহে একটি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে। আর আদম সন্তান যদি তাদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান অনুসারে পালন করে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবেশ ও জনজীবন রক্ষা করে তাহলে তাদের উত্তরাধিকারীরাও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবে না।

তাই মনোনীত খলীফা হিসেবে প্রতিটি উন্নতশীল এবং উন্নয়নশীল দেশের উচিত প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যাতে একটি গোষ্ঠীর অবৈধ চাহিদা ও পার্থিব জীবনের সামান্য ভোগবিলাস প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাগর, নদী-নালার পানি বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক এবং ধ্বংসাত্মক অতিবেগুনি [ultra-violet] রশ্মি দিয়ে দূষিত না হয়। এ ব্যাপারে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ হতে প্রায় ১২-১৩ কিঃ মিঃ উপরে ওজোনের [O_3] স্তর আছে, যা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা স্থাপন করেছেন যাতে ভূ-পৃষ্ঠের মানুষ, অন্যান্য জীবজন্তু ও নিয়ামত সূর্যের আলোর সাথে আসা অতিবেগুনি রশ্মি দিয়ে বিপর্যস্ত না হয়। সূর্যের আলোতে বিভিন্ন ধরনের রশ্মি ও সংমিশ্রণ থাকে যেমন অতিবেগুনি রশ্মি [UV], অবলোহিত রশ্মি [IR], এক্স-রে রশ্মি [$X\text{-}ray$] এবং দৃশ্যমান আলো [*Visible light*] ইত্যাদি। এদের মধ্যে বিপজ্জনক রশ্মি যেমন

www.amarboi.org

অতিবেগুনি, অবলোহিত এবং এক্স-রে পৃথিবীর উপরে অবস্থিত বায়ুমণ্ডলী দিয়ে শোষিত হয়ে বাধাগ্রস্ত এবং ধ্বংস হয়, যাতে ভূ-পৃষ্ঠে পৌছাতে না পারে। এদের মধ্যে অতিবেগুনি রশ্মি শোষিত হয় ওজোন স্তরে আর অবলোহিত রশ্মি শোষণ হয় পানির অণুর সাহায্যে এবং দৃশ্যমান আলো ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌছে যায়। যার সাহায্যে দিনের আলোতে মানুষ চোখে সবকিছু দেখতে পারে।

দৃশ্যমান আলো ভূ-পৃষ্ঠে শোষিত হয়ে আবার অবলোহিত রশ্মি হিসেবে নির্গত হয়, যারফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের বসবাসের জন্য উপযোগী হয়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে সূর্যের আলো বেশী সময় থাকে না, তাই প্রায় সারা বৎসর উভয় মেরুতে বিশেষভাবে দক্ষিণ মেরুতে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা থাকে। এই আলোচনা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডল ভূ-পৃষ্ঠে জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরগুলোতে প্রয়োজন মাফিক ভারসাম্য দিয়ে সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। তাই নিজেদের এবং ভবিষৎ প্রজন্মের স্বার্থে মানুষের উচিত এই বায়ুমণ্ডলের স্থাপিত ভারসাম্য রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোর স্বেচ্ছাচারিতায় অতিশয় বিলাসিতার কারণে নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রে ব্যবহারিত Cl_2CF_2 [*Chloro-Fluro Organic Chemical*], প্রসাধনী দ্রব্য [*Hair Spray*], এবং গাড়ীতে ব্যবহৃত Gasoline [তৈল] প্রতিদিন হাজার হাজার টন বিষাক্ত রসায়ন এবং কার্বনডাইঅক্সাইড [CO_2] গ্রীন হাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করায় সাহায্য করছে। তবে ইদানিং আমেরিকা, ব্রাজিল [সোগার ক্যান থেকে] এবং ইউরোপের কিছু দেশ কর্ন [ভুট্টা] থেকে গ্যাসলিনের বিকল্প ইথ্যানল তৈরি করায় আত্মনিয়োগ করেছে, তাতে প্রাকৃতিক গ্যাসলিনের অভাব কিছু উপশম করলেও প্রতিদিন হাজার হাজার টন গ্রীন হাউস গ্যাস [CO_2] বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে সাহায্য করছে। এই সমস্ত রাসায়নিক বিশেষভাবে Cl-F [*Chloro-Fluro*] উপাদান, যাদের অনাশাতিত রাসায়নিক বিক্রিয়া দিয়ে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে ধ্বংস করছে। ফলে পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় অতিবেগুনি রশ্মি [*Ultraviolet Radiation*] সামান্য বাধা প্রাপ্ত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে পৌছে যাচ্ছে, তাতে মানুষরা নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, এর মধ্যে Skin Cancer [*চর্ম ক্যান্সার*] বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ওজোন স্তর এবং অতিবেগুনি রশ্মি কিভাবে বিক্রিয়া করে এবং বায়ুমণ্ডলে বিশেষ করে অক্সিজেনের ভূমিকা কি সেটিও এই আলোচনায় দেখানো হলো।

www.amarboi.org

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। পৃথিবীর নিকটবর্তী প্রায় ১২ কিঃ মিঃ উপর পর্যন্ত স্তরকে বলা হয় ট্রপোসফিয়ার [Troposphere], তারপরেই ওজোনের স্তর [১৩-৩১ কিঃ মিঃ] এবং স্ট্রাটসফিয়ার [Stratosphere] স্তর ৩১-৫০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত। তারপরের স্তরগুলো হচ্ছে মেস্‌সফিয়ার [Mesosphere] এবং থার্মোসফিয়ার [Thermosphere]। যা হোক আমাদের আলোচনার জন্য প্রথম তিন স্তর বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে স্তরের নকশা দেয়া গেল,

৮০- কিলোমিটার	Thermosphere
৫০-৮০ কিলোমিটার	Mesosphere
৩১-৫০ কিলোমিটার	Stratosphere
১৩-৩১ কিলোমিটার	Ozone Layer
০-১২ কিলোমিটার	Troposphere
ভূ-পৃষ্ঠ	

[*Chemistry for Changing Times, 8th edition, 1998; John W. Hill and Doris K. Kolb, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458, USA*];

মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালা এবং অন্যান্য প্রাণী সবই ভূ-পৃষ্ঠে ট্রপোসফিয়ার স্তরে বসবাস করে। তাই ট্রপোসফিয়ারের বায়ুমণ্ডলে জীবন ধারণের জন্য আল্লাহ তা'আলা অক্সিজেনের হার একটি নির্দিষ্ট (১৯-২১%)তে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সূর্যের আলোর সাথে বিপজ্জনক অতিবেগুনি রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে পৌছার পূর্বেই বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বায়ু [*অক্সিজেন অণু*] এবং ওজোনের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়, তাই ভূ-পৃষ্ঠে পৌছতে পারে না। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত প্রাণীসহ সবুজ গাছ পালা, ফল-মূল ইত্যাদি বিনষ্ট না হয়ে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে- মানব সন্তানের জন্য এটি আল্লাহ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ, যা মানুষ প্রতিনিধির জীবন যাপন এবং তার ক্রমবিকাশের জন্য বিরাট সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ আদম সন্তানরা এই ব্যাপারে পুরোপুরি অজ্ঞতায় বসবাস করছে এবং এই মহা অনুগ্রহের জন্য তাওহীদে বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায়

www.amarboi.org

ব্যতিরেকে, বরং বিপরীতে মানব সন্তানদের কাজ কর্মে ও ব্যবহারে সর্বদাই গৌরব ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছে। এক্ষেত্রে মুসলিমদের সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব রয়েছে, কারণ তারা আল-কুরআনের মাধ্যমে অবগত আছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং সব নিয়ামত রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কঠোর আদেশ রয়েছে। এজন্যই এ কাজে মুসলিমদের দায়িত্ব সর্বাগ্রে, তাই পরিবেশ সংরক্ষণে মুখ্য ভূমিকা পালনে তাদের এগিয়ে আসা উচিত।

এ কাজে অন্যদের উপর মুখ্য ভূমিকা পালন করতে দরকার হয় একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি, যে শক্তির ভিত্তি হবে ন্যায়নীতি সম্পন্ন সুদূর প্রসারী, দূরদর্শিতাপূর্ণ সত্যদ্বীনের ভিত্তিতে। যে শক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হবে সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা। তাতে এই শক্তি উপহার দেবে মানব জাতির জন্য শোষণমুক্ত সমাজ, ন্যায়বিচারের, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এবং বৈষম্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি। এই রকম শক্তি ছাড়া বর্তমানে মানুষের চাহিদায় প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা থাকবে না। বর্তমানে মুসলিমদের কিছু দেশ অর্থনৈতিক শক্তিতে শক্তিশালী হয়েও একটি বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তারা রাজনৈতিক শক্তিতে অত্যন্ত দুর্বল তাই বিশ্ব রাজনীতির নীতিনির্ধারণে তাদের মতামতের কোন মূল্য নেই অর্থাৎ নিজের ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার্থে তারা বৃহত্তর শক্তির কাছে জিম্মি হয়েছেন। একমাত্র আল-কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ছাড়া আর সকল ব্যবস্থাই কোনো না কোনো ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত হয় তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার্থে আগ্রাসী দেশের [*গণতন্ত্রে ও সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদীর শাসন*] আগ্রাসন থামাতে গেলেই দরকার হবে ইসলামী মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সরকার।

যা হোক, অতিবেগুনি রশ্মি প্রথমেই মেস্‌সফিয়ারের স্তরে বাধা প্রাপ্ত হয়। এই স্তরের অক্সিজেন অণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে অক্সিজেন অণুকে ভেঙ্গে অতি প্রতিক্রিয়াশীল [*Radical*] অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত করে। অতঃপর এই অতি প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন পরমাণু স্ট্রাটসফিয়ার স্তরে অক্সিজেন অণুর সাথে পুনরায় বিক্রিয়ার সাহায্যে ওজন তৈরি করে সেটিই হচ্ছে ওজোনের স্তর। এই ওজোন স্তরই ভূ-পৃষ্ঠের ট্রপোসফিয়ার স্তরের জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করে। ওজোন স্তর অতিবেগুনি রশ্মিকে ধ্বংস করে যাতে এই বিপজ্জনক রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে পৌছাতে না পারে।

Mesosphere:

www.amarboi.org

O_2 + অতিবেগুনি রশ্মি $\rightarrow 2O$

অক্সিজেন অণু [অতি প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন পরমাণু]

Stratosphere:

$2O + O_2 \rightarrow O_3$ [ওজোনের স্তর সৃষ্টি]

Ozone Layer:

O_3 + অতিবেগুনি রশ্মি $\rightarrow O_2 + O$ [অক্সিজেন পরমাণুর বিক্রিয়া]

অতিবেগুনি রশ্মি মেস্‌সফিয়ার স্তরে পুরোপুরি ধ্বংস হয় না। তাই অতিবেগুনি রশ্মির বাকী অংশ ওজোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছে ওজোনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওজোনকে ভেঙ্গে আবার অতি প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন পরমাণু এবং অক্সিজেন অণু তৈরি করে। অক্সিজেন পরমাণু পুনরায় স্ট্রাট্‌সফিয়ার স্তরে অক্সিজেন অণুর সঙ্গে বিক্রিয়ার মাধ্যমে ওজোন তৈয়ার করে। এইভাবে ওজোন স্তরের পরিধি সবসময় একই ঘনত্বে বিরাজ করছে। এটাই হলো, আল্লাহ তা'আলার অতি নিপুণ সৃষ্টির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ।

ওজোন স্তরে নির্মিত অতি প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন পরমাণু, যা ওজোন স্তরের ঘনত্ব রক্ষার সহায়ক আমাদের আলোচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। মানুষের অতি আধুনিকতা এবং বিলাসবহুল জীবন যাপনে ব্যবহারিত নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য নিয়মিতভাবে ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে, যা ওজোন স্তরের অতি প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন পরমাণুকে শোষিত করে পুনরায় ওজোন স্তর তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। প্রতিফলে ওজোন স্তরের ঘনত্ব কমে যাচ্ছে এবং তাই অতিবেগুনি রশ্মিকে ধ্বংস করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। মানুষের ব্যবহার্য রাসায়নিকের মধ্যে ফ্লোর-ক্লোর কার্বন সাধারণত জৈব রাসায়নিক গ্যাস অথবা তরল অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। এই জৈব রাসায়নিক গ্যাস অথবা তরল পদার্থ সহজে অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না এবং পানির সাথেও মিশ্রণ হয় না। তাছাড়া অতি অল্প তাপে এই তরল পদার্থ সহজে গ্যাসে পরিণত হতে পারে। তাই এই সমস্ত রাসায়নিক মানুষের জন্য গন্ধনাশক দ্রব্য, চুলের চিত্র শৈলী ঠিক রাখার জন্য হেয়ার স্প্রে'স এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রে হিম করায় রেফ্রিজারেশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাজেই প্রতিদিন এগুলো বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ওজোন তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তবে বর্তমানে এ সমস্ত রাসায়নিকের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। যা হোক অবাঞ্ছিত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া উদাহরণস্বরূপ এখানে দেয়া হলো।

www.amarboi.org

F_2CCl_2 + অতিবেগুনি রশ্মি → $F_2CCl^{\bullet}$ + $Cl^{\bullet}$ (১)

ক্লোর-ক্লোর কার্বন দ্রব্য অতি প্রতিক্রিয়াশীল ক্লোরিন পরমাণু

$Cl^{\bullet} + O_3 \rightarrow ClO^{\bullet} + O_2$ (২)

$^{\bullet}ClO + O \rightarrow Cl^{\bullet} + O_2$ (৩)

অতি প্রতিক্রিয়াশীল ক্লোরিন পরমাণু ওজোনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে আবার আরেকটি অতি প্রতিক্রিয়াশীল ক্লোর অক্সিজেন তৈরি করে [*বিক্রিয়া নম্বর ২*],

যা অতি প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন পরমাণু শোষিত করে পুনরায় অক্সিজেন অণুতে পরিণত করে এবং অতি প্রতিক্রিয়াশীল ক্লোরিন পরমাণু তৈয়ার করে [*বিক্রিয়া নম্বর ৩*]। এই ক্লোরিন পরমাণু পুনরায় ওজোন স্তর ধ্বংসের জন্য ব্যবহার হয়। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অতিবেগুনি রশ্মি এবং ওজোনের মধ্যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি অতি প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন পরমাণু যা স্ট্রাট্সফিয়ার স্তরে অক্সিজেনের অণুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় পুনরায় যে ওজোন তৈরি করতো, সেটি [*অক্সিজেন পরমাণু*] ক্লোর-ক্লোর কার্বন রাসায়নিক দিয়ে তৈরি ক্লোর অক্সিজেনের [ClO] সাহায্যে শোষিত হওয়ায় পুনরায় ওজোন তৈরি করতে পারছে না। যার প্রতিফল হচ্ছে ওজোন স্তরের ঘনত্ব কমে যাওয়া। সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয়, এই রাসায়নিক যদি একবার ওজোন স্তরে প্রবেশ করে তাহলে ওজোনের সঙ্গে তার বিক্রিয়া সহজে বন্ধ হয় না, অনেক বৎসর পর্যন্ত একইভাবে পুনঃপুনঃ বিক্রিয়া চলতে থাকবে অর্থাৎ ৩ এবং ২ নম্বর বিক্রিয়া পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে যতদিন না ক্লোরিন পরমাণু অন্য রাসায়নিকের সাথে বিক্রিয়া করে। তাই এই ধরনের রাসায়নিক বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ অত্যন্ত বিপজ্জনক। মানব সম্প্রদায় যদি এর প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, তাহলে আগামী প্রজন্মের প্রতিনিধিরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে বিপদের সম্মুখীন হবে।

গ্রীনহাউস গ্যাসের প্রভাব [Greenhouse effect]

The greenhouse effect refers to the change in the steady state temperature of a planet by the presence of an atmosphere containing gas that absorbs and emits infrared radiation. Greenhouse gases, which include water vapor, carbondioxide [CO_2] and methane [CH_4, natural gas] warm the atmosphere by efficiently absorbing thermal infrared radiation emitted by Earth's surface, by the atmosphere itself, and by clouds. As result of its warmth, the atmosphere also radiates

www.amarboi.org

thermal infrared in all directions, including downward to the Earth's surface. Thus, greenhouse gases trap heat within the surface-troposphere system.

The Earth receives energy from the sun mostly in the form of visible light [*দৃশ্যমান আলো*]. The bulk of this energy is not absobed by the atmosphere since the atmosphere is transparent to visible light. 50% of the Sun's energy reaches the Earth and is absorbed by the surface as heat. Because of its temperature, the Earth's surface radiates energy in infrared range [*i.e. in wavelength of infrared radiation (অবলোহিত রশ্মি)*]. The greenhouse gases are not transparent to infrared radiation so they absorbed infrared radiation. Infrared radiation is absorbed from all directions and passed as heat to all gases in the atmosphere. The atmosphere also radiates in the infrared range (because of its temperature, in the same way the Earth' surface does) and does so in all directions. The Earth's surface and lower atmosphere are warmed because of the greenhouse gases and makes our life on earth possible.

Greenhouse gases

In order, Earth's most abundant greenhouse gases are: Water vapor, Carbondioxide [*গাড়ী, অকৃত্রিমভাবে গাড়ীর জ্বালানি তৈরির পদ্ধতিতে*], Methane [*প্রাকৃতিক গ্যাস*], Nitrogen oxide [*গাড়ী এবং অন্যান্য জ্বালানি থেকে যেমন কয়লা এবং কাঠ ইত্যাদি*], Ozone and CFCs. When these gases are ranked by their contribution to the greenhouse effect, the most important are: Water vapor, which contributes (*36-70%, যার ফলে গ্রীষ্মের সময় বায়ুমণ্ডলের আদ্রতা বেড়ে গেলে তাপমাত্রায় বেড়ে যায়*), Carbon dioxide, contributes (*9-26%*), Methane, contributes (4-9%) and Ozone (3-7%). However, the term 'greenhouse effect' originally came from the greenhouse used for gardening, but as mentioned the mechanism for greenhouse operates differently.{*Source, Wikipedia the free encyclopedia*}

বর্তমানে গাড়ীর ব্যবহার একটি অত্যন্ত সুবিধাজনক এবং সহজতর বিলাসবহুল ব্যবস্থা। গাড়ীতে যে জ্বালানি ব্যবহার করা হয়, তা বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং সালফারের সঙ্গে গাড়ীর ইঞ্জিনে একত্রে দগ্ধ হয়ে নানা ধরনের

www.amarboi.org

অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি করে। যার জন্য গাড়ীর পেছনে বহিরাগত গ্যাস অনেক সময় কালো ধোঁয়ার মতো দেখা যায়। আবার অনেক সময় চোখে দেখা যায় না কিন্তু গাড়ীর কাছে মাঝে মধ্যে অসহ্য গন্ধ পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন এবং সালফার সম্পৃক্ত রাসায়নিক সাধারণত খারাপ গন্ধ সৃষ্টি করে [*ডিম পঁচা গন্ধ, ডিমের প্রোটিনে সালফার আছে*]। তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক গ্যাস হচ্ছে কার্বন মনোঅক্সাইড [CO], যার কোনো প্রকার রং এবং গন্ধ নেই। জৈব জ্বালানি গাড়ীর ইঞ্জিনে পরিপূর্ণভাবে দগ্ধ হওয়ার জন্য দরকার হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন। অক্সিজেন এবং জৈব জ্বালানি মিলে তৈরি করে পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড। তাই এই বিক্রিয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন না থাকলে বিষাক্ত গ্যাস কার্বন মনোঅক্সাইড তৈরি হয়। যা হোক এই অপ্রয়োজনীয় গ্যাস বিশেষ করে নাইট্রোজেন সম্পৃক্ত রাসায়নিক বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ক্লোর-ক্লোর কার্বন রাসায়নিকের মতোই ওজোন স্তরের ঘনত্ব কমাতে সহায়তা করছে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর বড় বড় শহরে প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহনের সাহায্যে দূষিত বায়ুমণ্ডল, মানুষের জীবন ধারণে নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশ রক্ষা আইন তেমন কঠোর নয় বা সরকার ও সাধারণ জনগণও এ ব্যাপারে সতর্ক নয়। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলোই সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির মধ্যে আছে।

আরেকটি উল্লেখ্য উদাহরণ যা সারাবিশ্বে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, গ্রীনহাউস গ্যাসের প্রভাব। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা সাধারণ অবস্থা থেকে বেড়ে যাচ্ছে। যাকে বর্তমানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলা হয়।

Global warming is the increase in the average temperature of the Earth's near-surface air and oceans since the mid-twentieth century and its projected continuation. Global surface temperature increased 0.74±0.18°C (1.33±0.32°F) during the last century. And it will continue to increase probably a rise further 1.1 to 6.4°C (2.0 to 11.5°F) during the twenty-first century. Greenhouse gases have huge contribution in the Global warming because their (CO_2 and Methane) concentrations have increased by 36% and 148% respectively since the mid-1700s.{source, Wikipedia}

আমরা ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগতের জীবন

www.amarboi.org

ধারণের জন্য আরামদায়ক ও বাসপযোগী তাপমাত্রা বজায় রাখার প্রয়োজনে ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসের উপস্থিতি অবশ্যই দরকার আছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় অতিমাত্রায় সবকিছুই খারাপ। বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমায় রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদের মধ্যে একটা অনবদ্য সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন তাই জীবন ধারণের প্রয়োজনে তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রাণীজগৎ উদ্ভিদজগতের জন্য তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর উদ্ভিদজগৎ তৈরি করে প্রাণীজগতের জন্য অক্সিজেন। তাই বলা যায়, জীবজগৎ হচ্ছে গ্রীনহাউস গ্যাস তৈরির কারখানা। মানুষ এবং জীবজন্তুর প্রধান খাবার হচ্ছে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য [carbohydrate {starch and cellulose}]। জীবজন্তুর পাকস্থলীতে কার্বোহাইড্রেট জনিত খাবার পানিতে এসিডিক কণ্ডিশনে ফার্মেন্টেসনের [*ইনজাইম ক্যাটালিস্ট*] সাহায্যে চিনি তৈরি করে। চিনিই হচ্ছে জীবজন্তুর শরীরে শক্তির উৎস। চিনি পুনরায় এসিডিক কণ্ডিশনে অক্সিজেন ও পানির সাথে মিশ্রণে তৈরি হয় গ্লোকৌস এবং ফ্রোক্টৌস। এই গ্লোকৌসকে বলা হয় ব্লাড সুগার, যা রক্তের সাথে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিশেষে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি। এ কারণেই জীবজন্তু শ্বাস নেয়ার সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে আর শ্বাস ত্যাগের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়। খাবার হজমের পদ্ধতিতে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া দেয়া হল

শ্বেতসার জাতীয় খাবার +পানি +{*ইনজাইম +এসিড*} ⟶ চিনি + waste products

(*চিনি*) $C_{11}H_{22}O_{11}$ + H_2O (*পানি + এসিড*) ⟶ $2C_6H_{12}O_6$ (*গ্লোকৌস*)

$2C_6H_{12}O_6$ (*গ্লোকৌস*) + O_2 (*অক্সিজেন*) ⟶ H_2O + CO_2 (*কার্বন ডাইঅক্সাইড*)

জীবজন্তু থেকে নির্গত কার্বনডাইঅক্সাইড দিনের বেলায় গাছের পাতায় সূর্যের আলো এবং পানির সাহায্যে ফটোসেনথেসিস [Photosyntheis] বিক্রিয়ার মাধ্যমে Carbohydred, Starch, Sugar তৈয়ার করে, যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই বলা বাহুল্য যে, গাছ-পালা, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে একটি নিবিড় সম্পর্ক দিয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হিসেবে সৃষ্টি করে উভয়ের জীবন ধারণ করার জন্য একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতির ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করেছেন। যা হোক গ্রীনহাউস গ্যাস এখন শুধুমাত্র মানুষ এবং জীবজন্তু দিয়ে নয়, বিভিন্ন কারখানায় বিচিত্র ধরনের রাসায়নিক উৎপাদনে প্রতিদিন বাই প্রডাক্ট [*উপজাত*] হিসেবে হাজার হাজার টন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। অন্যদিকে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বাড়ায় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অধিক বিলাসিতার কারণে

www.amarboi.org

সবুজ গাছপালাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্যের আলোর সাথে নানা ধরনের রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে পৌছার পর ভূ-পৃষ্ঠ দ্বারা শোষণ হয়ে অন্য ধরনের লম্বা তরঙ্গের রশ্মি [অবলোহিত রশ্মি] সৃষ্টি করে, যা প্রতিফলিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে আবার প্রবেশ করে।

বায়ুমণ্ডলে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতিতে এই লম্বা তরঙ্গের রশ্মি বাধা প্রাপ্ত হয়, তাই ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বগামী না হয়ে ভূ-পৃষ্ঠেই অবস্থান করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, কার্বন ডাইঅক্সাডের অণু ভূ-পৃষ্ঠের সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের সংগঠন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের অণুর তুলনায় ভারি হওয়ায়, ভূ-পৃষ্ঠের উপর কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটি স্তর তৈরি হয়। এই স্তর ভেদ করে অবহেলিত রশ্মি উর্ধ্বগামী হতে পারে না। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে যাওয়ায় সাহায্য করছে। তাই বড় শহরে বেশী লোক বসবাস এবং গাড়ী ও কারখানার জন্য বৎসরে প্রায় সব সময়ই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেশী থাকে। এই পরিস্থিতির জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য রাসায়নিক এবং যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাসসমূহ সমানভাবে দায়ী। এই ভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পরিমাণ আরও বেড়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সাধারণ/সহজ জীবন যাপনের জন্য একটি বিরাট হুমকির সৃষ্টি হবে। ইতোমধ্যে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে হাজার হাজার মাইল জমাকৃত বরফ ক্রমে ক্রমে গলে যাচ্ছে। অতএব এই অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করা যদি বন্ধ না করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে পৃথিবী বসবাসের জন্য অনুপযোগী হবে। অবশ্য ইতোমধ্যে উন্নতশীল দেশগুলোর শিল্প কারখানা থেকে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে সাগরের অতলে জমা করার বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ন্ত্রণে তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করছে না, কারণ ইথ্যানল [*কৃত্রিম গ্যাস, ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে*] তৈরির কারখানা থেকে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে সে তুলনায় এ ব্যবস্থা অতি তুচ্ছ পদক্ষেপ। ইউরোপে শিল্প কারখানা থেকে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপর ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্লোবাল তাপমাত্রা বৃদ্ধির উপর প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করে আমেরিকান প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল-গোর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই প্রামাণ্য চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশ যেমন বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চল এমনকি আমেরিকার দক্ষিণে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোর দক্ষিণাঞ্চলও আগামী ২০ বছরের মধ্যে

www.amarboi.org

পানির নীচে চলে যাবে। কারণ দক্ষিণ ও উত্তর মেরুতে জমাকৃত বিপুল পরিমাণ বরফ গলে সাগরের পানির পরিমাণ বেড়ে যাবে তাই সাগর উপকূলের দেশগুলোই বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ইতোমধ্যে দক্ষিণ মেরুর একটি বিরাট অংশের বরফ গলা শুরু হয়েছে। তাই এই সমস্যা বিশেষ কোন দেশের নয় বরং মানব জাতির সকলের সমস্যা।

উল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানব জাতি যদি সংঘবদ্ধভাবে বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করা থেকে সাবধান না হয়, তাহলে তারা একদিকে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নির্দেশের বরখেলাফ করছেন, আর অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলার প্রতিষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ পরিবেশের ক্ষতি করে নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই ডেকে আনছেন। তাই প্রতিনিধি হিসেবে যে দায়িত্ব নিয়ে তারা আল্লাহ তা'আলার সাজানো পৃথিবীতে এসেছেন সে দায়িত্বও তারা সঠিকভাবে পালন করছেন না। এটি অনস্বীকার্য যে মানব জাতির এই অবহেলার ফলশ্রুতিতে আগামী প্রজন্মের প্রতিনিধিরা জীবন যাপনে আরও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। এক্ষেত্রে মুসলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে সবচেয়ে বেশী, নিজের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে অন্যদেরকে প্রভাবিত করতে এগিয়ে আসা উচিত। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোকে এ কাজে গবেষণা করার জন্য প্রচুর অর্থ যোগান দিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের নিযুক্ত করে পরিবেশ রক্ষায় নেতৃত্ব দিতে হবে। সেটি না করলে মুসলিম হিসেবে মানব জাতির কল্যাণে তাদের যে দায়িত্ব পালন করার কথা তার জবাবদিহি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বিচারে করতে হবে।

(৫) সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের

এই পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, ভূ-পৃষ্ঠে এবং সৌরজগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে মানুষের কল্যাণে ও সেবায় নিয়োজিত করেছেন। বিশেষ করে ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছু মানুষের অধীন করে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে মানব সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা মহা পরীক্ষার মধ্যে রেখেছেন। একটি বিষয় সম্পর্কে স্মর্তব্য যে, শুধুমাত্র মানব জাতির কল্যাণে সেবা করা ছাড়াও এই সমস্ত যাবতীয় সৃষ্টি ও নিয়ামতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, তারা মানব সন্তানের মতোই সিজদার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে। মানব জাতির অধিকাংশ মানুষই এই

www.amarboi.org

ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতায় রয়েছেন। এমন কি হলে কিতাবী অর্থাৎ ইয়াহুদী, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানদের মধ্যেও অনেকের এই ব্যাপারে পরিষ্কার জ্ঞান নেই। তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মুসলমানরা এই ব্যাপারে অজ্ঞতামূলক মন্তব্য করে থাকেন। আর বাকী মানুষরা পুরোপুরি অজ্ঞতার মধ্যে আছেন, কারণ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ তা'আলা এবং তার প্রেরিত আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূলদের সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। সৃষ্টির মধ্যে যাবতীয় যা কিছু আছে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য পবিত্র আসমানী কিতাব ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তবে আসমানী কিতাবের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র আল-কুরআনই এ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য দিতে পারে কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজেই আল-কুরআনকে কলুষমুক্ত রেখেছেন এবং সবরকম কলুষ থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন [*এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে*]। মানব জাতির বাকী অংশ সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন সেটি স্বীকার করলেও, সৃষ্টিকর্তার আসল পরিচয় সম্পর্কে তারা বিভ্রান্তিতে আছেন। তারা মনে করেন [*বিশেষ করে নাস্তিকরা*] আকাশমণ্ডলী ও ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছু প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে সৃষ্টি হয়েছে তাই এদের নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে অথবা এগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে স্বতন্ত্র ধরনের দেব-দেবী আছে। বৃষ্টি হচ্ছে প্রাকৃতিক ঘটনা এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত, আল্লাহ তা'আলার আদেশেই বৃষ্টি হয়ে থাকে অথচ অজ্ঞ ব্যক্তিরা বৃষ্টি হওয়ার কৃতিত্ব দেয় প্রকৃতিকে অথবা দেব-দেবীকে অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রকৃতি ও অন্যদের শরীক করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ج وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ج وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ج وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ط لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ط وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ط وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِىْ ضَلَالٍ. وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأٰصَالِ. (سجدة) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ

www.amarboi.org

نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ لا أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ج أَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ط قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

"তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলি যাহা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ; বজ্র [*আর-রা'দ*]* নির্ঘোষ [*বিরাট শব্দের মাধ্যমে*] ও ফিরিশতারা সভয়ে তাহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে [*তাই বজ্রের শব্দ শুনার পরই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা উচিত*] এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন [*বজ্রপাতে অনেকের মৃত্যু হয়*]; তথাপি উহারা [*অবিশ্বাসীরা*] আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, যদিও তিনি মহাশক্তিশালী। সত্যের আহ্বান তাহারই [*আল্লাহ তা'আলার শক্তিতে সীমাবদ্ধ*]; যাহারা তাহাকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে, তাহাদের কোনই সাড়া দেয় না উহারা [*তাদের কোন কিছু করার শক্তি নেই*]; তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে তাহার মুখে পানি পৌঁছাবে এই আশায় তাহার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যাহা তাহার মুখে পৌঁছিবার নহে [*মিথ্যা আশায় মানুষ অন্যদের ডাকে*], কাফিরদের আহ্বান নিষ্ফল। বল, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বল, [*'তিনি*] আল্লাহ।' বল, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে যাহারা নিজদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নহে?' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' তবে কি তাহারা আল্লাহর এমন শরীক করিয়াছে, যাহারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করিয়াছে, যে কারণে সৃষ্টি [*কাফিররা যাদের ইবাদত করে*] উহাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে [*কাফিররা নিজেরাই বিভ্রান্ত*]! বল, 'আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।" {সূরা ১৩-রা'দ : আয়াত-১২-১৬}

[**Ar-Ra'd: It is said that he is the angel in charge of clouds and he drives them as ordered by Allah, and glorifies His Praises {Tafsir Al-Qurtubi, Vol. 9, P/296}*]

মুসলমানদের হাতে নির্ভুল দলিল থাকা সত্ত্বেও তথাকথিত শিক্ষিত মুসলিমদের অনেকেই অজ্ঞতায় এ ব্যাপারে অসামঞ্জস্য মন্তব্য করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলার নিয়োজিত প্রতিনিধি হিসেবে মানব সন্তানের দায়িত্ব রয়েছে ভূ-পৃষ্ঠের অন্যান্য সৃষ্টিরাও যে, তাদের মতোই সিজদার মাধ্যমে এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। কারণ সৃষ্টির সব কিছুই মানুষের

www.amarboi.org

মতোই উম্মত, তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানে জীবন যাপন করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَاطَآئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ط مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ.

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না যাহা তোমাদের মতো একটি উম্মত নয়। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই [*আল-কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা করলে সব কিছুর সমাধান পাওয়া যায়*]; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহাদের সকলকেই একত্র করা হইবে [*সব কিছুই মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যাবে*]।" {*সূরা ৬-আন'আম : আয়াত-৩৮*}

এখন দেখা যাক, অন্যান্য বস্তুর ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে কি বলেছেন:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নাই যাহা তাহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু উহাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করিতে পার না; তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" {*সূরা ১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৪৪*}

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ط إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ.

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ যাহাকে হেয় করেন তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই; আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।" {*সূরা ২২-হজ : আয়াত-১৮*}

www.amarboi.org

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأٰصَالِ.

"আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাহাদের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়।" {*সূরা ১৩-রা'দ : আয়াত-১৫*}

আকাশমণ্ডলী ও প্রকৃতিতে যা কিছু আছে, প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ সম্পর্কে অনুধাবন করার জন্য এই আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানব সন্তানরা সর্বদাই এদের সাথে বসবাস করছেন, নিজের প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে তাদেরকে ব্যবহার করছেন অথচ মানব সন্তানরা বুঝতে পারেন না যে, এই বস্তুগুলো সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও পবিত্রতা মহিমা স্তুতিগান করে যাচ্ছে। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে আরও উল্লেখ করেছেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পৃষ্ঠে যা যা কিছু আছে, তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করে অর্থাৎ একমাত্র তারই ইবাদত করে, তবে একমাত্র আদম সন্তানই হচ্ছেন এর ব্যতিক্রম। কারণ "মানুষের মধ্যে অনেকে" এই কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়েছেন যে অধিকাংশ মানুষই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে না, যদিও আদম সন্তানকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে যারা সিজদা করেন তারা নিজের স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছায় সেটা করে থাকেন। সিজদার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলার গোলাম, তার সীমাহীন শক্তির কাছে আত্মসমর্পণকারী, অর্থাৎ তারা উদ্ধত ও অহংকারী নন। আর বাকী যারা সিজদা করেন না তারা আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ তাই অহংবোধে আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করে না, যেরকম ইবলিস অহংকার দেখিয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে আদম (আ.) কে সিজদা করেনি]। [*ইবনে কাসীর এবং লেখকের মন্তব্য*]

এ সমস্ত বস্তুর সিজদা করার পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ. وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ.

www.amarboi.org

"উহারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্টি বস্তুর প্রতি, যাহার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলিয়া পড়িয়া আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়? আল্লাহকেই সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফিরিশতাগণও, উহারা অহংকার করে না।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-৪৮-৪৯*}

উল্লিখিত আয়াত থেকে আরও নিশ্চিত যে, মানুষের মধ্যে যারা সিজদা করে না, তারা অজ্ঞতা ও অহংকারবশতই করে না, যেমন ইবলিস [*শয়তান*] অহংবোধে আদম (আ.) কে সিজদা না করে আল্লাহ তা'আলার হুকুম অমান্য করেছিল। আদম সন্তানের শত্রু হিসেবে শয়তানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সিজদা করা থেকে আদম সন্তানকে বিরত রাখা [*নামায আদায় করা থেকে বিরত রাখা*]। তাই মুসলিমরা যখন আল-কুরআন পাঠ করে তখন যে সমস্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সিজদা করার আদেশ দিয়েছেন সে আয়াত পাঠ করে সিজদা করলে ইবলিস সেটি পছন্দ করে না। এই প্রসঙ্গে রাসূল (সা.)-এর হাদীস থেকে জানা যায়, *আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন- যখন আদম সন্তান সিজদার আয়াত পাঠ করে, তখন শয়তান দূরে সরে কান্না করে বলে, 'আহ [আমার আক্ষেপ]! আদম সন্তানকে সিজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছিল এবং সে সিজদা করে, সুতরাং বেহেশত হলো তার জন্য। আমাকে [শয়তান] সিজদা করার আদেশ দিয়াছিল, আমি অস্বীকার করেছিলাম, সুতরাং আমি অনিবার্য দোজখবাসী।" {সহীহ মুসলিম, ১৪৭}*

সূর্যের সিজদার ব্যাপারে আবু দাহর (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, তুমি কি জান সূর্য কোথায় যায়? আমি বলিলাম, আল্লাহ এবং তার রাসূল বেশি ভাল জানেন। তিনি (সা.) বললেন, 'সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আল্লাহর আসনের নীচে সিজদা করে অপেক্ষায় থাকে আদেশের জন্য। অতিশীঘ্রই বলা হবে "ফিরে যাও সেখানে যেখান হতে এসেছ [আবার উদয় হও আগের মতো]। {সহীহ মুসলিম ১:১৩৮; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৩৯}

বৃক্ষলতা ও গাছ-গাছালির সিজদার ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, *'কোন এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূল (সা.)-কে বলল, হে রাসূল (সা.)! "আমি গতরাত্রে স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি এক বৃক্ষের পেছনে নামায পড়ছি। যখন আমি সিজদা করলাম এবং বৃক্ষও আমার সঙ্গে সিজদা করল এবং বৃক্ষকে প্রার্থনা করতে শুনলাম "ও আল্লাহ আমার জন্য নেকি লিখ আমার ঐ কাজের জন্য এবং আমার পাপ মুছে ফেল ঐ পাপের জন্য। তোমার কাছে জমা রাখ এবং আমার প্রার্থনা কবুল কর যেভাবে তোমার বান্দা দাউদ এর দোয়া কবুল করেছ।" ইবনে আব্বাস*

www.amarboi.org

(রা.) আরও বলেছেন- "রাসূল (সা.) সিজদার আয়াত পাঠ করেই সিজদা করলেন এবং তাকে বলতে শুনেছি যাহা উক্ত ব্যক্তি বলেছিল গাছের ব্যাপারে।" [তিরমিযী, ৩:১৮১; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৩৯]

জীবজন্তুর ব্যাপারে ইমাম আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন জীবজন্তুর পিঠে বসে, জীবজন্তুর পেছনের দিক সামনে রেখে বক্তব্য দিতে, কারণ খুব সম্ভবত ঃ যার পিঠে সওয়ার হয়ে বক্তব্য রাখা হচ্ছে সে আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণ করে সওয়ারকারী হতো।" [আহমদ ৩:৪৪১; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৩৯]

বৃক্ষ যে রাসূল (সা.) এর উম্মত এবং তার বয়ান শুনতো এবং অন্য আলেমদের দ্বীনের বয়ান শুনে সেটি একটি মর্মস্পর্শী হাদীস থেকে বুঝা যায়।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) জুমু'আর দিন একটি বৃক্ষ (কাঠ) অথবা খেজুরের খুঁটির [বর্ণনাকারীর সন্দেহ] সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। একজন আনসার মহিলা কিংবা কোন একটি লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমরা আপনার জন্য একটি মিম্বর তৈরি করব কি? তিনি বললেন, তোমাদের ইচ্ছা হলে করতে পার। তখন তারা তার জন্য একটি মিম্বর তৈরি করলো। জুমু'আর দিন যখন রাসূল (সা.) মিম্বরে আরোহণ করলেন তখন খেজুরের খুঁটিটি বাচ্চা ছেলের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। রাসূল (সা.) মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং খুঁটিটিকে নিজের বুকের সাথে মিলালেন। তখন খুঁটিটি সেই বাচ্চা ছেলের ন্যায় কাঁদতে লাগল। তাকে শান্ত করার চেষ্টা করা হয় [ক্রন্দনরত কোন বাচ্চা ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে আদর সোহাগ করে কান্না থামাবার চেষ্টা করলেন যেমন ছেলেটি আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে আরো ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে থাকে, তেমনি রাসূল (সা.) খুঁটিটিকে বুকে টেনে নিলে সে আরও ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে শুরু করে।] জাবির (রা.) বলেন, এতদিন তার নিকট যেসব দ্বীনের আলোচনা হতো তার কথা স্মরণ করেই খুঁটিটি কান্নাকাটি করছিল। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, ৩৩২০]

উপরোল্লিখিত আলোচনার মূল উদ্দেশ্য, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সকলের কাছে পরিষ্কার করার জন্য যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সব কিছু যেহেতু মানব সন্তানের মতোই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে সেহেতু মানুষের মতোই তাদের অপব্যবহার, অপচয় এবং প্রয়োজন ছাড়া অযথা তাদেরকে বিনষ্ট করা এবং কষ্ট দেয়া আল্লাহ তা'আলার বিধানে অন্যায় কাজ। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজির সাথে অপব্যবহার করার ক্ষমতা মানুষের নেই, তারা মানব সন্তানের সেবায় নিয়োজিত থাকলেও তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং অবস্থিতি মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু

www.amarboi.org

বৃক্ষলতা, ফসলাদি, জীবজন্তু এবং পাহাড় পর্বত মানুষের হাতের নাগালে তাই মানুষ ইচ্ছা মতো তাদেরকে ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। মানুষের এই স্বাধীনতা থাকলেও বিনাকারণে অযথা বৃক্ষলতা, ফসলাদি, ফলমূল অপচয় এবং নষ্ট করা গুরুতর অন্যায়। ভূ-পৃষ্ঠে সবুজে ঘেরা বনরাজির বাগান তার মধ্যে প্রবাহিত আকা-বাঁকা নদী-নালার অপূর্ব দৃশ্যের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে মানব সন্তানের বসবাস। এই বিরাজমান প্রশান্তির বাগান মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন, যা বিনষ্ট করে অশান্তির সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার বিধানে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না, তাহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাকিবে। আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।" {*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-৫৬*}

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ. وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ لا اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ. وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ. وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ لا فِيْهَا فَاكِهَةٌ لا وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ صلى وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ج فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.

"তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মানিয়া চলে তাহারই বিধান, তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড, যাহাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর [*আকাশমণ্ডলী ও ভূ-পৃষ্ঠের সবই আল্লাহ তা'আলার আদেশ মেনে চলছে, তোমরাও তাদের মতো হও*]। তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য, ইহাতে রহিয়াছে ফল এবং খর্জুর বৃক্ষ যাহার ফল আবরণযুক্ত এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম। অতএব তোমরা উভয়ে [*মানুষ ও জিন*] তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?" {সূরা ৫৫-রহমান : আয়াত-৬-১৩}

যা হোক, ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত সবকিছুই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তাই প্রতিনিধি হিসেবে নিজের কল্যাণেই এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্বও মানব সন্তানের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

www.amarboi.org

وَهُوَ الَّذِيْٓ أَنْشَأَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشَاتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشٰبِهٍ ط كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ز وَلَا تُسْرِفُوْا ط إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

"তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খেজুর বৃক্ষ বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য-শস্য, যায়তুন ও ডালিমের বৃক্ষও সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশ। যখন উহা ফলবান হয় তখন উহার ফল আহার করিবে আর ফসল তুলিবার দিনে উহার দেয় [*যাকাত*] প্রদান করিবে এবং অপচয় করিবে না; কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" [*সূরা ৬-আন'আম : আয়াত-১৪১*]

প্রয়োজন ছাড়া জীবজন্তু হত্যা করা এবং বেআইনিভাবে হিংস্র জীবজন্তু শিকার করে তাদের বংশ সমূলে ধ্বংস করা সবই হলো, আল্লাহ তা'আলার বিধানে অন্যায়। আফ্রিকার অরণ্যে ও বাংলাদেশের সুন্দরবনে হিংস্র জন্তু বিশেষ করে বাঘের পরিমাণ অবৈধ শিকারিদের উৎপাতে অপ্রত্যাশিতভাবে কমে গেছে। তাছাড়াও আফ্রিকার অরণ্যে বন্যহাতী, জেব্রা, জিরাফ, গণ্ডার, গেরিলা ইত্যাদির পরিমাণও অনেক কমে গেছে। এগুলো বিশ্বের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আল্লাহ তা'আলার বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং নিদর্শন। গবাদি পশুরা পুরোপুরি মানুষের অধীনে, মানুষরা গবাদি পশু নিত্য-নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে প্রতিদিনই লাভবান হয়ে থাকেন। তাই এই সমস্ত জীবজন্তু দিয়ে কাজ করানোর সময় কোনভাবেই শারীরিক শাস্তি দেয়া উচিত নয়, বরং ধৈর্যসহকারে আদর ও ভালোবাসা দিয়ে তাদের নিকট হতে কাজ আদায় করা উচিত। মানুষের মতোই গবাদি পশুর রক্ত মাংসের শরীর আছে, তারাও মানুষের মতো ক্লান্ত এবং কষ্টে বেদনার্থ হয়। কিন্তু গবাদি পশু ও জীবজন্তুরা তাদের কষ্ট এবং বেদনা মানুষের মতো ভাষায় প্রকাশ করতে এবং মানুষের মতো বিচার সালিশ দাবী করতে পারে না। গবাদি পশুরা অত্যন্ত নিরীহ, অসহায় প্রকৃতির এবং বন্ধুসুলভ তাই মানুষ যেহেতু তাদের অভিভাবক সেহেতু গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের ও ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব মানুষের। গবাদি পশুর প্রয়োজনীয় খাবার, চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে করা মানুষের একটি নৈতিক দায়িত্ব। গবাদি পশুর ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে, তার কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো।

আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, 'একদিন রাসূল (সা.) ফজরের নামায আদায়

www.amarboi.org

করে মানুষের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, এক ব্যক্তি একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার পিঠে উঠে বসল এবং তাকে মারতে লাগল। এমনি সময় গরুটি বলল, আমরা তো এ জন্য সৃষ্টি হইনি। আমরা তো একমাত্র কৃষি কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছি। লোকেরা তখন বলল, সুবহানাল্লাহ! গরু কথা বলেছে। রাসূল (সা.) বললেন ঃ আমি, আবু বকর ও উমর এ ঘটনার উপর ঈমান রাখি। অথচ আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

আর এক ঘটনা। এক ব্যক্তি তার ছাগল পালে (পাহারারত) ছিল। হঠাৎ একটি চিতাবাঘ হানা দেয় এবং তা থেকে একটি ছাগল নিয়ে যায়। রাখাল (চিতাবাঘের) পিছু নেয় এবং তার থেকে ছাগলটি ছাড়িয়ে নিলে তখন চিতাবাঘটি তাকে বলল তুমি আমার থেকে ছাগলটি ছাড়িয়ে নিলে! কিন্তু কিয়ামতের দিন অর্থাৎ চরম সংকটময় দিনে কে তার হেফাযতকারী হবে, যেদিন আমি ছাড়া তার কোন রাখাল থাকবে না। সব মানুষ বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! চিতাবাঘও কথা বলে? রাসূল (সা.) বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমি, আবু বকর ও উমর ঈমান রাখি, অথচ তারা দু'জন তখন ওখানে ছিলেন না।' {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, ৩২১৩}

ইমাম আহমদ (র.) তার মুসনাদে এই হাদীস আরও কিছু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। আবু সাঈদ আল- খুদীর (রা.) বলেছেন (উপরে বর্ণনা হাদীসের মতোই) কিন্তু রাখাল যখন চিতাবাঘের কাছ থেকে ছাগল বা ভেড়া ছিনিয়ে নিল তখন, চিতাবাঘ তার লেজের উপর বসে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, তুমি আমার নিকট হতে আমার খাবার কাড়িয়া লইলে যাহা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। তখন রাখাল আশ্চর্য হয়ে বলল, এটি কি ধরনের আশ্চর্য কথা, যে চিতাবাঘ তার লেজের উপর বসে মানুষের ভাষায় কথা বলছে। চিতাবাঘ বলল, 'আমি কি তোমাকে আরও আশ্চর্য কথা বলব। মদিনায়, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল মানুষদেরকে অতীতের সংবাদ দিচ্ছেন। এই কথা শুনে রাখাল তার ছাগল পাল বা ভেড়ার পাল নিয়ে মদিনায় এসে রাসূল (সা.) কে পুরো ঘটনা বলল, ...বাকী হাদীস উপরে বর্ণনার মতো।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায়, গবাদি পশু এবং হিংস্র জীবজন্তু সকলেরই মানব সন্তানের মতো নিজস্ব অধিকার আছে এবং তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তাদেরকে বিশেষ করে গবাদি পশুকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধানের বাইরে করা উচিত নয়। যদি তা করা হয়, তাহলে ওদের দুঃখ, কষ্ট ও প্রতিবাদ মানুষ শুনতে পারে না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সবই শুনেন এবং

www.amarboi.org

জানেন, তাই এ ব্যাপারে সকলের সতর্ক হওয়া উচিত। যদি সতর্ক না হয়, তাহলে শেষ বিচার দিবসে গবাদি পশু এবং জীবজন্তুরা এজন্য কৈফিয়ত দাবী করবে। জীবজন্তুর প্রতি দয়া দেখানো যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটি হাদীস থেকে বুঝা যায়। জীবজন্তুর প্রতি দয়া দেখানোর জন্য পাপী বান্দাও আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- (এক সময়) একটি কুকুর একটি কুয়ার চারদিকে ঘুরছিল। মনে হচ্ছিল যে, পানির পিপাসায় এখনই সে মারা পড়বে। এমনি সময় বেশ্যা নারীদের এক পতিতা রমণী কুকুরটি দেখল। তখন সে তার জুতা খুলে নিল এবং (তা দিয়ে) কুকুরটিকে পানি পান করালো। এই কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, ৩০৭৫]

আবার জীবজন্তুকে অনর্থক কষ্ট দেয়ার জন্য মানুষ শাস্তি পেয়েছে, এই প্রসঙ্গে *আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা। রাসূল (সা.) বলেছেন- এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, (খানা দানা কিছুই দেয়নি)। শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি মরে গেল। বিড়ালটির এই কারণেই সে জাহান্নামে গেল। বিড়ালটিকে বাঁধার পর থেকে মহিলাটি তাকে কিছু খেতেও দেয়নি, পানও করায়নি। আর তাকে ছেড়েও দেয়নি। (ছেড়ে দিলে) তাহলে সে মাটির পোকা-মাকড় খেতে পারত। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, ৩২২৪]*। অতএব গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রতি ভাল ব্যবহার, আদর যত্ন করা এবং ভালবাসা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বের মধ্যে একটি অন্যতম দায়িত্ব কারণ গৃহপালিত জন্তুকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের অধীনস্থ করেছেন। তাই তাদের দিয়েও আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে পরীক্ষা করছেন। মানুষরা জানে না কিসের অসিলায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দেবেন। তাই সব ব্যাপারেই সতর্কতা অবলম্বন এবং মধ্যম ব্যবস্থা অনুসরণ করাই উত্তম কাজ। পাশ্চাত্য দেশে গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রতি ভালবাসা এবং তাদের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার দৃশ্য দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। বিশেষ করে কুকুর-বিড়ালের প্রতি তাদের অতুলনীয় ভালবাসা আছে। মানবাধিকার সংগঠনের মতো জীবজন্তুর অধিকার নিয়েও সংগঠন আছে। জীবজন্তুর অধিকার রক্ষার্থে তারা সবসময় সংগ্রামে রত আছেন। সব মুদির দোকানে মানুষের খাবারের সাথে কুকুর-বিড়ালের খাবারের আলাদা সারি সাজানো থাকে। কুকুর-বিড়ালের সুচিকিৎসার জন্য পশু ক্লিনিক ও হাসপাতাল আছে এবং মানুষের মতোই পশুর জন্য স্বাস্থ্যবীমারও ব্যবস্থা আছে। এ সমস্ত সবই প্রশংসনীয়, তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে কুকুরের প্রতি অতিশয় ভালবাসা দেখাতে গিয়ে তারা সব সীমা

www.amarboi.org

অতিক্রম করেছেন। এক বিছানায় কুকুরের সাথে ঘুমানো এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের সন্তানের তুলনায় কুকুরকে বেশী প্রধান্য দেয়া, সামর্থ্য থাকাতেও সন্তান গ্রহণ না করে কুকুর পালনে ব্রতী হওয়া, কুকুরকে চুমু খাওয়া ইত্যাদি। এ কারণে অনেকেই কুকুর-বিড়াল থেকে রোগে আক্রান্ত হয়।

পাশ্চাত্য দেশে গৃহপালিত জন্তু [*গরু*] দিয়ে হালচাষের কাজ করা হয় না, তারা গরু লালন-পালন করেন শুধুমাত্র মাংস, দুধ এবং দুধজাতীয় খাবারের জন্য। যার জন্য গরুর প্রতি তারা আরও বেশী যত্নবান হয়ে থাকেন। এর বিপরীতে মুসলিমরা জীবজন্তুর প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছেন। মুসলিম দেশে মানব সন্তানরাই যেখানে মৌলিক অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত থাকছেন সেখানে জীবজন্তুর অধিকার নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ কারও নেই। অথচ মুসলিমদের এ ব্যাপারে বেশী সতর্ক হওয়ার কথা কারণ তারা আল-কুরআন ও হাদীসে বিশ্বাসী। তাই জীবজন্তুর প্রতি তাদের দায়িত্ব অন্যদের তুলনায় বহুগুনে বেশি। তবে একটি বিষয় অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের গ্রামে যারা কৃষিকাজে জড়িত আছেন তারা গৃহপালিত জন্তুর জোগাল যত্ন নিতে অবহেলা করেন না। কারণ কৃষি কাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশটাই [*জমিতে হাল দেয়ার কাজ*] করা হয় গবাদি পশুর সাহায্যে। তাছাড়া বর্তমানে অনেক পরিবার জীবিকা অর্জনে গরুর দুধের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। রাসূল (সা.) গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য আদেশ দিয়াছেন। *আবু সা'সারাহ (রা.) আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) (একদিন) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে দেখেছি যে, তুমি বকরি খুব পছন্দ কর এবং (সব সময়) তা লালন পালন কর। সুতরাং (তোমাকে বলছি) সর্বদা তাদের (বকরিগুলোর) প্রতি যত্ন নেবে এবং তাদের রোগ ব্যাধির শুশ্রূষার প্রতি খেয়াল রাখবে। কেননা আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, লোকদের ওপর এমন এক জমানা আসবে, যখন বকরিই হবে মুসলমানদের উত্তম সম্পদ। একে নিয়ে মুসলমান পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায় বৃষ্টির বর্ষণস্থলে ছুটে যাবে এবং ফিতনা থেকে পালিয়ে নিজের দ্বীন রক্ষা করবে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৭০২৮]*

www.amarboi.org

অধ্যায় : ৪

পৃথিবীর জীবন শেষে আমি কোথায় এবং কেন যাবো?

জন্মিত হলে মৃত্যু অবধারিত। তাই পার্থিব জীবনে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ভবিষৎ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ভবিষ্যতে তার মৃত্যু হবেই। প্রতিমুহূর্তে বিপুল পরিমাণ আদম সন্তান মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছেন। তাদের স্থলাভিষিক্ত করায় আরো বেশি পরিমাণে আদম সন্তান জন্ম গ্রহণ করছেন। আদম সন্তানের জন্ম-মৃত্যুর এই পদ্ধতি প্রথম মানব আদম (আ.)-এর সময় থেকে চলে আসছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ চলবে। মৃত্যুর মাধ্যমেই আদম সন্তান পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যায়, সে ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ নেই। কারণ জন্মের পর বুঝশক্তির বয়স থেকেই আদম সন্তানরা নিষ্ঠুর মৃত্যুর মতো বাস্তব দৃশ্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হয়ে যায়। তবে মৃত্যুর ভেতর দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়, তার গন্তব্যস্থান কোথায়, সে ব্যাপারে সবার জ্ঞান ও বুঝশক্তি একরকম নয়। ধর্মমত বিভাজনে মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে মানব সন্তানরা বিভিন্ন মতবাদে বা বিশ্বাসে বিভক্ত। এর কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, মানব সন্তানরা এক সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালকের প্রদত্ত ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের ইচ্ছামতো বিভিন্ন ধর্মাদর্শের জন্ম দিয়েছেন যদিও আদিতে তারা একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এজন্যই মৃত্যুর পরবর্তীতে গন্তব্যস্থান ও জীবন সম্পর্কেও আদম সন্তানের অধিকাংশই অজ্ঞ, কারণ এই বিভাজন যথাক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে আরও অনেক অযাচিত ধর্মের জন্ম দিয়ে তাদেরকে মৃত্যুর গন্তব্যস্থান সম্পর্কে আরও বেশী বিভ্রান্ত করেছে। বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلاَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল [*তারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল*]। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে

www.amarboi.org

[*যখন তাদের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল*]। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব [*আসমানী কিতাব*], যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে [*স্বাধীন চিন্তের কারণে কোন বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি করা আদম সন্তান চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য*], যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল [*মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার পর একদল সত্য বিশ্বাস করেছেন অন্যদল সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী হয়েছেন*]। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-২১৩*}

মুসলিমরা সব আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী কারণ সব কিতাবই এক প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কিন্তু ইয়াহুদীরা ইঞ্জীলে [*ঈসা (আ.)*] বিশ্বাস করেন না, আর খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন না মানব জাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ সংরক্ষিত আসমানী কিতাব আল-কুরআনে। অতএব মৃত্যু ও পরজীবন সম্পর্কে আহলে কিতাবীদের মধ্যেও সুস্পষ্ট মতভেদ আছে, যার সমাধান আল-কুরআন ও হাদীস দিয়েছে।

আদম সন্তানের মৃত্যু

জন্ম ও মৃত্যুকে প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে যারা মনে করেন তারা মৃত্যুতে বিশ্বাস করলেও পার্থিব জীবনের উন্নতি, প্রগতি, ভোগ-বিলাস, আনন্দ-উল্লাস এবং ধন-সম্পত্তি অর্জনকে ইহকালেই তাদের কর্মফলের পুরস্কার অথবা শাস্তিতে বিশ্বাসী। আদম সন্তানের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত, যোগ্যতা পানির ঢেউয়ের মতো উঠা-নামা করে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা মহাশূন্যের সীমাহীন দিগন্তের মতো বিস্তৃত। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে সে হাজার বছর বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষায় প্রস্তুতি নেয়। তাই বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণ কবিতায় উল্লেখ করেছেন "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" বিশ্বকবি মানবের মনের কথাটিকে অতি সহজ-সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এই মিথ্যা প্রতিভাসে মানুষ পার্থিব জীবনে ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি, প্রতিপত্তি অর্জনে নিজের সব শক্তি ও মূল্যবান সময় ব্যয় করে ধীরে ধীরে মনের অজান্তে এগিয়ে যায় জীবনের শেষ যবনিকার প্রান্তে। পার্থিব জীবনের প্রতি অতিশয় আকর্ষণ এবং ধন-সম্পদের লোভ তাকে ভুলিয়ে রাখে মৃত্যু ও অনন্তকাল পরজীবন সম্পর্কে। অধিকাংশ আদম সন্তান মৃত্যুর মতো আসন্ন সত্যটিকে উপেক্ষা করে নতুন আশায় উদ্দীপনায় স্বপ্নে ভরা ভবিষ্যতের সুখময় জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। এর মধ্যে অতর্কিতে মৃত্যুর দূত সুসংবাদ [*বিশ্বাসীর জন্য*] অথবা দুঃসংবাদ [*অবিশ্বাসীর জন্য*] নিয়ে

www.amarboi.org

তার জীবনে হাজির হয়, নিভে যায় জীবনের বাতি, ভেঙ্গে যায় অফুরন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা। পেছনে ফেলে যায় তার জীবনের স্বপ্ন, সঞ্চিত ধন-সম্পদ, প্রতিপত্তি, সাধের বাড়ী-ঘর, প্রেম-ভালোবাসার প্রিয়জন এবং স্বপ্নলোকে রচিত সব ধ্যান-ধারণা। এইভাবে জন্মের উল্লাস ও আনন্দের অবসান হয় মৃত্যুর নির্মম আঘাতে বেদনায়। পৃথিবীতে মানব সন্তানের আবির্ভাবের পর থেকে মানুষ প্রতিদিন মৃত্যুর মতো বেদনার সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সে জানে মৃত্যুর মাধ্যমে তার পার্থিব জীবনের সাধ শেষ হবে, তবুও সে না জানার ভানে প্রতিনিয়ত নিজের সাথে প্রতারণা করে নিঃস্ব অবস্থায় অনন্তকালের জীবনে ফিরে যায়। আদম সন্তান ধন-সম্পদ ও বাড়ী-ঘর কিছুই মৃত্যুর পর সঙ্গে নিয়ে যায় না। এ ব্যাপারে *আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন: 'তিনটি জিনিস মৃতের পেছনে [কবর পর্যন্ত] যায়: তার আত্মীয়-পরিজন, ধন-সম্পদ ও তার আমল [ভাল-মন্দ কর্ম]। অতঃপর দু'টি ফিরে আসে আর একটি [তার সাথে] থেকে যায়। তার আত্মীয়-পরিজন ও সম্পদ ফিরে আসে এবং তার কর্ম তার সাথে থেকে যায়।' {রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, হাদীস নম্বর ৪৬১}*

যদিও অতিনগণ্য সংখ্যক আদম সন্তান শতবছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন তবুও স্বল্পকালীন জীবনের সুখ-শান্তির জন্য তার অক্লান্ত চেষ্টা, পরিশ্রম, উদ্বিগ্নতা, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, কাজে কর্মে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের কমতি নেই। অথচ সীমাহীন পরকাল জীবনের স্বার্থে পার্থিব জীবনে সামান্য ত্যাগ স্বীকার, আরাম-আয়েশ উপেক্ষা, ন্যায়নীতির জীবন গ্রহণ, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস, ধর্মীয় মূল্যবোধে বিধিনিষেধে আল্লাহ তা'আলার প্রেমে-ভালবাসায় জীবন যাপন এবং সঠিকভাবে ইবাদত করতে সে উদাসীন। যা হোক, মৃত্যুর ভেতর দিয়েই আদম সন্তানের পার্থিব জীবনের অবসান ঘটে। অতএব এ পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো প্রশ্ন হচ্ছে: মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় এবং মৃত্যুই কি মানব জীবনের শেষ, মৃত্যুর পর অন্য কোন জীবন আছে কি, কোন সময়, কিভাবে আদম সন্তানদের পৃথিবীর জীবনের কাজকর্মের এবং পরীক্ষার ফলাফল দেয়া হবে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে দিয়েছেন, যাতে আদম সন্তানরা এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন। আল-কুরআনের আয়াত ও সম্পর্কিত হাদীস দিয়ে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

তার আগে পরকাল জীবন সম্পর্কে অবিশ্বাসী ও নাস্তিকদের ধারণা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য কারণ বিশ্বাসীদের অনেকই পরকাল জীবন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে অবিশ্বাসীদের মতো ব্যবহার করে থাকেন।

www.amarboi.org

মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন

আল- কুরআন এবং রাসূল (সা.)-কে "রহমত" হিসেবে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন। মানব জাতির উদ্দেশ্যে আদেশ দিয়ে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মৃত্যুতে, পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস কর এবং আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ. عَلٰٓى أَنْ نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُوْلٰى فَلَوْلاَ تَذَكَّرُوْنَ.

"আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি এবং আমি অক্ষম নহি- [*মৃত্যু সম্পর্কে অবহেলা করে পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সর্বদাই ব্যস্ত থেকো না, কেননা নির্ধারিত সময় তোমাদের মৃত্যু অবধারিত।*] তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করিতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করিতে যাহা তোমরা জান না। তোমরা তো অবগত হইয়াছ প্রথম সৃষ্টি [*আসমানী কিতাবের মাধ্যমে আদম (আ.)*] সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?" {*সূরা ৫৬-ওয়াকিয়াহ : আয়াত-৬০-৬২*}

অর্থাৎ শুধুমাত্র তোমাদের মৃত্যুই শেষ নয়, বরং তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা অথবা অন্য কাউকেও তোমাদের জায়গায় পুনর্বাসন করা অথবা তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। তোমরা আসমানী কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআন থেকে সুস্পষ্টভাবে অবগত আছ আদমের (আ.) সৃষ্টির কাহিনী, তারও মৃত্যু হয়েছে, অতঃপর কত মানব পৃথিবীতে এসেছে আবার মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে তোমরা কেন বুঝতে পার না? তথাপি মৃত্যু ও পরকালের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে তাওহীদে বিশ্বাস করে নিজেদেরকে কেন প্রতিষ্ঠিত করছ না? তা সত্ত্বেও তোমরা যদি তাওহীদে বিশ্বাস না কর এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি না হও, তবে মৃত্যু যখন তোমাদের জীবনে আসে ক্ষমতা থাকলে সেটি প্রতিহত কর। মৃত্যুর সময় প্রাণ যখন উষ্ঠাগত হয় তখন তাকিয়ে কি দেখ, কিছুই তো করতে পার না? ক্ষমতা থাকলে কিছু কর। যদি সেটি না পার, তবে কেন তাওহীদে বিশ্বাস কর না। এগুলো বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ۙ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ. فَلَوْلآَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۙ وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۙ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لاَّ تُبْصِرُوْنَ. فَلَوْلآَ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۙ تَرْجِعُوْنَهَآ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

"তবুও কি তোমরা এই বাণীকে [*আল-কুরআনকে*] তুচ্ছ গণ্য করিবে? এবং তোমরা

www.amarboi.org

মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করিয়া লইয়াছ। পরন্তু [*জীবন শেষে*] কেন নয় প্রাণ যখন কণ্ঠগত হয় [*মৃত্যুর সময়*] এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তাহার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও, [*আল্লাহ তা'আলার শক্তির কাছে আত্মসমর্পণে অস্বীকার কর*] তবে তোমরা উহার (প্রাণ) ফিরাও না কেন [*মৃত্যু থামাও না কেন*] যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" {*সূরা ৫৬-ওয়াকিয়াহ : আয়াত- ৮১-৮৭*}

অর্থাৎ পরকালের বিচার ও পুনর্জীবিত হওয়া সম্পর্কে তোমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস যদি সত্য হয়, তাহলে মৃত্যুকে প্রতিহিত করার শক্তি কেন তোমাদের নেই? তাই অবিশ্বাসী, অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নামের শাস্তি, যেখানে সে থাকবে চিরকাল এবং মৃত্যু কামনা করলেও তার আর মৃত্যু হবে না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۙ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ.

"কিন্তু সে যদি কোন সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়, তবে রহিয়াছে আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা এবং দহন জাহান্নামের।" {*সূরা ৫৬-ওয়াকিয়াহ : আয়াত-৯২-৯৪*}

اَلَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى. ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى.

"যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে, অতঃপর সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।" {*সূরা ৮৭-আ'লা : আয়াত-১২-১৩*}

আর তাওহীদে বিশ্বাসী, পরহেযগার, আত্মসমর্পণকারী বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন অনাবিল শান্তি ও সুখময় বেহেশতের সুসংবাদ, যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবেন। তাদেরকেও আর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ. فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ.

"যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয় [*আল্লাহ তা'আলার বাধ্য ও প্রিয় আত্মা*] তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখ উদ্যান।" {*সূরা ৫৬-ওয়াকিয়াহ : আয়াত-৮৮-৮৯*}

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۙ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۙ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

www.amarboi.org

"সেথায় তাহারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনিতে বলিবে। প্রথম মৃত্যুর পর [*পার্থিব জীবন শেষ করে যে মৃত্যু*] তাহারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করিবে না। তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন- তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। ইহাই তো মহাসাফল্য।" {*সূরা ৪৪-দুখান : আয়াত-৫৫-৫৭*}

উল্লিখিত আয়াত থেকে যদিও স্পষ্ট নয়, বিশ্বাসী পরহেযগার বান্দারা এবং অবিশ্বাসীরা যথাক্রমে চিরকাল বেহেশতে এবং দোজখে বসবাস করবেন; তবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে, পরহেযগার বান্দারা বেহেশতে যাবেন আর অবিশ্বাসীরা দোজখের আগুনে পুড়বেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আল-কুরআনের আরো কিছু আয়াত এবং রাসূল (সা.)-এর হাদীস দিয়ে আলোচনা করা হলো। রাসূল (সা.)-কে আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন অবিশ্বাসীদের সে দিনের ব্যাপারে সতর্ক কর, যেদিন হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, আতঙ্কজনক, বিষাদপূর্ণ ও চরম দুর্দশার, যেদিন সব ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তৎপর আর কোন বিচার মীমাংসা করার প্রয়োজন থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ۘ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ.

"উহাদেরকে সতর্ক করিয়া দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। এখন উহারা গাফিল এবং উহারা বিশ্বাস করে না।" {সূরা ১৯-মরিয়ম : আয়াত-৩৯}

"সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে" তার অর্থ হচ্ছে শেষবারের মতো সিদ্ধান্ত বা বিচার হবে, এজন্যই এই দিনকে বলা হয় শেষ বিচারের দিবস। বিচারের ফলাফল সম্পর্কে কোন সন্দেহ করার অবকাশ থাকবে না তাই দ্বিতীয়বার বিচারের জন্য আপিল করা যাবে না। ন্যায্য বিচারের মাধ্যমে যার যা প্রাপ্য তা পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেয়া হবে। বিচারে সফল হয়ে বিজয়ী ব্যক্তিরা পুরস্কার হিসেবে বেহেশতে জায়গা পাবেন আর দোষী সাব্যস্ত হয়ে পরাজিত ব্যক্তিরা শাস্তি হিসেবে দোজখের আগুনে জায়গা পাবেন অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস এবং কৃতকর্মের বিচার আর কোন দিন করা হবে না এবং বিচারের সম্মুখীনও তাদের আর হতে হবে না। অতএব আদম সন্তানরা পার্থিব জীবনের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কাজ কর্মের ফলাফল নিয়ে সুখে অথবা দুঃখে অনন্তকাল যে যার জায়গায় বসবাস করতে থাকবেন। এ ব্যাপারে আরও নির্দিষ্ট করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَآ ط أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

www.amarboi.org

"কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরি করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে [*অনন্তকাল*] অবস্থান করিবে; উহারাই সৃষ্টির অধম।" {*সূরা ৯৮-বাইয়েনা : আয়াত-৬*}

উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত বিশ্বাসীদের ছাড়া, আর মানব জাতির সকলকেই যেমন কিতাবী [*ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান*] এবং বাকী সকলেই মুশরিক দলের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তারা ইবাদতে সৃষ্টির অন্য কিছুকে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করছেন। তারা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করেন না সেহেতু তারা অবশ্যই অন্য বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে ইবাদত করেন। রাসূল (সা.) ও বিশ্বাসীদের প্রতি আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:

فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ط سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى لا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى.

"উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও; যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করিবে। আর উহা উপেক্ষা করিবে যে নিতান্ত হতভাগ্য, যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে।" {*সূরা ৮৭-আ'লা : আয়াত-৯-১২*}

আল-কুরআনের মাধ্যমে মৃত্যু ও শেষ বিচার সম্পর্কে আদম সন্তানদের স্মরণ করাও, যারা উপদেশ গ্রহণ করবে না তারাই হতভাগ্য দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি। আর যারা উপদেশ গ্রহণ করে বিশ্বাস করবে তারা হবে ভাগ্যবান সফল ব্যক্তি এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ط جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ؛

"যাহারা ঈমান আনে [*উপদেশ গ্রহণ করে*] ও সৎকর্ম করে, তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ; তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাহাতে সন্তুষ্ট; ইহা তাহার জন্য যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।" {*সূরা ৯৮-বাইয়েনা : অয়াত-৭-৮*}

বিচার দিবসে সব সিদ্ধান্তের পর মৃত্যুকে [*যে ফিরিশতা প্রাণ কবজ করতেন*] নিয়ে কি ঘটনা ঘটবে, সে সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করা হলো:

www.amarboi.org

আবু সাইয়িদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ শেষ বিচারের দিনে মৃত্যুকে একটি কাল-সাদা রাম ছাগলের বেশে সামনে আনা হবে। তখন এক ঘোষণাকারী ডাক দেবে, "ওহে বেহেশতবাসী"। ডাক শুনে বেহেশতবাসীরা গলা বাড়াইয়া সতর্কতার সঙ্গে দেখবে। ঘোষণাকারী জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমরা জান ইহা কি? তাহারা উত্তরে বলবে ঃ হ্যাঁ, ইহা হলো মৃত্যু, এর মধ্যেই সকলে মৃত্যুকে দেখবে। তখন ঘোষণাকারী আবার ঘোষণা করবে, "ওহে দোজখবাসী।" অতঃপর সকলেই গলা বাড়াইয়া ভালো করে লক্ষ্য করবে। ঘোষণাকারী জিজ্ঞাসা করবে "তোমরা কি জান ইহা কি? তাহারা উত্তর দিবে "হ্যাঁ ইহা মৃত্যু! অতঃপর সকলেই মৃত্যুকে দেখবে। তারপর রাম ছাগলটিকে অর্থাৎ মৃত্যুকে জবাই করা হবে এবং ঘোষণা করে বলা হবে, ওহে বেহেশতবাসী, তোমাদের জন্য চিরন্তন জীবন আর কোন মৃত্যু নেই। "ওহে দোজখবাসী, তোমাদের জন্য চিরন্তন জীবন আর কোন মৃত্যু নেই।" তখন রাসূল (সা.) পাঠ করলেন: "উহাদেরকে সতর্ক করিয়া দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। তখন উহারা গাফিল এবং উহারা বিশ্বাস করে না।" {*সূরা ১৯-মরিয়ম : আয়াত-৩৯*} । [সহীহ আল- বুখারী, খণ্ড ৪, ৪৩৬৯]

উপরোল্লিখিত সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে, মৃত্যুর মাধ্যমে বিচারের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ফিরে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার যেহেতু কোনো উপায় নাই সেহেতু মৃত্যুর জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকা সবার জন্য একান্ত বাঞ্ছনীয় কর্তব্য অর্থাৎ শাশ্বত বাণী কালেমা তাইয়্যেবা উচ্চারণ করে ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করার আকাঙ্ক্ষা সবারই থাকা উচিত। মৃত্যুর সময় কালেমা বলার যোগ্যতা অর্জন করতে হয় আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধান অনুসারে জীবন যাপন করার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও অনুগ্রহ ছাড়া কেউ ঈমান নিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে পারবেন না। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে, কেউ জানে না কখন তার জীবনে মৃত্যু আসবে। মৃত্যু হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষের জন্য কিয়ামত, কারণ মৃত্যুর সময় থেকেই তার পরজীবনের পরীক্ষা শুরু হয়। মৃত ব্যক্তির দেহ কবরে রাখার পরপরই যে সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, রাসূল (সা.) হাদীসে সেগুলো বিশ্বাসীদেরকে অবগত করেছেন যাতে তারা সতর্ক হতে পারেন। এই হাদীস হচ্ছে সূরা ইব্রাহীমের ২৭নং আয়াতে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত, ইতোপূর্বে এই আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে:

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তাদেরকে ইহজীবনে পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন যারা শাশ্বত বাণীতে [কালেমা তাইয়্যেবা]

www.amarboi.org

বিশ্বাসী" যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে কবরেঃ তোমার প্রভু কে? তোমার দ্বীন (ধর্ম) কি? তোমার নবী-রাসূল কে? সে উত্তর দেবেঃ আল্লাহ আমার প্রভু। ইসলাম আমার দ্বীন এবং মুহাম্মদ আমার রাসূল, যাকে আল্লাহ পরিষ্কার প্রমাণসহ পাঠিয়েছেন [সে আল্লাহর নিকট হতে পরিষ্কার প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন] আমি তাকে বিশ্বাস করি এবং তাতে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করি। তাকে বলা হবে, "তুমি সত্য বলেছ, তুমি উহার উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করেছ এবং তার উপরই মৃত্যু হয়েছে এবং তার মধ্যে তুমি পুনরুজ্জীবিত হবে [শেষ বিচারের দিনে]।" [*আত-তবারী, ১৬ঃ ৫৯৬; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৪৯*]

আল-কুরআন এবং হাদীস হচ্ছে জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার

আল-কুরআন এবং হাদীস হচ্ছে আদম সন্তানের পার্থিব জীবনের দিকনির্দেশনার, শেষ বিচার দিবসের, পরকালের বেহেশত-দোজখের এবং মৃত্যুর মুহূর্তের অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনায় পরিপূর্ণ রত্নভাণ্ডার। এই রত্নভাণ্ডারের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হওয়ার জন্যই মুসলিমরা সৌভাগ্যবান। রত্নভাণ্ডারে উত্তরাধিকারী হয়ে সৌভাগ্যবান হওয়া যেমন গৌরব ও প্রশংসার ব্যাপার তেমন রত্নভাণ্ডারের যত্ন নেয়া, রক্ষণাবেক্ষণ এবং লালন করা অত্যন্ত দায়িত্বশীল কাজ। রত্নভাণ্ডারের মূল্যায়ন সঠিকভাবে করে, নিজেরা তার যথার্থ মর্যাদা দিয়ে অন্যদেরকে রত্নভাণ্ডারের ফল ভোগ করায় অনুপ্রাণিত করে উৎসাহিত করা রত্নভাণ্ডার বহন করার যথাযোগ্য কাজ। কারণ এই রত্নভাণ্ডার মানব জাতির কল্যাণে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন। তাই যারাই এই ভাণ্ডারে বিশ্বাস করেন তারাই এর উত্তরাধিকারী হয়ে যান এবং রত্নভাণ্ডারের পবিত্র বাণী প্রচার করার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। এ কাজে তাদের উদাসিনতা ও দায়িত্বহীনতার জন্য, রত্নভাণ্ডার জাগতিক ও পারলৌকিক জীবনে কোন সাহায্যে আসবে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, পার্থিব জীবনে অনেকেই পৈত্রিকসূত্রে অগাধ ধন-ভাণ্ডারের মালিক হয়েছিলেন কিন্তু নিজের দায়িত্বহীনতা, দূরদর্শিতার অভাবে তারা ধন-ভাণ্ডার বেশী দিন ধরে রাখতে পারেননি এবং বিশেষ প্রয়োজনে তাদের কোন উপকারে লাগেনি। ভারতবর্ষে মোগল বাদশাহরা বিপুল রাজত্বের ও ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু শাসন ব্যবস্থায় অপরিপক্কতা, বিলাসিতা, লোভীচরিত্র, ক্ষমতার লড়াই এবং পার্থিব জীবনের চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়ে নিজেদেরকে অমর করার জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করে অপ্রয়োজনীয় স্মৃতিসৌধ, বিলাসবহুল প্রাসাদ এবং মিনার তৈরি করেন। দূরদর্শিতাবিহীন অতি আবেগপ্রবণ মোগল বাদশাহদের আরেকটি বোকামির উদাহরণ হচ্ছে ইংরেজ চিকিৎসক গ্যাব্রিয়েল বাউটনকে দেয়া উন্মুক্ত প্রতিশ্রুতি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে

www.amarboi.org

লিপিবদ্ধ আছে। *সম্রাট শাহজাহানের কন্যা শাহাজাদি জাহানারা নিজের বাঁদিকে বাঁচাতে গিয়ে আগুনে দগ্ধ হয়ে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। দূরদর্শিতাসম্পন্ন সুচতুর ইংরেজ চিকিৎসক শাহাজাদিকে নিরাময় করলেন। গ্যাব্রিয়েল বাউটনের দক্ষতায় সম্রাট শাহজাহান আবেগে এত বেশী আপ্লুত হলেন যে, চিকিৎসকের অনুরোধে শাহজাহান পুরস্কার দিতে চাইলেন, যা দাবী করবেন তাই দিবেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে বাউটন কুরনিশ করে বললেন, নিজের জন্য কিছুই চাই না, তবে কলকাতার একশ চল্লিশ মাইল দক্ষিণে বালাশোরে একখণ্ড ভূমি চাই ইংরেজের কুটির নির্মাণের জন্য। শুধু তাই নয়, ইংরেজকে দান করুন এ দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার।* এইভাবে রক্তচোষা ইংরেজ, তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম ধনভাণ্ডারে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষের অন্তর আত্মায় গেঁড়েছিল খুঁটি। এ রকম মূর্খতাপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রতিফলে পরবর্তীতে ভারতবর্ষের কপালে কি ঘটেছে তা তো সকলেরই জানা আছে।

অতএব বিশ্বাসে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও পারলৌকিক জীবন ভুলে জাগতিক জীবনকে সর্বস্ব করার প্রয়াসই তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে। তাই বলা যায়, পরজীবনের রত্নভাণ্ডারের কথা ভুলে পার্থিব জীবনের রত্নভাণ্ডার লালন করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল তবুও জাগতিক রত্নভাণ্ডার তারা বেশি দিন ধরে রাখতে পারেননি। মোগল মুসলিম বাদশাহদের পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার অপ্রশংসনীয় চরিত্রের একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা বিখ্যাত লেখক যাযাবর, তার অমনিবাস উপন্যাসের অবিস্মরণীয় দৃষ্টিপাত গল্পে দিয়েছেনঃ '*মুসলমানেরাই আনল ভিন্ন জীবনাদর্শ। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি যে তাদের নয়। তারা পরকালকে থোড়াই পরোয়া করল, ইহকালকে করল সর্বস্ব। তারা জীবনকে করল ভোগ, কাঁদল, কাঁদালো এবং ভালবাসল। তাই নারীর জন্য করল লুণ্টন, প্রেমের জন্য করল অপহরণ এবং প্রিয়জনের জন্য হনন ও বহু অপকর্ম সাধন। বলা বাহুল্য, এর সবগুলি সমর্থনযোগ্য নয়।--- মুসলমানেরা প্রিয়তম প্রিয়তমার স্মৃতিকে করতে চেয়েছে কালজয়ী। রাখতে চেয়েছে স্মারকচিহ্ন। তাই সৌধ গড়েছে পিতার, পতির, পত্নীর এমনকি উপপত্নীর সমাধিতে।*' {*পৃষ্ঠা নম্বর ২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা*}

পার্থিব জীবনের প্রতি মুসলিমদের আকর্ষণকে প্রখ্যাত লেখক যাযাবর যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন আজও মুসলিম রাজা-বাদশাহ ও ধনী ব্যক্তিরা তার বিপরীতে নয়। স্পেইনে মুসলিম খলীফাদের আধিপত্য হরণের প্রধান কারণ ছিল নারীর প্রতি তাদের আকর্ষণ, বিলাসিতা এবং পরকালকে উপেক্ষা করে পার্থিব জীবন ভোগের প্রতি আত্মসমর্পণ।

www.amarboi.org

আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত বাণী কালেমা তাইয়্যেবা হচ্ছে মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম সম্পদ অথচ অধিকাংশ আদম সন্তান এই সর্বোত্তম সম্পদের কোন মূল্য দেন না, বিশ্বাস স্থাপন করে লালন করেন না। অনুরূপ মুসলিমরাও এই সর্বোত্তম সম্পদে বিশ্বাসী হয়েও তাকে সঠিকভাবে লালন করে মূল্য দিচ্ছেন না এবং তার আলোকে জীবন যাপন করছেন না। কালেমা তইয়েবার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে ইতোপূর্বে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। কালেমা তাইয়্যেবার যথার্থ মূল্যায়ন না করায় মুসলিমরা আজ বিশ্বের কাছে অপমানিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, ক্ষমতাহীন এবং একতা হারিয়ে বিভক্ত। তাই মুসলিমরা পার্থিব জীবনেও এই সর্বোত্তম সম্পদ থেকে লাভবান হতে পারছেন না। এ কারণে পরজীবনে তাদের কী দশা হবে সেটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে দু'টো চোখ দিয়েছেন, তার একটি চোখ দিয়ে তারা বাহ্যিক বস্তু দেখেন আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অন্তর দৃষ্টি হৃদয়ের চোখ, যা দিয়ে সে দেখতে পান আল্লাহ তা'আলার কালাম শাশ্বত বাণী ও মুক্তির সনদ।

পৃথিবী ও মহাশূন্যে যত বাহ্যিক দৃশ্যমান বস্তু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির নিদর্শন ও সুনিপুণ, পরিপূর্ণ ত্রুটিহীন সৃষ্টি-শৈলীর অপূর্ব বাস্তব উদাহরণ। আদম সন্তান, বাহ্যিক চোখে এবং আবিষ্কৃত শক্তিশালী দুরবিন দিয়ে এগুলো দেখছেন, সৌন্দর্য উপভোগ করছেন, বিচিত্র সৃষ্টির মনোরম দৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে হৃদয়স্পর্শী কবিতা লিখছেন অথচ এগুলোর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে, তত্ত্বাবধানের পেছনে যে মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা আছেন, হৃদয়ের চোখ দিয়ে তার কালাম তারা দেখতে পান না। হৃদয়ের চোখে অন্ধতার জন্যই তার শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাস করে অনেকেই আত্মসমর্পণকারী বান্দা হতে অস্বীকার করেন। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার নৈপুণ্য সৃষ্টির চিত্রশিল্প আদম সন্তানের কাছে প্রস্ফুটিত, সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, তারা শারীরিক শক্তি ও পুষ্টির জন্য এগুলো ব্যবহার করছেন এবং বাহ্যিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন অথচ এই বিচিত্র শিল্পের একমাত্র স্রষ্টার প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করে তার একত্ববাদে বিশ্বাস করছেন না। বরং আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করছেন এবং শিরকের প্রশংসায় তারা আবেগে আপ্লুত হয়, এমনকি জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। যা হোক আল্লাহ তা'আলা দৃশ্যমান সৃষ্টির কিছু উদাহরণ দিয়ে বলেছেন:

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط كَذَالِكَ النُّشُوْرُ. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ

www.amarboi.org

جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ط وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثٰى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهٖ ط وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ ط إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ. وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ ق هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ط وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ لا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِىْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ط ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ.

"আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তা দ্বারা সে ভূ-খণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান [*শেষবিচার দিবসে বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলার শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ কর*]। আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; কিন্তু তাঁর জ্ঞাতসারে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হ্রাস পায় না; কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ [*পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার কোন সিদ্ধান্তে বাধা দেয়া অথবা পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা কারও নাই*]। দু'টি সমুদ্র সমান হয় না-একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মৎস) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, তাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর [*আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাস করে কৃতজ্ঞ বান্দা হও*]। তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। তিনি আল্লাহ; তোমাদের প্রতিপালক, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক [*শিরকের বস্তু*], তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়।" [*সূরা ৩৫-ফাতির : আয়াত-৯, ১১-১৩*]

এই সকল দৃশ্যমান বস্তুর উদাহরণ দিয়ে আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা স্মরণ

www.amarboi.org

করিয়েছেন যাতে তারা শুধুমাত্র বাহ্যিক চোখে নয়, হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ধীশক্তি দিয়ে চিন্তা করতে পারেন। অথচ মানুষ বাহ্যিক চোখে প্রতিমুহূর্তে এগুলো দেখছে, তবুও হৃদয়ের চোখে এই সৃষ্টির মহিমান্বিত শিল্পীর কালাম আল-কুরআনের বাণী দেখছেন না। অথচ যাদের সৃষ্টি করার কোন শক্তি নেই বরং নিজেরাই সৃষ্টির সদস্য, জড়পদার্থ, অথবা মৃত ব্যক্তি ইত্যাদিকে বিপদ-আপদে সাহায্যের জন্য তারা ডেকে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেছেন:

إِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَ يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ج وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ط وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ط وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ.

"তোমরা তাদেরকে ডাকলে তোমাদের সে ডাক তারা শুনে না [*জড়পদার্থ, মূর্তি, সূর্য-চন্দ্র, তারকারাজি ইত্যাদি*]। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না [*মৃত ব্যক্তির কবরের কাছে গিয়ে ডাকলে তারা শুনতে পায় কিন্তু উত্তর দিতে পারে না*]। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না [*একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের হৃদয়ে গোপন রাখা খবর জানেন, তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে উপদেশ দিচ্ছেন, এ সম্পর্কে আর কারও কোন জ্ঞান নাই*]।" {*সূরা ৩৫-ফাতির : আয়াত-১৪*}

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ لا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًالا وَّأَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ.

"আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা তাদের তুলনায় বহুগুন বেশী। আর কতই না উত্তম হতো যদি এ যালিমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-১৬৫*}

তাই বলা বাহুল্য, অধিকাংশ আদম সন্তান যেহেতু শাশ্বত বাণীর গুরুত্ব বুঝেন না,

www.amarboi.org

প্রকৃত সত্য তারা দেখেন না এবং প্রতিপালকের প্রশংসা করেন না সেহেতু তারা হৃদয়ের চোখে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ। শারীরিকভাবে রক্ত মাংসের বস্তা নিয়ে জীবিত থাকলেও তারা বস্তুত আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। মুসলিমদের হৃদয়ের চোখে আলো থাকলেও অধিকাংশ মুসলিমদের হৃদয়ের আলো এখন ঝাপসা অন্ধকারে আবৃত আছে। সৌভাগ্যের মূল্যায়ন করতে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তাদের হৃদয়ের আলো পুনরায় প্রজ্বলিত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে মুসলিমরা সৌভাগ্যবান হয়েছে, এই অবারিত অনুগ্রহকে সযত্নে লালন করে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাহায্য করবেন না, এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সুন্নাহ। এ প্রসঙ্গে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ج وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ.

"তার পক্ষ থেকে অনুসরণকারী [*ফিরিশতা*] রয়েছে তাদের [*মানুষের*] অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা তাদের হিফাযত করে। আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে [*নৈতিক মূল্যবোধ জাগরণে চারিত্রিক বিশেষত্বের পরিশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যার অবক্ষয়ে আজ মুসলিম উম্মতের বিশেষ করে বাঙালি মুসলিমদের এত দুর্দশা ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে*]। আল্লাহ যখন কোন জাতির উপর বিপদ চান [*বস্তুত, নিজেদের অকৃতজ্ঞতার জন্যই বিপদ আসে*], তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নাই [*আল্লাহ তা'আলার কালামের বিধানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চরিত্রের পরিশোধন না করলে অন্য কোনভাবে তারা সাহায্য প্রাপ্ত হতে পারবে না।*" {*সূরা ১৩-রা'দ : আয়াত-১১*}

উল্লিখিত আয়াতের তাৎপর্য নিয়ে মুসলিমদের গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। জাগতিক স্বার্থে মুসলিম উম্মত মানুষের তৈরি আইনের বিধানে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত বাণীতে মুসলিমরা বিশ্বাসী তাই উল্লিখিত আয়াতেও তারা বিশ্বাসী অথচ জীবন যাপনের সমস্যায় বাস্তবে এই আয়াতের মূল্য না দিয়ে বিপথগামী হয়ে নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে প্রতারণা করছেন। কারণ তারা ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব মূল্যায়ন না করে নিজের আত্মসমালোচনা

www.amarboi.org

পরিহার করেছেন। তাই আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় সমস্যার উত্তরণে কোন চেষ্টা তাদের নেই। অতএব যারা নিজের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক অবস্থা পরিবর্তনের বদ্ধপরিকর হয়ে সংগ্রাম করেন না, আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, এটাও আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

পরিশেষে মৃত্যু এবং কবরের অবস্থা সম্পর্কে আরও একটি হাদীস উল্লেখ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো: *ইমাম আবদ ইবনে হুমায়েদ (রা.) বলেছেন- আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- "আল্লাহ তা'আলার বান্দাকে কবরে রেখে যখন তার আত্মীয়স্বজন কবরস্থান ত্যাগ করে, তখন মুরদা তাদের চলে যাওয়া পায়ের শব্দ পায়। দুইজন ফিরিশতা [মুনকার ও নাকীর] তার নিকট আসে, তারা তাকে উঠিয়ে বসায় এবং জিজ্ঞাসা করে, এই ব্যক্তি [মুহাম্মদ (সা.)] সম্বন্ধে কি বলিতে? বিশ্বাসীরা বলবে, 'আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি হলেন, আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল, তখন তাকে বলা হবে দেখে নাও তোমার স্থান অগ্নিতে আল্লাহ তোমার অগ্নির পরিবর্তে বেহেশত দান করেছেন।" [আল-মুনতাখাব, আবদ বিন হুমায়েদ, নম্বর ১১৭৮; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৪৭]*

এই হাদীসে বর্ণিত পরিস্থিতির সম্মুখীন কখন কে হবেন, সেটা কারো জানা নেই। তাই সময় থাকতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কাজ। সবার কাছে অনুরোধ থাকবে, কয়েক মুহূর্তের জন্য দু'চোখ বন্ধ করে কবরের এই বাস্তব পরিস্থিতির কথা চিন্তা করলে হয়তো কিছুটা অনুধাবন করা যাবে। হাদীসে উল্লিখিত অংশ "আত্মীয়-স্বজনের চলে যাওয়ার পায়ের শব্দ শুনতে পায়" বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কয়েক মুহূর্ত সময়ের ব্যবধানে সে পুরোপুরি একা, সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওরা আমাকে কেন এই বিপদে ফেলে গেল। আমি সারাজীবন রাতদিন পরিশ্রম করেছি তাদেরকে খুশি করার জন্য। সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছি তাদের জীবনের সুখ শান্তির জন্য। তাদের ভালবাসায় কবরের ও আখেরাতের বাস্তবতার সম্পর্কে ভুলে ছিলাম। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের নিয়ে কত আমোদ-আহলাদ করেছি, ওরা সকলেই বলতো আমরা তোমাকে ভালবাসি, আজ সে ভালবাসা কোথায় গেল? কে আমাকে সাহায্য করবে এই মহা বিপদের সময়? তাহলে কি সকলের প্রতি সকলের ভালবাসা মরীচিকা সমতুল্য। হ্যাঁ আজ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে দেখছি সেটাই সত্যি। আমিও বলেছিলাম তোমাদেরকে আমি ভালবাসি, কাজে কর্মে সেটা বাস্তবে প্রমাণ করেছি। তারপরেও ওরা আমাকে ধরে রাখতে পারলো না। আমি আজ বাস্তবের মুখোমুখি। দুনিয়াতে এই বাস্তবতাকে ভুলে অবাস্তবতায় জীবন কাটিয়েছি। পার্থিব জীবনের প্রতি অতিশয়

www.amarboi.org

আকৃষ্ট হয়ে কবরের ও আখেরাতের পরিস্থিতির ব্যাপারে অবচেতন অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলাম। আজ চেতনায়, বাস্তবতায় ফিরে এসেছি, ঘুম থেকে জেগে উঠেছি। এখন কি হবে?"। এইভাবে চিন্তা করে সকলকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সময় থাকতে কি করা উচিত? অতঃপর দয়াময় পরম দয়ালু, করুণাময়, প্রজ্ঞাময়, ক্ষমাকারী ও তাওবা কবুলকারী আল্লাহ তা'আলার দয়া ও রহমতের উপর নির্ভর হবে একান্তভাবে প্রত্যাশিত কাজ।

মৃত্যু ও পরজীবন সম্পর্কে জ্ঞান

ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানে এবং ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সৌভাগ্যের প্রতীক। অন্যদের কল্যাণে স্বার্থত্যাগী অন্তরের উদারতা এবং মহৎ কর্ম সম্পর্কে ইতিহাসে রয়েছে এদের স্বীকৃতি ও সুখ্যাতি। তাদের কৃতকর্মের দৃষ্টান্ত থেকে মানুষ শিক্ষা লাভ করতে এবং জনকল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হতে পারেন। জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে সকলেই তাদের কর্মের প্রশংসা করতে দ্বিধান্বিত হন না। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ধন-সম্পদে সম্পদশালীদের তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তিদের অবদানই সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয় কারণ তাদের জ্ঞানের আলোর পরশে বিশেষ কোন জাতির জীবন যাপনের মান উন্নয়নে সীমাবদ্ধ নয় বরং মানব জাতির সর্বত্র প্রজ্বলিত দীপের মত প্রভাবান্বিত করেছে, আজও করছে। এজন্যই তাদের জ্ঞানের আলোকে উৎপত্তি বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব ধর্মমত নির্বিশেষে সব সমাজের মানুষের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। জ্ঞানকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব বা জাগতিক এবং চিরস্থায়ী পারলৌকিক জ্ঞান। মানব সমাজে পার্থিব বস্তুগত বা জাগতিক জ্ঞানে গুণি ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পরিমাণ অগণিত। জাগতিক জ্ঞানের প্রভাব ও প্রতিফল দৃশ্যমান তাই অধিকাংশ আদম সন্তান জাগতিক জ্ঞান অর্জনে বেশি আকৃষ্ট হয়। কারণ জাগতিক জ্ঞান অর্জনে পারিবারিক এবং সামাজিকভাবেই তারা সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন। এজন্যই প্রায় প্রতিটি মানুষই জীবনের অধিকাংশ সময় এ কাজে ব্যয় করেন। জাগতিক জ্ঞানের পুরস্কার সাধারণত পার্থিব জীবনের বস্তুসামগ্রীর গুণাগুণ, পরিমাণ এবং সম্মান দেখানোর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাই তারা ইহজগতেই এই জ্ঞানের পুরস্কার ভোগ করতে পারেন। মৃত্যুর সাথেই বস্তুসামগ্রীর ভোগে সুখ-শান্তি, বিলাসিতা, প্রাপ্ত ক্ষমতা এবং চাহিদা শেষ হয়ে যায়।

পারলৌকিক জ্ঞানের আলো এবং প্রতিফল পার্থিব জীবনে সর্বত্র তাদেরকে প্রভাবিত করলেও তার পুরো ফল পরকাল ছাড়া ভোগ করা যাবে না।

www.amarboi.org

পারলৌকিক জ্ঞান আদম সন্তানকে পরকাল সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় সাহায্য করে এবং পার্থিব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি অবলম্বনে জীবন-যাপন করতে অনুপ্রাণিত করে। কারণ পারলৌকিক জ্ঞান মানুষকে আল্লাহ-সচেতন অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত থাকতে অনুপ্রেরণা দেয় তাই শেষ বিচার দিবসে জবাবদিহিতার ভয়ে অন্যের কল্যাণে ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ভালো কাজের সুখ্যাতি পার্থিব জীবনে পাওয়া গেলেও সেটা হয় ক্ষণস্থায়ী, সুখ্যাতির সুখানুভূতি মৃত্যুর সাথেই শেষ হয়ে যায়। তাই পরকালের চিরস্থায়ী জীবন ব্যতিরেকে এর ফল পুরোপুরিভাবে ভোগ করা যাবে না। অতএব পারলৌকিক জ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, যা চিরন্তন জীবনের সুখ-শান্তির জন্য উপকরণ অর্জনে সাহায্য করে থাকে।

বস্তুত সব জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তা'আলা। জাগতিক জ্ঞানে মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে জ্ঞান লাভ করেন তবুও তারা যদি পারলৌকিক জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ হন, তাহলে যারা পারলৌকিক জ্ঞানে জ্ঞানী, তাদের তুলনায় তারা অজ্ঞ। পারলৌকিক জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের পার্থিব জীবনের প্রতি অতিশয় আকর্ষণ না থাকায়, তারা সাধারণত লোভী চরিত্রের হন না। অন্যদেরকে শোষণ উৎপীড়িন করা থেকে তারা দূরে থাকেন, তাই কোন প্রকার দুর্নীতি সম্পর্কিত কাজে জড়িত হন না। এই ধরনের ব্যক্তিরা জনকল্যাণে এবং সামাজিক উন্নতির বিকাশে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "জানা আর অজানা ব্যক্তি একরকম নয়"। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এ ধরনের ব্যক্তির পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অনেকেই প্রবৃত্তির চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িত হয়ে থাকেন। তবে একটি বিষয় অনস্বীকার্য যে, পারলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিকভাবে অন্তরদৃষ্টিতে আলোকিত, আর জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা অন্তরদৃষ্টিতে অন্ধ। এজন্যই জাগতিক বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের অনেকেই কলুষিত চরিত্রের অধিকারী হন এবং নানা ধরনের অপকর্ম, অশ্লীল, নীতিবর্জিত কাজে জড়িত হতেও দ্বিধা করেন না কারণ তাদের হৃদয়ে আল্লাহ-সচেতনতা না থাকায় শেষ বিচার দিবসে জবাবদিহিতার কোন ভয় থাকে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ط
قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ط إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

"যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন পর্যায়ে সিজদাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া আনুগত্য প্রকাশ

www.amarboi.org

করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে [*একমাত্র পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ কাজ করবে*], সে কী তাহার সমান যে তাহা করে না? বল, *'যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না তাহারা কি সমান?'* বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।" [*সূরা ৩৯-যুমার : আয়াত-৯*]

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ط هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ط أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ.

"দল দুইটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নের উপমা; তুলনায় এই দুই কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?" [*সূরা ১১-হূদ : আয়াত-২৪*]

উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, পারলৌকিক জ্ঞানে অজ্ঞ হলে শুধুমাত্র জাগতিক জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে ধীশক্তি ও বোধশক্তিসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যে অধিষ্ঠিত হতে পারেন না। কারণ জাগতিক জ্ঞানের অহংকারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করেন বিধায় উপদেশ গ্রহণ করতে চান না। তদুপরি অন্যদেরকেও বিভিন্নভাবে এ কাজে অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

পারলৌকিক জ্ঞান অর্জনের প্রধান ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা আসমানী কিতাবসমূহ। তবে আল-কুরআন ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় কোন কিতাব নেই, এমনকি অন্যান্য আসমানী কিতাব [*তাওরাত ও ইঞ্জীল*] থেকেও পরকাল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায় না। আদম সন্তানের মধ্যে আল-কুরআনে বিশ্বাসী হিসেবে মুসলিম উম্মতই আল-কুরআনে বর্ণিত মৃত্যু এবং পরকাল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারেন। তদুপরি রাসূল (সা.)-এর অসংখ্য হাদীস থেকেও তারা মৃত্যুর প্রকৃত দৃশ্য, পরকাল জীবনের প্রকৃত অবস্থা, বেহেশত-দোজখ ও কিয়ামত এবং শেষ বিচার দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। যদিও এ সুযোগ সকলের জন্যই উন্মুক্ত রয়েছে তবুও একমাত্র মুসলিম উম্মত তাওহীদে বিশ্বাসী হিসেবে এ সুযোগ গ্রহণ করছেন। তবে মুসলিমদের সকলেই যে এই সুযোগ থেকে লাভবান হচ্ছেন সেটি বলা যাবে না। কারণ মুসলিমদের একটা বৃহত্তর অংশ এ ব্যাপারে সচেতন নয়। মানব জাতির কল্যাণে জাগতিক জীবন যাপনের জন্য বক্রতামুক্ত পরিশুদ্ধ সহজ ব্যবস্থার সঠিক জ্ঞান এবং পারলৌকিক জীবনের পুরস্কার ও শাস্তির বর্ণনায় নির্ভুল

www.amarboi.org

জ্ঞানকে সংরক্ষণ করার জন্যই আল-কুরআনকে কলুষমুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। [*সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯ এবং সূরা হা-মীম-সিজদাহ, আয়াত ৪১-৪২ দ্রষ্টব্য*]

আহলে কিতাবী এবং অন্যরাও আল-কুরআনে বিশ্বাস না করে পরকাল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করছেন। তাদের সামনে নির্ভরযোগ্য সঠিক ও পরিষ্কার কোন দলিল নেই, তবুও তারা মানুষের তৈরি বিভ্রান্তি অথবা পুরুষানুক্রমে কাল্পনিক প্রবাহমান কাহিনীকে সঠিক দলিল হিসেবে গ্রহণ করে ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকেন। মানব জাতির অন্যেরা নরক [*দোজখ*] ও স্বর্গের [*বেহেশতের*] অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করলেও একটি মিথ্যা প্রত্যাশায় [*হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, অগ্নি উপাসক এবং শিখ ধর্মাবলম্বীরা*] তারা জেনে শুনে ইবাদতে ও প্রার্থনায় আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে ইবাদত করেন বিধায় তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে প্রাপ্ত ধীশক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করছেন না। তাছাড়াও এ দলের অনেকেই ধর্মযাজক, প্রচারক ও প্রবক্তা ব্যক্তিকেও আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করেন। ধর্মশিক্ষক ও প্রবক্তারা নিজেদের খেয়াল অনুযায়ী ধর্মের সংস্কার করেন, যা ধর্মসংস্কৃতি ও ধর্মসম্মত হিসেবে সকলেই গ্রহণ করেন। তাদের ধর্মীয় কিতাব এবং মূল্যবোধ রচিত হয়েছে মানুষের কাল্পনিক, দার্শনিক অথবা পুরাণতত্ত্ব ভিত্তিক তাই আসমানী কিতাবের মধ্যে তারা গণ্য নয়। সুতরাং আসমানী কিতাবে মূল বিষয়বস্তুর সাথে তাদের বিশ্বাসের কোন সম্পৃক্ততা নেই এবং তাওহীদ সম্পর্কে তাদের পরিষ্কার কোন জ্ঞান নেই। পরকাল, মৃত্যু, নরক ও স্বর্গ বিশ্বাস করলেও নরক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোনটা সঠিক রাস্তা এবং স্বর্গ লাভের জন্য করণীয় কি সে সম্বন্ধে তাদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস ও ভাল-মন্দ কর্মই স্বর্গে যাওয়ার জন্য অন্যতম উপাদান এটা বিশ্বাস করলেও, এক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তারা কাজ করেন না। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে ভালো কাজ করার নিয়ত থাকা সত্ত্বেও অনেকেই আবার সঠিক জ্ঞানের অভাবে ভালো কাজের পদ্ধতিতে সৃষ্টির অন্য কারও সন্তুষ্টি সম্পৃক্ত করায় শিরকে লিপ্ত হন। তারা ধর্মের প্রবক্তা অথবা শরীকের বস্তুকে সন্তুষ্ট করেই স্বর্গে যাওয়ায় বিশ্বাস করেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, হিন্দু ধর্ম হচ্ছে সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগীর ধর্ম, তাই সাধু-সন্ন্যাসীরা সংসারত্যাগী হয়ে বৈরাগ্য সাধনে পারলৌকিক জীবনের মুক্তি অনুসন্ধান করেন।

হিন্দুদের ব্যাপারে লেখক যাযাবর, তার অমনিবাস উপন্যাসে "দৃষ্টিপাত গল্পে" উল্লেখ করেছেন: *"হিন্দু যুগে রেওয়াজ ছিল না স্মৃতিসৌধের। তার কারণ*

www.amarboi.org

মরলোকের চাইতে পরলোকের দিকে হিন্দুদের দৃষ্টি ছিল বেশী। সে যুগে হিন্দুর জীবনে শেষ কথা ছিল ভক্তি। সূর্যমুখী ফুলের মতো তার সমস্ত কর্ম, চিন্তা, ধ্যান ধারণা, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে [প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টির কারও সন্তুষ্টির সম্পৃক্ততা থাকে] ভগবানের নামে ঊর্ধ্বমুখী। ঐহিক সম্পর্কে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি" (পৃষ্ঠা ২১) । তাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় তবে ভগবানের সান্নিধ্য লাভের রাস্তা হচ্ছে ভ্রান্ত এবং একত্ববাদে বিশ্বাসের বিপরীত। কারণ পরলোক সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অর্জনের সূত্র হচ্ছে আসমানী কিতাব বহির্ভূত, যাকে বলা হয় "পৌরাণিক কাহিনী"।

মানব জাতির আরেকদল কমিউনিষ্ট, যারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস করেন না। কমিউনিজম হচ্ছে তাদের ধর্ম, বিশ্বজাহানে যা কিছু ঘটছে তা প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে সংঘটিত হচ্ছে। তাদের বিশ্বাস পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন, তাই মৃত্যুর ভেতর দিয়ে সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে। ভাল-মন্দের ফলাফল পার্থিব জীবনেই ভোগের প্রত্যাশায় তারা ব্রতচারী হয়। যা হোক অন্য ধর্মের সম্বন্ধে আলোচনার এবং সমালোচনার কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই এবং অন্য ধর্মকে গালি দেয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আলোচিত বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝার জন্যই উল্লিখিত অংশটুকুই যোগ করা হলো। পরকালে অনুপ্রবেশ করতে মৃত্যু হচ্ছে প্রথম ধাপ। মৃত্যুর সময়ই আদম সন্তানরা বুঝতে পারেন তাদের জন্য পরকালে কী ধরনের আপ্যায়ন প্রস্তুত রয়েছে। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করায় মুসলিমদের জন্য রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ, যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য সহজলভ্য নয় তবে ইচ্ছা করলে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করায় উদ্যোগী হয়ে তারা এটাকে সহজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, মুসলিমদের একটি দলও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মতই আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত মৃত ব্যক্তিদের কবরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে অথবা জীবিত কারও সাহায্যে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করে থাকেন। অথচ প্রখ্যাত সকল আলেমরাই বলেন, এ ধরনের কাজে যারা জড়িত তারা বস্তুত শিরকে লিপ্ত থাকেন। কারণ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী মৃত কোনো ব্যক্তিই কারও জন্য সুপারিশ বা প্রার্থনা করার ক্ষমতা রাখেন না।

মৃত্যু এবং মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কী ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে সম্পর্কে অধিকাংশ আদম সন্তানই অজ্ঞ। আজ পর্যন্ত মৃত অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে মৃত্যুর ব্যাপারে কোন তথ্য কেউ দিতে পারেননি। অথচ বিশেষ কিছু ধর্মাবলম্বীরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী যদিও এর পেছনে গ্রহণযোগ্য কোনো

www.amarboi.org

তথ্য নেই। বিজ্ঞানের অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর অভূতপূর্ব উন্নতি ও সাফল্য আজও এ ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারেনি। মৃত্যুর পূর্বে অনেকেই কৌমা, রোগাবস্থায় আচ্ছন্নতায় অথবা ট্রোমায় থাকেন তখনও কোন চিকিৎসক অথবা বৈজ্ঞানিক মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মা বা রূহ কি রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করছেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য আজও আবিষ্কার করতে পারেননি। আদম সন্তানরা সাধারণত অসুখে, দুর্ঘটনায় অথবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। যে কারণেই তার মৃত্যু হোক না কেন, হৃৎস্পন্দন বন্ধ হলেই তাকে মৃত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। হৃৎস্পন্দন হচ্ছে মানুষের নশ্বর দেহকে সচল ও কার্যক্ষম রাখার জন্য একটি শরীর সম্বন্ধীয় বিস্ময়কর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ তা'আলার নিপুণ সৃষ্টির একটি অনবদ্য নিদর্শন।

হৃৎস্পন্দন ছাড়াও মানব দেহে আরেকটি অদৃশ্য বস্তু থাকে যাকে বলা হয় আত্মা অথবা রূহ। হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে এই আত্মা মানব দেহ ত্যাগ করে রূহ হিসেবে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যায় [*ইতোপূর্বে রূহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে*]। আত্মা যখন রূহ হিসেবে মানব দেহ ত্যাগ করে তখন কী ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা মানব রচিত কোন বইয়ে এমনকি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবেও পাওয়া যাবে না। মৃত্যুগামী ব্যক্তির কাছে অন্যরা উপস্থিত থাকলেও তারা বুঝতে পারেন না মৃত্যুকালীন তার রূহের কী রকম যন্ত্রণা হচ্ছে এবং কী ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন সে হয়েছে। কারণ রূহ হচ্ছে অদৃশ্য, আর যারা রূহকে বন্দি করে নিয়ে যায়, তারাও অদৃশ্য ফিরিশতা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۙ وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۙ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَّ تُبْصِرُوْنَ.

"অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, আমি [*জান কবজ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিয়োজিত ফিরিশতা, সে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ব্যতিরেকে এ কাজ করতে পারবে না*] তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি, কিন্তু তোমরা দেখ না।" {*সূরা ৫৬-ওয়াকিয়া : আয়াত-৮৩-৮৫*}

উল্লিখিত আয়াতে অবিশ্বাসী আদম সন্তানদের যারা পরকালীন জীবন এবং শেষ বিচার দিবস সম্পর্কে সন্দিহান, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তোমরা যদি শেষ বিচার দিবসকে অস্বীকার কর, তবে ক্ষমতা থাকলে তার বিদেহী আত্মাকে ফিরিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

www.amarboi.org

فَلَوْلَآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۙ تَرْجِعُوْنَهَآ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

"যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও [*তোমরা শেষ বিচার দিন সম্পর্কে যে ভ্রান্ত দাবী করছ তা যদি সত্য হয়*]।" {*সূরা ৫৬-ওয়াকিয়া : আয়াত-৮৬-৮৭*}

যা হোক, মৃত্যুগামী ব্যক্তির আত্মা দেহ পরিত্যাগ করার সময় যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তার বর্ণনা আল-কুরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে দেয়া হয়েছে। মৃত্যুকালীন সময় সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকায় অজ্ঞ ব্যক্তিরা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানা রকম রোমাঞ্চকর বর্ণনা দেয়। আবার অনেকেই পার্থিব জীবনের যন্ত্রণা অথবা বিভ্রান্তি হয়ে ধর্মগুরুর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভিত্তিহীন তত্ত্বজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মগুরুর আদেশে সমবেতভাবে আত্মহত্যা করতেও দ্বিধাসংকোচ করেন না। এ রকম ঘটনা বিভিন্ন দেশে অনেকবার ঘটেছে, তার একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলো।

নিকট অতীতে Heaven's Gate নামে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর সকলেই একসাথে আত্মহত্যা করেন। Heaven's Gate was an American UFO cult based in San Diego, California and led by Marshall Applewhite [1931-1997] and Bonnie Nettles (1927-1985). On March 26, 1997, police discovered the bodies of 39 members of the Heaven's Gate cult, all of whom had died by apparent suicide. Heaven's Gate members believed that the planet Earth was about be recycled [wiped clean, renewed, refurbished {*পরিচ্ছন্ন বা উজ্জ্বল করা*} and rejuvenated {*নবযৌবন লাভ করা*}], and that the only chance to survive was to leave it [earth] immediately. While they were formally against suicide, they defined suicide in their own context to mean to turn against the Next Level when it is being offered, and believed that their human bodies were only vessels meant to help them on their journey [*এই বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই*].

The group believed in several paths for a person to leave the Earth and survive before they recycling, one of which was hating this world strongly enough: It is also possible that part of our test of faith is our hating this world, even our flesh body, to the extent to be willing to

www.amarboi.org

leave it without any proof of the Next Level's existence. [*এ ধরনের বিশ্বাসও বিভ্রান্ত বাতিকগ্রস্ত দিশেহারা ব্যক্তিদের কাজ, যার অনুপ্রেরণায় শয়তানই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে*]। The group began in the early 1970s when Marshall Applewhite was recovering from heart attack during which he claimed to have had a near-death experience [*কোমায় থাকাকালীন তার দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল কিন্তু সে ব্যাখ্যা করেছিল বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে যাতে অন্যরা তার কথায় বিশ্বাস করে*]. He came to believe that he and his nurse, Bonnie Nettles, were "the Two", that is, the two witnesses spoken of in Book of Revelation 11:3 in the Holy Bible. After a brief and unsuccessful attempt to run an inspirational bookstore, they began travelling around the country giving talks about their belief system. As with other New Age faiths they combined Christian doctrine {particularly the ideas of salvation and apocalypse} with the concept of evolutionary advancement and travel to other worlds and dimensions.{*Source, Wikipedia, the free encyclopedia*}

দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিমদের মধ্যেও অনেকেই আল-কুরআনের আয়াতকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে বেহেশতে যাওয়ার ইচ্ছায় আত্মঘাতী হয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা করেন। তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মর্তব্য যে, বিদেশী শত্রুর দখল থেকে নিজের দেশ ও জনজীবন রক্ষার প্রয়োজনে প্রকৃত জিহাদী হয়ে যারা প্রাণ উৎসর্গ করেন, তারা এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের জিহাদ ইতোপূর্বে অনেকবার হয়েছে আজও চলছে। মৃত্যুগামী ব্যক্তির [*আজরাঈল, মানব সন্তানের প্রাণ কবজ করার জন্য নিয়োজিত ফিরিশতা*] দেহ থেকে যখন আত্মা টেনে বের করেন তখনই শুরু হয় মৃত্যুব্যক্তির পার্থিব জীবনের কাজকর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসের হিসাব। পাপী ব্যক্তিরা বিশেষভাবে কাফেররা মৃত্যুর সময় কী ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন, সে সম্পর্কে মানব সন্তানদের অবহিত করার জন্য পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় পরমদয়ালু বিচার দিবসের মালিক আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

وَلَوْ تَرٰٓى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ج وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ. ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ.

"তুমি যদি দেখিতে পাইতে ফিরিশতাগণ কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে

www.amarboi.org

আঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ {*আত্মা*} হরণ করিতেছে এবং বলিতেছে, 'তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ কর। ইহা {*নিজের ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী কর্ম*} তোমাদের হস্ত যাহা পূর্বে প্রেরণ করিয়াছিল, আল্লাহ তাহার বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নহেন।" {*সূরা ৮-আনফাল : আয়াত-৫০-৫১*}

وَلَوْ تَرٰى إِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا أَيْدِيْهِمْ ج أَخْرِجُوْٓا أَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ.

"যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন যালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় রহিবে এবং ফিরিশতাগণ হাত বাড়াইয়া বলিবে, 'তোমাদের প্রাণ বাহির কর; তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলিতে ও তাহার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, সে জন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হইবে।" {*সূরা ৬-আনআম : আয়াত-৯৩*}

প্রাণ হরণকারী ফিরিশতা যখন আত্মা হরণ করেন, তখন একমাত্র মৃত্যুগামী ব্যক্তি ছাড়া তার নিকটে উপস্থিত কেউ বুঝতে পারবেন না, তার কী রকম যন্ত্রণা হচ্ছে। মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়া ব্যক্তির বিশ্বাস ও জীবনের কাজকর্ম শুধুমাত্র প্রাধান্য পাবে মৃত্যুর সময়। তার গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষাদীক্ষা, মান-সম্মান, সমাজে প্রতিষ্ঠা ও আভিজাত্যের এবং ক্ষমতার সম্ভ্রমে যোগ্যতা, যা পার্থিব জীবনে ছিল তার গর্বের মূলকারণ, এগুলো হাত ছাড়া এবং ক্ষমতাহীন হয়ে যাবে– তাই তাকে সাহায্যে করতে পারবে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা ৫১নং আয়াতে বলেছেন- "তোমাদের হস্ত পূর্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছিল।" অতএব প্রত্যেক ধীশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান আদম সন্তানের বিশেষ করে প্রতিটি মুসলিমের উচিত ইসলামী মূল্যবোধে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং কাজকর্মের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। মৃত্যু যে কোন সময়ে, যে কোন মুহূর্তে যে কোন মানব সন্তানের জীবনে আবির্ভূত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ফিরিশতা প্রাণ হরণের জন্য আগমন করেই কাফির ব্যক্তিকে পরজীবন সম্পর্কে দুঃসংবাদ দান করেন, তাই কাফির ব্যক্তির আত্মা ভয়ে নিজের ইচ্ছায় দেহ ত্যাগ করতে যখন অস্বীকার করে তখন ফিরিশতা জোর করে কাফির ব্যক্তির প্রাণ দেহ থেকে গ্রেফতার করেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার হাবিব এবং সর্বশেষ রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন প্রাণ হরণকারী ফিরিশতা অবিশ্বাসী ব্যক্তির প্রাণ নিতে আসে তখন সে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও অতিশয় বিরক্তিপূর্ণ আকারে বলে, "বাহির হও হে দুষ্ট আত্মা, প্রচণ্ড গরম বাতাস, ফুটন্ত পানি ও কাল ধোঁয়ার মধ্যে

www.amarboi.org

প্রবেশ করার জন্য।" অবিশ্বাসীর প্রাণ তখন তার সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে পালানোর জন্য; কিন্তু ফিরিশতা প্রাণ উদ্ধার করে যেমনভাবে ভিজা রেশম থেকে সুচ উদ্ধার করা হয়। এই পরিস্থিতিতে তাহার শিরা [veins] এবং স্নায়ুকোষ প্রাণের সঙ্গে জড়িত থাকবে।" [*আহমদ ৪:২৮৭-২৮৮; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩৮*]

এই পরিস্থিতিতে, নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তান, ধন-সম্পত্তি ও আত্মীয়স্বজনরা অসহায়ের মত তাকিয়ে দেখবে কিন্তু তাদের কিছুই করার থাকবে না। কারণ মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে কোন জ্ঞান অমুসলিমদের নেই তবে মুসলিমদের জন্য আল-কুরআনে এবং হাদীসে রয়েছে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল। পরহেযগার ও বিশ্বাসীর প্রাণ হরণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

"ফিরিশতাগণ যাহাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র [*বিশ্বাসী, আত্মসমর্পণকারী অনুগত আত্মা*] থাকা অবস্থায়। ফিরিশতাগণ বলিবে, 'তোমাদের প্রতি "সালাম" [*শান্তি*]। তোমরা যাহা করিতে তাহার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-৩২*}

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ. نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ج وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ.

"যাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে, 'তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও। 'আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; সেথায় তোমাদের জন্য রহিয়াছে যাহা কিছু তোমাদের মন চাহে এবং সেথায় তোমাদের জন্য রহিয়াছে যাহা তোমরা ফরমায়েশ কর। ইহা হইবে ক্ষমাশীল পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হইতে আপ্যায়ন।" {*সূরা ৪১-হামীম সিজদা : আয়াত-৩০-৩২*}

উল্লিখিত আয়াত বিশ্বাসীদের জন্য মহাআনন্দের খবর, তারা মৃত্যুর সময়ই

www.amarboi.org

তাদের প্রতিপালক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে সহানুভূতিশীল ও অতিথিপরায়ণতায় পরিপূর্ণ স্বাগত সম্ভাষণের সুখবর পেয়ে থাকেন। বিশ্বাসীদের পবিত্র আত্মা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমাপূর্ণ রহমতের দরবারে সম্মানিত অতিথি। সারা জীবন তারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানের আলোকে নিজেদেরকে সবরকম পরিস্থিতিতে অটুট রাখার চেষ্টা করেছেন, নিজের নাফসের অবৈধ চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তারই প্রতিফল হিসেবে আবদের আত্মা সহজ ও শান্তিপূর্ণভাবে ফিরিশতাদের আন্তরিক আহ্বানে ও দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার আপ্যায়নে দেহ ত্যাগ করবে চিরশান্তি বেহেশতী জীবনে প্রবেশ করার জন্য। এইটাই হচ্ছে আসল সফলতা, বিরাট সম্মান ও শান্তির কথা। মৃত্যু সবার জন্যই কঠিন ও ভয়ঙ্কর, কোন আদম সন্তানই এই পৃথিবীর চাকচিক্য, শস্য শ্যামল ও সবুজে সজ্জিত চিত্তাকর্ষক বাগান থেকে নিজেদের স্বাধীন চিত্তের সরোবরে তৈরি স্বপ্নপূরীর মায়া ত্যাগ করে চিরদিনের জন্য অজানা দেশ, আখেরাতে যেতে রাজি নয়। তবে আখেরাত সম্বন্ধে যারা জ্ঞান রাখেন, আল্লাহ তা'আলাকে নিজের জীবন থেকেও ভালবাসেন এবং রাসূল (সা.)-কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করে তার সুন্নাহ মোতাবেক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তারাই আখেরাতের জীবনে প্রবেশ করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। কারণ মর্ত্যলোক ও পারলৌকিক জীবনে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি তারা মৃত্যুর সময় প্রতিপালকের কাছ থেকে পেয়ে যান। পবিত্র বাণী আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা, বান্দাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অন্যকোন কিতাবে পাওয়া যায় না। প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ لا وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ.

"যাহারা শাশ্বত বাণীতে [আল-কুরআনে বর্ণিত দিকনির্দেশনায় এবং কালেমা তাইয়্যেবায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী এবং এগুলোর ভিত্তিতে সারাজীবন প্রতিষ্ঠিত থাকেন] বিশ্বাসী তাহাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং যাহারা যালিম আল্লাহ উহাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখিবেন। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।" {*সূরা ১৪-ইব্রাহীম : আয়াত-২৭*}

উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার একনিষ্ঠ আবদকে দুই জীবনেই সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদিও এই প্রতিশ্রুতি শর্তাধীন। এটাও

www.amarboi.org

বিশ্বাসীদের জন্য প্রীতিকর সংবাদ, যদি তারা শাশ্বত বাণীর যথার্থ মূল্যায়ন করে তাতে প্রতিষ্ঠিত থেকে মৃত্যুবরণ করেন। আর যালিমদের [*অবিশ্বাসী, অবাধ্য আত্মা*] জন্য দুঃসংবাদ। কারণ তাদের অবাধ্য ও অহংকারী এবং অবিশ্বাসী আত্মা নিজের উপর জুলুম করে নানাবিধ সমস্যায় অশান্তিতে জীবন যাপন করেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। তদুপরি পরকালেও রয়েছে কঠিন শাস্তি। ইসলামী মূল্যবোধের দাওয়াত পাওয়ার পরও যারা তাওহীদকে প্রত্যাখ্যান করেন তাদের হৃদয় আল্লাহ তা'আলা সিলমোহর দিয়ে বন্ধ করে দেন যাতে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে না পারে। এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا لا وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ج وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَه وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا.

"তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রাখিয়া দেই। আমি উহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে এবং উহাদের বধির করিয়াছি; 'তোমার প্রতিপালক এক', ইহা যখন তুমি কুরআন হইতে আবৃত্তি কর তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উহারা সরিয়া পড়ে।" {*সূরা ১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৪৫-৪৬*}

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيَاتِ رَبِّه فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ج إِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا صلى وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا إِذًا أَبَدًا.

"কোন ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর সে যদি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহার কৃতকর্মসমূহ ভুলিয়া যায় তবে তাহার অপেক্ষা যালিম আর কে? আমি উহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা কুরআন বুঝিতে না পারে এবং উহাদের কানে বধিরতা আঁটিয়া দিয়াছি; তুমি উহাদেরকে সৎপথে আহ্বান করিলেও উহারা কখনও সৎপথে আসিবে না।" {*সূরা ১৮-কাহ্‌ফ* : আয়াত-৫৭}

www.amarboi.org

এই আয়াতে অবাধ্য ও অহংকারী আত্মাকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংবাদ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, কারণ যে ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে দুই জীবনেই আল্লাহ তা'আলার লানত প্রাপ্ত হয়, তার মত অসহায় ও দুর্ভাগ্য ব্যক্তি আর কেউ নয়। আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত বাণী আল-কুরআনের সত্যতা, দাওয়াত এবং তাওহীদের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এখন সকল আদম সন্তানের কাছে উন্মুক্ত আছে। অতএব ইচ্ছা থাকলে যে কেউ বিশেষভাবে যাদের কাছে ইন্টারনেট সহজলভ্য, আল-কুরআন, হাদীস এবং বিজ্ঞ আলেমদের দেয়া ইসলামী মূল্যবোধের জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। তাই মুসলিম এবং অবিশ্বাসী কারও জন্যই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন না করার কোনো অজুহাত নেই। বিশেষ করে মুসলিমদের এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ কাজে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন তারাই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেন। অতএব উপসংহারে মৃত্যুর সম্পর্কে আবারও উল্লেখ্য যে, প্রতিটি ব্যক্তিকেই মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। সব সত্যের মধ্যে মৃত্যু একটি অন্যতম সত্য ঘটনা। প্রতিদিন যার সত্যতা সবার কাছে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই এই অবিসংবাদিত সত্যের সঠিক মূল্যায়ন করে মৃত্যুর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মৃত্যু হচ্ছে পরজীবনে প্রবেশ করার ফটক, যেখানে প্রবেশ করার সময়ই অতিথিরা পেয়ে যান পরকালীন জীবনে তাদের ভালো বা মন্দ অবস্থার সুস্পষ্ট তথ্য। সুতরাং মৃত্যুর সময় ঘটিত তথ্যকে গুরুত্ব দিয়ে পরজীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে এই কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুতি নেয়া নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমানের কাজ কারণ আদম সন্তানরা কেউ জানেন না কখন তার জীবনের বাতিটি চিরতরে নিভে যাবে। অতএব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রতিমুহূর্তে আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যাওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ মুসলিমরা কারও মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পরই বলে থাকেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ إِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

"যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা'জিউন' [নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো]।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-১৫৬*}

পরজীবন সম্পর্কে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা

তৎকালীন আরবীয়দের এবং বর্তমানেও অনেকের [*নাস্তিকদের*] ধারণা যে, মৃত্যুই হচ্ছে মানুষের জীবনের সর্বশেষ ঘটনা, এরপর আর কোন জীবন নেই। তাদের ধারণা মানুষের দেহ মৃত্যুর পর পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে গেলে আবার

www.amarboi.org

কিভাবে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে। এই ভ্রান্ত চিন্তাই তাদেরকে পরকাল সম্পর্কে উদাসীন হওয়ায় এবং আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও অস্তিত্ব সম্পর্কে অবিশ্বাস করতে সাহায্য করে। তাদের ভ্রান্ত চিন্তার রূপ বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বহু আয়াত নাযিল করেছেন:

وَقَالُوْٓا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ.

"তাহারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না।" {*সূরা ৬-আনয়াম : আয়াত-২৯*}

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا.

"উহারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব?" {*সূরা ১৭-বনী ইসরাইল : আয়াত-৪৯*}

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا.

"মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হইলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হইব?" {*সূরা ১৯-মরিয়ম : আয়াত-৬৬*}

اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۙ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ. اِنْ هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ.

"সে [*নবী*] কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হইলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হইবে? 'অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্ভব। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন আমরা মরি বাঁচি এইখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না।" {*সূরা ২৩-মু'মিনুন : আয়াত-৩৫-৩৭*}

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ. لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ.

"কাফিররা বলে, 'আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইয়া গেলেও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হইবে? "এই বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণকেও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। ইহা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নহে।" {*সূরা ২৭-নাহল : আয়াত-৬৭-৬৮*}

www.amarboi.org

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ط بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ.

"উহারা বলে, 'আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইলেও কি আমাদিগকে আবার নতুন করিয়া সৃষ্টি করা হইবে? বস্তুত উহারা উহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।" {*সূরা ৩২-সিজদাহ : আয়াত-১০*}

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ.

"এবং সে [*মানুষ*] আমার [*আল্লাহর*] সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়; বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে যখন উহা পঁচিয়া গলিয়া যাইবে?" {*সূরা ৩৬-ইয়াসিন : আয়াত-৭৮*}

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ

"আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হইবে।" {*সূরা ৩৭-সাফ্ফাত : আয়াত-৫৩*}

اِنْ هِىَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ.

"উহারা [*কুরাইশরা*] বলিয়াই থাকে, "আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হইব না।" {*সূরা ৪৪-দুখান : আয়াত-৩৪-৩৫*}

وَ قَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ج وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ج اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ.

"উহারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি আর কাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে।' বস্তুত এই বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই, উহারাতো কেবল মনগড়া কথা বলে।" {*সূরা ৪৫-জাছিয়া : আয়াত-২৪*}

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

"জানিয়া রাখ, আল্লাহই ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।" {*সূরা ৫৭-হাদীদ : আয়াত-১৭*}

আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ছাড়াও মানুষের মধ্যে আরো অনেকেই যারা পরকালের বিচার ও জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস করেন কিন্তু বিচার সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণায় আছেন। জন্মিলে মৃত্যু অবধারিত। এটা সব সত্যের মধ্যে একটি

www.amarboi.org

অন্যতম সত্য বিষয়, তাই পার্থিব জীবনে প্রত্যেকটি আদম সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তার মৃত্যু হবেই। ধর্ম মত নির্বিশেষে আদম সন্তান সকলেই এই মহাসত্য ঘটনা মৃত্যুতে বিশ্বাসী, তবে পরকাল সম্পর্কে, শেষ বিচার দিবস, বিচার শেষে পুরস্কার অথবা শাস্তিস্বরূপ বেহেশত অথবা দোজখ লাভ করার ব্যাপারে অনেকেই সন্দিহান। আবার অনেকে মৃত্যুর পর পরকাল জীবন আছে সেটা বিশ্বাস করেন না। অতএব আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ নিয়েও অনেকেই তর্ক করেন। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, খৃষ্টানরা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে সাব্যস্ত করে, তাদের মিথ্যা দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তর্ক বিতর্ক করে। মূর্তিপূজকরাও নিজের হাতে গড়া দেব-দেবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের জন্য মূর্তিপূজা করেন এবং এ ব্যাপারেও তারা তর্ক করেন। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা দাবী করেন তারা আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র তাই ইয়াহুদ ও খৃষ্টান না হলে কেউ বেহেশত লাভ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে কিছু আয়াত আল-কুরআন থেকে উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ۭ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۡ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

"ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, 'আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাহার প্রিয়।' বল, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন? না, তোমরা মানুষ তাহাদেরই মতো যাহাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন।' যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন, আসমান ও জমিনের এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই আর প্রত্যাবর্তন তাহারই দিকে।" {*সূরা ৫-মায়িদা : আয়াত-১৮*}

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاۗءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

"বল, 'হে ইয়াহুদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নহে; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" {*সূরা ৬২-জুমু'আ : আয়াত-৬*}

www.amarboi.org

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

"তাহারা বলে, 'ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হও, ঠিক পথ পাইবে।' বল, 'বরং একনিষ্ঠ হইয়া আমরা ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ [*ইসলাম*] অনুসরণ করিব এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না [*সে ইয়াহুদ এবং খৃষ্টান ছিল না*]। তোমরা কি বল যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কুব ও তাহার বংশধরগণ ইয়াহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিল? বল, 'তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ? আল্লাহর নিকট হইতে তাহার কাছে যে প্রমাণ আছে [*আসমানী কিতাবে বর্ণিত বিষয়*] তাহা যে গোপন করে তাহার অপেক্ষা অধিকতর যালিম আর কে হইতে পারে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-১৩৫, ১৪০*}

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ.

"বল, 'আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক! আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; এবং আমরা তাহার প্রতি অকপট [*দৃঢ় চিত্তে*] বিশ্বাসী।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-১৩৯*}

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا.

"আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলগণকে পাঠাইয়া থাকি, কিন্তু কাফিরগণ মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে, উহা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যাদ্বারা উহাদেরকে সতর্ক করা হইয়াছে সেই সমস্তকে উহারা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।" {*সূরা ১৮-কাহ্‌ফ : আয়াত-৫৬*}

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ

www.amarboi.org

نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ط وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلاَ هُدًى وَّلاَ كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ.

"তোমরা কি দেখ না যে, যাহা কিছু আসমানে ও যাহা কিছু জমিনে আছে তাহা আল্লাহ তোমাদেরই অধীন করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন তাহার প্রকাশ্য ও অদৃশ্য নিয়ামতসমূহ [*আদম সন্তান প্রতিদিনই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করছে*], তথাপি এমন কতক মানুষ আছে যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে ঝগড়া-বিবাদ করে যদিও তাহাদের সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ও সৎপথের সন্ধান কিংবা স্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব নাই।" {*সূরা ৩১-লোকমান : আয়াত-২০*}

مَا يُجَادِلُ فِىْٓ اٰيٰتِ اللهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلاَ يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلاَدِ.

"কেবল কাফিররাই আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে তাহাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে [*মিথ্যা ধর্ম প্রচারে কাফিরদের অর্থবল এবং বিভিন্ন দেশে নেটওয়ার্ক যেন তোমাদের মনে ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে কোন সন্দেহের সৃষ্টি না করে*]।" {*সূরা ৪০-মু'মিন : আয়াত-৪*}

আদম সন্তানের এই তর্ক বিতর্কের মীমাংসা আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচার দিবসে করে দেবেন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ اَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لاَ يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَّمُوْتُ ط بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ۙ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِىْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ.

তাহারা আল্লাহর নামে কঠিন কঠিন শপথ করিয়া বলে, 'যে মানুষ মরে, আল্লাহ কখনও তাহাকে জীবিত করিয়া উঠাইবেন না [*বিচারের জন্য*]।' কিন্তু আল্লাহ নিশ্চয় নিজের উপর অবশ্য পালনীয় ওয়াদা করিয়াছেন [*কিয়ামতের দিবসে অবশ্যই সকল আদম সন্তানকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে*], কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা জানে না [*বিশ্বাস করতে চায় না*]। যাহাতে তাহারা [*অবিশ্বাসীরা*] যে-বিষয়ে বিবাদ করিতেছে, তাহা বর্ণনা করিয়া দিতে পারেন এবং যাহাতে কাফিরগণ জানিতে পারে যে, তাহারাই মিথ্যাবাদী।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-৩৮-৩৯*}

খৃষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের মীমাংসা সেদিন হবে, স্বয়ং ঈসা (আ.) কে খৃষ্টানদের

www.amarboi.org

বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তা'আলা হাজির করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰـهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ ز بِحَقٍّ ط اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ط تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ط اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ج وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ.

"এবং যখন আল্লাহ বলিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলিয়াছিলে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়া আমাকে ও আমার মা'কে, দুই আল্লাহ বলিয়া গ্রহণ কর।' ঈসা বলিবে, তুমি মহিমাময়! আমার পক্ষে কখনও উচিত নহে যে, আমি বলিব, যাহা আমার পক্ষে সত্য নহে। যদি আমি উহা বলিতাম, তবে তুমি উহা জানিতে। তুমি জান আমার মনে কি আছে, কিন্তু আমি জানি না তোমার মনে কি আছে। নিশ্চয়ই তুমি গায়েবি খবর অবগত আছ। যাহা তুমি আদেশ করিয়াছ আমি তাহাদেরকে কেবলমাত্র তাহাই বলিয়াছি যে, ইবাদত কর একমাত্র আল্লাহর যিনি আমার ও তোমাদের সকলের প্রভু। আর আমি যতদিন তাহাদের সাথে ছিলাম আমি তাহাদের সাক্ষী ছিলাম, তৎপর তুমি যখন আমাকে লইয়া গেলে তুমিই তাহাদের উপর নজর রাখিয়াছিলে, আর তুমি সব জিনিসের খবর রাখ।" {*সূরা ৫-মায়িদা : আয়াত-১১৬-১১৭*}

পরকালীন জীবন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

উপরোল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, ক্ষণস্থায়ী মরীচিকাময় পার্থিব জীবনের ভ্রমণ শেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেহেতু অন্তহীন পরকালের নতুন জীবনে প্রবেশ করা ছাড়া আদম সন্তানের কোন উপায় নেই, সেহেতু মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কেমন হবে, সে ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি আদম সন্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ অধিকাংশ আদম সন্তান এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য অনুসন্ধানে সময় ব্যয় করতে চায় না অথবা মনে করেন এর প্রয়োজন নেই। তথ্যের ব্যাপারে স্মর্তব্য যে, কোন বিষয়ের সঠিক জ্ঞান ও তথ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য এবং সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য সূত্রের অভাবে অনেক সময় প্রকৃত সত্যও বিকৃতরূপ

www.amarboi.org

লাভ করে। পরকালীন জীবনের সময়সীমা সীমাহীন পরিব্যাপ্তি এবং আদম সন্তানকে এককভাবে জয় করতে হবে, তাই এই জীবনের সঠিক জ্ঞান অত্যন্ত অর্থবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যাবে এবং পরকালের জীবনে তাদেরকে কী ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, সে ব্যাপারে আসমানী কিতাবে মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন। পরকালীন জীবন যেহেতু ভবিষ্যতের অদৃশ্যে অন্তর্নিহিত, সেহেতু একমাত্র সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা সর্বজ্ঞানী প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা এবং তার মনোনীত নবী-রাসূল ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে নির্ভুল তথ্য দিতে পারেন না। অতএব আসমানী কিতাবই একমাত্র নির্ভুল গ্রহণযোগ্য বিশ্বাসযোগ্য সূত্র।

মানব চরিত্রের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা অনুসন্ধিৎসু, অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষায় সে হয় উদ্বেলিত। এ জন্যই ধীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিরা সব ব্যাপারে নিষ্ঠার সাথে গবেষণা করে বিষয়টির গুরুত্ব এবং সত্য সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত না হয়ে বিশ্বাস করতে চান না। ফলে জ্ঞানীব্যক্তিরা অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র ও ভিন্নধর্মী এবং প্রশংসাভাজন। জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের ভয় মনে রাখে [*পরকাল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তার ভয়াবহতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়*] এবং তার প্রতিপালকের রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বল, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।" {*সূরা ৩৯-যুমার : আয়াত-৯*}

বর্তমানে তিনটি আসমানী কিতাব মানুষের হাতে আছে, তার মধ্যে মানব জাতির জন্য সর্বশেষ, সংরক্ষিত, কলুষবিহীন ও সঠিক আসমানী কিতাব হচ্ছে আল-কুরআন, যার মাধ্যমে সৃষ্টির রহস্য, দৃশ্য অদৃশ্য তথ্য, আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয়, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মৃত্যুর সময় ও তারপরে আদম সন্তানের কী অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন:

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

www.amarboi.org

"তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন, যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি।" *[সূরা ৬-আনয়াম : আয়াত-৯৭]*

তাই আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে মানব সন্তানের উচিত অনুসন্ধান করে মানুষের মৃত্যু এবং পরকাল সম্পর্কে সত্য উদ্ঘাটন করা। জানার সময়, সুযোগ, শক্তি এবং নির্ভুল সূত্র থাকা সত্ত্বেও যারা জানার চেষ্টা করে না, আগ্রহ দেখায় না, তারা নিজের সাথে নিজেরাই প্রতারণায় পরিহাস করে, নিজেদের ক্ষমতা ও শক্তিকে অবজ্ঞায় অপমান করে। তারা নশ্বর দেহ নিয়ে বেঁচে থাকলেও অন্তরদৃষ্টিহীন, আত্মঘাতী, আত্মবিস্মৃত, আত্মাপরাধী এবং আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। তারা আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন করুণা ও নিয়ামত ভোগ করেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে উদ্যোগী হয় না তাই ধীশক্তি রহিত অকৃতজ্ঞ মানব সন্তান। পরকাল ও মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবেও বর্ণনা আছে, তথাপি ইয়াহুদীদের এক দল মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবন ও শেষ বিচার দিন সম্বন্ধে সন্দিহান আছেন। খৃষ্টানরাও অনেক দলে বিভক্ত হলেও তারা আসমানী কিতাব পাঠ করেন, তারপরও তারা পরকালের জীবন ও বিচার সম্বন্ধে তারা বিভ্রান্ত। এক অযৌক্তিক অব্যাখ্যাকৃত অবাস্তব মিথ্যা আশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তারা বিপথগামী হয়ে পার্থিব জীবন শেষ করে পরকালে চলে যান। তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, ঈসা (আ.)- কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে যারা বিশ্বাস করবে, তারাই বিনা বিচারে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। তারা আরও বিশ্বাস করে পার্থিব জীবন যাপনে ভাল-মন্দ কর্মের গুরুত্ব থাকলেও পরকালে এর কোন গুরুত্ব নেই। কারণ আদম সন্তানের আদিপাপ এবং অন্যান্য পাপকাজ, যা কিছু তারা পার্থিব জীবনে করুক না কেন, সবই ঈসা (আ.) *[যীশুখৃষ্ট]* ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিজের রক্ত প্রবাহিত করে মুছে দিয়ে গেছেন। আদম সন্তানকে ফিরিশতা দিয়ে সিজদা করিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, বিদ্যাবুদ্ধি, ধীশক্তি, চিন্তাশক্তি অনুধাবন করার সচল সচেতন হৃদয় দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সমৃদ্ধ করেছেন, তারাই এমন নির্বুদ্ধিতা যুক্তিহীন বিশ্বাসে অধিষ্ঠ হতে পারেন, সেটি কল্পনার অতীত।

আল-কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতি তথা খৃষ্টানদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি। বরং ঈসা (আ.)-কে ক্রুশের কাছে নেয়ার আগেই ঈসা (আ.)-এর আত্মাসহ নশ্বর দেহ আল্লাহ তা'আলার কাছে তুলে নিয়েছেন। আদম সন্তান যখন মারা যায় তখন তার আত্মাটিই আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যায়, আর মাটির দেহ মাটিতে মিশে যায়। তবে ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল ভিন্ন ধরনের। ঈসা (আ.)-কে

www.amarboi.org

নিয়ে ইয়াহুদীদের দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল, তাই তারা এই ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে অন্যদের বিপথগামী করেছে। ইয়াহুদীরা ঈসা (আ.) এর পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে ক্রুশে দিয়েছিল কারণ উক্ত ব্যক্তির চোহারায় আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.) এর চেহারার অবয়ব দিয়েছিলেন। এ কারণেই ইয়াহুদীরা বিভ্রম হয়ে ধরে নিয়েছিলেন যে, তারা ঈসা (আ.) কে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলেছেন:

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا. وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ج وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ط مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ج وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۢ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا. وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا.

"আর (তারা অভিশপ্ত হইয়াছিল) তাহাদের [*ইয়াহুদীদের*] কুফরি করার এবং মরিয়মের প্রতি গুরুতর অপবাদ আরোপ করার কারণে আর 'আমরা আল্লাহ রাসূল মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করিয়াছি তাহাদের এই উক্তির জন্য। অথচ তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই; কিন্তু তাহাদের এইরূপ বিভ্রম হইয়াছে। যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই। বরং আল্লাহ তাহাকে [*ঈসা (আ.)*] তাহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আর কিতাবীদের মধ্যে এমন কেহ থাকিবে না যে, মরণের পূর্বে [*ঈসা (আ.)-কে পুনরায় আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যখন প্রেরণ করবেন তখন সব আদম সন্তানই তার কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হবেন এবং তার আসল পরিচয় সম্পর্কে বিশ্বাস করবেন, অতপর ঈসা (আ.) অন্য আদম সন্তানদের মত মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবেন*] তাহার উপর ঈমান আনিবে; আর কিয়ামতের দিন সে [*ঈসা (আ.)*] তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবে।" *[সূরা ৪-নিসা : আয়াত-১৫৬-১৫৯]*

যা হোক, ঈসার (আ.) সম্পর্কে আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক তবুও আলোচিত বিষয়টি বুঝার জন্য উল্লেখ করা হলো। ঈসা (আ.)কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র সাব্যস্ত করে তারা যে শিরক করছেন, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আদম সন্তানদের পরকাল সম্পর্কে বিভ্রমে রেখেছেন তার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে

www.amarboi.org

কোন ক্ষমা নেই যদি তারা এই অযৌক্তিক বিভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে মারা যান। তাই বললে অত্যুক্তি হবে না যে, খৃষ্টানরা পৃথিবীর জীবনে সচেতন অবস্থায় ঘুমিয়ে পরকালীন জীবন সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত থেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান।

অন্যদিকে মানব জাতির একটি বিরাট অংশ নিজের হাতে গড়া মূর্তির পূজা বা ইবাদত করেন। তাদের বিশ্বাস মূর্তি এবং দেবতারা [*কল্পনাপ্রসূত চরিত্র*] আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভে তাদেরকে সাহায্য করবে। তাদের এ বিশ্বাসের পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য দলিল নেই তবুও তারা নিজেদের মনগড়া এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে অনঢ় এবং দৃঢ়বিশ্বাসী। মূর্তিপূজার ব্যাপারে হিন্দুদের মধ্যে অনেক মতানৈক্য আছে, অনেকেই নিজে হাতে গড়া মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নন, তারা নিরাকার ভগবানে বিশ্বাসী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার তাদের মধ্যে অন্যতম। তারা ব্রহ্মচর্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণরাও মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নন, যদিও তারা পূজা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। যা হোক, মূর্তিপূজা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেছেন:

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۔ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

"তোমরা তো আল্লাহকে ছাড়িয়া মূর্তি সকলের পূজা করিতেছ ও মিথ্যা বানাইয়া লইতেছ। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়া যাহাদের পূজা করিতেছ, তাহারা তোমাদের আহার যোগাইতে ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে আহার অন্বেষণ কর ও তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, কেননা তোমরা তাঁহারই নিকটে ফিরিয়া যাইবে।" [*সূরা ২৯-আনকাবুত : আয়াত-১৭*]

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۔ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۔ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۔ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ.

"সাবধান! আল্লাহরই জন্য প্রকৃত ইবাদত এবং যাহারা তাহাকে বাদ দিয়া অপর বন্ধু সকল [দেবতা] গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বলে, 'আমরা তো তাহাদের পূজা করি শুধু এই জন্য যে, তাহারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে প্রিয়তর করিতে পারিবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদের মধ্যে বিচারের হুকুম করিবেন সেই বিষয়ে,

www.amarboi.org

তাহারা যে বিষয়ে [*সত্য ধর্ম সম্বন্ধে*] বিবাদ করিতেছে, নিশ্চয় আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে পথ দেখান না যে মিথ্যাবাদী, কাফির।" (*সূরা ৩৯-যুমার* : আয়াত-৩)

মুসলিমদের মধ্যেও একটি বিশেষদল যারা বিশ্বাস করেন মৃত আউলিয়া ও দরবেশদের দরগায় গিয়ে মানত করলে অথবা তাদের কাছে সাহায্য কামনা করলে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভে, তারা সাহায্য করতে অথবা তাদের দোয়ায় তারা অনেক লাভবান হতে পারবেন। ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাদেরকে এ ধরনের কাজে জড়িত হওয়ায় অনুপ্রাণিত করে থাকে। আউলিয়া দরবেশদের কবর বা মাজার অথবা যে কোনো মুসলিমের কবর যিয়ারত করা, তাদেরকে সালাম দেয়া এবং দোয়া করা অত্যন্ত ভালো কাজ। তবে উপরোল্লিখিত বিশ্বাস যে ধর্মীয় মূল্যবোধের দৃষ্টিতে গর্হিত পাপ অর্থাৎ হারাম, সে ব্যাপারে তারা সচেতন নন। এক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত প্রথা ও পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত রীতি এবং অন্ধবিশ্বাসের উচ্ছ্বসিত আবেগই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। সংসার ত্যাগী হয়ে সন্ন্যাসব্রত জীবন যাপন আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে এটিও অনেক ধর্মাবলম্বীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস। ক্যাথলিক চার্চে নিয়োজিত পাদ্রী এবং নানরা বিবাহ ব্যতিরেকে নিজেকে গডের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন যাতে গডের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মেও ধর্মগুরুরাও অনেকে ইহলোকের ভোগবিলাস ও যৌনচাহিদা পরিত্যাগ করে পরলোকের জন্য আত্মোৎসর্গে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যলাভে সন্ন্যাসব্রতী হয়ে জীবন যাপন করেন। পার্থিব জীবনের প্রতি অতিশয় আকর্ষণে পরলোককে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমন পারলৌকিক জীবনের প্রত্যাশায় জাগতিক জীবনকে পরিত্যাগ করাও আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বিধানে গ্রহণযোগ্য নয়। মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও প্রেরিত সব নবী-রাসূলই ছিলেন সংসার কেন্দ্রিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বলা বাহুল্য যে, সংসারত্যাগী হয়ে সন্ন্যাসব্রতী জীবন গ্রহণ করায় আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের প্রয়াস হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা। আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ করার একটি সহজ ফর্মুলা মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। হাদীস থেকে এ ব্যাপারে জানা যায়:

Narrated Abu Huraira (RA): Allah's Messenger (SA) said, "Allah said, 'I will declare war against him who shows hostility to a pious worshipper of Mine. And the most beloved things with which My slave comes nearer to Me, is what I have enjoined upon him [*daily five times obligatory prayers and also other pillars of Islam*]; and My slave keeps on

www.amarboi.org

coming closer to Me through performing *Nawafil* [*praying or doing extra deeds besides what is obligatory*] till I love him, then I become his sense of hearing with which he hears [*will hear anything that will displeases Allah (SWT)*], and his sense of sight with which he sees [*will not see anything that displeases Allah (SWT)*], and his hand with which he grips [*will no do anything that displeases Allah (SWT)*] and his leg with which he walks [*he will not walk to go places that displeases Allah (SWT)*]; and if he asks Me, I will give him, and if he asks My Protection (*refuge*), I will protect him [*i.e. give him My Refuge*], and I do not hesitate to do anything as I hesitate to take the soul of the believer, for he hates death, and I hate to disappoint him."{*Sahee Al-Bukhari, Vol. 8, No. 509*}

মৃত্যু ও শেষ বিচার দিবস

ইতোপূর্বে উল্লিখিত অধ্যায়ে আলোচিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: ১) আমি কে? ২) কোথা থেকে আমি এসেছি? ৩) এই পৃথিবীতে কেন এসেছি অথবা কেন আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সম্পর্কে আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা একটি নির্ধারিত পরিকল্পনায় মানব জাতিকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে, তাদের জীবন যাপনকে সহজ করার জন্য সৃষ্টির যাবতীয় সবই [*সূরা লোকমান, আয়াত নম্বর ২০ দ্রষ্টব্য*] মানুষের অধীনে ও সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আলোচনা থেকে আরও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন বংশ পরম্পরায় প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে, যাতে পৃথিবীর জীবনে বিভিন্ন কাজ-কর্মের ভেতর দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ز وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"এবং তিনিই তোমাদেরকে করিয়াছেন দুনিয়াতে প্রতিনিধি এবং কাহাকেও কাহারও উপর মর্যাদা [*শিক্ষা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ধীশক্তি, শারীরিক সৌন্দর্য, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ, নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা ইত্যাদি*] দান করিয়াছেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করিতে পারেন, তোমাদের যাহা দিয়াছেন তাহা দ্বারা। নিশ্চয়, তোমার প্রভু সত্বর শাস্তি দান করেন এবং অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" {*সূরা ৬-আনয়াম : আয়াত-১৬৫*}

www.amarboi.org

হাদীস থেকে এ ব্যাপারে আরো জানা যায় যে, *আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন: "দুনিয়া একটি শ্যামল সবুজ সুমিষ্ট বস্তু। আল্লাহ এখানে তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তোমরা কি করছো তা দেখছেন [বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা করছেন]। সুতরাং এ দুনিয়ার [লোভ-লালসা থেকে] আত্মরক্ষা করো এবং স্ত্রীলোকের [ফিতনা] সম্পর্কেও সতর্ক থাকো।" [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, হাদীস নম্বর ৪৫৯]*

পরীক্ষা করার জন্যই আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা ভাল-মন্দ যাচাই করে গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়ে পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার যোগ্যতা দিয়েছেন। ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান দিয়ে আদম সন্তানকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং ভাল-মন্দ যাচাইয়ের মানদণ্ড হিসেবে আসমানী কিতাবসহ রাসূল প্রেরণ করে সৎপথের সন্ধান দিয়েছেন। আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূলদের নির্দেশনা অনুসারে আদম সন্তানদের মধ্যে কারা জীবন যাপন করেছেন, এটিই হচ্ছে তাদের জন্য পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রশ্ন যখন উঠেছে তখন পরীক্ষার ফলাফল অবশ্যই একদিন বের হবে এবং ফলাফল জানার জন্য সকলকেই একদিন একত্রে সমবেত হতে হবে কারণ এই পরীক্ষা সকল আদম সন্তানের জন্যই। পার্থিব জীবনে শিক্ষার্থীরা যেমন বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশ বা ফেল করেন তেমন আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষায় মানুষ নিজের কৃতকর্মের জন্য পাশ বা ফেল করবেন। পাস-ফেলের ফলাফল যে দিবসে বের হবে, তাকে বলা হয় কিয়ামতের পর শেষ বিচারের দিবস। এ জন্যই কিয়ামত, শেষ বিচার দিবসে জবাবদিহিতা এবং বেহেশত-দোজখে বিশ্বাস করা মুসলিমদের ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের নির্ধারিত সময় শেষে প্রতিটি মানুষ এবং অন্যান্য সব প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা 'রূহ' হিসেবে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যায় এবং মাটির দেহ মাটিতেই মিশে যায়। ইতোপূর্বে রূহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সব আদম সন্তানের রূহ আল্লাহ তা'আলা এক সাথে সৃষ্টি করেছেন [*সূরা আল-আরাফ, আয়াত নম্বর ১৭২, দ্রষ্টব্য*]। আদম সন্তানের সৃষ্টি এবং রূহের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَلَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ. ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ.

www.amarboi.org

"যিনি [*আল্লাহ তা'আলা*] তাহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম হইতে মানব-সৃষ্টির [*আদমের সৃষ্টি*] সূচনা করিয়াছেন। অতঃপর তাহার বংশ উৎপাদন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস [*নর-নারীর মিশ্রিত বীর্য*] হইতে। পরে তিনি উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাহার নিকট হইতে এবং তোমাদেরকে দিয়াছেন কর্ণ, চোখ ও অন্তঃকরণ [*পরীক্ষা করার জন্য*], তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" *[সূরা ৩২-সিজদাহ : আয়াত-৭-৯]*

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বয়স যখন ১২০ দিন হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতার মাধ্যমে আদম সন্তানের দেহে রূহ ফুঁকে দেন। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন:

Narrated Abdullah (RA): Allah's Messenger (SA), the true and truly inspired said: "(as regards your creation), every one of you is collected in the womb of his mother for the first forty days, and then he becomes a clot for another forty days, and then a piece of flesh for another forty days. Then Allah sends an angel to write four words: He writes his deeds, time of his death, means of his livelihood, and whether he will be wretched or blessed (in the Hereafter). Then the Ruh (soul) is breathed into his body. So a man may do deeds characteristic of the people of the (Hell) Fire, so much so that there is only the distance of a cubit between him and it, and then what has been written (by the angel) surpasses, and so he starts doing deeds characteristic of the people of Paradise and enters Paradise. Similarly, a person may do deeds characteristic of the people of Paradise, so much so that there is only the distance of a cubit between him and it, and then what has been written (by the angel) surpasses, and he starts doing deeds of the people of (Hell) Fire and enters the (Hell) Fire. {*Sahee Al-Bukhari, Vol. 4, No. 549*)

'রূহ' আদম সন্তানের দেহে প্রবেশ করে আত্মায় পরিণত হয় [*রূহের কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই কিন্তু আত্মার আছে, যাদ্বারা আদম সন্তান ভাল-মন্দের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারেন*]। মৃত্যুর সময় এবং কবরে গিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝতে পারেন তার জন্য কি ধরনের আপ্যায়ন অপেক্ষা করছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন:

Narrated Abu Sai'd Al-Khudri (RA): Allah's Messenger (SA) said,

www.amarboi.org

"When the funeral is ready and the men carry it on their shoulders, if the deceased was righteous, it will say; 'Present me (hurridly),' and if he was not righteous, it will say; 'Woe to it (me)! Where are they taking it (me)?. Its voice is heard by everything except man, and if he heard it, he would fall unconscious."{Sahee Al-Bukhari, Vol. 2. No. 400}

Narrated Anas (RA): The Messenger of Allah (SA) said, "When a human being is laid in his grave and his companions return and he even hears their footsteps, two angels [Munkir and Nakir] come to him and make him sit and ask him: 'What did you use to say about this man, Muhammad (SA)? He will say, 'I testify that he is Allah's slave and His Messenger.' Then it will be said to him, 'Look at your place in the Hell-fire. Allah has changed for you a place in Paradise instead of it." The Prophet (SA) added, "The dead person will see both places. But a disbeliever or a hypocrite will say to the angels, 'I do not know, but I used to say what the people used to say!' It will be said to him, 'Neither did you know nor did you take the guidance (by following the Qur'an).' Then he will be hit with an iron hammer between his two ears, and he will cry will be heard by whatsoever near to him except human beings and jinns."{Sahee Al-Bukhari, Vol. 2, No. 422}

Abu Hurayrah (RA) reported that the Messenger of Allah (SA) said, "When the dead – or one of you-is buried, two dark and blue angels will come to him; one is called 'Munkir' and the other is called 'Nakir'. They will ask him, 'What did you say about this man (Muhammad)?' He will reply, 'What he used to say, that he is Allah's slave and Messenger. I bear witness that there is no true deity except Allah and that Muhammed is His slave and Messenger.' They (angels) will say, 'We know that you used to say that, and his grave will be made larger for him to seventy forearms length by seventy forearms length and will be filled with light for him. He will be told, Sleep,' but he will reply, 'Let me go back to my family in order that I tell them,'. They will say, Sleep, just like the bridegroom who is

www.amarboi.org

awakened by the dearest of his family, until Allah resurrects him from that sleep.' If he was a hypocrite, his answer will be, 'I do not know! I heard people say something, so I used to repeat what they were saying.' They will say, 'We know that you used to say that.' The earth will be commanded, 'Come closer all around him,' and it will come closer to him until his ribs cross each other. He will remain in this torment, until Allah resurrects him from his sleep." {At-Timidhi, No. 1071, Ibn Kathir, Vol. 5, Page/349}

একমাত্র বিশ্বাসীরাই উপরোক্ত হাদীসে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন, দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসীদের এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ.

"যাহারা শাশ্বত বাণীতে [*কালেমা তাইয়্যেবা*] বিশ্বাসী তাহাদেরকে ইহজীবনে [*অন্যায় পরিহার করে ন্যায়নীতি অবলম্বনে জীবন যাপন করবেন*] ও পরজীবন [*কবর ও শেষ বিচার দিবসে*] আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং যাহারা যালিম আল্লাহ্ উহাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখিবেন [*ইহজগতে তারা সুপথ পাবে না এবং পরজীবনেও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না*]। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।" {*সূরা ১৪-ইব্রাহীম : আয়াত-২৭*}

যারা কালেমা তাইয়্যেবাতে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাসী এবং এই শাশ্বত বাণীর অর্থ বুঝে, তার ভিত্তিতে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ্ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবন যাপন করেন তারাই কবরের প্রশ্ন সঠিকভাবে উত্তর দেয়ায় সাহায্য প্রাপ্ত হবেন। কারণ ধর্মীয় মূল্যবোধে হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা সত্ত্বেও জীবন যাপনে তার বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করলে তাকে ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী বলা যায় তার মধ্যে মোনাফেকী আচরণ আছে, অতএব তার বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ভালো জানেন। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যারা কালেমা তাইয়্যেবাতে বিশ্বাসী তাদেরকে কোনভাবেই মোনাফেক বলা উচিত হবে না। উল্লিখিত আয়াতের সাথে হাদীস থেকেও কবরে মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে আরও জানা যায়।

www.amarboi.org

Abu Hurayrah (RA) narrated that the Messenger of Allah (SA) said, 'Allah will keep firm those who believe, with the word that stands firm in this world, and in the Hereafter.{ayah #27}.

"When he [Muslim] will be asked in the grave, 'Who is your Lord? What is your religion? Who is your Prophet?' He will reply, 'Allah is my Lord, Islam is my religion and Muhammad is my Prophet who brought the clear proofs from Allah. I believed in him and had faith in him.' He will be told, 'You have said the truth; you have lived on this, died on it and will be resurrected on it."{At-Tabari 16:596} The Messenger of Allah (SA) also said, "When the Muslim is questioned in the grave, he will testify that, 'La Ilaha illallah,' and that Muhammad is Allah's Messenger, hence Allah's statement, "Allah will keep firm those who believe, with word that stands firm in this world, and in the Hereafter."{Fath Al-bari 8:229; Muslim 4:2201; Ibn Kathir, Vol. 5, Page/343}

কালেমা তাইয়্যেবায় বিশ্বাস করে ঈমানদার হয়েছি এ কথা বললেই মুসলিমের দায়িত্ব শেষ হয় না। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইসলামী বিধিনিষেধ মেনে জীবন যাপন করতে হয় এবং সব রকম সমস্যায় ধৈর্যধারণ ও আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করা হচ্ছে কৃতকার্য হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ.

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এই কথা বলিলেই উহাদেরকে পরীক্ষা না করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে? আমি তো ইহাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন [*শেষ বিচার দিবসে*] কাহারা সত্যবাদী ও কাহারা মিথ্যাবাদী।" {*সূরা ২৯-আনকা'বুত : আয়াত-২-৩*}

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

www.amarboi.org

"আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরকে।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-১৫৫*}

সুতরাং শুধুমাত্র কালেমায় বিশ্বাস নয় বরং তার ভিত্তিতে অর্থাৎ নামায আদায়, রোযা পালন করা, যাকাত দেয়া এবং ন্যায়নীতি অবলম্বনে জীবন যাপন ও ভালো কাজ করলে কিভাবে এগুলো মুসলিম ব্যক্তিকে কবরে সাহায্য করবে, হাদীস থেকে এ সম্পর্কেও জানা যায়। তাই বলাবাহুল্য, কবরে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কালেমায় বিশ্বাস করে তদনুযায়ী জীবন যাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

Abu Hurayrah (RA) reported that the Messenger of Allah (SA) said, "By He, Who owns my life! The dead person hears the sound of your slippers (or shoes) when you depart and leave him. If he is a believer, the prayer will stand by his head, Zakat to his right, and the fast by his left; the righteous deeds, such as charity, keeping relations with kith and kin and acts of kindness to people will stand by his feet. He will approached [by angels] from his head, and the prayers will declare, 'No entrance from my side.' He will be approached from the right, and Zakat will declare, 'There is no entrance from my side.' He will be approached from his left, and the fast will declare, 'There is no entrance from my side.' He will be approached from his feet, and the acts of righteousness will declare, 'There is no entrance from our side.' He will be commanded to sit up, and he will sit up while the sun appears to him just like when it is about to set. He will be told, 'Tell us about what we are going to ask you.' He will say, 'Leave me until I pray.' He will be told, 'You will pray, but first tell us what we want to know.' He will ask, 'What are your questions?' He will be told, 'This man who was sent among you, what do you say about him and what is your testimony about him? He will ask, 'Muhammad?' He will be answered in the positive and he will reply, 'I bear witness that he is the Messenger of Allah and that he has brought us the proofs from our Lord. We believed in him.' He will be told, 'This is the way you lived and died and Allah willing, you will be resurrected on it.' His grave will be made wider for him seventy forearms length, and it will

www.amarboi.org

be filled with light. A door will also be opened for him to Paradise. He will be told, "Look at what Allah has prepared for you in it.' He will increase in joy and delight and then his soul will be placed with the pure souls [Ruh], inside green birds eating from the trees of Paradise. The body will be returned to its origin, dust. So Allah said, "Allah will keep firm those who believe, with the word that stands firm in this world, and in the Hereafter."{At-Tabari 16:596; Ibn Kathir, Vol. 5, Page 350}

যা হোক, আদম সন্তানের রূহ কিয়ামত পর্যন্ত বারযাখে জমা থাকবে, সেখান থেকেই আদম সন্তানদের পুনরুত্থান করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۙ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۭ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاۗىِٕلُهَا ۭ وَمِنْ وَّرَاۗىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.

"যখন উহাদের [*অবিশ্বাসীদের*] কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর [*পৃথিবীতে*], যাহাতে আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহা আমি পূর্বে করি নাই।' না' ইহা হইবার নয়। ইহা তো উহার একটি উক্তি মাত্র। উহাদিগের সম্মুখে বারযাখ থাকিবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" *{সূরা ২৩-মু'মিনুন : আয়াত-৯৯-১০০}*

বারযাখ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিবন্ধক, পর্দা অথবা পৃথককরণ। মৃত্যুর সাথে সাথেই দুনিয়া মানুষের চোখের আড়ালে চলে যায়, অন্যদিকে আখেরাতও দেখা যায় না, যদিও আখেরাতের কিছু নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় [*উপরোক্ত উল্লিখিত হাদীস দ্রষ্টব্য*]। ইহাই 'আলাম-ই-বারযাখ, মৃত্যুর পরে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের রূহ এই স্থানে অবস্থান করবে। শেষবিচার দিবসে মানব জাতিকে একত্র করে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কৃতকর্মের ফলাফল পূর্ণভাবে দিয়ে দেয়া হবে। তাই বলা যায়, পরকালীন জীবনের যাত্রায় মৃত্যুই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। মৃত্যু প্রসঙ্গে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕقَةُ الْمَوْتِ ۭ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

www.amarboi.org

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। কিয়ামতের দিনে তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে। যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" *[সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-১৮৫]*

উপরোক্ত আয়াতে আলোচিত প্রশ্নের প্রায় সবগুলোর উত্তর আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন যেমন *মৃত্যু, পার্থিব জীবনে পরীক্ষার ফলাফল এবং পাস অথবা ফেল*। পার্থিব জীবনের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা যদি ঠিকমত ও সতর্কতা অবলম্বনে প্রস্তুতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অবহেলা করে, তাহলে তাদের পরীক্ষার ফলাফল যেমন প্রত্যাশিত হয় না, তেমন পরকালে ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য পার্থিব জীবনের বিভিন্ন পরীক্ষায় অবহেলা করলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। এ জন্যই আয়াতের শেষে মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে স্মরণ করিয়ে বলেছেন "পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের ছলনায় অতিশয় আকৃষ্ট হয়ে আদি-অন্তহীন পরকালীন জীবনে ভালো ফলাফল পাওয়া থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করো না। প্রতিটি আদম সন্তানের রূহ জন্মের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করে, সে এক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার বান্দা বা গোলাম তার স্বীকৃতি দিয়েছে [*সূরা আল-আরাফ, আয়াত নম্বর ১৭২ দ্রষ্টব্য*]।

اَلَّذِيْنَ إِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

"যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আপতিত হইলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাহার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।" *[সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-১৫৬]*

একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাদের অঙ্গীকার সম্বন্ধে [*সূরা আল-আরাফ, আয়াত নং ১৭২, দ্রষ্টব্য*] স্মরণ করিয়ে তাদের মুখ দিয়েই একটি চরম সত্যের স্বীকৃতি নিয়েছেন। "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাহার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।" অর্থাৎ মানব সন্তান নিশ্চিতভাবে বলছে, তোমার নিকট হতেই এসেছি এবং মৃত্যুর ভেতর দিয়ে পার্থিব জীবনের শেষে তোমার কাছেই আবার ফিরে যাব। মুসলমানরা অন্য মুসলিমের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পরপরই সাধারণত এই পবিত্র দোয়া পাঠ করে এই মহা সত্য কথাটিকে তারা বারবার স্বীকৃতি দেন, যাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম প্রস্তুতি নিতে তারা সর্বদাই সচেতন থাকতে পারেন। তাই এটি বিশ্বাসীদের জন্য অত্যন্ত অর্থবহ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া। এই দোয়ার বিষয়বস্তু নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। শুধুমাত্র মৃত্যুই নয় বরং

www.amarboi.org

সব রকম বিপদ-আপদে এই দোয়া পাঠ করে নিজেদের মনে সান্ত্বনা নেয়া উচিত এজন্য যে, পৃথিবীর জীবনে পার্থিব বস্তুর ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে এত বেশী উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই কারণ এই সমস্ত রেখে পৃথিবীর মোহ ছেড়ে চিরস্থায়ী জীবনে যে কোন মুহূর্তে ফিরে যেতে হবে। একনিষ্ঠ অন্তরে গভীর বিশ্বাস নিয়ে এইভাবে চিন্তা করতে পারলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসীদের পৃথিবীর জীবন অত্যন্ত সহজ হবে। কারণ এই বিশ্বাসই তাকে ধন-সম্পত্তির প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট এবং অন্যায় অসৎ পথে জড়িত হওয়া থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ.

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে; আমি তোমাদেরকে ভাল-মন্দ দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।" *(সূরা ২১-আম্বিয়া : আয়াত-৩৫)*

এই আয়াতে পার্থিব জীবনে ভাল-মন্দ দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করার কথা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। তাই মানুষের পার্থিব জীবনে ভাল-মন্দ যা কিছু ঘটছে, সবই আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই ঘটে থাকে। তবে আদম সন্তানের অবাধ্যতার জন্য শাস্তিস্বরূপ বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ط وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ج وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ط قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا. مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ط وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا.

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করিলেও। যদি তাহাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহর নিকট হইতে;' আর যদি তাহাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে, 'ইহা তোমার [*রাসূল (সা.)*] নিকট হইতে।' বল' 'সব কিছুই আল্লাহর নিকট হইতে। এই সম্প্রদায়ের হইল কি যে, ইহারা একেবারেই কোন কথা বুঝে না! কল্যাণ যাহা তোমার হয় তাহা আল্লাহর নিকট হইতে এবং

www.amarboi.org

অকল্যাণ যাহা তোমার হয় তাহা তোমার নিজের কারণে [*পাপের জন্য*] এবং তোমাকে মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি; সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" *[সূরা ৪-নিসা : আয়াত-৭৮-৭৯]*

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ ط وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করিলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই; আর তিনি তোমার কল্যাণ করিলে তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান [*সেটা বন্ধ করার শক্তি কারও নেই*]।" *[সূরা ৬-আনয়াম : আয়াত-১৭]*

আমরা বেশিরভাগ সময়ই খারাপ কিছু ঘটলে অজ্ঞতাবশতঃ নানা ধরনের মন্তব্য করে থাকি। এই মন্তব্যের মধ্যে জনপ্রিয় মন্তব্য হচ্ছে, *আমি যদি এই কাজটি অন্যভাবে করতাম, তাহলে এই রকম হত না*। এই ধরনের চিন্তা করা ও বক্তব্য দেয়া অত্যন্ত খারাপ, কারণ এই ধরনের উক্তি থেকে বুঝা যায় বিপদ হবে সেটি জেনে শুনেই আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজটি করেছি অর্থাৎ এ কাজের ভবিষৎ ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কাজটি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, *আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন: "শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিনের চেয়ে বেশি ভালো ও বেশি প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার জন্য উপকারী তার প্রতি লোভ কর এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। আর দুর্বল হয়ো না। যদি তোমার কোন বিপদ আসে, তবে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এরূপ করতাম তাহলে ঐরূপ হতো। বরং এ কথা বল যে, আল্লাহ তাকদীরে এটাই রেখেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। কেননা 'যদি' শব্দটি শয়তানের কাজের দরজা খুলে দেয় [আল্লাহ তা'আলার পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হতে সাহায্য করে]।[সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, হাদীস নম্বর ১০০]*

বিশ্বাসীদের সব কাজই সতর্কতার সাথে এবং নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে বিবেচনার মাধ্যমে করতে আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন। তথাপি কাজটির ফলাফলের জন্য আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করতে আদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ج فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط

www.amarboi.org

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ. اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

"আল্লাহর দয়ায় তুমি [*রাসূল (সা.), বর্তমানে মুসলিম উম্মত*] তাহাদের [*সাহাবাদের*] প্রতি কোমল-হৃদয় হইয়াছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত। সুতরাং তুমি তাহাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাহাদের সাথে পরামর্শ কর [*নিজেদের বুদ্ধি বিবেক দিয়ে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিও*]; অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করিলে [*কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলে*] আল্লাহর উপর নির্ভর করিবে; যাহারা নির্ভর করে, আল্লাহ তাহাদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করিলে তোমাদের উপর জয়ী হইবার কেহই থাকিবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করিলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করিবে? মু'মিনগণ আল্লাহর উপরই নির্ভর করুক।" *{সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-১৫৯-১৬০}*

বিদ্যাবুদ্ধি খাঁটিয়ে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার এবং আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করার পরেও যদি কোন বিপদ ঘটে অথবা অপ্রত্যাশিত ফলাফল হয়, তাহলে মনে করতে হবে, এটি আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রেখে ধৈর্যসহকারে বিপদের মোকাবেলা করতে হবে, কোনভাবেই হতাশায় ভেঙ্গে পড়া উচিত হবে না। যার জন্য সব রকম বিপদে উল্লিখিত দোয়া [*সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং ১৫৬, দৃষ্টব্য*] পাঠ করে সান্ত্বনা নেয়া উচিত।

মৃত্যু ও আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যাওয়া সম্পর্কে আরও আয়াত।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ق ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ.

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; অতপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।" *{সূরা ২৯-আনকা'বুত : আয়াত-৫৭}*

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ.

"তিনি বলিলেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং তথা হইতেই তোমাদেরকে বাহির করিয়া আনা হইবে।" *{সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-২৫}*

এই আয়াতের পূর্বে উল্লিখিত [*সূরা আল-আরাফ, আয়াত নং-২৪*] আয়াতে আদম (আ.), হাওয়া (আ.) এবং শয়তান ইবলিসকে বেহেশত হতে নামিয়া যাওয়ার আদেশ

www.amarboi.org

দিয়েই আল্লাহ তা'আলা ২৫নং আয়াতে মানুষের পার্থিব জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন: *ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর জীবন, মৃত্যুর পরে কবরের জীবন [বারযাখের জীবন], বিচারের জন্য কবর থেকে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থানের কথা* অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্ম নিলেই মৃত্যু অবধারিত, মৃত্যু মানেই কবরে যেয়ে থাকতে হবে বিচার দিবস পর্যন্ত। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কৃতকর্মের বিচার করার জন্য কবর থেকেই অবশ্যই বিচার দিবসে আদম সন্তানকে বের করা হবে।

اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ ط لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ ط وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا.

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই; তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে একত্র করিবেনই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?" *[সূরা ৪-নিসা : আয়াত-৮৭]*

শেষ বিচার দিবসে মানব জাতির হাজির হাওয়া সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত করার জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন, তোমরা বিচার দিবস সম্পর্কে যতই সন্দেহ প্রবণ হও না কেন তবুও এ কথা সত্য যে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করিবেন। আল্লাহ তা'আলা সব সময় সত্য বলেন।

শেষ বিচার দিবস লাভ-লোকসানের দিবস

মানুষ মরে যাবে, তাদের শরীরের সব কিছু পঁচে গলে মাটিতে মিশে যাবে, তাদেরকে পুনরায় বিচারের জন্য মাটি থেকেই উঠানো হবে। এই মহাসত্য কথাটি আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময় মক্কার মুশরিকদের জন্য বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। উল্লিখিত আয়াতে তাই তাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তোমাদেরকে অবশ্যই কিয়ামতের দিনে বিচারের জন্য একত্র করা হবে। বর্তমানেও অনেকেই সন্দিহান এ ব্যাপারে এবং যারা বিশ্বাস করেন তাদের বেশির ভাগই শেষ বিচার দিবস সম্পর্কে তেমন চিন্তা-ভাবনা করেন না। আল-কুরআনের শেষের দুই পারার প্রায় সব সূরাই মক্কায় নাযিল হয়। এজন্য এই সূরাগুলোর মূল বক্তব্য হচ্ছে মক্কার কাফেরদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তার হাতেই সমস্ত শক্তি, তোমাদের জীবন মৃত্যু, কিয়ামতের দিবস সত্য। এই দিবসের ভয়াবহতা কেমন,

www.amarboi.org

কেউ কারও কোন উপকারে লাগবে না এবং পার্থিব জীবনের ভালবাসার আবেগে জড়িত সম্পর্ক, ধন-দৌলত, প্রতিপত্তি, মান-সম্মান, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা এই সমস্ত সব কিছুই সেই দিনে অর্থহীন হয়ে যাবে। যার জন্য এই দিনকে আল্লাহ তা'আলা তাগাবুন হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন,

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

"স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে সে দিন হইবে লাভ-লোকসানের [*তাগাবুন অর্থাৎ কেউ পরীক্ষার ভাল এবং কেউ মন্দ ফল পাবে*] দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে [*পরীক্ষায় পাস করার পুরস্কার*], যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা হইবে চিরস্থায়ী। ইহাই মহাসাফল্য। কিন্তু যাহারা কুফরি [*ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী*] করে এবং আমার নিদর্শনসমূহে [*আল-কুরআন, নবী-রাসূল, কিয়ামত, আসমানী কিতাব ইত্যাদি*] অস্বীকার করে তাহারাই জাহান্নামের অধিবাসী [*পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া*], সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। কত মন্দ সে প্রত্যাবর্তনস্থল।" {*সূরা ৬৪-তাগাবুন : আয়াত-৯-১০*}

অতএব "তাগাবুন" হচ্ছে লাভ-ক্ষতির দিবস। কারণ এই দিবসেই আদম সন্তানরা পার্থিব জীবনে কৃতকর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ন্যায্য ফলাফল হাতে পাবেন। যার মাধ্যমে তাদেরও চিরন্তন জীবনের গন্তব্যস্থান নির্ধারিত হয়ে যাবে।

পরীক্ষার ফলাফল কিভাবে প্রকাশ করা হবে

পার্থিব জীবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং চাকুরির জন্য যে সমস্ত পরীক্ষা হয়, তাদের ফলাফল লিখিত অবস্থায় প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা অপেক্ষায় থাকেন সেই কঠিন দিনের জন্য, যে দিন পরীক্ষার ফলাফল কাগজে বের হয়। কারও চিত্ত আনন্দে ভরে উঠে আবার কারও হৃদয় হয় বেদনায় ভারাক্রান্ত। অনুরূপ ধর্মীয় বিশ্বাস ও কৃতকর্মের ফলাফলও শেষ বিচার দিবসে দেয়া হবে ভাল-মন্দ কর্মের নিবন্ধন বই আকারে, তাতে সকলেই নিজের সারা জীবনের প্রতিমুহূর্তের প্রতিটি কর্ম পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে। বর্তমান হচ্ছে

www.amarboi.org

কম্পিটারের যুগ, কম্পিউটারে সংরক্ষিত ফাইলগুলো যেমন একটির পর আরেকটি হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে বের হয় তেমন শেষ বিচার দিবসে কর্ম বইয়ের পাতাও একটির পর আরেকটি প্রকাশ পাবে। কর্ম ফলের বই কারও ডান অথবা কারও বাম হাতে দেয়া হবে অথবা পেছন দিক থেকে দেয়া হবে। কারও কোন অভিযোগ, আপত্তি ও নালিশ এবং প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। মানুষ সাধারণত তিন দলে বিভক্ত হবে, অগ্রবর্তী দল [*যারা সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং যারা ইসলামী মূল্যবোধের বিধিবিধানে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত*], ডান হাতের এবং বাম হাতের দল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.

"তখন প্রত্যেকে জানিবে, সে কি অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কি পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।" {*সূরা ৮২-ইনফিতার : আয়াত-৫*}

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ط فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ لا مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ط وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ لا مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ط وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ج اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ.

"এবং তোমরা বিভক্ত হইয়া পড়িবে তিন শ্রেণীতে- ডান দিকের দল [*ডান হাতে আমলনামা*]; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! এবং বাম দিকের দল [*বাম হাতে আমলনামা*]; কত হতভাগ্য বাম দিকের দল। আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত [*মোকাররবিন*]।" {*সূরা ৫৬-ওয়াকি'আ : আয়াত-৭-১০*}

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ.

"যখন আমলনামা উন্মোচিত হইবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিবে সে কি লইয়া আসিয়াছে।" {*সূরা ৮১-তাকবীর : আয়াত-১০, ১৪*}

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ط كَلَّآ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ط وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ط كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ.

كَلَّآ اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ط وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ط كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ.

"যেদিন দাঁড়াইবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে! না, কখনই

www.amarboi.org

নয়, পাপচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে। সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কি জান? উহা চিহ্নিত আমলনামা।

কখনই নয়, অবশ্যই পুণ্যবানদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে, ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কি জান? উহা চিহ্নিত আমলনামা। যাহারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত [*ফিরিশতাগণ*] তাহারা উহা দেখে রাখে।" {*সূরা ৮৩-মুতাফফিফীন : আয়াত-৬-৯, ১৮-২১*}

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ لا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا لا وَّيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا ط وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ لا فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا لا وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا.

"যাহাকে তাহার আমলনামা দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে এবং সে তাহার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া যাইবে; এবং যাহাকে তাহার আমলনামা পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিক হইতে দেওয়া হইবে সে অবশ্যই তাহার ধ্বংস আহ্বান করিবে [*আসন্ন বিপদ দেখে মৃত্যু কামনা করবে*]; এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।" {*সূরা ৮৪-ইনশিকাক : আয়াত-৭-১২*}

আদম সন্তান নিজের ভাল-মন্দ কর্ম দেখে নিজেই বিস্মিত হয়ে নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করবেন, নিজের ধ্বংস ও মৃত্যু কামনা করবেন কারণ মৃত্যু হলে তাকে হয়তো শাস্তি ভোগ করতে হবে না, অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ মৃত্যু আর কাউকেও স্পর্শ করবে না। শেষ বিচার দিবসের বাস্তব অবস্থা দেখে আফসোস করেও কোন লাভ হবে না। পার্থিব জীবনে অবহেলায় এবং পরকাল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যে সময় পার করেছে, সে তা আর ফিরে পাবে না। ভাল-মন্দের পরিমাণ দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করা হবে এবং তার ভিত্তিতেই বিচার হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ج وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ج تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًاۢ بَعِيْدًا.

"যেদিন প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজ করিয়াছে এবং সে যে মন্দ কাজ করিয়াছে তাহা বিদ্যমান পাইবে, সেদিন সে তাহার ও উহার [*মন্দ কাজ*] মধ্যে দূর ব্যবধান কামনা করিবে।" {*সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-৩০*}

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِه لا فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ ج اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ

www.amarboi.org

مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ج وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ لا فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ ج وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ج يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ.

"তখন যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ [*আনন্দে বলবে*]; 'আমি জানিতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।' কিন্তু যাহার আমলনামা তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হইত আমার আমলনামা' এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হইত!" {*সূরা ৬৯-হাক্কা : আয়াত-১৯-২০, ২৫-২৭*}

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ.

"এবং যাহাদের পাল্লা ভারি হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে তাহারাই নিজদের ক্ষতি করিয়াছে; উহারাই জাহান্নামে স্থায়ী হইবে।" {*সূরা ২৩-মু'মিনুন : আয়াত-১০২*}

শেষ বিচার দিবসে প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে সাক্ষী থাকবে

সঠিক বিচারের জন্য মামলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী এবং তার সততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিচার বিভাগে প্রতিটি মামলায় সাধারণত দুইটি পক্ষ থাকে, বাদী ও আসামি। আসামি যে প্রকৃতপক্ষে দোষী, সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করার জন্য প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী এবং তার সাক্ষীর সততা সুষ্ঠু বিচারের জন্য মাইল স্টোন হিসেবে কাজ করে। পার্থিব জীবনে ন্যায় বিচারের জন্য সঠিকভাবে মামলার তদন্ত এবং বিচারকের সম্মুখে তদন্তের রিপোর্ট দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করার জন্য দরকার হয় দুইপক্ষের উকিল এবং সাক্ষী, বিচারের রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তদন্তের সততা, উকিলের উপস্থাপনার পারদর্শিতা এবং সাক্ষীর সাক্ষ্য দেয়ার নিপুণতার উপর। পার্থিব জীবনে বিচারকার্যে অর্থ ব্যয়ে নকল সাক্ষীর ব্যবস্থা করা যায় এবং দক্ষ উকিল নিযুক্ত করা যায়। যার ফলে অনেক সময় প্রকৃত আসামি বেকসুর মুক্তি পেয়ে যায়, এমন নজির পৃথিবীর সব সমাজেই বিদ্যমান। আদম সন্তানের স্বাধীন চিত্তই এ কাজের জন্য দায়ী কারণ তারা প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় অর্থ উপার্জনের জন্য অনেকেই মিথ্যা সাক্ষী দিতে সংকোচ করেন না। শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার আদালতে প্রকৃতপক্ষে

www.amarboi.org

উকিল এবং সাক্ষীর কোন দরকার হবে না, কারণ প্রতিটি আদম সন্তানের কর্ম তার আমলনামায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে, সে নিজেই তার কর্মের জন্য সাক্ষী হিসেবে কাজ করবে। পার্থিব জীবনের মত তখন আদম সন্তানের কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ফ্রিডম অফ চয়েস আর থাকবে না। তাই কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না, কেউ চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হবে কারণ স্বাধীন চিত্তের আত্মা স্বাধীনতা হারিয়ে শেষ বিচার দিবসে বাধ্য সৃষ্টি রূহতে পরিণত হবে। তাছাড়া মৃত্যুর পর প্রতিটি আদম সন্তান বুঝতে পারবেন আল্লাহ তা'আলাকে ফাঁকি দেয়ার কোন সুযোগ তাদের জন্য উন্মুক্ত নাই। প্রত্যেকের আমলনামাই সাক্ষী হিসেবে কাজ করবে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ط كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتَابِهَا ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

"এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখিবে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হইবে ও বলা হইবে, 'আজ তোমাদেরকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে। 'এই আমার লিপি [*আল্লাহ তা'আলার কাছে যে নিবন্ধন জমা আছে*], ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।" *[সূরা ৪৫-যাছিয়া : আয়াত-২৮-২৯]*

ফিরিশতা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আরেকটি অন্যতম সৃষ্টি, যাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা জিনদের [*ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে সৃষ্টি*] মত অদৃশ্য। তারা সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার আদেশের বাধ্য এবং আদম সন্তানের সেবায় তারা সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকে। অজ্ঞ আরবীয়রা ফিরিশতাদের আল্লাহ তা'আলার কন্যা হিসেবে সাব্যস্ত করতো, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى. وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ج وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

"নিশ্চয়ই, যাহারা আখিরাতে ঈমান আনে না শুধু তাহারাই ফিরিশতাগণকে কন্যা নামে [*আল্লাহ তা'আলার কন্যা*] অভিহিত করে। কিন্তু সেই সম্বন্ধে তাহাদের কোনই জ্ঞান নাই, তাহারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে মাত্র, কিন্তু সত্যের কাছে অনুমান কোন কাজেই আসিবে না।" *{সূরা ৫৩-নাজম : আয়াত-২৭-২৮}*

www.amarboi.org

তাই ফিরিশতাদের নামে মানত দিত, জীবজন্তু উৎসর্গ এবং ইবাদত বন্দেগী করতো। আসলে তারা অদৃশ্য জিন শয়তানদের পূজা করত। আজও কোনো কোনো ধর্মে দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ হিসেবে পাঠা বলি দেয়ার রীতি চালু আছে। শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে হাজির করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ أَهٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ. قَالُوْا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ج بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ج أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ. فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلاَ ضَرًّا ط وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ.

"যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশতাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? ফিরিশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, আমার আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই; বরং তারা জিনদের পূজা করতো। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী। সুতরাং আজকের দিনে তোমরা কেউ কারো কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। আর আমি যালিমদেরকে বলব, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।" {*সূরা ৩৪-সাবা : আয়াত-৪০-৪২*}

নবী-রাসূলদেরকে নিজস্ব জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে হাজির করা হবে। মানব জাতির প্রতিটি সম্প্রদায়ের কাছে তাওহীদের দাওয়াতসহ পর্যায়ক্রমে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে কোন সম্প্রদায়ই দাবী না করতে পারে যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেয়নি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ط فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

"আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাগুতকে [*আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও তার প্রদত্ত বিধান ছাড়া বাকী সবই হচ্ছে তাগুত*] বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে

www.amarboi.org

পরিচালিত করেন এবং উহাদের কতকের উপর [*যারা অবাধ্য হয়েছে*] পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়াছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছে [*পূর্ববর্তী অনেক অবাধ্য জাতির ধ্বংসের চিহ্ন আজও মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোতে বিদ্যমান আছে*]?" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-৩৬*}

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنٰهُمْ بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ.

"তোমার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করিয়াছি; অতঃপর তাহাদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।" {*সূরা ৬-আনয়াম : আয়াত-৪২*}

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ط كُلَّمَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ج فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُوْنَ.

"অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। যখনই কোন জাতির কাছে তাহার রাসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। তৎপর আমি উহাদের একের পর এককে ধ্বংস করিলাম [*যেমন, নূহ, আদ, সামুদ, মাদিয়ান ও লূত ইত্যাদি*]। আমি উহাদের কাহিনীর বিষয় করিয়াছি [*মানব জাতির শিক্ষার জন্য আল-কুরআনে এদের কাহিনী আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন*]। সুতরাং ধ্বংস হউক অবিশ্বাসীরা।" {*সূরা ২৩-মু'মিনুন : আয়াত-৪৪*}

তবে অনেক জাতি ও তাদের নবী-রাসূলের কথা আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেননি, এ ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেছেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ط وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ أَنْ يَّأْتِىَ بِأٰيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ج فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ.

"আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাহাদের কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিয়াছি এবং কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নাই। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে। আল্লাহর আদেশ আসিলে [*কিয়ামতের বিচারে*] ন্যায় সঙ্গতভাবে ফয়সালা হইয়া যাইবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" {*সূরা ৪০-মু'মিন : আয়াত-৭৮*}

www.amarboi.org

তাই বলাবাহুল্য যে, মানব জাতির প্রতিটি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম ও নবী-রাসূলদের সাথে তাদের আচরণ সম্পর্কে আলাদা নিবন্ধন ও তথ্য লিখিত আছে। তদুপরি প্রতিটি সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত নবী-রাসূলকে তাদের জন্য সাক্ষী হিসেবে হাজির করা হবে কারণ নবী-রাসূলরাই তাদের সম্প্রদায়ের কর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন। যদিও আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কিছু গোপন নেই তবুও সম্প্রদায়ের কাছে তাদের নবী-রাসূলকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করলে তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের কাছে প্রেরিত নবী-রাসূলদের উপেক্ষা করে এবং মিথ্যাবাদী হিসেবে অপবাদ [*উল্লিখিত সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত নম্বর ৪৪ দ্রষ্টব্য*] দিয়ে বিরাট অন্যায় করেছিল। যা হোক সাক্ষীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ.

"যেদিন [*শেষ বিচার দিনে*] আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একজন সাক্ষী [*নবী-রাসূল*] উত্থিত করিব সেদিন কাফিরদেরকে অনুমতি দেওয়া হইবে না; এবং উহাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের [*পুনরায় বিশ্বাস করা ও ভাল কর্ম করার সুযোগ আর থাকবে না*] সুযোগ দেওয়া হইবে না।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-৮৪*}

আদম সন্তানদের অনেকেই অজ্ঞতায় আল্লাহ তা'আলা, নবী-রাসূল এবং আসমানী কিতাব বিশেষ করে আল-কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্য করেন এবং মিথ্যা অপবাদ দেন। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যারা বিতণ্ডতা করেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلاَ هُدًى وَّلاَ كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ.

"তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি প্রকাশ্য [*প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য, ইসলামী জীবনাদর্শের উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী, অন্যান্য দৃশ্যমান নিয়ামত ইত্যাদি*] ও অপ্রকাশ্য [*হৃদয়ের আল্লাহ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা, ধীশক্তি, জ্ঞান হেদায়েত, বেহেশতের অনাবিল শান্তি ইত্যাদি*] অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাহাদের না আছে পথনির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।" {*সূরা ৩১-লোকমান : আয়াত-২০*}

www.amarboi.org

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا.

"তাহারা [*খৃষ্টানরা*] বলে, 'দয়াময় [*আল্লাহ তা'আলা*] সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।" {*সূরা ১৯-মরিয়ম : আয়াত-৮৮*}

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.

"ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাহাদের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল এবং উহারা অসার তর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য; ফলে আমি উহাদেরকে [*সালেহ ও শুয়াইব (আ.) জাতি*] পাকড়াও করিলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!" {*সূরা ৪০-মু'মিন : আয়াত-৫*}

বস্তুত উল্লিখিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নবী-রাসূলরাই হবেন প্রধান সাক্ষী। ঈসা (আ.) খৃষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন, ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নবী-রাসূলরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে নিজের সম্প্রদায়ের কাছে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। প্রতিটি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই তাওহীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। আল-কুরআনে বহু নবী-রাসূলদের কাহিনী আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। সকল নবীদের কাহিনীই বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তবে নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী আলোচনার মূল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই নিজ জাতি সম্পর্কে নূহ (আ.)-এর সাক্ষীর ব্যাপারে এখানে উল্লেখ করা হলো। নূহ (আ.) ৯৫০ বছর নিজ জাতির কাছে তাওহীদ প্রচার করেন, তা সত্ত্বেও তার অনুগামী হয়েছিল সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র দল। নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىْٓ اِلَّا فِرَارًا. وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا.

"সে [*নূহ*] বলল: হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি; কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি

www.amarboi.org

যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।" {সূরা ৭১-নূহ : আয়াত-৫-৭}

শেষ বিচার দিবসে নূহ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা যখন তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে হাজির করবেন তখন তার জাতি তাওহীদের দাওয়াত সম্পর্কে অস্বীকার করে বলবে তাদের কাছে কোন দাওয়াত পৌঁছেনি। তখন মুসলিম উম্মত নূহ (আ.)-এর পক্ষে সাক্ষী দিয়ে বলবে বস্তুত নূহ (আ.) তাওহীদের দাওয়াত সঠিকভাবে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে হাদীস থেকে জানা যায়, *Narrated Abu Sai'd Al-Khudri (RA): Allah's Messenger (SA) said, "Noah will be called on the Day of Resurrection and he will say, 'Labbaik and Sa'daik, (I respond to Your Call and I am obedient to Your Orders) O my Lord!' Allah will say, 'Did you convey Our Message of Islamic Monotheism (i.e. Tawheed)? Noah will say, `Yes'. His nation will then be asked, 'Did he convey Our Message of Islamic Montheism to you?' They will say, 'No warner came to us.' Then Allah will say (to Noah), 'Who will bear witness in your favour?' He will say, 'Muhammad (SA) and his followers.' So they (i.e. Muslims) will testify that he conveyed the Message. And the Messenger {Muhammad (SA)} will be a witness over you, and that is what is meant by the Statement of Allah (SWT): We made you [Muslims] a just nation that you be witness over mankind and the Messenger (SA) will be a witness over you."* {Sahee Al-Bukhari, Vol. 6, Hadith No. 14}

মুসলিম উম্মত নূহ (আ.)-এর পক্ষে সাক্ষী দিবেন কারণ তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির উপর সাক্ষী করেছেন। আল-কুরআনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মত সুস্পষ্টভাবে জানে যে সকল নবী-রাসূলই তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দিতে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন। নূহ (আ.) অন্য কোন নবী-রাসূল এবং তাদের উম্মতের কথা উল্লেখ না করে রাসূল (সা.) এবং তার উম্মতের কথা বলবেন, কারণ শেষ রাসূল (সা.) সম্পর্কে সব নবী-রাসূলই অবগত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সব নবী-রাসূলদের কাছে শেষ নবীর কথা উল্লেখ করে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

www.amarboi.org

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

"এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী [*'ওয়াসাতান' অর্থাৎ মধ্যপন্থী হচ্ছে উৎকৃষ্ট পন্থা যা আল-কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়*] জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল [*মুহাম্মদ (সা.)*] তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ হইবে।" {*সূরা ২-বাকারাহ : আয়াত-১৪৩*}

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ط قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ط قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ.

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার লইয়াছিলেন, 'তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি তাহার শপথ, আর তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল [*মুহাম্মদ (সা.)*] আসিবে তখন নিশ্চয় তোমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করিলে? এবং এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করিলে?' তাহারা বলিল, 'আমরা স্বীকার করিলাম।' তিনি বলিলেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম।" {*সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-৮১*}

তাই অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হলো, আল-কুরআন নাযিল হওয়ার ১৪০০ বছর পরেও যখন বৈজ্ঞানিক বিস্ময়কর আবিষ্কারের বদৌলতে সারা দুনিয়ায় যোগাযোগ সহজ হয়েছে, মানব জাতি পরস্পরের নিকটতর হয়েছে তখনও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মৃত্যু ও কিয়ামত এবং বিচার দিবস সম্পর্কে অজ্ঞতায় রয়ে গেছেন। মানব জাতির অধিকাংশ পরকাল সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্তবিশ্বাস, মিথ্যা আশ্বাস *[যেমন খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে তাদেরকে রক্ষা করবেন]* নিয়ে জীবন যাপন করে মৃত্যুর থাবায় ঝরে পড়েন। বর্তমানে ইন্টারনেটে আল-কুরআনে এবং আল-হাদীসের অর্থ বিভিন্ন ভাষায় প্রাপ্তিসাধ্য হয়েছে অর্থাৎ ইসলামী এবং তাওহীদি দাওয়াত আজ সকলের কাছে ঘরে পৌঁছে গেছে। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ আদম সন্তানরা নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা এবং পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শয়তানের অনুপ্রেরণায় তাওহীদে বিশ্বাস করা থেকে দূরে

www.amarboi.org

থাকছেন। তদুপরি নিজেদের বাপ-দাদার ভ্রান্তি বিশ্বাসের প্রতি অনুরাগী হয়ে জীবন যাপন করছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, মুসলিমরা আল-কুরআনে বিশ্বাসী এবং মৃত্যু, কিয়ামত ও শেষ বিচার এবং তার পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলিম পরকাল সম্পর্কে সতর্ক না হয়ে অবহেলায় জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। অথচ আজ ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিষ্কার ব্যাখ্যা এবং বই-পত্র না পাওয়ার কোন ওজুহাত তাদের সম্মুখে নেই। শিক্ষিত সমাজের বালক, যুবক, পৌড় ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরা ইন্টারনেটে সারা দুনিয়ায় নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ, সমাজনীতি মানুষের বৈধ অবৈধ জীবন যাপন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছেন এবং বিভিন্ন ভাষার মানুষের সাথে বাক্যালাপ ও প্রেম বিনিময় করতে অবহেলা করছেন না। এ ব্যাপারে তাদের সময় সুযোগ এবং অর্থেও সংকট নেই। পার্থিব জীবনের জন্য এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে সেটি অনস্বীকার্য, তবে চিরন্তন পরকালের জন্য ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তা পালন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব, অথচ তাদের অধিকাংশই সেটি ভুলে গেছেন।

পরজীবনের সাফল্যে পার্থিব জীবনের গুরুত্ব

পার্থিব জীবনে দেশে বিদেশের বিভিন্ন জানা-অজানা জায়গায় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সকলেই ভ্রমণ করে থাকেন। অজানা পথে যাত্রী হয়ে দুই চারদিনের ভ্রমণের জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সব রকম প্রস্তুতি নেয়া হয়। ভ্রমণের সময় প্রয়োজনীয় বস্তু সঙ্গে রাখার এবং রাস্তায় কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন ছাড়া রাত্রি যাপনের জন্য সব রকম ব্যবস্থা যাত্রার পূর্বেই ঠিক করা হয়। তদুপরি যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহের অপ্রত্যাশিত উন্নতিতে ভ্রমণের সময় রাস্তায় কোন সমস্যার সৃষ্টি এবং বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে টেলিফোনের সাহায্যে অতিদ্রুত সাহায্য পাওয়া যায়। বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সরকারই পর্যটকদের আকৃষ্ট করার প্রত্যাশায় রাস্তায় বাধা বিঘ্ন ছাড়া চলাচলের সব রকম নিরাপত্তা দেয়ার চেষ্টা করেন যাতে পর্যটকরা বারবার ফিরে আসেন। এই কাজে সফলতার জন্য রয়েছে সারা দেশে পর্যটন করপোরেশনের অফিস ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের সবরকম ব্যবস্থা। পর্যটকদের জন্য আরামদায়ক নতুন ধরনের যান-বহনের আমদানি এবং রাস্তা-ঘাট মেরামত করা সব সরকারের অন্যতম ইস্তিহার।

সরকার ছাড়াও এ ব্যবসায় জড়িত রয়েছে অনেক এনজিও, যারা ব্যবসায় বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য সরকারের তুলনায় পর্যটকদের প্রতি আরও বেশি

www.amarboi.org

অতিথিবৎসল। রাস্তা মেরামত শুরু হলে যাত্রীদের কোন অসুবিধা যাতে না হয়, তার জন্য রয়েছে ইন্টারনেটে হুঁশিয়ারি সংকেত, ফলে পর্যটকরা ভ্রমণের পূর্বেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেন। এতদিরিক্ত রাস্তায় বিপদ-আপদে রয়েছে জন সাধারণের স্বেচ্ছামূলক সাহায্য, যা পৃথিবীর সব দেশেই পাওয়া যায়। আরও রয়েছে রাস্তার বৃত্তান্ত বর্ণনায় চিত্তাকর্ষক ম্যাপ বা জিপিএসের সাহায্যে গন্তব্যস্থানে পৌছানোর দিকনির্দেশনা। এত সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও পর্যটক এবং যাত্রীরা প্রতিটি ভ্রমণে উদ্বিগ্ন ও অস্থিরতায় থাকেন। উদ্বিগ্নের কারণ বহুবিধ, প্রোগ্রামটি ঠিক সময় ধরা যাবে কিনা, মিউজিয়ামটি হয়তা বন্ধ হয়ে যাবে, পার্কে ঢুকার টিকেট পাওয়া সমস্যা হতে পারে, হোটেলে সময় মত পৌছতে না পারলে ডিনার খাওয়া যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত উৎকণ্ঠা যে অমূলক, কোন যুক্তি দিয়ে তার বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, তবুও আদম সন্তান কোন ব্যাপারেই নিরুদ্বেগ হয়ে চিন্তা মুক্ত হতে পারেন না কারণ অস্থিরতা হচ্ছে আদম সন্তানের দুর্বলচিত্তের ও দৃঢ়তাহীন চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে পার্থিব জীবনের স্বার্থে। অতঃপর ভ্রমণ শেষে অথবা বিদেশে থেকে বাড়ী ফেরার সময় নিজের পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের জন্য উপহার সামগ্রী ক্রয় করতে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। সবার জন্য ইচ্ছা মত উপহার সামগ্রী ক্রয় করতে পারলে বাড়ী ফেরার সময় ফূর্তি বেড়ে যায় এবং মনে প্রশান্তির ঢেউ লাগে। তদুপরি বিদেশে থেকে ছুটি কাটাতে দেশে থাকাকালীন যেন কোন প্রকার আর্থিক অসুবিধা না হয় এবং সচ্ছলতায় দুই হাত ভরে ইচ্ছামত খরচ করতে পারেন তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করতেও তারা পিছ পা হন না। আবার অনেক সময় প্রবৃত্তির চাহিদায় আবেগবশতঃ নিষিদ্ধ সামগ্রী সাথে নিয়ে বাড়ী ফেরার সময় বিমান বা জাহাজ বন্দরে কাস্টমসের ভয়ে তারা ভীত থাকেন। কাস্টমসদের হাত থেকে যাতে সহজে পার পাওয়া যায়, তার জন্য নানা ধরনের তদবির এমন কি প্রয়োজন অনুসারে অসৎ উপায় অবলম্বন করতেও তারা চিন্তা ভাবনা করেন না।

উপরোল্লিখিত বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিম উম্মতের সকলেই আল-কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অবগত আছেন যে, পার্থিব জীবন হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। স্বল্পকালীন ভ্রমণের মতই ইহকাল জীবনে বিভিন্ন স্টেশনে অল্প সময়ের জন্য বার বার থেমে চলন্ত গাড়ীতেই চিরস্থায়ী জীবন পরকালের দিকে সকলেই উল্কা বেগে ধাবিত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। পার্থিব জীবনে ব্যবসা বাণিজ্য অথবা বিনোদনমূলক বিভিন্ন ভ্রমণে স্বল্প সময়ের নিরাপত্তা ও প্রশান্তির জন্য সবরকম প্রস্তুতি, সামগ্রী এবং রাস্তার সুবিধার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে কেউ সাধারণত অবহেলা করেন

www.amarboi.org

না। তা সত্ত্বেও উদ্বিগ্নের মধ্যে থাকেন অথচ পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য সামান্যতম সামগ্রী সংগ্রহের ব্যাপারে প্রায় সকলেই উদাসীন। চিরস্থায়ী জীবনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করার এবং প্রস্তুতি নেয়ার ন্যূনতম আগ্রহ অধিকাংশ মুসলিমদের নেই। এ ব্যাপারে তাদের চিত্তে কোন প্রকার উদ্বেগ অস্থিরতা ও উদ্দীপনা এবং অভিলাষ নেই। পরকালীন জীবন সম্পর্কে সব কিছু জানার পরেও, অনেকেই না জানার ভান করে ক্ষণস্থায়ী জীবনের মূল্যবান সময়ের একটি বৃহত্তর অংশ অযথা অপ্রয়োজনীয় কাজে দিবানিশি ব্যয় করছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মনোযোগ দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন না যে, পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পরকালীন জীবনের জন্য মূল্যবান সম্পদ। কারণ প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার উপহার দিবে অনন্ত জীবনের কাঙ্ক্ষিত প্রশান্তি পরবর্তীতে উল্লিখিত হাদীস থেকে এ ব্যাপারে আরও স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন কাজ কর্মের মাধ্যমেই অনুসন্ধান করতে হয় চিরন্তন চিরজীবী আখেরাতের প্রশান্তিময় জীবনের উৎকৃষ্ট সামগ্রী। বস্তুত ইহকাল ও পরকালের মধ্যে রয়েছে পরস্পর সেতুবন্ধন। এ জন্যই দুই জীবনের সাফল্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ একের ভেতর দিয়ে অন্যকে জয় করতে হয়। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে, পার্থিব জীবন যাপনে করণীয় সব কিছুই মুসলিমদের জন্য ইবাদত, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর যৌন প্রশান্তি লাভও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। তাই মুসলিমদের ব্যক্তি, পরিবার, কর্ম, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ধর্মীয় মূল্যবোধের জীবন থেকে আলাদা নয়। জীবন যাপনের সবকিছুই ধর্মীয় মূল্যবোধে প্রদত্ত বিধিবিধানের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্যই ইসলামী জীবনাদর্শ দিয়েছে পরিপূর্ণ বিধিব্যবস্থা। যে আদর্শে রয়েছে জীবনের বিভিন্ন অবস্থানে, পরিবেশে করণীয় এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য স্পষ্ট দিকনির্দেশনা অর্থাৎ পরিষ্কার মানচিত্র। এ জন্যই অন্যধর্মের মত ইসলামী মূল্যবোধে সন্ন্যাসব্রত জীবন যাপন করার কোনো সুযোগ নেই। সংসার, সমাজ ও রাজনৈতিক প্রায়োগিক জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়। কারণ মুসলিমদের জীবন যাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন পরকালে তারাই সফল হবে যারা পার্থিব জীবনে কালেমা তাইয়্যেবার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কালেমায় বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানের কাছে নিজেকে বিক্রি করে তার গোলামে পরিণত হওয়া, যার যথার্থ মূল্য পরকালীন জীবনে পাওয়া যাবে। গোলাম হিসেবে পার্থিব জীবন যাপনে সব কাজ-কর্ম যখন আল্লাহ তা'আলার

www.amarboi.org

নির্দেশিত বিধিবিধান অনুসারে করা হয় তখন পরকালের যাত্রার শুরুতে [*মৃত্যুর সময় এবং কবরে*] কাস্টমসদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার কোনো ভয় তাদের থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

পার্থিব জীবনের কাজ-কর্ম যখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশিত বিধানের বিপরীতে হয় অর্থাৎ বেআইনি রসদ সামগ্রী সাথে নিয়ে পরকালের জন্য যাত্রা শুরু করেন তখন কাস্টমসদের ভয় অবশ্যই থাকবে। অবৈধ সামগ্রীর জন্য শাস্তিস্বরূপ জেলে পাঠিয়ে দিতে কাস্টমসরা দ্বিধা করবেন না। বলাই বাহুল্য যে, ইহকালে বেআইনি জিনিস কাস্টমসদের ঘুষ অথবা ক্ষমতাবান বড় পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠ নিকট আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধবকে দিয়ে তদবির করিয়ে অনেক সময় পার হওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু আখেরাতের জীবনে অনুপ্রবেশের শুরুতে ঘুষ দেয়া এবং আত্মীয়-স্বজন দিয়ে তদবির করার সুযোগ কারও জন্যই থাকবে না। এই যাত্রায় দরকার হবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও রহমত, কালেমা তাইয়্যেবায় প্রতিষ্ঠিত জীবন, আইনসঙ্গতভাবে উপার্জিত সামগ্রী এবং আল্লাহ তা'আলার ভালবাসায় নিবেদিত প্রাণ, বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও পরিশুদ্ধ হৃদয়। পরকালীন জীবনে সফল ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং পার্থিব জীবনে তাদের কার্যপ্রণালী কি রকম, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"অবশেষে বিশ্বাসীরা [*মু'মিন নর-নারী*] অবশ্যই জয়ী হইবে, যাহারা তাহাদের নিজেদের নামাযের মধ্যে অনুগতভাবে মিনতি করে, যাহারা বাজে কথা ও কাজ হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে। যাহারা যাকাত আদায় করে, যাহারা আপন লজ্জাস্থান রক্ষা করিয়া সংযম দেখায়, কিন্তু নিজেদের স্ত্রীদিগের প্রতি অথবা তাহাদের হাত যাহাদেরকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে সেই বন্দিনী দাসীগণের [*তৎকালীন ক্রীতদাসীর প্রচলন ছিল এবং যুদ্ধে বন্দি নারীদের দাসী হিসেবে গ্রহণ করা হত*]

www.amarboi.org

প্রতি নিশ্চয় তাহাদেরকে নিষেধ করা হয় নাই। কিন্তু যাহারা উহার বাহিরে যাইতে চেষ্টা করে, নিশ্চয় তাহারা সীমালঙ্ঘন করিতেছে এবং যাহারা আপন আমানত ও চুক্তি রক্ষা করিয়া চলে এবং যাহারা নামাযকে হেফাযত করিয়া রক্ষা করে, তাহারাই হইবে উত্তরাধিকারী (মালিক)। তাহারা ফেরদাউস (বেহেশতের মালিক) হইবে এবং চিরকাল তথায় বাস করিবে।" *{সূরা ২৩-মু'মিনুন : আয়াত-১-১১}*

يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَّلاَ بَنُوْنَ ۙ اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

"সেই দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান কোন উপকারে আসিবে না। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে পবিত্র অন্তরসহ উপস্থিত হইবে।" *{সূরা ২৬-শু'আরা : আয়াত-৮৮-৮৯}*

اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا.

"কিন্তু যাহারা অনুতাপ *[নিজেদের পাপের জন্য তাওবা করছে]* করিতেছে ও ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকাজ করিতেছে তাহারা বেহেশতে যাইবে এবং তাহাদের প্রতি কখনও কোন অত্যাচার করা হইবে না।" *{সূরা ১৯-মরিয়ম : আয়াত-৬০}*

رِجَالٌ ۙ لاَّ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"তাহারা এমন মানুষ যে, তাহাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বেচা-কেনা আল্লাহর স্মরণ হইতে ও নামায কায়েম করা ও যাকাত দান করা হইতে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না, তাহারা সেই দিনের ভয় করে যেদিন অন্তর ও চোখ সকল বদলিয়া যাইবে। এই হেতু যে, আল্লাহ তাহাদেরকে পুরস্কার দিবেন তাহাদের সবচেয়ে উত্তম কাজের অনুযায়ী এবং নিজের কৃপায় তাহাদেরকে বেশি করিয়া দান করিবেন এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অসীম ও বেশুমার রুজী দান করিয়া থাকেন।" *{সূরা ২৪-নূর : আয়াত-৩৭-৩৮}*

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ۙ اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ.

"নিশ্চয় ঐ সকল লোক যাহারা আপন প্রভুর ভয়ে ভীত থাকে এবং যাহারা আপন

www.amarboi.org

পালনকারীর নিদর্শন সকলের প্রতি ঈমান আনিতেছে এবং যাহারা আপন প্রভুর সহিত কাহারও শরীক করে না এবং যাহারা দান-খয়রাত করে, যাহা কিছু তাহারা মনের ভয়ে দান করে এই জন্য যে, তাহাদিগকে তাহাদের আপন পালনকারীর নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাহারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করিয়া থাকে এবং ইহারাই তাতে অগ্রগামী।" *[সূরা ২৩-মু'মিনুন : আয়াত-৫৭-৬১]*

উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিরাই কালেমা তাইয়্যেবাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবন-যাপন করে থাকেন। কালেমায় যারা বিশ্বাসী তারাই আল-কুরআনে বর্ণিত ইসলামী জীবনাদর্শেও উৎকৃষ্টতা, শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। ইসলামী জীবনাদর্শ শ্রেষ্ঠ এজন্যই যে, এই জীবনাদর্শের মানচিত্র পার্থিব জীবনের কৃতকর্মকে ন্যায়নীতি অবলম্বনে স্থিতিশীল গতিতে প্রতিষ্ঠিত রাখে, যা পরকালে সুখময় শান্তি র জীবনে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে। বস্তুত কালেমা তাইয়্যেবাতে একনিষ্ঠ বিশ্বাসই মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করে আল্লাহ-সচেতনতায় গভীর ঈমান। ঈমানের শক্তিই হচ্ছে ভাল কাজের অনুপ্রেরণা এবং খারাপ, অসৎ অন্যায় কাজে জড়িত হওয়ায় প্রতিবন্ধকতা। তাই প্রায়োগিক জীবনে বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ চিত্তে ন্যায়নীতি অবলম্বন করতে গেলে দরকার হয় গভীর ঈমানে প্রতিষ্ঠিত হৃদয়। আজ মুসলিম উম্মত সর্বজনীনভাবে ঈমানের নিম্নতম পর্যায়ে অবস্থান করছে, তাই তারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়েছেন। বাংলাদেশী মুসলিম সমাজের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়ের পেছনে মূল কারণ হচ্ছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে ও ঈমানের দুর্বলতা। সুশীল সমাজের কর্ণধার ব্যক্তিরা দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজকে পরিশোধন করার প্রত্যয়ে নানা ফর্মুলায় পরামর্শ দিয়ে থাকেন, মাঝে মধ্যে দুই একজন ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথাও উল্লেখ করেন, তবে সেটি অত্যন্ত মামুলি ব্যাপার বলে মনে হয়। কারণ দুর্বল ঈমানের জন্যই ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়, এ ব্যাপারে আলোচনায় কোনো গুরুত্ব পায় না। দুর্বল ঈমানকে সবল করার কোন সমাধান এবং উদ্যোগের পরামর্শ তারা দেন না।

বাংলাদেশের সমাজে উপদেশ দেয়ার মানুষের অভাব নেই অথচ উপদেশ গ্রহণ করায় বাংলাদেশীদের পরিমাণ অতি নগণ্য। যে উপদেশ নিজে গ্রহণ করতে রাজি নন, সেটা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে তারা কার্পণ্য করেন না। ফলে গঠনমূলক অর্থবহ বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবান উপদেশও সাধারণ জনতার দৃষ্টির অগোচরে হারিয়ে যায়। যা হোক, পার্থিব জীবন যাপনে ন্যায়নীতি অবলম্বন করতে গেলে আল্লাহ-সচেতন হৃদয়, পরকালের জবাবদিহিতার ভয় অর্থাৎ গভীর ঈমানের গুরুত্ব কতটুকু সেটি কারোর আলোচনার মূল বিষয়বস্তু নয়। উপরোল্লিখিত আয়াতে

www.amarboi.org

পার্থিব ও পরকালীন জীবনে সফল হওয়ার একটি নিখুঁত মানচিত্র আল্লাহ তা'আলা তুলে ধরেছেন যাতে মুসলিম উম্মত এই মানচিত্র অনুযায়ী জীবন যাপন করে ভবিষ্যতের সুখময় জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন। এই মানচিত্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তাকওয়া, আল্লাহ তা'আলার ভয় বা আল্লাহ-সচেতনতা, যা মুসলিমকে গভীর ঈমানে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। মুসলিমদের ঈমানের দৃঢ়তা ও গভীরতা বাড়ানোর পদ্ধতি কী সেটাও আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে আল-কুরআনে বর্ণনা করে বলেছেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম [*আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধের কথা স্মরণ করানো হলে*] নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর [*পরকালে জবাবদিহিতার উদ্বিগ্নে*]। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম [*আল-কুরআন*], তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় [*আল-কুরআন থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হয় অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার বিধানের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার জাগরণ ঘটে*] এবং স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে [*গভীর ঈমান অর্জনের জন্য নামায অত্যন্ত মূল্যবান অস্ত্র*] এবং আমি তাদেরকে যে রুজী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে-[*আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধানের বহির্ভূত কোন অসাধু পথে তারা জীবিকা উপার্জন করবে না এবং হালালভাবে উপার্জন করেও অন্যের উপকারে ব্যয় করে*]। তারাই হলো, সত্যিকার ঈমানদার [*গভীর ঈমানে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে অবশ্যই জনকল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে*]।" {*সূরা ৮-আনফাল : আয়াত-২-৩*}

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয় গভীর ঈমান অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত হলেও, বস্তুত এগুলো সম্পূর্ণরূপে পার্থিব ব্যবহারিক জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই বলাবাহুল্য, ইসলামী মূল্যবোধের দৃষ্টিতে পার্থিব এবং পরকাল জীবন এক মুদ্রার দুই পিঠের মতো, একটি ছাড়া অন্যটির কল্পনা করা যায় না। পার্থিব জীবনের ফলিত কাজ কর্মের ভাল-মন্দ ফলাফলই মৃত্যুর সময় মুসলিমদের সাথে পরকালে যায় এবং তার ভিত্তিতেই আল্লাহ তা'আলা তাদের পুরস্কার দেবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ.

www.amarboi.org

"যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। তোমার প্রতিপালক বান্দার প্রতি মোটেই জুলুম করেন না।" *[সূরা ৪১-হা-মীম সিজদাহ : আয়াত-৪৬]*

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই মন্দ কর্মগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব।" *[সূরা ২৯-আনকাবুত : আয়াত-৭]*

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى.

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর, যাতে তিনি মন্দকর্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন ভাল ফল।" *[সূরা ৫৩-নাজম : আয়াত-৩১]*

রাসূল (সা.)-এর হাদীস থেকে আরও জানা যায়, মৃত্যুর সময় মানুষ পার্থিব জীবন থেকে কী ধরনের সামগ্রী সাথে নিয়ে যায়। *আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন: তিনটি জিনিস মৃতের পেছনে পেছনে [যখন মৃত দেহ কবরের দিকে নেয়া হয়] যায়: তার আত্মীয়-পরিজন, ধন-সম্পদ [ধনী-সম্পদ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের জানাযার আয়োজন করা হয় অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে] ও তার আমল [পার্থিব জীবনে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী ভাল-মন্দ কর্ম]। অতঃপর [কবর দেয়ার পর] দু'টি ফিরে আসে আর একটি (তার সাথে) থেকে যায়। তার আত্মীয়-পরিজন ও সম্পদ ফিরে আসে এবং তার আমল তার সাথে থেকে যায়। [রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, নম্বর ৪৬১]*

এজন্যই হাশরের বিচারে মানুষ যখন তার প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াবে তখন নিজের আমল ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পাবে না এবং তার পার্থিব জীবন কিভাবে অতিবাহিত করছে তার জবাবদিহিতা না করে সে এক'পাও এগিয়ে যেতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর হাবিব, মানব জাতির জন্য রহমত রাসূল (সা.) বলেছেন, *তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার রব কথাবার্তা বলবেন। তার ও আল্লাহর মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডাইনে তাকিয়ে পূর্বে পাঠানো*

www.amarboi.org

আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আবার বায়ে তাকিয়েও আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সামনে তাকিয়ে দোজখ ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। তাই এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও দোজখকে ভয় করো, দোজখ থেকে নিজেকে রক্ষা করো।" {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬৯৯৩}

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন: কিয়ামতের দিন বান্দা তার স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে; তার জীবনকাল কিরূপে অতিবাহিত করেছে, তার জ্ঞান কিরূপে কাজে লাগিয়েছে এবং তার সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কিসে খরচ করেছে, আর তার শরীর কিভাবে পুরোনো করেছে?" {তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, নম্বর ৪০৭}

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, পার্থিব জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাস ও তদনুযায়ী সৎকর্ম এবং আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম দয়াই তাকে বেহেশতের প্রশান্তিময় চিরন্তন জীবন লাভে সাহায্য করবে। তাছাড়া নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, প্রতিপত্তি, শিক্ষা ও পার্থিব জীবনের প্রতি আকর্ষণ, পেছনে রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ ইত্যাদি কোন কাজে আসবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে অবহিত করেছেন,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ لا وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ لا وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ط لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ.

"সেই দিন মানুষ অবশ্য আপন ভাই হইতে পলায়ন করিবে, এবং মা-বাপ ছাড়িয়াও পলাইবে এবং আপন স্ত্রী ও সন্তান সকল হইতেও পলায়ন করিবে। সেই দিন তাহাদের প্রত্যেকের এমন এক দশা হইবে যে, তাহা তাহাকে অন্যদের সম্পর্কে উদাসীন রাখিবে।" {*সূরা ৮০-আবাসা : আয়াত-৩৪-৩৭*}

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ج يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ط يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ لا وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ لا وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُئْوِيْهِ لا وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ.

"বন্ধু বন্ধুর খবর নেবে না। যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি পণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজকে রক্ষা করতে চাইবে।" {*সূরা ৭০-মাআরিজ : আয়াত-১০-১৪*}

www.amarboi.org

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ.

"তুমি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যখন প্রাণ উষ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্য কোন বন্ধু নাই এবং সুপারিশকারীও নাই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।" {*সূরা ৪০-মু'মিন : আয়াত-১৮*}

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ.

"যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।" {*সূরা ৮২-তাত্ফীক : আয়াত-১৯*}

فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ.

"সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না।" {*সূরা ৮৬-তারেক : আয়াত-১০*}

প্রতিটা আদম সন্তান পৃথিবীতে আসেন একা আবার পৃথিবী ত্যাগও করেন একা। শেষ বিচার দিবসে সে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকলেও সে হবে সম্পূর্ণরূপে একা অথচ পার্থিব জীবনে এদের প্রেমে মহব্বতে আপ্লুত হয়ে সে ভুলে যায় অনন্ত জীবনের কথা, অবহেলা করে ধর্মীয় বিধানকে, ভুলে যায় প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে, ন্যায়নীতির কোন গুরুত্ব তার কাছে আর থাকে না। পরিশেষে শেষ বিচারে সে নিজে, নিজের আত্মাকে শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার করার ফল ভোগ করবেন। পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে রাখা বরফের মত মানব সন্তানের জীবন থেকে ঝরে যায়। অনুরূপ পার্থিব জীবনের সময়সীমাকে তুলনা করা যায় প্রতিটা আদম সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবন আয়ুর ব্যাংক ব্যালেন্স। পার্থিব জীবনে আর্থিক ব্যাংক ব্যালেন্স বিভিন্ন পরিস্থিতির গুরুত্ব সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে খরচ বা বিনিয়োগ করলে যেমন লাভবান হওয়া যায় না তেমন আদম সন্তানের জন্য নির্ধারিত পার্থিব জীবনের মুহূর্তগুলো সতর্কতার সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশাসনে খরচ না করলে বস্তুত পরকালের জন্য কোনো সঞ্চয় অর্জন হবে না। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, জীবন সময়ের ব্যাংক ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণ করায় মানুষের স্বাধীনতা থাকলেও সময়ের মুহূর্তগুলো খরচ না করে জমা রাখার কোনো স্বাধীনতা কারও নেই, তাই প্রতিটি মুহূর্ত জীবন থেকে কারও অনুমতি ব্যতিরেকে হারিয়ে যায়। অন্যদিকে পার্থিব

www.amarboi.org

জীবনের আর্থিক ব্যাংক ব্যালেন্স খরচ করার নিয়ন্ত্রণ অথবা জমা রাখার ব্যাপারে আদম সন্তানের স্বাধীনতা রয়েছে। বস্তুত জীবন সময়ের ব্যাপারে আদম সন্তানই ক্ষতিগ্রস্ত, তবে একদল ব্যতিরেকে, যারা এর যথার্থ মূল্যায়ন করে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধান অবলম্বনে ব্যবহার করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে মানব সন্তানকে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "কালের [সময়ের] কসম। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্য, ন্যায় ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে থাকে।" {*সূরা ১০৩-আসর : আয়াত-১-৩*

এই তাৎপর্যপূর্ণ সূরায় উল্লিখিত চারটি বিষয়ই [ঈমান, সৎকর্ম, অপরকে সত্যের এবং সহিষ্ণুতার উপদেশ দান] মানব সন্তানকে পার্থিব জীবনে পরকালে সাফল্য অর্জনে সাহায্য করতে পারে।

ভাল-মন্দ কর্মের বিচার হবে শুধু মুসলিমদের

আদম সন্তানের পার্থিব জীবন যাপন সর্বত্রই বিভিন্ন কর্মের সাথে জড়িত থাকে। ভাল কর্ম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে প্রশংসনীয় এবং ন্যায়নীতি ভিত্তিক প্রগতিশীল, স্থিতিশীল নৈতিকতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত প্রশান্তিময় সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম উপাদান। মানুষের সহজাত প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাল কাজ করার উদ্দীপনা দেয়া ও উদ্দীপিত হওয়ার শক্তি। আদম সন্তানরা সকলেই কম-বেশি ভাল কাজ করেন। অন্যথায় পৃথিবীতে বসবাস করা সম্ভব হত না। আল্লাহ তা'আলার কাছে ভাল কাজের ন্যায্য পুরস্কার পাওয়ার প্রধান শর্ত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস ও ভাল কাজ পরস্পরের সম্পূরক। তাই এই দুইয়ের সম্মিলনে সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের অনবদ্য অনমনীয় সেতু। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য একত্ববাদে বিশ্বাস ও ভাল কর্মের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ.

"যাহারা ঈমান আনে [*তাওহীদে বিশ্বাস করে*] ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহাই মহাসাফল্য।" {*সূরা ৮৫-বুরূজ : আয়াত-১১*}

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰۗىِٕكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزَاۗؤُهُمْ عِنْدَ

www.amarboi.org

رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ؛

"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ; তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদের পুরস্কার-স্থায়ী জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাহাতে সন্তুষ্ট; ইহা এই জন্য যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।" {*সূরা ৯৮-বায়্যিনা : আয়াত-৭-৮*}

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"বল, 'হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাহাদের জন্য আছে কল্যাণ। প্রশস্ত আল্লাহর পৃথিবী, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হইবে।" {*সূরা ৩৯-যুমার : আয়াত-১০*}

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا.

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।" {*সূরা ১৮-কাহফ : আয়াত-৪৬*}

وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا.

"এবং যাহারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাহাদেরকে অধিক হেদায়েত দান করেন; এবং স্থায়ী সৎকর্মে তোমরা প্রতিপালকের পুরস্কার-প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।" {*সূরা ১৯-মরিয়ম : আয়াত-৭৬*}

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ.

www.amarboi.org

"এবং যাহাদের পাল্লা ভারি হইবে [*ভাল কাজের*] তাহারাই হইবে সফলকাম এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে [*বিশ্বাসীদের মধ্যে যাদের ভাল কাজের পরিমাণ কম এবং যারা ঈমান আনে না*] তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে; উহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে।" [*সূরা ২৩-মু'মিনুন : আয়াত-১০২-১০৩*]

উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র তাত্ত্বিকভাবে তাওহীদে বিশ্বাস করা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও শেষ বিচার দিবসে পরিপূর্ণ সাফল্যের জন্য যথেষ্ট নয়। কাজেই শেষ বিচার দিবসে ভাল-মন্দ কর্মের বিচার হবে শুধুমাত্র মুসলিমদের, কারণ তারা তাওহীদে বিশ্বাসী। আর বাকীদের বিচার হবে ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলভিত্তি সত্যতার উপর। মুসলিমদের মধ্যে থেকেও অনেক দুর্বল ঈমান ও আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানে অবহেলা, নামায-রোযা পালন না করার জন্য দোজখে যাবেন [*আল-কুরআন ও হাদীস থেকে সেটি বুঝা যায়*] যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রহমত নাযিল না করেন, তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। পরিশেষে সব মুসলিমরা যাদের অন্তরে এক পরমাণু বা সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তারাও আল্লাহ তা'আলার অসীম কৃপায় স্থান পেয়ে, ইনশাআল্লাহ বেহেশতবাসী হবেন। এ সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো,

Narrated Abû Sa'îd Al-Khudrî (RA): During the lifetime of the Prophet (S) some people said, "O Allah's Messenger! Shall we see our Lord on the Day of Resurrection?" The Prophet (S) said: "Yes; do you have any difficulty in seeing the sun at midday when it is bright and there is no cloud in the sky?" They replied, "No." He said, "Do you have any difficulty in seeing the moon on a fullmoon night when it is bright and there is no cloud in the sky?" They replied, "No." The Prophet (S) said, "(Similarly) you will have no difficulty in seeing Allah (SWT) on the Day of Resurrection, as you have no difficulty in seeing either of them. On the Day of Resurrection, a call-maker will announce, 'Let every nation follow that which they used to worship'. Then none of the those who used to worship anything other than Allah like idols and other deities, but will fall in Hell (Fire), till there will remain none but those who used to worship Allah, both those who were obedient (i.e. good) and those who were disobedient (i.e.

www.amarboi.org

bad) and the remaining party of the people of the Scripture. Then the Jews will be called upon and it will be said to them, 'Who did you use to worship?' They will say, 'We used to worship 'Ezra, the son of Allah.'' It will be said to them, 'You are liars, for Allah has never taken anyone as a wife or a son. What do you want now?' The will say, 'O our Lord! We are thirsty, so give us something to drink.' They will be directed and addressed thus, 'Will you drink' whereupon they will be gathered unto Hell (Fire) which will look like a mirage whose different sides will be destroying each other. Then they will fall into the Fire. Afterwards the Christians will be called upon and it will be said to them, 'Who did you use to worship?' They will say, 'We used to worship Jesus, the son of Allah.' It will be said to them, 'You are liars, for Allah has never taken anyone as a wife or a son.' Then it will be said to them, 'What do you want now?' They will say what the former people have said (and will be thrown in the Hell-Fire like the Jews). when, there remain (in the gathering) none but those who used to worship Allah [*Alone; the real Lord of the 'Ālamīn (mankind, jinns and all that exists)*], whether they were obedient or disobedient. Then Allah [the Lord of the *'Ālamīn* (mankind, jinns and all that exists)], will come to them in a shape nearest to the picture they had in their minds about Him. It will be said, 'What are you waiting for? Every nation has followed what it used to worship.' They will reply, 'We left the people in the world when we were in great need of them and we did not take them as friends. Now we are waiting for our Lord Whom we used to worship.' Allah will say, 'I am your Lord.' They will say twice or thrice, 'We do not worship anything besides Allah." (*Sahih Al-Bûkharî, Vol. 6, Hadîth No. 105*)

মানুষরা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করেন তার বিচারও হবে। আদম সন্তান ভ্রান্ত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে ভিত্তিহীন তথ্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মতানৈক্য সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত হয়। দুই পক্ষের বাক্য বিনিময়ে সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ মিললেও তারা সত্যটিকে মানতে

www.amarboi.org

রাজি নয়। পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম সম্পর্কে সচেতন ছাত্রদের উদ্যোগে ঈসার (আ.) আসল পরিচয়ের ব্যাপারে সত্য উদ্ঘাটন করার প্রয়াসে মুসলিম ও খৃষ্টান স্কলারদের মধ্যে প্রায়ই বাগযুদ্ধ হয়, তাতে ঈসা (আ.) সম্পর্কে প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরও খৃষ্টান স্কলার সেটা মানতে রাজি নন, বরং তারা ভ্রান্ত বিশ্বাসে অটল থেকে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিতর্ক করেন। তদুপরি ইব্রাহীম (আ.)কে নিয়েও তারা ভ্রান্ত বিশ্বাসের দাবীতে বিতর্ক করেন। তারা নিশ্চিতভাবে জানেন আল-কুরআন সত্য এবং ঈসা ও ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত সব তথ্য সত্য, তবুও এই বিষয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা তর্ক করবেন। এই ভ্রান্ত বিতর্কের মীমাংসা আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচার দিবসে করে দিবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ. مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

"হে আহলে কিতাবীগণ! কেন তোমরা ইব্রাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল তার পরেই নাযিল হয়েছে [*এই দুই কিতাবে ইব্রাহীম সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে*]। তোমরা কি বুঝ না? শোন! ইতোপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে তাই নিয়ে বিবাদ করতে। এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ? ইব্রাহীম ইয়াহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও [খৃষ্টান] ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ' [*তাওহীদে বিশ্বাসী ইবাদী*] সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না।" {*সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-৬৫-৬৭*}

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ج وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ج وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ.

"তার প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সব ফিরিশতা, সভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহ সম্পর্কে [*শরীক দাঁড় করিয়ে*] বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।" {*সূরা ১৩-রা'দ : আয়াত-১৩*}

www.amarboi.org

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ط تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ط اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ط وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ.

"তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সুতা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে, তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পারস্পরিক প্রবঞ্চনার বাহানারূপে গ্রহণ কর এজন্যে যে, অন্য দল অপেক্ষা একদল অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যায়। এর দ্বারা তো আল্লাহ শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন [*তাওহীদে কে বিশ্বাস করে আর কে করে না*]। আল্লাহ অবশ্যই কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা কলহ করতে।" {*সূরা ১৬-নাহল : আয়াত-৯২*}

পুলসিরাত সম্পর্কে মুসলিমদের জ্ঞান

আরবী শব্দ সিরাত সম্পর্কে সকল মুসলিমই অবগত আছেন। পাচঁ ওয়াক্ত নামাযে প্রতিদিন কমপক্ষে সতেরবার সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করতে হয়। নামাযীরা আল-ফাতিহা পাঠ করে 'সিরাতুল মুস্তাকিমের' অর্থাৎ সরল-সোজা পথে পরিচালিত হওয়া বা প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করে থাকেন। সিরাত শব্দের আভিধানিক অর্থ সরল-সোজা পথ, যার মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী মূল্যবোধ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বক্রতাবিহীন পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ বা ব্যবস্থা। যে আদর্শের বা ব্যবস্থার বিধিবিধান আদম সন্তানকে বক্রতাপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ও অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আল্লাহ তা'আলার আত্মসমর্পণী বান্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং আলোকময় প্রশান্তির জীবনে অনুপ্রবেশ করতে সাহায্য করে থাকে। আল-কুরআন হচ্ছে ইসলামী জীবনাদর্শের মূলভিত্তি, যার সাহায্যেই মানুষ পায় হেদায়েত (সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা) এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের সরল-সোজা পথ। তদুপরি উপহার দেয় পরকালে বেহেশতী জীবন লাভের নিশ্চয়তা। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত এই ব্যবস্থার অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতিরেকে পার্থিব ও পরকালীন জীবনে যেমন নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত স্বস্তির ও প্রশান্তির জীবন লাভ করা যায় না, তেমনি এই ব্যবস্থার অনুসরণে জীবন-যাপন করে মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত না হলে পরকালে পুলসিরাত পার হওয়া যাবে না। পুলসিরাত হচ্ছে বেহেশতের সামনে দোজখের উপরে প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত সরু রাস্তা অথবা পুল, যার অতিক্রম করা ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন না। কাজেই বেহেশতে প্রবেশ করার পূর্বে এই সরু রাস্তা

www.amarboi.org

অতিক্রম করা হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য সর্বশেষ, তবে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা। হাদীস থেকে জানা যায় [*পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে*], এটা হচ্ছে বস্তুত প্রকৃত বিশ্বাসীকে মোনাফেকদের থেকে পৃথক করার জন্য পরীক্ষা। তাই ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী তাওহীদে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস, অন্তঃকরণের পরিশোধন, আল্লাহ-সচেতন হৃদয়, পার্থিব জীবনে ভালো কর্ম, যা অন্যদের কল্যাণে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয়, তা পুলসিরাত পার হওয়ায় সাহায্য করবে। পুলসিরাত এবং তার অস্তিত্ব সম্পর্কে একমাত্র মুসলিমরাই জ্ঞান রাখেন।

মুসলিমদের পুলসিরাত সম্পর্কে বিশ্বাস এবং জ্ঞান থাকলেও দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ মুসলিমই পুলসিরাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন না, তাই তারা এ ব্যাপারে উদাসীন অথবা কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। এ জন্যই সিরাত অতিক্রম করে বেহেশতে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জনে মুসলিমদের করণীয় কি সে সম্পর্কে তারা আদৌও সচেতন নন। যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী নন, কুফরিতে লিপ্ত থেকে মারা যান, তারা পুলসিরাত পর্যন্ত পৌছাতে পারবেন না কারণ তাওহীদি ঈমানের ভিত্তিতে তাদের বিচার পূর্বেই শেষ হয়ে যাবে, *হাদীস থেকে এ সম্পর্কে জানা যায়,* আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, *রাসূল পাক (সা.)-এর জমানায় কয়েকজন সাহাবী তাকে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! শেষ বিচার দিবসে আমরা কি আমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করব? রাসূলে পাক (সা.) বললেন, হ্যাঁ। তিনি আরও বললেন, দ্বিপ্রহরে মেঘশূন্য আকাশে সূর্য দেখতে কী তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? সকলেই বললেন, না তা হয় না। রাসূলে পাক (সা.) বললেন, ঠিক তদ্রূপ শেষ বিচার দিবসে তোমাদের প্রতিপালককে দেখতেও তোমাদের কোনই অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। সেদিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, তোমরা যে যার উপাসনা করতে আজ সে তার অনুসরণ করুক। তখন আল্লাহ্ ব্যতীত যারা অন্য দেব-দেবীর উপাসনা করত তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, সকলেই দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে। সৎ বা অসৎ যাই হোক না কেন যারা আল্লাহর ইবাদত করত, তারাই শুধু বাকী থাকবে এবং আহলে কিতাবীদের যারা দেব-দেবীর উপাসনা করত না তারাও অবশিষ্ট থাকবে। এরপর ইয়াহুদীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার উপাসনা করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র উযাইয়ের। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কোন পত্নী বা সন্তান ছিল না। তোমরা কি চাইতেছ? তারা বলবে, হে মা'বুদ! আমরা অত্যন্ত*

www.amarboi.org

তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের পিপাসা নিবৃত্ত করুন। তাদের এ প্রার্থনা শুনার পর তাদেরকে মরীচিকাসদৃশ দোজখের দিকে একত্রিত করা হবে। দোজখের একাংশ অপরাংশকে গ্রাস করতে থাকবে। তারা সে দোজখের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরপর খৃষ্টানদেরকে ডেকে বলা হবে, তোমরা কার উপাসনা করতে? তারা বলবে, আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহের উপাসনা করতাম। বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ, আল্লাহ পাকের কোন পত্নী বা সন্তান ছিল না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি চাইতেছ? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা অত্যন্ত পিপাসার্ত, আমাদের পিপাসা নিবৃত্ত করুন। তখন তাদেরকে পানির ঘাটের দিকে আস বলে দোজখের নিকট একত্রিত করা হবে। দোজখকে তখন মরীচিকাসদৃশ মনে হবে। এর এক অংশ অপরাংশকে গ্রাস করতে থাকবে । খৃষ্টানরা তখন দোজখের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতঃপর মু'মিন চাই গুনাহগার হোক বা বেগুনাহগার, যারা এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও উপাসনা করেনি তারাই অবিশিষ্ট থাকবে। তখন আল্লাহ্‌ পাক তাদের নিকট উপস্থিত হবেন, বলবেন, সকলেই নিজ নিজ উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে, তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যেখানে আমরা বেশি মুখাপেক্ষী ছিলাম, সে দুনিয়াতেই আমরা অন্যান্য মানুষ থেকে পৃথক ছিলাম এবং তাদের সাহচর্যে থাকিনি। তখন আল্লাহ্‌ পাক বলবেন, আমিই তো তোমাদের প্রতিপালক! মু'মিনগণ বলবে, আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইতেছি। আল্লাহ্‌র সাথে আমরা শরীক করিনি। এ কথা তারা দু'বার বা তিনবার বলবে। {সহীহ মুসলিম, ৩৫১}। এই হাদীস অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত অংশ উল্লেখ করা হলো।

উল্লিখিত হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, একমাত্র মুসলিম উম্মত ব্যতীত আর সকলেই [*যারা শিরকে জড়িত থেকে মৃত্যু বরণ করেছিলেন*] দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে [*সূরা আন-নিসা, আয়াত নম্বর ৪৮ এবং ১১৬ দ্রষ্টব্য*]। বাহ্যিক কার্যকলাপে বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত হয়েও যারা ঈমানের [*সবার অন্তরের বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে অবগত আছেন, যে ব্যাপারে মোনাফেকরা সন্দিহান ছিল*] দিক দিয়ে মোনাফেক তারা পুলসিরাত পর্যন্ত পৌছাতে পারলেও, পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবেন না। অতিক্রম করার চেষ্টা করলেও দোজখে পড়ে যাবে। পুলসিরাত শুধুমাত্র সরু নয় বরং অত্যন্ত পিচ্ছিল এবং গভীর অন্ধকারে আবৃত থাকবে। তাই আল্লাহ তা'আলার দয়া ও দীপ্তিমান আলো ব্যতিরেকে কেউ পুলসিরাত

www.amarboi.org

অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন না। পুলসিরাত সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"সেদিন তুমি দেখিবে মু'মিন নর-নারীগণকে তাহাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাহাদের জ্যোতি প্রধাবিত হইবে [*অন্ধকার পুলসিরাত পার হওয়ার সময় একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও ভালকর্ম থেকে আলো বের হবে*]। বলা হইবে, 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে, ইহাই মহাসাফল্য।" *[সূরা ৫৭-হাদীদ : আয়াত-১২]*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দকর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেইদিন আল্লাহ নবী এবং তাহার মু'মিন সঙ্গীদেরকে অপদস্থ করিবেন না [*মু'মিনদেরকে তাদের মুসলিম ভাইদের পক্ষে সুপারিশ করার সুযোগ দেওয়া হবে, সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৯, হাদীস নম্বর ৫৩২, ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য*]। তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে [*পুলসিরাত অতিক্রম করার সময়*] ধাবিত হইবে, তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *[সূরা ৬৬-তাহরীম : আয়াত-৮]*

উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত "আলোর" উৎস সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহাবাদের ব্যাখ্যা ও হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। আমেলা-সালেহের [*পুণ্যবান কর্ম, যেমন দান-খয়রাত, মানুষের কল্যাণে ব্যবহারিত সব ধরনের কাজ*] পরিমাণের ভিত্তিতে আলোর পরিমাণ অর্থাৎ জ্যোতির উজ্জ্বলতা নির্ভর করবে। আবদুল্লাহ

www.amarboi.org

ইবনে মাসউদ (রা.) আয়াতে উল্লিখিত অংশ, "তাদের জ্যোতি সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে" সম্পর্কে বলেছেন, 'তারা ভাল কাজের ভিত্তিতে সিরাত অতিক্রম করবে।' কারও আলোর পরিমাণ হবে পাহাড় সমান, কারও হবে খেজুর গাছের মত, কারও হবে দণ্ডায়মান মানুষের সমান। সবচেয়ে কম আলো হবে অন্ততপক্ষে হাতের তর্জনীর সমান, যা মাঝে মধ্যে জ্বলবে আবার নিভে যাবে।" {*আত-তবারী ২৩:১৭৯, ইবনে কাসীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪৭৯*}

আদ-দাহহাক (রহ.) এই আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'প্রত্যেককেই শেষ বিচার দিবসে আলো দেওয়া হবে। যখন তারা সিরাতের নিকট আসবে, মোনাফেকদের জ্যোতি নিভে যাবে। বিশ্বাসীরা তখন ভয় পাবে এই ভেবে যে মোনাফেকদের মত তাদের জ্যোতিও হয়ত নিভে যাবে। এই সময় বিশ্বাসীরা প্রার্থনা করবেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" আল্লাহ তা'আলার উক্তি "এবং তাদের দক্ষিণ পার্শ্বে" সম্পর্কে আদ-দাহহাক (রহ.) বলেছেন "তাদের কর্মফলের কিতাব"। {*আত-তবারী,-২৩:১৭৯; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪৭৯*}

পুলসিরাতের কাছে যাওয়ার পর মোনাফেকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۭ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۭ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَاۗءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

"সেদিন মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী মু'মিনদেরকে বলিবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাহাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করিতে পারি। বলা হইবে, 'তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরিয়া যাও ও আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হইবে একটি প্রাচীর যাহাতে একটি দরজা থাকিবে, উহার অভ্যন্তরে থাকিবে রহমত। *[বেহেশত]* এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি *[দোজখ]*। মোনাফেকরা মু'মিনদেরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' তাহারা বলিবে, 'হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদেরকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছ; তোমরা প্রতীক্ষা করিয়াছিলে এবং

www.amarboi.org

অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত; আর মহাপ্রতারক [*শয়তান*] তোমাদেরকে প্রতারিত করিয়াছিল আল্লাহ সম্পর্কে।" *[সূরা ৫৭-হাদীদ : আয়াত-১৩-১৪]*

আল্লাহ তা'আলার হাবিব, মানবতার মুক্তির দূত ও রহমত রাসূল (সা.) পুলসিরাত সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে, "মহান-প্রাচুর্যময় আল্লাহ [হাশরের দিন] সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন ঈমানদার লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় তাদের সন্নিকটে বেহেশত আনা হবে। তখন তারা আদম (আ.) কাছে গিয়ে বলবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দিন। তিনি বলবেন : তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদেরকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করেছে। আমি এর দরজা খোলার উপযুক্ত নই। তোমরা আমার ছেলে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর কাছে যাও। নবী (সা.) বলেন: অতঃপর তারা ইব্রাহীমের (আ.) কাছে আসবে। ইব্রাহীম (আ.) বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। আমি তো শুধু বিনয়ী খলীল ছিলাম [আমি এ মহান গৌরবের উপযুক্ত নই]। তোমরা বরং মূসার (আ.) কাছে যাও। আল্লাহ তার সাথে কথা বলেছেন। তারা সবাই ছুটে মূসার (আ.) কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। তোমরা ঈসার (আ.) কাছে যাও। তিনি তো আল্লাহর কালেমা এবং রূহুল্লাহ। ঈসা (আ.) বলবেন, বেহেশতের দরজা খোলার মত যোগ্যতা আমার নেই।

পরিশেষে তারা মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে ছুটে আসবে। তিনি উঠে দাঁড়াবেন। তাকে [শাফাআত করার] অনুমতি দেয়া হবে। আমানত এবং দয়া-অনুগ্রহকেও ছেড়ে দেয়া হবে। এরা পুলসিরাতের ডানে-বায়ে দু'দিকে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদের প্রথম দলটি বিদ্যুৎ-বেগে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। আমি [হুযাইফা অথবা আবু হুরাইরা] বললাম, [হে আল্লাহর রাসূল]: আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! বিদ্যুৎ-বেগে পার হওয়ার তাৎপর্য কি? তিনি বললেন: তোমরা কি বিদ্যুৎ দেখনি? পলকের মধ্যে তা চলে যেতে-আসতে পারে। অতঃপর বাতাসের গতিতে, অতঃপর পাখির গতিতে এবং দ্রুত দৌড়ের গতিতে পর্যায়ক্রমে পুলসিরাত পার হবে। এ পার্থক্য তাদের [আমেলা সলেহ অর্থাৎ ভাল] কাজ-কর্মের কারণেই হবে।

এ সময় তোমাদের নবী (সা.) পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন: প্রভু হে! শান্তি বর্ষণ করুন, শান্তি বর্ষণ করুন। এভাবে বান্দাদের সৎ কাজের পরিমাণ কম হওয়াতে তারা অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়বে। ফলে তারা পাছা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে। পুলসিরাতের উভয় দিকে কিছু লোহার

www.amarboi.org

আকড়া লটকানো থাকবে। যাকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেয়া হবে, এগুলো তাকে গ্রেপ্তার করবে। যার গায়ে শুধু আঁচড় লাগবে সে মুক্তি পাবে। আর অন্য সবগুলোকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। বর্ণনাকারী [আবু হুরাইরা] বলেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ! দোজখের গভীরতা সত্তর বছরের পথের দূরত্বের সমান।" {সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, হাদীস নম্বর ২০১}

অতএব বলাবাহুল্য পুলসিরাত দ্রুতবেগে অতিক্রম করার জন্য ভালকর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, শুধুমাত্র ভালকর্ম সম্পাদন করলেই যথেষ্ট নয় বরং কর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং তার ফলাফল সংরক্ষণ করতে বিশ্বাসীকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। পার্থিব জীবনে অন্যদের শোষণ, নিপীড়ন করা, নিষ্ঠুর আচরণের ও কথার মাধ্যমে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া, দুর্নীতিতে জড়িত হয়ে অন্যের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা, মিথ্যা বলা ও সাক্ষী দেয়া, অশ্লীলতার প্রসারে সাহায্য করা এবং জড়িত হওয়া, অবৈধ যৌনাচারে জড়িত, নরহত্যা, পরচর্চা এবং মানুষের নামে মিথ্যা বদনাম রটনা ইত্যাদি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে, যাতে তার ভালকর্ম সবটিই সংরক্ষিত থাকে। কারণ পার্থিব জীবনে মন্দ কর্মের মাধ্যমে কারও কাছে ঋণী থাকলে পরকালে ভাল কর্মের মূল্য দিয়ে সেটি পরিশোধ করতে হবে, তাতে ভাল কাজের পরিমাণ হ্রাস অর্থাৎ পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় জ্যোতির পরিমাণ হ্রাস পাবে।

এমনকি অনেকেই পার্থিব জীবনে ধার্মিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন অথচ অন্যদের প্রতি ধর্মের ওজুহাতে অথবা জাগতিক স্বার্থ উত্তরণে নানাবিধ অবৈধ ও অন্যায় কাজে জড়িত হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে ও অজুহাতে অন্যদের শোষণ করেছেন। পারলৌকিক জীবনে এই ব্যক্তিদের ভাল কাজের পরিমাণ হবে পাহাড়ের সমান তবুও তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। কারণ তখন কারও কোন ধন-সম্পদ ও আর্থিক সামর্থ্য থাকবে না তাই তাদের ভাল কাজের পুরস্কার দিয়ে অন্যদের প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এমনও হবে অন্যদের দাবী পরিশোধ করতে গিয়ে নিজের সব হাসানা বা নেকি যখন শেষ হয়ে যাবে তখন দাবী পরিশোধের জন্য অন্যের পাপের বোঝা তার উপর বর্তানো হবে। এ সম্পর্কে অর্থবহ একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো, *আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব? সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব, যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি (সা.) বললেন: আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব হবে, যে শেষ বিচার দিবসে নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি*

www.amarboi.org

যাবতীয় ইবাদতকারীরূপে আবির্ভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, করো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে [সে সব গুনাহও সাথে নিয়ে আসবে]। এদের তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লিখিত দাবী পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবীদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। {সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, হাদীস নম্বর ২১৮}

কাজেই বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ইসলামী মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন মুসলিমরা ভাগ্যবান, কারণ তারা আল-কুরআন ও হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন, বেহেশতবাসী হওয়ার জন্য পুলসিরাত অতিক্রম করতে কী ধরনের প্রস্তুতি তাদের নিতে হবে। এ রকম নিখুঁত, সুস্পষ্ট বর্ণনা ও নির্ভুল তথ্য হাতে থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ মুসলিমই এ ব্যাপারে উদাসীন অথবা জানার জন্য কোন উদ্যোগ না নিয়ে অজ্ঞতায় জীবন যাপন করেন। অথবা তাদের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, মহানবী (সা.)-এর উম্মত হিসেবে সহজেই তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন। এটি অনস্বীকার্য যে, কালেমা তাইয়্যেবাতে যারা একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করেন, তাদের অন্যান্য গর্হিত পাপের ক্ষমা যদি আল্লাহ তা'আলা না করেন, তাহলে তাদেরকেও দোজখে প্রবেশ করে শাস্তি ভোগ করতে হবে। দোজখে প্রবেশ করে কতদিন শাস্তি ভোগ করবেন, সেটি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না। তবে তাওহীদি জনতা হিসেবে অবশ্য পরিশেষে তারা আল্লাহ তা'আলার দয়ায় বেহেশতে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

অনেকেই ইসলামী মূল্যবোধে প্রদত্ত ইবাদতের ব্যাপারে সচেতন থাকলেও জাগতিক স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ কাজ থেকে তারা দূরে থাকতে পারেন না। বস্তুত তারা ভুলে যান পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের ভাল-মন্দ সব কর্মই লিপিবদ্ধ হচ্ছে, যা শেষ বিচার দিবসে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ط وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ ط كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ. كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ط وَمَآ اَدْرٰكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ط كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ.

www.amarboi.org

"যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে। এটি কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। তুমি জান, সিজ্জীন কি? এটি লিপিবদ্ধ কিতাব। কখনও না, নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে। তুমি জান, ইল্লিয়্যীন কি? এটি লিপিবদ্ধ কিতাব।" {*সূরা ৮৩-মুতাফফিফিন : আয়াত-৬-৯, ১৮-২০*}

وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ.

"যখন আমলনামা খোলা হবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে?" {*সূরা ৮১-তাকভীর : আয়াত-১০, ১৪*}

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ج وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ج تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ.

"সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও। ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো। আল্লাহ তার নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন, আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।" {*সূরা ৩-ইমরান : আয়াত-৩০*}

এজন্যই শেষ বিচার দিবসের উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাসের গুরুত্ব উল্লেখ করে মুসলিমদের আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ [আল-কুরআন] ও তার রাসূলের [সুন্নাহ] প্রতি প্রত্যর্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" {*সূরা ৪-নিসা : আয়াত-৫৯*}

উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, ইসলামী জীবনাদর্শের [*আল্লাহ তা'আলা, রাসূল*

www.amarboi.org

(সা.) এবং ইসলামী শরীয়ার জ্ঞানী আলেমদের আনুগত্যে] ভিত্তিতে জীবন-যাপন অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অন্যথা মুসলিম হিসেবে শেষ বিচার দিবসে কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে অর্থাৎ পুলসিরাত অতিক্রম করতে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। যা হোক শেষ বিচার দিবসে অমুসলিমদের কারও অজুহাতের সুযোগ হয়তো থাকতে পারে, তবে মুসলিমদের সে সুযোগ থাকবে না কারণ তারা আল-কুরআন ও হাদীসে বিশ্বাসী এবং এগুলোতে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে অনেকেই ভালো জ্ঞান রাখেন। অতএব যারা শেষ বিচার দিবসের ভয়াবহতার গুরুত্ব দেন না বরং জানার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সচেতন হন না, তারাই বস্তুত শেষ বিচার দিবসকে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ. هٰذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُوْنَ ۙ وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

"সেদিন মিথ্যারোপকারীদের *[কিয়ামত দিবসকে যারা অস্বীকার করতেন]* দুর্ভোগ হবে। এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না এবং কাউকে তাওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না। সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।" *{সূরা ৭৭-মুরসালাত : আয়াত-৩৪-৩৭}*

কাজেই প্রতিটি মুসলিমের উচিত পুলসিরাত অতিক্রম করার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া যদি সে চিরন্তন জীবন আখেরাতে বেহেশতবাসী হওয়ার প্রত্যাশা এবং শেষ বিচার দিবসকে ভয় করে থাকেন। তবে এটি অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতিরেকে কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন না। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার দয়া না করলে কেউ পুলসিরাত পার হতে পারবেন না। তবে আল্লাহ-সচেতন হয়ে জীবন-যাপন করলে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, ঈমানের জন্যই আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন, নিয়ামতের বেহেশতে *[বেহেশতে প্রবেশ করার রাস্তা সহজ করবেন]*, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে, পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ এবং তাদের শুভেচ্ছা হবে সালাম। আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্ত হবে সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য।" *{সূরা ১০-ইউনুস : আয়াত-৯ :১০}*

এজন্যই তাওহীদের উপর একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে ভাল কাজ করা এবং

www.amarboi.org

আল্লাহ তা'আলার দয়ার উপর ভরসা রেখে আল্লাহ-সচেতন হয়ে জীবন-যাপন করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'আলার দয়া ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ভাল কাজের বা ইবাদতের ভিত্তিতে কেউ বেহেশতে যেতে পারবেন না, এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ তার কাজের দ্বারা নাজাত পাবে না। লোকেরা বলল, আপনিও কি পাবেন না? তিনি (সা.) বললেন, না, আমিও না। তবে আল্লাহ তার রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে রেখেছেন। সুতরাং সঠিক এবং কর্তব্যনিষ্ঠভাবে কাজ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করো, সকাল-বিকাল এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। [এসব কাজে] মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, মধ্যম পন্থাই তোমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছাবে।' {*সহীহ আল-বুখারী*, খণ্ড ৬, ৬০১৩}

হে আমাদের প্রতিপালক! পার্থিব জীবনে গভীর ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং পরকালের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। পুলসিরাত অতিক্রম করার মতো যোগ্যতা অর্জনে ভালকর্মের ফলাফল সংরক্ষণে আমাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধের বহির্ভূত কাজ থেকে বিরত থাকতে মানসিক শক্তি দান কর। আমরা তোমার অধম বান্দা, তোমার সীমাহীন দয়ার উপর আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, আমাদের প্রার্থনা কবুল কর।

উপসংহার

আদম সন্তান সৃষ্টি জগতের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য সৃষ্টি। মানব জাতির পিতা আদম (আ.)-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে তার দেহে রূহ ফুঁকে দিয়ে মানবাকৃতিতে জীবিত করেন। অতঃপর বস্তুজগতের যাবতীয় বিষয়ের নাম শিক্ষা দিয়ে ফিরিশতাদের সামনে প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীতে খলীফার মতো গুরু দায়িত্বের ভার বহন করার যোগ্যতা মানবের আছে। অতএব মানব সম্পর্কে ফিরিশতাদের ধারণা ঠিক না। অতঃপর ফিরিশতাদের দিয়ে সিজদা করিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে বিশেষ সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীতে তার রূহ বা আত্মা থেকে স্ত্রী হাওয়াকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাদের দুইজনের মাধ্যমে মানব জাতির গোড়া পত্তন করে সারা দুনিয়াতে মনুষ্য জাতি ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে সঙ্গীনিকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।" {*সূরা ৪-নিসা : আয়াত-১*}

এ জন্যই আদম-হাওয়া হচ্ছেন মানব জাতির পিতা-মাতা। বস্তুত আদম (আ.) এবং তার সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকেই আল্লাহ তা'আলা একসাথে সৃষ্টি করেন

www.amarboi.org

সকল আদম সন্তানের রূহ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর যখন তোমার প্রতিপালক বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'অবশ্যই আমরা অঙ্গীকার করছি।' আবার কিয়ামতের দিন বলতে শুরু না কর যে, এ বিষয়ে আমরা অবগত ছিলাম না।" {*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-১৭২*}

উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে সকল আদম সন্তানের রূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করেছে যে, আল্লাহ তা'আলাই তাদের প্রতিপালক ও একমাত্র উপাস্য। সাধারণভাবে সকল আদম সন্তানই আল্লাহ তা'আলার বান্দা, সেটি তারা মানব সন্তান হিসেবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পূর্বেই স্বীকার করেছে। যা হোক বেহেশতে বসবাস করার সময় শয়তানের কুমন্ত্রণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মানব জাতির পিতা-মাতা আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে অপরাধ করেন। অতঃপর মানব জাতির পিতা-মাতা সকল সন্তান এবং অদৃশ্য শত্রু শয়তানসহ পৃথিবীতে অবতরণ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ২/৩৬ দৃষ্টব্য, আদম-হাওয়ার পরে প্রতিটি মানব সন্তান মাতৃগর্ভে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানব সন্তান রূপ যখন ধারণ করেন তখন ফিরিশতাদের মাধ্যমে মানবের রূহ [পূর্বের সৃষ্টি] আল্লাহ তা'আলা মানব নশ্বর দেহে ফুঁকে দেন। এইভাবে মানব সন্তানের পুনরুৎপাদনের জন্য নারী-পুরুষের যৌন-মিলনের এক অভিনব পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে পদ্ধতিতে নর-নারী উভয়ে যৌন তৃপ্তি লাভ করেন এবং উৎপাদন করেন আরেকটি নতুন মানব। এই পদ্ধতিতে নর-নারীর শুক্রবিন্দু একসাথে মিলিত হয়ে কিভাবে মাতৃগর্ভে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত হয়, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا.

"হে মানবমণ্ডলী! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহ কর, তবে [ভেবে দেখ] আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর

www.amarboi.org

জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না।" {*সূরা ২২-হজ : আয়াত-৫*}

নর-নারীর বীর্য আল্লাহ তা'আলার আদেশে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তাদের উর্বর ক্ষমতাও আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ط ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ.

"তোমরা কি ভেবে দেখছ, তোমাদের বীর্য সম্পর্কে, তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?" {*সূরা ৫৬-ওয়াকিয়া : আয়াত-৫৮-৫৯*}

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ হিসেবে রূপ নেয়া এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিক্রম করায় প্রতিপালক একমাত্র উপাস্য আল্লাহ তা'আলার দয়া, অনুগ্রহ ও নিয়ামতের উপর আদম সন্তান পরিপূর্ণরূপে নির্ভরশীল। কাজেই আদম সন্তানের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে নিজের আসল পরিচয় এবং প্রতিপালকের সাথে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করে প্রতিপালকের প্রদত্ত বিধিবিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে ইবাদুর রহমানের [*আত্মসমর্পণী বান্দার*] বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অথচ অধিকাংশ আদম সন্তানই পূর্ববর্তীতে দেয়া স্বীকারোক্তির কথা ভুলে ইবাদুর রহমানে প্রতিষ্ঠিত হতে অস্বীকার করে থাকেন। তাই পার্থিব জীবনে ব্যবহারিক কার্যকলাপে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধান প্রয়োগ করায় বা বাধ্য থাকায় এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে লক্ষণীয় ব্যবধান রয়েছে। এই ব্যবধানের পেছনে কারণ হিসেবে মূলত রয়েছে আদম সন্তানের প্রবৃত্তির চাহিদার এবং ধর্মীয় বিশ্বাস গ্রহণ করার স্বাধীনতা, যাকে বলা হয় ফ্রিডম অব চয়েস। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এক মহৎ উদ্দেশ্যে যে, তারা পার্থিব জীবনে বংশ পরম্পরায় প্রতিনিধিত্বেও দায়িত্ব পালন করে এক প্রতিপালকের ইবাদত করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" {*সূরা ৫১-যারিয়াত : আয়াত-৫৬*}

এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মর্তব্য যে, মানব রূহকে সহজাত প্রকৃতিতে [*ফিতরাতুল্লাহ,*

www.amarboi.org

আল্লাহর বাধ্য] প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক আল্লাহ তা'আলার আদেশের অনুগত থাকা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

"তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহ্‌র প্রকৃতি [*ফিতরাতুল্লাহ*], যার উপর [*আল-ফিতরাত, এক উপাস্য আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার যোগ্যতা*] তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই [*মানব সন্তান ইচ্ছাকৃতভাবে সহজাত প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকে*]। এটাই সরল ধর্ম [*এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা*]। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" {*সূরা ৩০-রূম : আয়াত-৩০*}

আল-ফিতরাত বা সহজাত প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত রূহ যখন মানব নশ্বর দেহে সংযুক্ত হয়ে পার্থিব জীবনে মানব আত্মায় পরিণত হয়, তখন সে লাভ করে প্রবৃত্তির চাহিদা এবং ভাল-মন্দ যাচাই করে জীবন-যাপনের বিধিবিধান এবং ধর্মীয় বিশ্বাস গ্রহণ করার স্বাধীনতা।

মানব সন্তানকে আরও দিয়েছেন চোখে দেখে কানে শ্রবণ করে ভাষায় লিখে মুখের বক্তৃতায় প্রকাশ করার ভাষা বা বাকশক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَلرَّحْمٰنُ لا عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ط خَلَقَ الْاِنْسَانَ لا عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

"করুণাময় আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।" {*সূরা ৫৫-রহমান : আয়াত-১-৪*}

মানুষের মুখের ভাষাশক্তির সদ্ব্যবহার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পবিত্র বাণী আল-কুরআন পাঠ করা, তা থেকে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার করুণা লাভ করা। অতঃপর ভাষায় প্রকাশ করে অন্যদের শিক্ষা দেয়া। বলাবাহুল্য খলীফার গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে আসমানী কিতাবের জ্ঞান অনস্বীকার্য। কারণ আসমানী কিতাবসমূহ ইহলোকে ও পরলোকে সফল হওয়ার জ্ঞান নিয়ে নাযিল হয়েছে, শেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন তাদের অন্যতম। একমাত্র পাঠ করে এই জ্ঞানকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা দিয়ে ভাষায় প্রকাশ ব্যতিরেকে অন্যদের বুঝানোর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। স্মর্তব্য, রাসূল (সা.)-কে জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর রাসূল (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন অন্যদেরকে। অতএব খলীফার

www.amarboi.org

দায়িত্ব পালনে মুখের ভাষায় ব্যক্ত করার যোগ্যতা বস্তুত অন্যান্য যোগ্যতার তুলনায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কারণ একমাত্র ভাষা বা বাকশক্তি ব্যতিরেকে কানে শ্রবণ এবং চোখে দেখার শক্তি সব জীবপ্রাণীরই আছে। অথচ চোখে দেখে বা কানে শ্রবণ করার পর তাদের অনুভূতি অনেক সময় বিভিন্ন ইঙ্গিতে বুঝাতে চেষ্টা করলেও ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। তদুপরি মানব সন্তান পেয়েছেন বস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করার ধীশক্তি ও বোধশক্তি এবং গবেষণা করে নতুন বিষয় আবিষ্কার করার যোগ্যতা। এ কারণেই মানব সন্তান হচ্ছে অন্যান্য জীবপ্রাণীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। উপরোল্লিখিত মানবিক বৈশিষ্ট্যে আদম সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করে দুনিয়াতে বংশ পরম্পরায় প্রতিনিধিত্বের গুরু দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দিয়েছেন। এই মহাদায়িত্ব পালন যাতে সহজ হয় তার জন্য বিশ্বজাহানেই সবকিছু মানব সন্তানের কল্যাণে নিয়োজিত করছেন। আরও দিয়েছেন নবী-রাসূলের মাধ্যমে আসমানী কিতাব, জীবনাদর্শের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং পরকাল জীবনের সাফল্যে করণীয় কী তার বিশদবর্ণনা। নবী-রাসূলরা সকলেই মানব সন্তান, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ ব্যবহারিক জীবন-যাপনে প্রয়োগ করে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন যাতে তার অনুসারী মানব সন্তানের জন্য বিধিবিধান পালনে এবং ইবাদুর রহমানের বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হতে সহজ হয়।

উপরোল্লিখিত বিশেষত্ব আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন এক মহৎ উদ্দেশ্যে যাতে আদম সন্তানকে পার্থিব জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা করে বের করতে পারেন, কারা প্রতিপালকের আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তা'আলার মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপান্তর করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।" {*সূরা ৬৭-মুলক : আয়াত-২*}

পরীক্ষা করায় মানব সন্তানের প্রবৃত্তির স্বাধীনতা ছাড়াও রয়েছে অদৃশ্য শয়তান, ইবলিস ও তার দলের কুমন্ত্রণা এবং অনুপ্রেরণা। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র আদেশ অমান্য করে আদম (আ.)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করায় ইবলিস অভিশপ্ত হয়ে কাফেরে পরিণত হয়ে অবাধ্য [শয়তান] হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। আদমের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ঔদ্ধত্যের সাথে সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সকল আদম সন্তানকেই সে বিপথগামী করায় দৃঢ়চিত্তে আত্মনিয়োগ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ق فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ

www.amarboi.org

اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ ط اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ. قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ لا ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ط لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ.

"আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছি আদমকে সিজদা কর তখন সবাই সিজদা করেছে, কিন্তু ইবলিস, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ বললেন, আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সিজদা করতে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। বললেন তুই এখান থেকে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল: আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন: তোকে সময় দেয়া হলো। সে বলল: আপনি আমাকে যেমন উভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক দিয়ে, পেছন দিক দিয়ে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব।" {*সূরা ৭-আরাফ : আয়াত-১১-১৮*}

অতএব ইবলিস হচ্ছে আদম সন্তানের প্রধান ও প্রকাশ্য শত্রু। এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ولا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ. اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّ ط اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ.

www.amarboi.org

"হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে এবং সেই প্রবঞ্চক [ইবলিস] যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।" {*সূরা ৩৫-ফাতির : আয়াত-৫-৬*}

কারণ অদৃশ্য থেকে সে মানব প্রবৃত্তির চাহিদায় অনুপ্রেরণা ও কুমন্ত্রণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানের অবাধ্য হতে সাহায্য করে থাকে। এ কাজে ইবলিসের যেরকম স্বাধীনতা রয়েছে তেমন রয়েছে মানব সন্তানের অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা। এটিই হচ্ছে মানব সন্তানের জন্য পরীক্ষা। বস্তুত পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে জীবন যাপন করতে আবদকে তিন ধরনের শয়তানের সম্মুখীন হয়ে সংগ্রাম করতে হয়। (১) জিন [ইবলিসের দল] শয়তান; (২) মানব প্রবৃত্তি শয়তান এবং (৩) মানব শয়তান।

পরীক্ষার ফলাফল দেয়ার জন্য সকল আদম সন্তানকে পুনরায় জীবন দিয়ে শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মুখে হাজির করবেন। অতএব ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে ব্যক্তি প্রবৃত্তির স্বাধীনতা ব্যবহারে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে তাদের জন্য পরীক্ষা এবং অতঃপর শেষ বিচার দিবসে রয়েছে নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের এবং কৃতকর্মের জবাবদিহি। কাজেই বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত দ্বীন বা জীবনাদর্শের দিকনির্দেশনা অনুসারে জীবন-যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তারা পরজীবনে লাভ করবেন চিরশান্তির বেহেশতী জীবন। অন্যথা যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে অস্বীকার করে ইবাদতে কাউকে শরীক স্থির করবেন তারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে চিরশাস্তির বাসস্থান দোজখে অধিষ্ঠিত হবেন। অতএব এটি অনস্বীকার্য যে, মানবের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সাথে রয়েছে পরকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অর্থাৎ সেতুবন্ধন, একটিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করার মাধ্যমে অন্যটিকে জয় করা যায় না। কাজেই বলা যায়, পার্থিব জীবনের ব্যাপ্তিতা অতি সংকীর্ণ হলেও অনন্তজীবন পরকালের সাফল্যে পার্থিব জীবনের গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। যারা পরকালের গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে পার্থিব জীবনের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন তারা পার্থিব জীবনেই তাদের কর্মের পুরস্কার লাভ করে থাকেন বস্তুত পরকালে তাদের জন্য থাকবে শাস্তি।

www.amarboi.org

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ النَّارُ ز وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হলো সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হলো।" {*সূরা ১১-হূদ : আয়াত-১৫-১৬*}

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا.

"আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন অবস্থায় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।" {*সূরা ১৭-বনী-ইসরাঈল : আয়াত-১৯*}

অনুরূপ পরকালীন জীবন এবং শেষ বিচার দিবসের জবাবদিহিতাকে অস্বীকার করে পার্থিব জীবনে নিজ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণে যারা অন্যায় কাজে জড়িত থাকেন তারাই বস্তুত মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার যে মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে তার বিপরীতে কাজ করেন। তবুও তারা নিজ কর্মের পুরস্কার পার্থিব জীবনেই পেয়ে যাবেন কারণ আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচারক, কারও ভাল কাজের পুরস্কার তিনি নষ্ট করেন না। পরকালীন জীবনের গুরুত্ব, শেষ বিচার দিবসে জবাবদিহির এবং গোলামের উপর প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার হক আদায় সম্পর্কে তারাই উদাসীন যারা মানব জাতির প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার 'রহমত' শেষ রাসূল (সা.) এবং সংরক্ষিত আসমানী কিতাব আল-কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না। পার্থিব জীবনে খলীফার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করার প্রত্যয়ে মানব সন্তানকে অবশ্যই তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করে আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে ইবাদুর রহমানে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

(সমাপ্ত)

www.amarboi.org

সন্ধান পুস্তক

আল-কুরআনের বাংলা, ইংরেজী অনুবাদ এবং তাফসির

- "আল-কুরআনুল করীম" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনূদিত, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষে হাফেজ মঈনুল ইসলাম, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা ১৯৮৬।

- "পবিত্র কোরআনুল করীম" মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশনায় : খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প।

- "কোরআন শরীফ" অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী, প্রকাশনায় : ঝিনুক পুস্তিকার পক্ষে রুহুল আমিন নিজামী, ৩/১৩ লিয়াকত এভিনিউ, ঢাকা ১৯৯২।

- "তাফহীমুল কুরআন" সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনুবাদঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রকাশনায় : আধুনিক প্রকাশনী; ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৮৭।

- Tafsir Aj-Jalalayn, Jalalu'd-din Al-Mahalli and Jalalu'd-din As-Suyuti, English Translation by Aisha Bewley, Production: Bookwork, Norwich, Dar Al Taqaw Ltd. 7A Melcombe Street, Baker Street, London NW1 6AE.

- "The Noble Quran", Dr. Muhammad Muhsin Khan & Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali; Islamic University, Al-Madinah Al-Munawwarh, vol. 1-9; Darussalam Publishers and Distributors, Riyadh, Saudi Arabia 1993.

- "Tafsir Ibn Kathir" Darussalam Publishers and Distributors, Riyadh, Houston, New York, Lahore 2000.

- "Al-Qur'an" The Guidance for Mankind, Muhammad Farooq-i-Azam Malik, The Institute of Islamic Knowledge, Houston, Texas, U.S.A 1997.

- "The Holy Quran" Abdullah Yusuf Ali, Revised and Edited by The Presidency of Islamic Researchers, IFTA, Call and Guidance, The Custodian of the Two Holy Mosque King Fahd Complex for Printing of the Holy Quran, Saudi Arabia 1992.

- "The Noble Quran" Dr. Thomas B. Irving [Al-Hajj Ta'lim Ali], Amana Books, Brattleboro, Vermont, U.S.A 1992.

- "In the Shade of The Quran [Fi Zilalil-Quran], Sayyid Qutb; translated

www.amarboi.org

and Edited by M.A. Salahi & A.A. Shamis, vol. 1-4; The Islamic Foundation Markfield Conference Centre, Markfield, Leicester, UK 2001.

- "Towards Understanding the Quran" Sayyid Abul Al'a Mawdudi, translated and Edited by Zafar Ishaq Ansari, The Islamic Foundation, Markfield Dawah Centre, Markfield, Leicester, UK 1992.

- "Meaning of The Qur'an (word-for-Word English Translation, Published by Abdun Naeem for Islamic Book Service, 2241, Kucha Chelan, Darya Ganj, New Delhi-110 002; 2003

হাদীস শরীফ

- সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১-৬; সম্পাদনা, আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিশ দাস লেন, ঢাকা ১৯৮২।

- সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১-৮ একত্রে, অনুবাদক মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল হক, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৩৬, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা।

- তিরমিযী শরীফ, খণ্ড ১-৬ একত্রে, অনুবাদক মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৩৬, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা।

- আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড ১-৫ একত্রে, অনুবাদক মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৩৬, ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা।

- সুনানু নাসাঈ, খণ্ড ১-৫ একত্রে, অনুবাদক মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৩৬, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা।

- "রিয়াদুস সালেহীন" খণ্ড ১-৪, ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আননববী; সম্পাদনায় আবদুল মান্নান তালিব; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশনায় এ. কে. এম নাজির আহমদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১৯৯০।

- Sahee Al-Bukhari, vol. 1-9; Arabic-English, Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan, Published by Dar Ahya Us-Sunnah Al-Nabawiya, Saudi Arabia.

- "Sahee Muslim" Translated by Abdul Hamid Siddiqi, Corrected and revised by Dr. Hussain; Shaykh Muhammad Ashraf Boosellera & Exporters, Lahore 1990.

- "Sunan Abu Dawud, English Translation with Explanatory Notes by Prof. Ahmad Hasan, Islamic Research Institute, Islamabad, Kitab Bhavan, 1784, Kalan Mahal, Darya Ganj, New Delhi-110002; 2001.

- "Sunan Ibn-i-Majah, English Version by Muhammad Tufail Ansari, Kitab Bhavan, New Delhi-110002; 1994.

- "Ar-Raheeq Al-Makhtum" [The Sealed Nectar]; Biography of the Noble

www.amarboi.org

Prophet by Safiur-Rahman Al-Mubarakpuri, Islamic University, Al madina Al-Munawwarh, Darussalam Publishers, Riyadh Saudi Arabia 1996. [*This book was awarded First Prize by the Muslim World League at world-wide competition on the biography of the Prophet (SA) held at Makka Al-Mukarrama in 1399 H/1979.*]

- The Muslim Family: Vol.1-4; "The Quest for Love & Mercy-1; Closer than a Garment-2; The Fragile Vessels-3; Our Precious Sprouts-4; by Muhammad al-Jibaly; Al-Kitab & as-Sunnah Publishing, Arlington, Texas U.S.A 2000.

- "The Rights and Responsibilities of Marriage" Audio Lecture in CD (1-16) by Shaykh Hamza Yusuf Hanson, Alhambra Productions, Hayward, California, U.S.A 2002; **www.alhambraproductions.com.**

- "The Resurgent Voice of Muslim Women" by Rasha al-Disuqi Ph.D., Foundation for Islamic Knowledge Lombard, Illinois, U.S.A 1999.

- "Zad-ul Ma'ad fi Hadyi Khairi-l 'Ibad (Provisions for the Hereafter, From the Guidance of Allah's Best Worshipper), Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Translated by Jalal Abualrub, Madinah Publishers and Distributors, Orlando Florida, U.S.A 2000.

- "Stories of the Prophets [নবীদের কাহিনী] by Imam Ibn Kathir, translated by Shaykh Muhammad Mustafa Gemeriah, Office of the Grand Imam, Shaykh Al-Azhar, El-Nour for Publishing, Distributed and Translation Est. Mansoura, Egypt.

- "Islam Our Choice" by Debrah L. Dirks & Stephane Parlove, Amana Publications, 10710 Tucker Street, Beltsville, Maryland 20705, U.S.A 2003.

- "The Sun is Rising in the West" New Muslims Tell About Their Journey to Islam by Muzaffar Haleem, Co-author; Betty (Batul) Bowman, Amana Publishers,, Beltsville, Maryland, U.S.A 1999.

- On Disciplining The Soul & On Breaking the Two Desires, Imam Al-Ghazali, The Islamic Texts Society, 22a Broolands Avenue, Cambridge CB2 2DQ, UK 2001.

- Breast-Feeding Best for Babies" by Rebecca D. Williams, U.S. Food and Drug Administration, Dept of Health and Human Services, U.S.A

- "Al-Halal Wal Haram Fil Islam" [The Lawful and The Prohibited in Islam] by Dr. Yusuf Al-Qardawi, translators, Kamel El-Helbawy, M. Moinuddin

www.amarboi.org

Siddiqui, Syed Shuky, American Trust Publications, Plainfield Indiana, U.S.A 1994.

- CDC {Center for Disease Control and Prevention}, Department of Public Health, U.S.A

- The Ryrie Study Bible, New American Standard Translation by Charles Caldwell Ryrie, Th.D, Ph.D, Moody Press, Chicago U.S.A 1978.

-ইংরেজী-বাংলা অভিধান, Editor, Zillur Rahman Siddiqui, Professor, Dept. of English, Jahangirnagar University, Savar, Bangla Academy.

www.amarboi.org

আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www.ahsanpublication.com

ISBN : 978-984-8808-50-4